মারকাজ তালিব উল উলুম

জৌনপুর ভারত

যখীরায়ে কারামত

যাদুত্তাকওয়া

(২য় খন্ড)

মূল

আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ্ কারামাত আলী (রঃ)
জৌনপুরী

প্রকাশনায় ঃ
মৌলানা মুহম্মদ ফুজৈল জৌনপুরী বিণ শেখুত তরীকত
মৌলানা গালিব হুসাইন জৌনপুরী
india mobile - +918960084528

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	০৫
প্রসঙ্গ কথা	০৯
ভূমিকা	২৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	
আল্লাহ, তায়ালার তাওহীদের (একত্বের) বর্ণনা	৪১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহ্ তায়ালার ছেফাতের (গুনাবালী) বর্ণনা	৪৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহ তায়ালার মারেফাতের বর্ণনা	৪৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
তাসাউফের আরকানের বর্ণনা	৫৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
সূফীগণের সেলসেলার বর্ণনা	৬৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
সূফীগণের পরিভাষায় ইঙ্গিতকারী কতকগুলি বাক্যের নির্ধারিত অবস্থার বর্ণনা	৬৬
সপ্তম পরিচ্ছেদ	
তাওয়াজ্জুহর প্রভাব ও শ্রেণীবিভাগ এবং নিয়ম পদ্ধতির বর্ণনা	৮১
অষ্টম পরিচ্ছেদ	
এগারটি শব্দের বর্ণনা যার উপর নকশবন্দীয়া তরীকার বুনিয়েদ	৮৯
নবম পরিচ্ছেদ	
মোরাকাবার বর্ণনা	৯৫
দশম পরিচ্ছেদ	
নেসবতের অর্থ ও উহা হাসিল করবার বর্ণনা এবং তিন প্রকারের তাজাল্লী-মোশাহেদা, ফানা, বাকা ও হাক্কুল একিন-এর হাকিকতের বর্ণনা	৯৯
একাদশ পরিচ্ছেদ	
হযরত মুর্শিদে বরহক আমীরুল মুমেনীন সাইয়্যেদ আহমুদ (কুঃ রূঃ) মোজাদ্দেদ হওয়ার নিদর্শন এবং তাঁর তরীকা মোহাম্মদীয়া নাম রাখার কারণ এবং গুরুত্ব ফায়দার বর্ণনা	১০৯
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	
জিকিরের ফযীলত, প্রভাব, উপকার এবং জিকিরের অন্যান্য পদ্ধতি, মোশাহেদার হাকিকত, উহা হাসিল হওয়া না হওয়ার পরিচয় এবং উহা লাভ করবার পদ্ধতি	১৭১
নকশবন্দিয়া তরীকার আশ্‌গালের বর্ণনা	২০০
পরিশিষ্ট	

Scanned by CamScanner

হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

১২১৫ হিজরীর ১৮ই মহররম হাদীয়ে জামান, মোরশেদে বরহক আমিরুল মুমেনীন আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) ছাহেব ভারতের জৌনপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা আবু ইব্রাহিম শায়খ ইমাম বখস্ (রঃ) একজন তাপস ও অত্যন্ত বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) এবং হযরত মাওলানা শাহ্ রজব আলী (রঃ) ছাহেব (ইনি একজন বড় ফকিহ ছিলেন এবং হযরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রঃ)-এর খলীফা ছিলেন)। বিভিন্ন কিতাবাদ হতে জানা যায়, তাঁদের বংশ পরম্পরা পঁয়ত্রিশ পুরুষ উর্ধ্বে গিয়ে প্রথম খলিফা সৈয়েদেনা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সহিত মিলেছে।

হযরত মাওলানার আসল নাম আলী। তাঁর রচিত কিতাবাদিতে তিনি লিখেছেন 'আলী জৌনপুরী'। কোন কোন কিতাবে পাওয়া যায় 'আলী জৌনপুরী মাশহুর কারামত আলী'। তাঁর জামানায় এতদ্দেশ্যে নানা ধরনের ভন্ড তপস্যি দল যাদু, টোনা, হিপনোটিজম, মেছমেরিজম, এছতেদরাজ ইত্যাদি অলীক ও আশ্চর্যজনক কার্য দ্বারা অজ্ঞ মানুষকে বিপদে ফেলত। সেই সময় হযরত মাওলানা ছাহেব তশরীফ আনলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র অলী। জাহেরী ও বাতেনী এলেমের গভীর সমুদ্র। তাঁর প্রত্যেক অলৌকিক কার্যই ছিল কারামত বিশিষ্ট এবং তাঁর হেদায়েতকালে অসংখ্য কারামত বা অলৌকিক ঘটনা সর্বজনবিদিত ছিল; তাই তাঁর নামের সাথে কারামত যোগ করিয়া মাওলানা কারামত আলী নামে অভিহিত করা হত। পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধির কারণে তাঁর সকল কারামত এখানে উল্লেখ করা হলো না। শুধুমাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কারামতের কথা উল্লেখ করা হলো ঃ 'তিনি একটি চাউলের উপর বিসমিল্লাহের রাহমানির রাহিম সহ কুলহু আল্লাহ্ সূরাটি লিখে নিজের নাম দস্তখত করতেন। তা সকলেই পড়তে পারত এবং ঐ চাউল সেবনে যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হত।'

হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী (রঃ) ছাহেব শৈশব হতেই সংযত ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। অল্প বয়স হতেই নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয ও ওয়াজেব

Scanned by CamScanner

কার্যাবলীর পাবন্দ ছিলেন এবং তখন থেকেই বুজুর্গ লোকদের সাহচর্যে উঠা-বসা করতেন। বাল্যকালে তার মেধাশক্তি এত প্রখর ছিল যে, একবার যা শুনিতেন তা কখনও ভুলতেন না। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমপারা মুখস্থ করেছিলেন। দশ বৎসর বয়সে ত্রিশ পারা কোরআন শরীফ হেফজ করেন এবং ফারসী ভাষায় পারদর্শী ও হস্ত লিপিতে অদ্বিতীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তিনি সাত প্রকারে লিখিতে পারিতেন। বাল্যকাল হতেই তিনি সুন্নাতে নববীর এবং হযরত নবী করিম (দঃ)-এর অনুসারী ছিলেন।

তিনি তৎকালীন বিখ্যাত আলেমগণের নিকট হতে বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ধর্ম-বিদ্যার সাথে সাথে যুদ্ধ-বিদ্যায়ও কৃতিত্ব লাভ করেন। বহু দেশ-বিদেশ ভ্রমণ এবং অনেক পণ্ডিতের নিকট এলমে মাকুলাত ও মানকুলাত ইত্যাদি নানা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের পর আঠার বৎসর বয়সে হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরলবী (রঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আঠার দিনের মধ্যে স্বীয় মোর্শেদে বরহকের নিকট তাছাউফ বা এলমে মারেফত, তরীকত ও হাকীকতের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মোশাহাদা ও ছলুকের মকামগুলো দক্ষতার সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী (রঃ) মুরীদ করিবার সনদ, খেলাফতনামা ও সাজরা প্রদান করতঃ দেশ-দেশান্তরে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবার অনুমতি ও আদেশ দিয়ে তাকে বিদায় দেন।

হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)-এর প্রথম ভ্রমণ দীর্ঘ আঠার বৎসর চলেছিল। এ সময় তিনি পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় তাবলীগ প্রচার করেন। এ সময় তিনি স্থানে স্থানে ধর্ম প্রচারকারী নিযুক্ত করেন এবং মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। আসামে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন সেখানে মুসলমানের কোন চিহ্নই নেই, এমনকি তারা পোশাক পরিধান বা লজ্জাস্থান ঢাকবারও প্রয়োজন মনে করত না। মাওলানা ছাহেব তাদেরকে লজ্জাস্থান ঢাকিবার কাপড় এবং টুপি প্রদান করেন। অতঃপর চার হাজার লুঙ্গি এবং কিছু থান কাপড় বণ্টন করেন। এতে সকলের মধ্যে সৌহার্দের ভাব গড়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে জনৈক ইংরেজ লিখেছেন ঃ 'জৌনপুরের মাওলানা কারামত আলী ছাহেব বাংলা ও আসামের লোকদিগকে শুধু মুসলমানে পরিণত করেই ক্ষান্ত হননি, উপরন্ত তিনি কাপড় ও পোশাক প্রদানে অমুসলমানদিগকে মুসলমানে পরিণত করেছেন।'

হযরত মাওলানা ছাহেব আসামে হেদায়েত-ভ্রমণের দীর্ঘ আঠার বৎসর পর আত্মীয়-স্বজন সহকারে স্বীয়

Scanned by CamScanner

সাক্ষাৎ করেন। এ সময় চারিদিক হতে ভক্তবৃন্দ ও মুরীদগণ জৌনপুরে তাঁর নিকট আগমন করেন। হযরত মাওলানা ছাহেব শহরের চারিদিকে এবং আজমগড়, গাজীপুর, ফয়জাবাদ, সুলতানপুর ইত্যাদি জেলা ভ্রমণ করে তাবলীগের কাজ পূর্ণভাবে আদায় করেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় তিনি বাংলা ও আসামে একান্ন বৎসর তাবলীগের কাজ চালিয়েছিলেন।

মাওলানা ছাহেব মুসলমানদের জন্য ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এ সব কিতাব তাঁর উপদেশাবলী, বক্তৃতা, রচনাবলী, মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় তথ্য, শেরক, বেদায়াত খণ্ডন, ধর্ম বিশ্বাস ঠিক রাখা এবং কুরীতি দূর করার বিষয়ে লিখিত।

হযরত মাওলানা ছাহেব সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের রচনায় অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকজন লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করা হল ঃ

এক ইংরেজ লেখকের বর্ণনায় পাওয়া যায় ঃ "সাইয়েদ আহমদ তাঁর জিহাদ আন্দোলনের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া প্রচার করতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠান। তন্মধ্যে মাওলানা কারামত আলীকে বাংলায় পাঠানো হয়েছিল মুসলিম সমাজ হতে সকল কুসংস্কার দূর করতঃ বাঙালী মুসলমানদের জিহাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে মুজাহিদ সংগ্রহ করতে।"

জেমস্ ওয়াইজ-এর মতে ঃ "তিনি সাইয়েদ আহমদের সাথে মক্কায় হজ্জে যান এবং দেশে ফিরে সাইয়েদ আহমদের অন্যতম সহকারী রূপে আত্মনিয়োগ করেন।" (James Wise, Notes on Races Castes and Trades of Eastern Bengal, London, 1833, p. 29.)

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় ঃ "সাইয়েদ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বে তিনি হযরত মাওলানা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র পুত্র ও সাইয়েদ আহমদের পীর হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজের নিকট জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর জীবন বহুমুখী সংগ্রামের মাঝে অতিবাহিত হয়। প্রথমতঃ তিনি ইসলামে প্রবিষ্ট হিন্দু আচার-আচরণ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন ও পরে সনাতন ইসলামের মাঝে অন্যান্য ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমানদের সমবেত করতে চেষ্টা করেন। (ইউসুফ আলী, Encyclo- paedia of Islam, vol. II, Leyden, 1972)

Scanned by CamScanner

অন্য এক লেখকের মতে ঃ "১৮৫৭ সালের পরবর্তীকালের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সংগ্রামে বাঙালি মুসলমানদের এত অধিক সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করার অন্যতম কারণ মাওলানা কারামত আলীর প্রচেষ্টা। (আকবর উদ্দীন, কায়েদে আযম, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৫১)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ "এ ব্যাপারে অবশ্য দ্বিমত নেই যে, মাওলানা কারামত আলী প্রত্যক্ষভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ না করিলেও বালাকোট বিপর্যয়ের আগ পর্যন্ত তিনি এই সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছেন।"

(A. B. Mallich, British Policy and the Muslim in Bengal, Dacca 1961, p.101.)

হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)-এর জীবিতাবস্থায় পাঁচ পুত্র জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে বড় পুত্র কুতুবুল আকতার হযরত মাওলানা শাহ্ ফায়েজ আহমদ ছাহেবকে গদ্দিনশীন করিয়া হেদায়েত ও যাবতীয় কার্যের ভার অর্পণ করতঃ মোনাজাতে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! ধর্মের প্রদীপ সর্বদা উজ্জ্বল রাখ, আমার সকল মুরীদান ও ভক্তগণের তথা সকল মোমেন খলিফাগণ দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত হেদায়েত কার্যে জ্ঞান দাও এবং তাদের দ্বারা ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করো। আমীন।"

সাতান্ন বৎসর তন্মধ্যে বাংলা ও আসামে একান্ন বৎসর হেদায়েত কার্য সুসম্পন্ন করার পর পঁচাত্তর বৎসর বয়সে ১২৯০ হিজরীর ২রা রবিউসসানী শুক্রবার প্রাতঃকালে কলেমায়ে শাহাদত পড়িতে পড়িতে শরীয়ত-তরীকতের উজ্জ্বল রবি, বাংলা ও আসামের প্রধান হাদী হযরত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) বাংলাদেশের রংপুর জেলার মুন্সীপাড়ায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে.....রাজেউন)। তাঁর মাজার শরীফ রংপুর মুন্সীপাড়া জামে মসজিদের মধ্যে অবস্থিত। দেশ-বিদেশ ও দূর-দূরান্ত হতে অসংখ্য লোক প্রত্যহ উক্ত মাজার শরীফ জেয়ারত করিতে আসেন এবং তাঁর রূহানী ফায়েজ লাভ করিয়া উপকৃত হন। আল্লাহ্ আমাদিগকেও তাঁর রূহানী ফায়েজ দান করুন] আমীন।

www.islamiclife.wapsite.me
Scanned by CamScanner

প্রসঙ্গ কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহ তায়ালার নামে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَسِيْلَةَ الطَّالِبِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম আল্লাহর রসূল হজরত মুহাম্মদের প্রতি যিনি (ইলমে তাসাউফ) শিক্ষার্থীদের অবলম্বন। এবং তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসারী সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

যাহারা আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করে তাঁর দরবারে সম্মান ও মর্যাদা লাভের আশা পোষণ করে, এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদিগকে ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ (আকায়েদ) আধ্যাত্মকতা (তাসাউফ) ও অনুশাসনগুলি (ফিকাহ) আমল করতে হবে, নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। তাদের এ লক্ষ্য অর্জন এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পরকালে শুধু মুক্তিলাভ, তা শাস্তি ভোগের পূর্বে হোক কিংবা পরেই হোক এসব কাজের উপর নির্ভর করে না। নাজাত বা মুক্তি শুধু কালেমার উপর নির্ভরশীল। খাঁটি অন্তঃকরণ ও পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে কালেমা পাঠ করবে। সব সময় মন্দ ধ্যান-ধারণা, কুফরী কথাবার্তা হতে বিরত থাকবে। ইলমে আকায়েদের আসল উদ্দেশ্য ঈমানের কথাবার্তা বর্ণনা করা। ইলমে ফিকার আসল উদ্দেশ্য বান্দার আমলকে পরিশুদ্ধ করা এবং যাহা তাদের জন্য ক্ষতিকর ও লাভজনক তার বর্ণনা করা। আর ইলমে তাসাউফের আসল উদ্দেশ্য অনুগ্রহ ও উপকারের কথাবার্তার বর্ণনা করা। এ তিন প্রকার ইলমে হাদীসের দ্বারাই প্রমাণ হইবে তাসাউফের কিতাবে তাওহীদ, মারেফাত এবং আরকানে তাসাউফের বর্ণনা ও উলুমে ইশারাহ এবং সালেকের স্থান ও মর্যাদা যাহা বর্ণনা করা হয়ে থাকে তা সমস্তই অনুগ্রহের মর্যাদায় পৌছে দিতে এবং লাভ করার অবস্থা বর্ণনা করা হয়। একে "আল্লাহ্‌র দিকে পৌছবার পথ" বলা হয়।

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

এ দেশে এমন অনেক লোক দেখা যায়, তাদের আমল, কথাবার্তা; আকায়েদ ফিকাহ ও তাসাউফের সম্পূর্ণ বিপরীত। এসব বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু তারা দাবী করে যে, আমরা সুফী তারা গুনাহ এবং কুফরী কাজকর্ম ও কথা-বার্তাকে তাসাউফ বলে থাকে। আমি বুঝতে পারিনা তাদের এসব কথা অজ্ঞতা প্রসূত, না দ্বীনের কোন দুশমন ইসলামের পোশাক পরে মুসলমানদিগকে ধোকা দিয়েছে। কিন্তু ফিকাহ্‌র মাসআলায় এরূপ ধোঁকা দেয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা ফিকাহ্‌র হুকুম আহকাম, প্রতিবেদন ও আমল প্রকাশ্য ব্যাপার। তার শিক্ষা-দীক্ষা ইসলামের প্রাথমিক কাল হতে অদ্যাবধি চালু রয়েছে। এ সম্পর্কিত কিতাবাদিও প্রত্যেক জায়গায় অনেক পরিমাণে মওজুদ আছে। আর তাসাউফ বাতেনী আমল, ইলমে ইশারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটা প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বুঝা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। এ সম্পর্কিত শিক্ষা-দীক্ষাও প্রত্যেক জায়গায় প্রচলন নেই। এ বিষয়ের কিতাবাদিও সুলভে পাওয়া যায় না। এ কারণে দুশমনেরা তরীকতের ইমাম হজরত সূফীয়ে কেরাম যাঁরা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে সাহাবাদের সর্বাধিক অনুকরণ করে রসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পুরাপুরি তাবেদারীর উচ্চস্থানে পৌছিয়াছেন এবং অগ্রবর্তী নৈকট্য লাভকারীদের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন, মানুষকে তাদের তরীকা হতে পথভ্রষ্ট করবার জন্য, অবিশ্বাসী করবার জন্য ও ঐ সমস্ত বুযর্গদের সংসর্গ লাভ হতে বঞ্চিত করার জন্য শরীয়তের পরিপন্থী কিছু কথা-বার্তা এবং রীতি-নীতি চালু করে মূর্খ লোকদিগকে বুঝিয়ে দেয় যে, এসব রীতি-নীতি শরীয়তের বিপরীত; কিন্তু তারীকত ও তাসাউফের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। অজ্ঞ লোকদের নিকট এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, সূফীদের এবং আলেমদের মধ্যে সর্বদাই এই রূপ মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। মূলতঃ ইহা তাদের মিথ্যা অপবাদ এবং মানুষকে ধোঁকা দেয়াই এসব বলার উদ্দেশ্য। কেননা শরীয়তের আইন অনুসারে বলা ও আমল করার নামই তরীকত এবং তাকে তাকওয়া বা খোদা ভীরুতা বলা হয়। আর যারা খোদাভীরু, তারাই ওলী, শরীয়তের অনুসরণকারী সূফী এবং দরবেশ। শরীয়তের অনুসরণকারী আলেমই সূফী। তাঁদের এলেম শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল সত্যিকার ঈমান লাভ ও তাকওয়া বা খোদা ভীরুতা। যদি কেহ ঈমান, খোদা ভীরুতার ও শরীয়তের বিপরীত কাজকে দরবেশী মনে করে তবে এরূপ দরবেশ শুধু আলেমদেরই নয়, কোরআন হাদীসেরও বিরোধী। তা কখনও তাসাউফ হতে পারে না। বড়ই পরিতাপের বিষয়, কোন কোন বিশেষ লোক, এমনকি বিদ্বান ব্যক্তিরাও এ ধরনের কথা বলে থাকে। যাদের শরীরের পশমের গোড়ায় গোড়ায় কুফরী, ধর্মদ্রোহিতা ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী কাজকর্ম,

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

হিন্দুদের ধর্মীয় কথাবার্তার পরিপূর্ণ কিম্বা ইসলাম ও কুফরী উভয়ের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই অথবা নামাজ মসজিদ, আলেম সমাজ প্রভৃতি সম্পর্কে যাহাদের শ্রদ্ধাবোধ নেই এরূপ লোকদিগকে অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ কামেল দরবেশ ও সূফী মনে করে থাকে। আবার কোন কোন লোক মনে করে, বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে রাগ রাগিনী শ্রবণ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ, এটা সূফীদের মাযহাবে এবাদত। আর নিজের পীর মুর্শিদের উরস করা,কবরে বাতি দেয়া, কাওয়ালী গায়কদের ডাকা এবং হালের মজলিস করা প্রভৃতি তাদের তরীকায় জরুরী বলে মনে করে। এরূপ বিদআতী লোকেরাও নিজেদের দরবেশ বলে দাবী করে এবং লোকদিগকে মুরীদ করে।

এ কারণে মূর্খ লোকেরা তাদিগকে মুর্শিদ এবং সূফী বলে জানে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি সুন্নতের অনুসারী ও কামেল সে-ই সূফী এবং মুর্শিদ হবার উপযুক্ত। কিন্তু সাধারণতঃ তাদিগকে কেহ চিনতে পারে না।

এরূপ অবস্থা দেখে আবুল হাবিব সোহরাওয়ার্দী (রঃ) তাসাউফ বিষয়ে একটি পুস্তিকা লিখেন। পুস্তিকাটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। তাতে তিনি লিখেছেন সূফীদের তরীকা অনুসরণ করার পূর্বে তাঁদের আকায়েদ ও জাহের বাতেন, তাদের বাকপদ্ধতি ও পরিভাষা ভালরূপে জেনে নেবে। অতঃপর তাদের পদানুসরণ করা এবং তাদের চালচলন ও কথাবার্তায় পায়রবী করা ঠিক হবে। এসব পর্যবেক্ষণ করে সূফীদের তরীকা অবলম্বন করা জায়েজ নহে। কেননা অবস্থা এ দাঁড়িয়েছে যে, মিথ্যা দাবীদারদের আধিক্যে প্রকৃত লোকদের অবস্থা লোকচক্ষুরবাহিরে চলে গিয়েছে। সত্য কথা বলিতে কি, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কার্যকলাপ তাদের উপরই পতিত হয়। তা ভাল লোকদের পুণ্য কাজে দোষত্রুটি দেখাতে পারে না। এটা অত্যন্ত বাস্তব ব্যপার যে, কেহ চাঁদের প্রতি ধূলা নিক্ষেপ করলে, ধূলাটা তার নিজের মুখের উপরই পতিত হয়। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন সত্য মুর্শিদের সংসর্গ লাভ হতে বঞ্চিত থাকে। এজন্যই এ দেশের বর্তমান সূফী ও তাসাউফের মূল তত্ত্ব, তাসাউফের উপর আমল করার নিয়ম পদ্ধতি, সূফীদের এলেম ও আকায়েদ, তাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ স্বভাব প্রকৃতি এবং বাকপদ্ধতি ও কথাবার্তার পরিভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করার মনস্থ করেছি এবং এ ব্যপারে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।

মেশকাতে মাসাবীহের কিতাবুল ঈমানের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রথম যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে এ সকল হাদীসবিদ সহীহ বলেছেন। হযরত ওমর

Scanned by CamScanner

ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে—একে হাদীসে জিবরাঈল, 'উম্মুল আহাদীস' ও 'উম্মুল জাওয়ামে' বলা হয়ে থাকে। কেননা হাদীসের দ্বারা যত জ্ঞান লাভ করা যায় সবই এ হাদীসের মধ্যে রহিয়াছে। যে প্রয়োজন মনে করে সম্পূর্ণ হাদীসটি মেশকাতে মাসাবীহের মধ্যে দেখে নেবে। এ হাদীসের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ইসলাম, ঈমান এহসান এবং কেয়ামতের আলামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। হযরত (সঃ) তার প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছিলেন। আর এখানে যেহেতু তাসাউফের বর্ণনা করা প্রয়োজন, সেজন্য যে প্রশ্ন ও জাওয়াবের দ্বারা তাসাউফ প্রমাণ হয় এটাই আমি উল্লেখ করছি। ইসলাম ও ঈমানের প্রশ্নের জওয়াব পাওয়ার পর জিবরাঈল (আঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ

فَاَخْبِرْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدُ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ـ

"আমাকে এহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি এইভাবে আল্লাহর এবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখতেছ। আর যদিও তুমি তাকে দেখতে না পাও, নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখতেছেন।"

এ হাদীসের মধ্যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসলাম, ঈমান এবং এহসান সম্বন্ধে যা ফরমায়েছেন এর ব্যাখ্যায় হযরত শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলবী (রঃ) বলেছেন, "তোমরা ভালরূপে জেনে রাখ ধর্মের বুনিয়াদ ও এর সম্পূর্ণতা ফেকাহ, এলমে কালাম যাকে এলমে আকায়েদ বলে এবং এলমে তাসাউফের উপর নির্ভর করে। হাদীসটিতে তিন বিষয়ের স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। ইসলাম দ্বারা এলমে ফেকাহর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তার মধ্যে আমল, শরীয়তের বিধি-বিধানের শাখা প্রশাখার বর্ণনা রয়েছে। ঈমানের দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন এতেকাদী বা বিশ্বাস মাসআলাসমূহের প্রতি আর এহসান দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন 'আহ্‌লে' তাসাউফের দিকে। আসলে তাসাউফের অর্থ আল্লাহ্ তায়ালা সর্বত্র বিদ্যমান, এর উপর মনে প্রাণে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মাবুদের মোশাহেদা বা পর্যবেক্ষণ ও তাঁর জাত পাকের মধ্যে ডুবিয়া যাওয়া। বস্তুতঃ তরীকতের মাশায়েখগণ তাসাউফের বর্ণনায় যে সমস্ত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেগুলো এ অর্থের সঙ্গে মিলে যায়। আর ফিকাহ্ তাসাউফ এবং কালাম পরস্পর নির্ভরশীল এবং অপরকে ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাসাউফ ফিকাহ ব্যতীত কোন আকৃতি গ্রহণ করতে পারে না। কেননা আহকামে

Scanned by CamScanner

এলাহী ফিকাহ্ ছাড়া বোঝা যায় না। আবার ফিকাহ তাসাউফ ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না। কারণ আমল খাঁটি মনোযোগ ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না। আবার তাসাউফ এবং ফিকাহ্ উভয়ই ঈমান ব্যতীত সঠিক হতে পারে না। যেমন আত্মা ও দেহ উভয়ই একে অপরকে বাদ দিয়ে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না এবং পরিপূর্ণ হতে পারে না। এ কারণেই হযরত ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন ঃ

من تصوف ولم يفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تكقن ـ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি তাসাউফকে গ্রহণ করল কিন্তু ফিকাহ্ গ্রহণ করল না নিশ্চয়ই সে যিনদিক বা কাফের। যে ব্যক্তি ফিকাহ্কে গ্রহণ করল কিন্তু তাসাউফ গ্রহণ করল না নিশ্চয়ই সে ফাসেক। যে ব্যক্তি উভয় এলেমে পারদর্শী এবং উভয় এলেম অনুপাতে আমল করে, নিশ্চয়ই সে মোহাক্কেক হয়েছে এবং সঠিক ধর্ম অর্জন করতে পেরেছে। যে ধর্মে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করে পুরাপুরি দ্বীনদার হয়েছে অতঃপর এ হাদীসের ব্যাখ্যার শেষাংশে বলা হয়েছে, এতে বোঝা গেল দ্বীন বলা হয়, ইসলাম, ঈমান এবং এহসান তিনটি বিষয়ে একত্রিত করা আর এর সমষ্টিকেই বলা হয় শরীয়ত। আবার কোন কোন সময় শুধু ইসলামকেও দ্বীন বলা হয়ে থাকে। যেমন এই আয়াতের মধ্যে আছে ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ইসলামই একমাত্র দ্বীন।" আবার কোন কোন সময় ফিকাহর শাখা-প্রশাখার হুকুম-আহ্কামকে শরীয়ত বলা হয়। শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত–এই তিনটিও দ্বীনের শাখা। আর হাকীকত বলা হয় শরীয়তের মূলতত্ত্বকে। এতে যেসব বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে সেগুলোর মূলতত্ত্ব জানা যায় আর যা কিছু শ্রবণ করা হয় প্রকাশ্যে বুঝতে পারা যায়। বস্তুতঃ হাকীকতে শরীয়তের বিপরীত অন্য কোন জিনিস নয়। সারকথা, দ্বীন বা ধর্মের সত্তা একটি, দুটি নহে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বোঝা গেল, তাসাউফের উপর আমল করলে এহসানের মর্যাদা হাসিল হয়। উল্লিখিত হাদীসে এহসানের দুটি সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মোশাহেদাহ্ (পর্যবেক্ষণ), দ্বিতীয় মোরাকাবাহ্ (খোদার ধ্যান)। আর মোশাহেদাই প্রকৃত ঈমান যাহাকে প্রকৃত বিশ্বাস আইনুল ইয়াকিন বলা হয়। বোখারী শরীফে হারকেলের সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈমানের

Scanned by CamScanner

প্রফুল্লতা এবং আনন্দ অন্তরে প্রবেশ করলে পুনরায় তা বাহির হয় না। আর অন্তরে ঈমান প্রবেশ করাকে নিশ্চিত বিশ্বাস (হাক্কুল ইয়াকীন) বলে, যা মোশাহেদার উচ্চ পর্যায়। আর এ কথাও জানা গিয়াছে যে, তাসাউফ ব্যতীত ফিকাহ অনুযায়ী আমল করা জায়েয নয়। সুতরাং এখন প্রমাণিত হলো মোমেনের জন্য তাসাউফের উপর আমল করা অত্যধিক প্রয়োজন রয়েছে। আর যিনি মুর্শিদে কামেল এবং তাসাউফ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল এবং আমলকারী তাঁর সংসর্গ ও তালিম ব্যতীত তাসাউফের উপর আমল করা সম্ভব নয়। এ কথা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে কোন কাজই ওস্তাদ ব্যতীত শিক্ষা হয় না। এজন্যই বয়াতের (মুরীদের) ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কোরআন শরীফের এগার পারায় সূরায়ে ইউনুসে ঈমান ও খোদাভীরুতা এ দুটি ওলীর নির্দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোও তাসাউফের উপর আমল ব্যতীত লাভ করা যায় না। অথচ অনেক ভাই দেখছি এলমে তাসাউফের প্রতি অমনোযোগী। তারা সেদিকে লক্ষ্যও করে না। এ এলেমের প্রতি লক্ষ্য না করলে তা কিভাবে হাসিল হবে? ঐ এলেম অনুযায়ী আমল কেমন করে ঠিক হয়? এটাও পরিলক্ষিত হচ্ছে, লোকেরা কে মুর্শিদ আর কে মুর্শিদ নয় ভাল মন্দের প্রতিও লক্ষ্য করে না এবং তাও জানে না যে জিকির কাকে বলে এবং জিকির কত প্রকার। জিকিরের দ্বারা লোকের কি উপকার হয় এবং এর পরিণাম কি আর কে মুর্শিদের উপযুক্ত আর কে উপযুক্ত নয়। মুর্শিদের কাজ কি, তাঁর দ্বারা লোকের কি উপকার সাধিত হয়? কেমন লোক সূফী হতে পারে? তাসাউফের মূলতত্ত্ব কি? তাসাউফের উদ্দেশ্য কি? এ সমস্ত বিষয় না জানার কারণে অধিকাংশ সাধারণ লোক এমনকি কোন কোন সময় বিশেষ বিশেষ লোকেরাও কোন কোন জায়গায় প্রতারিত হয়। যে ব্যক্তির তাসাউফ এবং সূফীদের এলেম ও তাঁদের পরিভাষা সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নেই, তাসাউফের উপর আমল করা তো দূরের কথা তাদের জাহেরী আমলই ঠিক নেই। এমনকি পোশাক পরিচ্ছদ ও শরীয়তের পরিপন্থী এবং যে পোশাক শরীয়তে নিষিদ্ধ তা পরিধান করে বিদআতে লিপ্ত রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের নিকটও লোকেরা বয়াত হয়। আর এ দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা কিস্‌সা কাহিনী বলে বেড়ায়। তাদের নিকট বক্তৃতা দেবার পুস্তকাদি রয়েছে। এসব পুস্তকে অদ্ভূত ধরনের গল্প কাহিনী রয়েছে। এসব লোক গ্রামে গ্রামে গিয়ে কিস্‌সা কাহিনী শুনিয়ে মানুষকে কখনও হাসায়, কখনও কাঁদায়। এমনকি এসব কল্পিত কিস্‌সা কাহিনীকে তারা মানুষের নিকট হাদীস বলে বর্ণনা করে। অতঃপর মূর্খ লোকেরা ভক্তদের সুললিত ভাষার সুমধুর রবের ওয়াজ শুনে তাদেরকে আলেম মনে করে নানা মাসআলা জিজ্ঞেস করে। আলেমবেশী ধোকাবাজরা

Scanned by CamScanner

জিজ্ঞেসিত মাসআলার ভুল জওয়াব দেয় যা মাযহাব ও আকিদার (বিশ্বাসের) সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সমস্ত ধোকাবাজদের দরুন এ দেশে নানা প্রকারের ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যদি এ দেশে ইসলামের বাদশা এবং কাজী থাকত তাহলে এসব ধোকাবাজদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করত। তা সত্ত্বেও লোকেরা এ সমস্ত কিস্‌সা যারা বলে তাদের নিকট মুরীদ হয়ে থাকে। এক প্রকারের মেয়েলোক আছে, যারা নীল রংয়ের কাপড়ের দ্বারা একটি বাক্সকে মোড়িয়ে এটা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। একে বিবি ডোলা বলা হয়। তার নিকট একটি কিতাব থাকে। তার মধ্যে বেহেশত, দোযখ, মিজান, পুলসিরাত, ফেরেশতা ইত্যাদি জিনিসের ছবি অঙ্কিত থাকে। তা নিয়ে সে বাড়ী বাড়ী গিয়ে মেয়েলোকদেরকে ভয় দেখিয়ে কিছু উপার্জন করে নেয়। সুতরাং কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনাকারীদের দলের এ কথা সত্য হলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

অধিকাংশ মূর্খ লোকের মধ্যে একটা নিয়ম প্রচলিত আছে যে, তাদের পূর্ব-পুরুষদের যিনি পীর ছিলেন তাঁর বংশের পীরজাদাদের নিকট পরবর্তীরাও মুরীদ হয়ে থাকে। পীরজাদার ধর্মীয় মতাদর্শ ও আমল আখলাকের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তা দেখা হয় না। এমন লোকও দেখতে পাওয়া যায় যে জাহেল, মূর্খ, শরীয়তের খেলাফ কাজ করে এবং বেদআতী, কিন্তু সে কোন বুজুর্গ ব্যক্তির সন্তান। মানুষ বিনাদ্বিধায় তার নিকট মুরীদ হয়। যদি তার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞেস করা হয়, তবে বলে সোবহানাল্লাহ! কি জিজ্ঞেস করছে। তিনি হযরত মখদুম শাহর অমুক সন্তানের সন্তান, খুব উচ্চ বংশের লোক। তাঁর দোষ-ত্রুটি ধরো না। তাঁর নিকট মুরীদ হও। এটা ঐ ঘটনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কোন এক শহরে একজন খানসামা তার মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পরামর্শ করবার জন্য আরো কয়েকজন খানসামাকে তার বাড়ীতে একত্র করল। সে বলল অমুক খানসামার ছেলের জন্য আমার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। তোমরা এ সম্বন্ধে কি বল? তারা বলল, ঐ ব্যক্তি বড় সাহেবের খানসামা আর ঐ সাহেবও বড় পিতার ছেলে। তাঁর অনেক টাকা পয়সা জমা আছে। সুতরাং তুমি এ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করো না। তাদের মূর্খতার সীমা এ পর্যন্ত পৌছেছে যে, কোন কোন বৃদ্ধ হিতাকাঙ্ক্ষী মুরীদ নিজের পীরজাদাকে এরূপ মন্দ কথা বলে যে, সে নিজের বাপ-দাদার নাম ডুবিয়ে দিল এবং তাকে উপদেশ প্রদান করে–তুমি নিজের রীতিনীতি ভাল কর, নচেৎ মুরীদ নষ্ট হয়ে যাবে। এরূপ পীরজাদাদেরকে অত্যন্ত নীচ মনে করে। কিন্তু এটা সত্ত্বেও যখন মুরীদ হবার দরকার হয় তখন খুব ধুমধামের সাথে খানা পাকিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে একত্র করে উক্ত নীচ

Scanned by CamScanner

পীরজাদাকে ডেকে তার নিকট মুরীদ হয়। এমনকি একদিনের জন্য হলেও তার অনুসারী হয়ে যায়। তাদের এ মূর্খতা হুবহু হিন্দুদের মতই যেমন তারা ব্রাহ্মণদের অনুসারী হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণদের চালচলন ও কাজকর্মের প্রতি তারা দৃষ্টিপাত করে না। অনুরূপ একশ্রেণীর অজ্ঞ মুসলমানও অনুরূপ করে থাকে। এমনকি তারা বে-নামাজী ও নিজের মাযহাবের পরিপন্থী লোকদের নিকটও মুরীদ হয়ে যায়। পীরজাদার ভিন্ন ধ্যান-দারণা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও বলতে থাকে, এ লোকটি কিছুদিন হতে বিগড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু তার পিতা সুন্নাত জামাতের অত্যন্ত অনুসারী ছিলেন। আর কোন কোন মূর্খ লোক নিজের বা ছেলেমেয়েদের অসুখে-বিসুখে কিম্বা মামলা মোকদ্দমায় পড়লে অথবা দুনিয়ার কোন প্রয়োজনে কোন ধোকাবাজ, বে-নামাজী, ফাসেক, বেদআতী, কিম্বা যে শেরেকের মধ্যে ডুবে আছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে ওয়াদা করে, যদি তার এ অসুখ ভাল হয় কিম্বা এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় তবে আমি আপনার নিকট মুরীদ হব। অতঃপর নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে অত্যন্ত আনুগত্য সহকারে উক্ত ব্যক্তির নিকট মুরীদ হয়। কিন্তু শরীয়তে যে ধরনের মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শকের নিকট মুরীদ হবার জন্য বলা হয়েছে, সে রূপ কারো নিকট পুনরায় আর মুরীদ হয় না। এমনকি বয়আতকে তারা একটা রুসুম মনে করে এবং আরো মনে করে একবার কারো নিকট বয়আত হলে রুসুম আদায় হয়ে গেল। আবার কেহ কেহ শরীয়ত বিরোধী বেদআতী পীরের নিকট বয়আত হয়ে আক্ষেপ করতে থাকে এবং বলতে থাকে অনেকদিন পূর্ব হতে অমুক বুযুর্গ আলেমের নিকট বয়আত হবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অমুকের নিকট বয়আত হয়েছি এখন কি করা যায়। কাজেই দ্বিতীয়বার বায়আত হতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে তরীকতের পরিচালকগণ তাদের প্রত্যেক মুর্শিদ ভাল হওয়া সত্ত্বেও তারা দু'-চারজন কিম্বা তার চেয়ে বেশী মুর্শিদের নিকট বয়আত গ্রহণ করেছেন। এমন অনেক মূর্খ লোক আছে যারা খাঁটি মুর্শিদের নিকট বয়আত হবার জন্য মনে প্রাণে আশা রাখে কিন্তু তাদের পূর্ব-পুরুষদের মুর্শিদের বংশের কোন জাহেল, মাযহাব-পরিপন্থী, ফাসেক, বে-নামাজী শেরকের মধ্যে ডুবে থাকা ব্যক্তি তাকে এ বলে ধমকাতে থাকে যে, যদি তুমি অন্য জায়গায় মুরীদ হও তবে তোমার ক্ষতি করে ছাড়ব এবং তোমাকে বের করে দিব। তখন ঐ মূর্খ লোক ভয়ের দরুন সত্য ও খাঁটি মুর্শিদের নিকট বয়আত হয় না। কিন্তু তবু উক্ত মূর্খকে এ কথাও বলে না যে, তুমিত বিতাড়িত হয়ে এমন প্রতারণা করে বেড়াচ্ছো, আমাকে আবার কি খারাপ করবে। যদি তোমার কোন শক্তি থাকে তবে নিজের উপর হতে ঐ সমস্ত ভূত-প্রেত দূর কর। যারা জিন হাজির করে তাদের মূলতত্ত্ব এই–তারা কোন শেরকের আমল করে জিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। এ

Scanned by CamScanner

কারণেই সে যার হাতের মুঠার মধ্যে কাগজের একটি টুকরা দিয়ে বসিয়ে দেয় তার নজরে অনেক জল্পনা কল্পনার জিনিস উড়তে থাকে আর রোগীর উপর যে ভূতের আক্রমণ হয় তাকে ধরে আনে এবং তাকে বেঁধে বোতলের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। শরীয়তে একে 'কাহেন' বা ভবিষ্যদ্বক্তা বলা হয় এবং হিন্দুদের পরিভাষায় বলা হয় 'ওজা'। আর যে ফাল বা পূর্বলক্ষণ দেখে অদৃশ্যের মিথ্যা খবর দেয় একে শরীয়তের গণক (মোনাজ্জিম) বলে। এ উভয় প্রকারের লোকই শরীয়তের দৃষ্টিতে কাফের। এ ব্যাপারে কোন আলেমের দ্বিমত নেই। এটা সত্ত্বেও এরূপ লোকদের নিকট মূর্খেরা মুরীদ হয়। সোবহানাল্লাহ! লোকেরা মুরীদ ও বয়আত হয় ঈমানে কামেল হাছেল করার জন্য এবং তৌবা করে কুফর ও শের্ক গুনাহ পরিত্যাগ করার জন্য। আর এ মিথ্যাবাদী জাহেল নিজেই কুফরী ও শেরক কাজ করে যেমন ওজার কাজ করে এবং তার নাম দেয় হাজেরাত বা জিন উপস্থিতকরণ। আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তকাদিকে ফারসী ভাষার পোশাক পরাইয়া তাকে 'ফাল' বা ভবিষ্যৎ কথনের কিতাব নাম দেয় এবং তার উপর আমল করে। কাজেই এরূপ লোকদের নিকট বয়আত হওয়া এবং তার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কুফরী। অথচ মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি মুর্শিদ ও দোয়া কালামের কোনো অভাব নেই। কিন্তু মানুষ তাদের নিকট যায় না। আসল কথা, হিন্দুদের সংসর্গে এসব মূর্খ বিশেষ করে তাদের মেয়েলোকদের আকিদা (বিশ্বাস) নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা কুফরীর কথাবার্তাকেই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিশ্বাস করে। আর এরূপ বিদআতী ও ফাসেক লোকদিগকে অসুখের অস্থিরতার মধ্যে অনেক কিছু দিয়ে থাকে। এ ধরনের ভন্ড লোকদের নিকট যেতে কেহ নিষেধ করলে তারা চুপে চুপে তাদের নিকট যাতায়াত করে। আর এ প্রকারের ফাসেক, বিদআতী লোকদের নিকট মূর্খ, দুর্বল-ঈমান মুসলমান এবং কাফেরদের খুব ভীড় হয়। বিশেষ করিয়া মেয়েলোকদের। সত্য ও খাঁটি মুর্শিদের নিকট আসতে তাদের মন চায় না। এ সুযোগে ধোকাবাজ পীরগণ দুনিয়া হাসিল করবার উদ্দেশ্যে দ্বীনি কিতাবের কথাবার্তা বাদ দিয়ে কুফরীর বেড়াজালে তাদের আটকিয়ে দেয়। লক্ষ্য করুন, কি রকম মূর্খতা ছড়িয়ে পড়েছে। এমনও অনেক লোক আছে যারা রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং হযরত সূফীদের শিক্ষার রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার দরুন তাদের এ ধারণা জন্মেছে যে, মুর্শিদে কামেল তাসাউফের সূক্ষ্ম মাসআলাগুলি মুরীদকে মুখে মুখে বলে দেন না। বরং তিনি মুরীদকে এমন তাওয়াজ্জুহ (মনোযোগ আকর্ষণ) দেন কিম্বা তার প্রতি এমন দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যার দরুন সমস্ত মাসআলা বা শিক্ষণীয় বিষয় মুরীদের মধ্যে চলে আসে। মুরীদ সবকিছু অবগত

Scanned by CamScanner

হয়ে যায়। তারা আরো বলে, এমন মুর্শিদ পাওয়া দুষ্কর। কোন কোন লোকের ধারণা, তাসাউফের কথাবার্তা গোপন থাকাই নিয়ম। এ প্রকাশ করা ও মজলিসে বর্ণনা ঠিক নয়। এসব কথাবার্তা মুর্শিদ তার মুরীদকে কানে কানে বলে দেন। বস্তুতঃ এসব ধারণা মূর্খতা ও ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। ধর্মের অন্যান্য মাসআলা যেমন অজ্ঞদিগকে জ্ঞাত করান আলেমদের উপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য তেমনি তাসাউফের মাসআলাও সকলকে অবহিত করা ফরজ। মূলতঃ ফিকাহ্, আকায়েদ, তাসাউফ–সব কিছুই হাদীস কোরআনের বিষয়। এ গোপন করার কি কারণ থাকতে পারে? অবশ্য 'আইনুল এলম' গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিশেষ লোকেরা সাধারণ লোকদের নিকট তাদের জ্ঞানের অবস্থা অনুযায়ী আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর মূলতত্ত্ব বর্ণনা করবে। কিন্তু কিছুই প্রকাশ করা যাবে না, এমন কথা কোনো কিতাবে নেই। মূলতঃ তাসাউফের আসল কথা হল তাওহীদ (একত্ববাদ)। তা দিনে পাঁচবার মোয়াজ্জিনকে উচ্চস্বরে বলিতে আদেশ দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মূর্খরা এ সমস্ত কথা হিন্দুদের নিকট শুনে বলে থাকে। কারণ হিন্দুদের গুরুরা কানে কানে তাদের মন্ত্র বলিয়া দেয়। আল্লাহ্তায়ালা রক্ষা করুন! দ্বীনের শত্রুগণ জনসাধারণের মধ্যে কেমন মিথ্যা ধোকাবাজী ও ঝগড়া-বিবাদ বিস্তার করেছে। তবে এ কথা সত্য যে, আল্লাহ্তায়ালার গোপন রহস্যের খবর ও এলেম প্রত্যেক লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ঐ সমস্ত গোপন কথা আল্লাহ্তায়ালা বড় বড় আউলিয়া দরবেশদের নিকট প্রকাশ করেন। এমনকি এই এলেম গোপন করারও আদেশ নেই। বরং হাদীসে এসেছে, এ এলেম বর্ণনা করা হলে তা অস্বীকার করবে না।

মোটকথা এ সমস্ত কল্পনা-প্রসুত সন্দেহ ও মূর্খতার কারণে অনেকে এলমে তাসাউফকে অনর্থক বিষয় মনে করে। তারা এলমে তাসাউফের এহসানের বর্ণনাকে শরীয়তের পরিপন্থী মনে করে এ বিষয়ের কিতাবাদিই পড়শোনা করেন এবং কামেল মুর্শিদের সংসর্গ বয়আতের বরকত ও ফায়দা হাসেল করা হতে বঞ্চিত থাকছে। আর সূফী লোকদের অভ্যাস তাঁরা নিজেকে সবচেয়ে খারাপ মনে করে। পক্ষান্তরে যারা শেরক এবং বেদআত হতে বারণকারী মুর্শিদ ও দীনদার আলেমদের নানা প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তারা এলমে তাসাউফ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; কিন্তু প্রতারণামূলক কথার জোরে মুর্শিদ ও দরবেশ সেজে বসে। তারা বলে দুটি কাঁচের টুকরো দ্বারা আগুন লেগে যায়; কিন্তু মণি- মুক্তা, হীরা-চুন্নি-পান্না ইত্যাদি দ্বারা তা হয় না। সুতরাং আমরা কাঁচের টুকরার মত ফকির-মিসকীন। আমাদের নিকটই মারেফাতের পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। আলেম ও মুরশিদগণ

Scanned by CamScanner

বিরাট বিরাট ব্যক্তি। তাঁরা হীরা-চুন্নি মণি-মুক্তার মত। তাঁরা শুধু কোরআন শরীফের পাতা উল্টান, তাঁদের নিকট কি আছে? মারেফাতের সঙ্গে তাহাদের কি সম্পর্ক আছে? তারা মারেফাতের পথ পায়নি। দুঃখের বিষয় এমন অহঙ্কারী ও ধোকাবাজ লোকদের নিকট মানুষ মুরীদ হয়। তাদের অনুসরণ করে। অথচ অহংকারের দরুন তারা দু' টুকরা কাঁচের তুল্যও নয়। আধ্যাত্মিতার পথ হতে তারা অনেক অনেক দূরে পড়ে আছে। কারণ সত্যিকার দরবেশ সব সময় নিজেকে অন্যের চাইতে অধম মনে করেন। কিন্তু তারা কাফের, মোশরেক, ফাসেক এবং বিদআতীদিগকে শরীয়তের অনুসরণ করেই খারাপ জানেন। তাতে অন্য লোকেরা এ ভক্তদের পথ এবং চালচলনকে মনে প্রাণে ঘৃণা করবে। 'তাআরুফ' নামক গ্রন্থে লেখা আছে—জিলহজ্জের নয় তারিখ বিকাল বেলায় আরাফাতের ময়দানে হযরত ফোজাইল ইবনে ইয়াজ (রঃ)-কে কেহ জিজ্ঞেস করল, মানুষের অবস্থা কেমন দেখছেন? তিনি উত্তর দিলেন–সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। যদি আমি তাদের মধ্যে না হতাম অর্থাৎ যেহেতু আমি তাদের মধ্যে ছিলাম আমাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। সররি ছাফতী (রঃ) বলেছেন—প্রত্যেক দিন আমি কয়েকবার আয়না দেখি এ ভয়ে, হয়ত আমার মুখ কাল হয়ে যেতে পারে। তিনি আরো বললেন—যেখানে লোকেরা আমার পরিচয় জানে সেখানে থাকা আমি কখনও পছন্দ করি না এ ভয়ে, হয়ত মাটি আমাকে গ্রহণ করবে না, কবর হতে বাইরে ফেলে দিবে এবং এতে আমি অপদস্থ হব। কোন কোন লোককে দেখা যায় দু' তিন মাস কিম্বা দু' তিন বৎসর পর্যন্ত ভন্ড পীরের খেদমতে থেকে রাত্র দিন জিকির শিক্ষা করে। যখন তার নিকট মোশাহেদার মূলতত্ত্ব আর জিকিরের পরিণাম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয় তখন সে মোটেই কোন জওয়াব দিতে পারে না এবং বলে অল্প দিনের মধ্যে এ সমস্ত কথা কিভাবে জানা যায়। সোবহানাল্লাহ! প্রকৃত ঈমান যাকে মোশাহেদাহ বলা হয়, তাদের নিকট এমন কণ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে যারা হাকীমত দু' তিন মাস কিম্বা দু' তিন বৎসরের মধ্যে মুর্শিদ বুঝাতে পারেনি সুতরাং তার এ হাকীমত সম্বন্ধে জ্ঞান হাছেল করতে কতদিন সময় লাগবে। অথচ একজন কামেল মুর্শিদ দু' চার দশ দিনের ভিতরই এ বিষয়টি বুঝিয়ে দেন। মুর্শিদের মজলিসে ওয়াজ নসিহত ও জিকির আজকারের তালিমের সময় এবং নামাজ, রোজা, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের তালিমের সময়ও এ বিষয়ের চর্চা হতে থাকে। কিন্তু তা হাসিল হওয়া আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। আর তা হাছেল হবার উপকরণ আল্লাহ্ তায়ালা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। ইনশাআল্লাহ্ আমি তা ভূমিকায় আলোচনা করব। এসব উপকরণের শক্তি দ্বারাই 'সুলুক' উপায় অন্বেষণ করবে

Scanned by CamScanner

এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় মোশাহেদার (পর্যবেক্ষণ) খোঁজে চলতে থাকবে। এসব কথাবার্তা মুর্শিদ সামান্য সময়ের মধ্যে বুঝিয়ে দেন। আর এটা মুরীদ দ্রুত মুর্শিদের অনুগত পথে পরিচালিত করে। আনুগত্যের বরকতে মুরিদ দ্রুত মুর্শিদের তাওয়াজ্জুহ (বিশেষ দৃষ্টি) এবং তালিমের ফল লাভ করে। এরূপে কিছু দিনের মধ্যেই সে আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তায় পুরাপুরি সফলতা লাভ করে। শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এলমে তাসাউফও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। অন্য সব বিষয় যেমন বুঝতে ও বুঝাতে হয় অনুরূপ আমল করবার রীতিনীতিও এলমে তাসাউফে আছে কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক আমলকারীর মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। কেহ বড় মর্যাদা লাভ করে, আবার কারো ছোট আমল অনুযায়ী উন্নতি হতে থাকবে। বান্দা আর আল্লাহ্‌র মধ্যে কায়কারবার জীবনভর থাকবে কিন্তু মুর্শিদের সঙ্গে যে কাজ তা হতে কিছু দিনের মধ্যে অবসর হয়ে যাবে। যেমন নামাজ, রোজা, তা আদায় করবার নিয়ম-পদ্ধতি কিছু দিনের মধ্যে ওস্তাদ শিক্ষা দিয়ে দেয়। এরপর মানুষ সারাজীবন সেসব করতে থাকে এবং কর্মানুযায়ী মর্যাদা বাড়তে থাকে। বস্তুতঃ সব সময় কিম্বা চিরজীবন কেহ ওস্তাদ ও মুর্শিদকে বগলে নিয়ে রাখে না। অবশ্য এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে হাজারের মধ্যে এক-আধ জন বিরাট মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাদের পরিচিতি তাসাউফের কিতাবে রয়েছে। অথচ মানুষ সেদিকে লক্ষ্য করে না, বরং কাহিনীতে ভুলে যায়। অন্ধকারের মধ্যে সাপকে ফুলের মালা মনে করে গলায় পরে বসে। মোটকথা এরূপ বুঝ ও গাফিলতিই দ্বীনের জন্য ক্ষতির কারণ এবং প্রকৃত ঈমান ও খোদাভীরুতা হতে বঞ্চিত থাকবার আলামত বা নিদর্শন। এসব কারণে মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে এবং ভালবাসার আবেগে এ অধম আলী জৈনপুরী ওরফে কারামত আলী আল্লাহ্ তায়ালার অন্বেষণকারীদের কল্যাণার্থে প্রকৃতপক্ষে নিজের বিবেক বুদ্ধি বিশুদ্ধকরণ, পরিপূর্ণ ঈমান লাভ এবং ধর্মের প্রতি অমনযোগীদিগকে হুঁশিয়ার করবার জন্য 'যাদুত্-তাকওয়া' শীর্ষক পুস্তিকা লেখার মনস্থ করেছি। এতে এমন সব বিষয় নির্বাচন করেছি যেগুলো হৃদয়ঙ্গম করলে এবং সে অনুযায়ী জিকির, মোরাকাবা, তেলাওয়াত, তাহারাত, (পবিত্রতা) এবং ইবাদত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করলে অতি সহজে আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী কোরআন হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী জানতে পারবে। এবং সত্যিকার ঈমান, মোশাহেদা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারবে এবং ফানা ফিল্লাহ (আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়া) ও বাকা বিল্লাহর (আল্লাহর অস্তিত্বের সঙ্গে বেঁচে থাকা) বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। যখন আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছা করবেন তখন ঐ স্থানে পৌছে দিবেন এবং দুনিয়ার

Scanned by CamScanner

আলেম আখেরাতের আলেম হতে পারবে। শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারেফাতের অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারবে এবং নিজের দ্বীন ও মাযহাবের উপর অটল থাকতে পারবে। আর যারা নফস ও শয়তানের ধোকায় পতিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ্ নফস ও শয়তানের উপর জয়ী হতে পারবে এবং ভাল মন্দ বুঝতে পারবে এবং কোন্ ব্যক্তি মুর্শিদের উপযুক্ত নয় তাও ভালরূপে বুঝতে পারবে। আর মুর্শিদের সংসর্গ ও তালিম লাভ, তালিমের রীতিনীতি, জিকির কত প্রকার, জিকিরের দ্বারা কি লাভ হয়, জিকিরের পরিণাম কি, কোন জিকির সত্য, কোন জিকির মিথ্যা, নেছবত বা সম্বন্ধ কি বস্তু, সুফল প্রাপ্ত লোক কিরূপ হয় এবং তাঁর প্রভাবে কি লাভ হয়, হাল অবস্থা, মুকাম স্থান তওবায়ে নসুহা, মোহাসিবা (হিসাব) ও মোরাকাবা (ধ্যান) ইত্যাদি তাসাউফের বিষয়বস্তু ভালরূপে বুঝতে পারবে। মূর্খ লোকদের উক্তি হাকীকত শরীয়তের বিপরীত, এ কথা যে মিথ্যা তার প্রমাণ পাইবে। মানুষ মনে করে মোশাহেদা কেহই হাসিল করতে পারবে না। কেননা এটা খুব মুশকিল ব্যাপার। এর জন্যে ছেলে-মেয়ে তথা সংসার ধর্ম ছাড়তে হয়। আসলে মোশাহেদার অর্থ ও এর মূলতত্ত্ব না জানার কারণে সে ব্যক্তি তা হাসিল করার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে। পবিত্র কোরআন, হাদীস শরীফ ও তাসাউফের গ্রন্থরাজিতে তা হাসিল করার পরিষ্কার পথ নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু সে ব্যক্তি ইহার প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত করে না, অথবা যেসব লোক নিজের কল্পনার পিছনে পড়ে অবিশ্বাসী ফকির কিম্বা পাগল যে বিপথগামী, যার আমল সরাসরি শরীয়তের পরিপন্থী কিম্বা হিন্দু যোগী যে প্রকাশ্য কাফের, আল্লাহকে পাবার জন্য তাদের পিছনে দৌড়াতে থাকে। তারা এক পর্যায়ে এমন অবস্থায় পতিত হয় যে ভণ্ডদের কথায় ভাং, গাজা, শরাব ইত্যাদি পান করতে আরম্ভ করে। এমনকি কোন কোন লোক নামাজ-রোজা পর্যন্ত ছেড়ে দেয়, শরীয়ত পরিপন্থী জিকির দেখে এর অনুসারী হয়ে পড়ে। যেমন কেহ ঘুঘুর মত শব্দ করে, কেহ করাতের মত শব্দ করে, কেহ নাক দ্বারা ঝড় দেয়ার মত শব্দ করে, কেহ ঠোঁট বন্ধ করে বক্ষস্থল হতে শব্দ বাহির করে–এরূপ লোকদেরও মানুষ অনুসারী হয়। আবার কোন কোন লোক যোগীদের জনপদ্ধতি শিখে গৌরব করে যে, আমার যোগীদের জন সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। এটা সম্পূর্ণ মূর্খতা, দুর্বল ও অপরিপক্ক ঈমানের পরিচায়ক। কেননা যদি কাফেরদের নিকট আল্লাহকে পাওয়ার পথ থাকত তবে তারা কাফের থাকত না। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের নিকট কি জিকির করার পদ্ধতির অভাব আছে যে কাফেরদের নিকট শিখতে হবে? আর মুসলমানগণতো তৌরাত, ইঞ্জিল যা আল্লাহ্ তায়ালার সত্য কালাম সেসবেরও মুখাপেক্ষী নয়; কারণ কোরআন শরীফ অন্যান্য সমস্ত কিতাবের প্রয়োজন মিটিয়ে

Scanned by CamScanner

দিয়েছে। বরং তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের অনুসারীরা কোরআন শরীফের মুখাপেক্ষী সুতরাং মুসলমানগণ কিতাব ছাড়া কাফের যোগীদের কেন মুখাপেক্ষী হবে। কেহ কেহ হয়ত শুনে থাকবে জিকিরের শেষ পর্যায়ে সীমাবদ্ধভাবে বাদ্য-বাজনা শুনতে হয়, এ কথার কোন ভিত্তি নেই। এটা দ্বীনের পরিপন্থী ও শয়তানের প্রতারণা। এ সমস্ত কথা কাফেরদের নিকট শুনে বলা হয়। আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের বাদ্য-বাজনার কি প্রয়োজন। সুতরাং আমার এ পুস্তিকা দেখে এসব লোক হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। এ কথাও লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, দরবেশী এলেম সিনায় সিনায় চলে আসে অর্থাৎ কিতাবে নেই। সুতরাং এ মিথ্যা কথারও রহস্য জানা যাবে। আর কোন কোন মূর্খ নিজেদের কবিতার ছন্দে পবিত্র আল্লাহ্ তায়ালার শানে বেয়াদবী করে মুসলমানদের আকায়েদের খেলাফ কথা বলেছে। এটা বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, বুদবুদের মধ্যে সমুদ্র সংকুলান হয় অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার সংকুলান হয়। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কুফরী কথা। দ্বীনের নেতা ও ইমামগণ বিভিন্ন মুর্শিদের নিকট বয়আত হয়েছেন এবং তরীকত শিক্ষা করেছেন। পক্ষান্তরে কোন কোন মূর্খ লোক বলে থাকে—একজনের নিকট মুরীদ হবে এবং পীর একজনকেই মানবে। আলেম যত জায়গায় ইচ্ছা মুরীদ হবে এবং মুর্শিদ যত লোককে ইচ্ছা মুরীদ করবে। প্রকৃতপক্ষে মুরীদ তালেব, পীর, মুর্শিদ এবং শব্দগত পার্থক্য হলেও অর্থের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই এটা শয়তানী প্রতারণা। সুতরাং আমার পুস্তিকার মাধ্যমে এ ধোকাও নিরসন হয়ে যাবে এবং ইহাও ভালরূপে জানতে পারবে, দ্বিতীয়বার বয়আত হয়ে কখন এবং কার জন্য জায়েয হবে আর কার জন্য জায়েয হবে না। কোন কোন লোকের মনে এ সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, কোরআন তাফসীর, হাদীস ফিকাহ, আকায়েদ এবং তাসাউফের কিতাবে সমস্ত কিছু মওজুদ থাকা অবস্থায় মুর্শিদের কি প্রয়োজন। সুতরাং এ সন্দেহও দূরীভূত হয়ে যাবে।

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

ভূমিকা

প্রথমতঃ জানা দরকার যেকোন ইল্‌ম বা বিদ্যায় যার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, এটাই সে বিদ্যার আলোচ্য বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ইল্‌মে নাহ্ বা আরবী ব্যাকরণে শব্দ ও বাক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সুতরাং শব্দ ও বাক্য হল এর আলোচ্য বিষয়। অনুরূপ ইল্‌মে তাসাউফের আলোচ্য বিষয় হল 'আফসালে কালবিয়া' বা হৃদপিণ্ডের কর্ম তৎপরতা। এটাকে বিজদানিয়াত বা আধ্যাত্মিক প্রেমও বলা হয়। হযরত মোল্লা নিজামুদ্দিন (রঃ) তাঁর 'শরহে মুসাল্লামুস্-সুবুত' গ্রন্থের শুরুতে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তৎপরতাকে যেমন কাজ বলা হয়, তেমনি হৃদপিন্ডের কর্ম তৎপরতাকে 'আহ্ওয়াল' বা আল্লাহ্র পথের পথিকের 'অবস্থা'ও বলা হয়। 'তা' আররুক' নামক গ্রন্থে ইল্‌মে তাসাউফের আলোচনায় অনুরূপ অর্থ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইল্‌মে তাসাউফের আলোচ্য বিষয় হল আহ্ওয়াল বা অবস্থা। অর্থাৎ এতে আল্লাহর পথের পথিকের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বস্তুতঃ আকল বা কাজের সম্পদ হল আহ্ওয়াল। যিনি সৃষ্টি রূপে আমল করেন তিনিই এ সম্পদের অধিকারী বা মালিক। আর সুষ্ঠু আমল করার জন্য ইসলামিক অনুশাসনের নীতিমালার মাধ্যমে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। নীতিমালা হল পবিত্র কোরআন, হাদীস, ইজ্‌মা বা ইসলামিক গবেষকদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং কিয়াম বা মুজতাহিদদের একক সিদ্ধান্ত। আর আমল বা কর্ম হল নামাজ, রোজা এবং শরীয়তের অন্যসব অবশ্য পালনীয় বিষয়। এমনকি সামাজিক ব্যাপার যেমন বিবাহ, তালাক, বেচাকেনা, জীবনোপায় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়—এসবও শরীয়তের বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাসাউফ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু সাংকেতিক শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন জিমা (মিলন), তাফরিক (বিরহ), গোলক (প্রেমে ডুবিয়া যাওয়া), আইনুল একিন (প্রকৃত বিশ্বাস), হাক্কুল একিন (নিশ্চিত বিশ্বাস) ইত্যাদি। আর আহওয়ালের (অবস্থা)-ও বর্ণনা করা হয়ে থাকে যেমন মহব্বত উন্‌ছ (মানবতা), ফানা (বিলীন) ইত্যাদি। এগুলো সবই আহওয়ালে কালবী বা হৃৎপিণ্ডের অবস্থা। এসব ঠিক করতে হলে আল্লাহ্কে পাবার পথে চলতে হবে। আল্লাহ্র রাস্তায় চলাকে সুলুকে বলা হয়। আর যে আল্লাহর রাস্তায় চলে তাকে সালেক বলে। সালেককে তরীকত পন্থীও বলা হয়। আর সুলুক, তরীকত, সালেক তরীকত পন্থী মূলতঃ সবই এক। সুলুকের মূলতত্ত্ব

Scanned by CamScanner

সম্পর্কে 'ফতহুল আজিজ' গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের ভাষা অনুযায়ী সুলুক ইলাল্লাহ্ বলা হয়, নিজের মধ্যে আল্লাহর উপস্থিতি অন্বেষণ করা অর্থাৎ সালেক এরূপ রাস্তায় চলবে যাতে তার এমন অবস্থা হয়ে যাবে যে সে সর্বদা আল্লাহতায়ালাকে হাজির-নাজির মওজুদ অতি নিকটে এবং সঙ্গে আছে মনে করবে। যেন আল্লাহ-তায়ালা তাহাকে দেখতেছেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লাম এবং বড় বড় সাহাবাদের এরূপ অবস্থা ছিল। এটাই মকামে মোশাহেদা। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা শরীর এবং এর সমস্ত আনুষঙ্গিক উপকরণ হতে পাক ও পবিত্র এজন্য বান্দার নিকট তাঁর উপস্থিতির অনুভব তিনটি নিয়মের মধ্যে কোন একটিতে হতে পারে। আর এ তিনটির মধ্যে যদি একটিও না হয় তবে তার হাজির হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রথম নিয়ম–তাসাববুর (অনুভব), একে শরীয়তের পরিভাষায় তাফাক্কুর (ধ্যান) এবং সুলুক পন্থীদের পরিভাষায় মোরাকাবা (স্বর্গীয় ধ্যান) বলা হয়। দ্বিতীয় নিয়ম–জিকির অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা। তৃতীয় নিয়ম–আল্লাহ্‌র কালামের তেলাওয়াত করা।

প্রথম নিয়মের মোরাকাবাও প্রকৃতপক্ষে অন্তরের জিকির, আর তাই কোন কোন সময় জিকিরকে মোরাকাবার মধ্যে গণ্য করে জিকির ও মোরাকাবাকে এক মনে করা হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তায়ালার উপস্থিতি লাভের আকাঙ্ক্ষা দুটি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ, জিকির ও তেলাওয়াতে কোরআন মজিদ। কিন্তু জিকির গণ্য করা হয় মুখের ও অন্তরের উভয় জিকিরকে। আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতির জিকির কোন শব্দের মাধ্যম ছাড়া অন্তরে জিকির করবে অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালাকে অন্তরে স্মরণ করবে কিম্বা এমন শব্দের মাধ্যমে মুখে জিকির করবে যাহাতে ঐ শব্দ উচ্চারণ করিলেই আল্লাহতায়ালার জাতে পাক বুঝে আসবে, যেমন الله। কিম্বা صمد (ছামাদ), سميع (ছামীয়ু) بصير বাছির শব্দ করা। কেননা এরূপ শব্দ উচ্চারণ করলেই ঐ জাতে পাকের কথা বুঝে আসে অর্থাৎ ঐ উভয় প্রকারের জিকির করলে আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে জ্ঞান ধাবিত হয়। এ পর্যায়ে আকল বা জ্ঞান আল্লাহতায়ালার পবিত্র সত্তার উপস্থিত অনুভব করে এবং বিশ্বাস করে। আর যখন তাঁর সর্বদা হাযির হওয়ার বিশ্বাস হাসিল হয়, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনুভব করে যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সঙ্গেই আছেন। এ অবস্থায় আল্লাহ্-তায়ালার গুণাবলী মানুষের স্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার স্বভাব অনুযায়ী তার স্বভাব হয়ে যায়। যেমন হাদীসে আছে ঃ

تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ ـ

Scanned by CamScanner

"আল্লাহ্‌র স্বভাবে তোমার স্বভাব তৈয়ার কর।"

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আল্লাহ্ তায়ালার যে সমস্ত গুনাবলী নাম আছে–যেমন, রাহমান, রাহীম, মালিক, কুদ্দুছ ইত্যাদি নামের দিকে লক্ষ করে কোন নামের অর্থ বুঝে এর উপর বিশ্বাস করে বান্দা সমস্ত কাজ ঐ নামের অধিকারীর উপর ন্যস্ত করে দেবে। আর সম্পূর্ণভাবে ঐ জনাবের দিকে সত্য অন্তঃকরণে খেয়াল ও লক্ষ্য করবে এবং সমস্ত ব্যপারে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করবে এবং তিনি ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য চাইবে না ও অন্যদিকে দৃষ্টি করবে না, তাহলে বান্দার ঐ নামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হবে। আর যখন বান্দা ঐ নামের অনুযায়ী আমল করবে এবং ঐ বিষয় অনুযায়ী নিজ স্বভাব ও হাল গ্রহণ করবে তখন বান্দা নিজেকে আল্লাহর নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে পরিচয় দিতে পারবে। নিকৃষ্ট সৃষ্টির অর্থ বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী নামের অর্থ অনুযায়ী নিজের স্বভাব চরিত্রকে ঠিক করবে এবং ঐ স্বভাব নিজের মধ্যে স্থাপন করবে। এর অর্থ–আল্লাহ্ তায়ালার ঐ সিফতের প্রতিবিম্ব ও ছায়া এক নিয়মে বান্দার অবস্থা অনুযায়ী বান্দার উপর পতিত হবে। যেমন اسم رحيم রাহীম নামের প্রতিবিম্ব বান্দার উপর পতিত হবে। তাহাতে ঐ বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার বান্দার উপর রহমত ও দয়া করতে থাকবে। এমনকি ঐ বান্দার জন্য 'রাহীম' শব্দ প্রকাশ্যে বলতে পারবে। এর অর্থ এই নয় যে, যেরূপ সিফত (গুণাবলী) আল্লাহ তায়ালার, হুবহু, ঐরূপ সিফত বান্দার হবে। আর আল্লাহ্ তায়ালার কাজকর্ম বান্দার কাজকর্মের উপর আদেশদানকারী হবে অর্থাৎ বান্দা কোন কাজ নিজের ইচ্ছামত করতে পারবে না। আর এ বিষয়ের বর্ণনা হাদীসের কিতাব 'মেশকাতে মাসাবীহর বাবু জিকরুল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা ওয়া তাকার্‌রুবূ ইলাইহে"-এর প্রথম পরিচ্ছেদে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

ان الله قال تعالى قال من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب ما تقرب الى عبدى بشئ احب الى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوفل حتى احببته فكنت سمعه الذى يسمع به بصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وان سالنى لاعتينه ولئن

Scanned by CamScanner

استعاذنى لاعذبه وما تودت عن شئ انا فاعله تورددى عن نفس المؤمن يمره الموتى وانا اكره مساءته - رواه البخارى -

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আমার কোন দোস্তের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে আমি তাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্য আহ্বান করছি। আর আমার বান্দা নফল এবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করবার চেয়ে ফরজ এবাদত আদায় করে আমার নৈকট্য লাভ করুন এটাই আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। কেননা ফরজ এবাদত আদায় করা আল্লাহ পাকের নিকট অত্যধিক পছন্দনীয়। নফল এবাদত করে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের আশা করার পরিণামও খুব ভাল এবং খুব বড় মর্তবা রাখে। কেননা নফল এবাদতের দ্বারা ফরজ এবাদতে যে সমস্ত ভুলত্রুটি হয় তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা নফল এবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে চায় অর্থাৎ ফরজ এবাদত যাহা আমার অতি প্রিয় এতো আদায় করেই, তদুপরি আমার নৈকট্য লাভের প্রবল আশায় এবং আমার মহব্বতের জোশে এবং আমার এবাদতের স্বাদে নফল এবাদতও আদায় করে যাহা তার উপর ওয়াজিব ছিল না। তাই আমি এরূপ বান্দাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই যার দ্বারা সে শ্রবণ করে এবং তার চক্ষু হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে আর তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধরে তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলাফেরা করে। আর কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে ঃ

وفواده الذى يعقل به -

يعقل به অর্থাৎ "আমি তাহার অন্তর হয়ে যাই যাহার দ্বারা সে বুঝে।"

ولسانه الذى يتكلم به অর্থাৎ "আমি তার জিহ্বা হয়ে যাই যার দ্বারা সে কথাবার্তা বলে।" আর এ হাদীসের শেষে কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণনাকারী فبى يسمع অর্থাৎ "আমার দ্বারা শ্রবণ করে" وبى يبصر অর্থাৎ "আমার দ্বারা দেখে" وبى يبطش অর্থাৎ "আমার দ্বারা ধরে" وبى يمشى অর্থাৎ "আমার দ্বারা চলে" বর্ধিত করেছেন। শ্রবণ না করা, না দেখা, না ধরা, কোন জিনিসের দিকে না যাওয়া এগুলো আল্লাহ-তায়ালার সন্তুষ্টি এবং তাঁর বন্দেগী তাঁর বিনয়ের মধ্যে এবং এটাই তাঁর মাকসুদ। তাঁর পাক জাত তাঁর

Scanned by CamScanner

নজরে উপস্থিত থাকে। আর এ মর্যাদার প্রথমাবস্থায় বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার মর্জি অনুযায়ী কাজ করবে কেননা বান্দার নিয়ত এরূপই হয়ে থাকে যে, তাঁর হুকুম পালন করবে এবং তার নৈকট্য লাভ করবে। আর এ মর্যাদার শেষে এই হয় যে, তাঁর তাওহীদে ফানা (বিলীন) হয়ে যায় অর্থাৎ সে ঐ পাক জাতের সঙ্গে লেগে যায় এবং নিজের কর্ণ, চক্ষু, হাত, পা, অন্তর, জিহ্বা ইত্যাদির খেয়াল এবং হুঁশ মোটেই থাকে না। যখন বান্দা এ মর্যাদায় পৌছে যায় তখন তার ইচ্ছা বিলীন হয়ে যায় এবং সে সম্পূর্ণ বান্দা হয়ে যায়, সে যেরূপ দোয়া করে সেরূপ কবুল হয়ে যায় যেমন বলা হয়েছে, "যদি চায় এবং প্রার্থনা করে আমার বান্দা কোন কিছুর জন্য নিশ্চয়ই আমি তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দিয়ে থাকি।" যদি আমার বান্দা কোন গুনাহ এবং মাকরুহ্ কাজের জন্য আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আরো বলা হয়েছে–'আমি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করি তখন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করি না এবং বিলম্বও করি না, অর্থাৎ যখন আমি কোন কিছু করতে ইচ্ছা করি তখন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করি না যেমন কোন মোমেন বান্দার জান কবজ করিতে আমি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করি, কেননা মোমেন বান্দা মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে অর্থাৎ মানুষের মানবতার চাহিদায় এরূপ হয়ে থাকে যে, অনিচ্ছা-কৃতভাবেই মৃত্যুর ভয় হয় এবং তাহার মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্টি ভাব থাকে। তাই আমি আমার বান্দাকে চিন্তাযুক্ত দেখতে পছন্দ করি না। আর কোন কিতাবে আছে 'মৃত্যু হতে মুক্তি নাই অর্থাৎ আমি যে বান্দার সাথে মহব্বত রাখি তাকে মৃত্যুবরণ করাতে তাড়াহুড়া করি এ কারণে যে, আমার বান্দার মৃত্যু হতে অসন্তুষ্ট কিন্তু মৃত্যু হতে মুক্তির কোন পথ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যু হবে এবং মৃত্যুই বড় পুরস্কার এবং বড় মর্যাদায় পৌছে দেয় এবং বান্দা আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের স্থানে উপস্থিত হয়।" (বোখারী শরীফ)

এটা জানা প্রয়োজন যে, পবিত্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের শানে (মাহাত্ম্যে) تردد (তারাদ্দুদ) অর্থাৎ 'উৎকণ্ঠা' শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নেই। কেননা তারাদ্দুদ হল, একটি কাজ করা বা না করার মধ্যে দু' প্রকারের ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করা। আর এ শব্দকে আল্লাহতায়ালার শানে বলা এরূপ ঠিক হতে পারে যে, তারাদ্দুদের (উৎকণ্ঠা) পরিণাম বিলম্ব করা আর আল্লাহতায়ালা ঐ কাজে বিলম্ব করতেছেন এরূপেই হয়ে থাকে। আর সৃষ্টির গুণাবলী যা আল্লাহর জন্য বলা হয় যেমন غضب (গজব) حيا (হায়া) এবং مكر (মকর) ইত্যাদি। এর অর্থ এই–সন্দেহকারীরা যেরূপ কোন কাজ করতে বিলম্ব করে এরূপ আমি কোন মোমেন বান্দার কাজ করতে বিলম্ব করি না কিন্তু তার রূহ কবজ করতে বিলম্ব

Scanned by CamScanner

করে থাকি। এজন্য যে, তার মৃত্যু সহজ হয়ে যাবে এবং তার অন্তর আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হবে ও তার দিকে ইচ্ছুক হবে এবং মৃত্যুর কারণে অতি নিকটতম লোকদের মধ্যে গণ্য হবে এবং ইল্লিনের উচ্চস্থানে জায়গা পাবে। আর তুরপুশতী বলেছেন تردد (তারাদ্-দুদ)-এর অর্থ আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি নিজের দয়া ও করুণা প্রকাশ করে মোমেন বান্দা হতে মৃত্যুর বিরুক্তি দূর করে দেন, যাতে তার মন হতে মৃত্যুর অপছন্দতা বের হয়ে যাবে। এটা ঐ অবস্থায় লাভ যে, মোমেন বান্দার নিকট আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং পুরস্কারের সুসংবাদ পূর্ব হতে সাব্যস্ত আছে। আর অবস্থার পূর্বে আরো অনেক প্রকারের অবস্থা তার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয় যেমন রোগ, বৃদ্ধাবস্থা, ক্ষুধার যন্ত্রণা, নিজ স্থান হতে চলার শক্তি রহিত হওয়া, ধ্বংস, কঠোরতা ও নির্মমতা–এ সমস্ত জিনিসে বান্দাকে দুনিয়ার প্রতি বিচ্ছেদ সহজ করে দেয় এবং দুনিয়া হতে তার সম্পর্ক কেটে দেয়, এমনকি বান্দা দুনিয়ায় থাকা হতে নিরাশ হয়ে যায়। আর যা আল্লাহর নিকট আছে তার প্রতি আশা পোষণ করতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে উল্লেখিত বস্তুর কারণে পুরস্কার এবং পারিতোষিক বাকী থাকার ঘরের আকাঙ্ক্ষা হতে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা নিজের ঐ কাজকে উৎকণ্ঠার সাথে বলিতেছেন। কিন্তু আল্লাহর নৈকট্য লাভের এ রীতিনীতি আল্লাহর জাতের সঙ্গেই নির্দিষ্ট। আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয় সহীহ হাদীসে যাকে মোহাদ্দেসীনগণ كتاب السلوك والتقرب কিতাবুস সুলুক ওয়াত্ তাকার্ রুবু ইলাল্লাহ-এর প্রথমেই বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদীস মেশকাতে মাসাবীহর মধ্যে باب ذكر الله عز وجل واتقرب اليه। 'বাবু জিকরিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লা ওয়াত্ কাব্ রুবু ইলাল্লাহ'-এর প্রথম পরিচ্ছেদে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে—হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

يقول الله تعالى انا عند ظن عبدى بى وانا معه اذا ذكرنى فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكرنى فى ملا منهم ذكرته فى ملاء خير منهم - متفق عليه -

অর্থাৎ "আমি বান্দার ধারণা অনুপাতে তার নিকটবর্তী হই অর্থাৎ যখন সে নিজের গুনাহ মাফ চায় আমি তার গুনাহ মাফ করে দেই এবং যখন তওবা করে এবং গুনাহ হতে বিরত হয়ে যায় তখন আমি তার তওবা কবুল করি। যখন দোয়া করে তখন আমি তার দোয়া কবুল করি এবং যখন কোন উদ্দেশ্য পূরণের

Scanned by CamScanner

জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করে তখন আমি তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করি। সত্য বলতে গেলে এরূপ বলার উদ্দেশ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি সুতরাং যদি ক্ষমার আশা করে তবে ক্ষমা করে দেই আর যদি আজাবের ধারণা করে তবে আজাব দেই। এরূপ বলার উদ্দেশ্য ক্ষমা, দয়া, আশা-আকঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া। আশা হাকীকত এই, যে ব্যক্তি কোন আমল করবে ও কোন খেদমত করবে এবং উহা কবুল হবার জন্য দৃঢ় আশা পোষণ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন আমল করবে না এবং গুনাহ ও হঠকারিতা করবে এবং তওবা এস্তেগফার করবে না উপরন্তু নেকীর আশা পোষণ করবে তাহার আশা করা বৃথা।

মোটকথা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণা হতে নিরাশ হতে নেই। আবার কেহ কেহ বলেছেন ظن 'যন' হতে উদ্দেশ্য এল্‌মে একিনী অর্থাৎ আমি বান্দার বিশ্বাসের নিকট আর বান্দার এলেম হইল, আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং আমার নিকট হতে হিসাব নেয়া যা আমি তার জন্য ভাল ও মন্দ হতে নির্দিষ্ট করেছি। অর্থাৎ যখন বান্দা সমস্ত কাজের সম্পর্ক আমার দিক হতে বুঝে এবং তাওহীদের জায়গায় অবস্থান করে তখন আমার নিকটবর্তী হয়ে যায়। এরূপে যে দোয়া করে আমি তার দোয়া কবুল করি। তার এলেমের অর্থ ঃ বান্দা জানে যে আমি তার সঙ্গে আছি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে কিংবা এলেমের অর্থ ঃ বান্দা একথা জানে যে, আমি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আমলের সংবাদ দেই। যখন এ অর্থ হল তখন তার পরের ইবাদত এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন, যেমন বলা হয়েছে–আমি বান্দার সঙ্গে আছি এবং তার অতি নিকটে তার রুজী রোজগারে সাহায্য করে তার অন্তরে নিজের উপস্থিতির নূর প্রবেশ করাই যখন বান্দা আমাকে স্মরণ করে। অতঃপর যদি বান্দা আমাকে নিজের মনে মনে স্মরণ করে অর্থাৎ চুপে চুপে স্মরণ করে আমি তাকে আমার জাত হতে অর্থাৎ গোপনভাবে সওয়াব দিয়ে থাকি, যা কোন ফেরেশতা ও কোন বান্দা জানে না। আর যদি বান্দা আমাকে কোন লোকের জামাতে স্মরণ করে আমি তাহাকে এ জামাত হতে উৎকৃষ্ট জামাতে অর্থাৎ নিকটতম ফেরেশতা ও রসূলের রূহের জামাতে স্মরণ করি" (বোখারী ও মোসলেম) এ হাদীসে প্রকাশ্যে জিকির করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ কথার আরো ইঙ্গিত রয়েছে পরবর্তী দ্বিতীয় সহীহ্ হাদীস যা মোহাদ্দেসীনদের সুলুকের কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ হাদীস মেশকাতে মাসাবীর উল্লেখিত অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে আবু যর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে—হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইছে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

Scanned by CamScanner

يقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وازيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها او اغفر ومن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانى يمشى اتيته هرولة من لقينى بقراب الارض خطيئة لا يشرك لى شيئا لقيته بمثلها مغفرة - رواه مسلم -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন একটি নেকের কাজ করিল তাকে তাহার নেকের দশগুণ সওয়াব দেয়া হবে আর যাকে ইচ্ছা করি তার চেয়েও বেশী দিয়ে থাকি তার সততা ও আন্তরিকতার দরুণ। আর যে ব্যক্তি কোন পাপের কাজ করল তাকে তার পাপের সমপরিমাণ প্রতিদান দিয়ে থাকি অর্থাৎ একটি পাপের কাজের পরিবর্তে একটি আজাব কিম্বা একটি পুরস্কার দিয়ে থাকি। আর ঐ পাপের পরিবর্তে পুরাপুরি প্রতিদান দেই না। আর যে আমার নৈকট্য লাভের জন্য এক আঙ্গুল পরিমাণ আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসি। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে পূর্ণ দুই হস্ত পরিমাণ এগিয়ে আসি। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি। আর যে ব্যক্তি শির্ক ব্যতীত পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ করে আমার নিকট আসে, আমি তার সঙ্গে ঐভাবেই মোলাকাত করি অর্থাৎ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ ক্ষমা করে দেই।' (মুসলিম শরীফ)

সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার পাক জাতের স্বভাব নিজের স্মরণকারীদের দিকে অবতীর্ণ হয় এবং অতি নিকটে চলে আসে এবং বোধশক্তি পরিপূর্ণ করে। অতঃপর অন্য বস্তুর জায়গা সঙ্কুলান হয় না এবং স্থানও বাকী থাকে না। আর তার বাতেনী লতিফার উপর জয়ী হয়ে যায় অর্থাৎ তার বাতেনের মধ্যে আল্লাহ্র ধ্যান থাকিয়া যায়। আর তার রূহ শুধু আল্লাহ্, আল্লাহ্ নজর আসতে থাকে।

প্রথমতঃ এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা মনে থাকে কিন্তু বলে না, তাকে কালামে নফসী (মনের কথা) বলে। আর যখন এটা বলে, তখন কালামে লফজী বলে। সুতরাং আল্লাহ্ পাকের কালাম দুই প্রকার হয়ে থাকে–কালামে নফসী ও কালামে লফজী। কোরআন শরীফ আল্লাহ্ তায়ালার কালামে লফজী। জিকিরের দ্বারা আল্লাহ্-তায়ালার যেভাবে নৈকট্য লাভ হয় ঐ

Scanned by CamScanner

অবস্থা সুন্দরভাবে মনে গেঁথে নিবে কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার কালামের তেলাওয়াত এ কারণে আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্যের কারণ হয়ে থাকে এবং ঐ কালামের শব্দসমূহ নিজের অর্থের উপরই ইঙ্গিত করে অর্থাৎ ঐ সমস্ত শব্দগুলো পড়লেই এর অর্থ বুঝে আসে। আর ঐ সমস্ত অর্থ এককাল পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালার এলমে কালামে নফসীর পোশাক স্বরূপ। পরে তার সিফতে জাতিয়ার এক সিফতে পরিণত হয় তখন ঐ শব্দসমূহ আল্লাহ্ তায়ালার সিফতে জাতিয়ার মধ্যে এক সিফতকে তেলাওয়াতকারীর বোধশক্তির নিকটে করে দেয়। অন্য আর একটি নিয়মের মিশ্রণের কারণে এ সিফতে জাতিয়াহ তেলাওয়াতকারীর সিফত হয়ে যায়। এজন্য এর অর্থ সঠিকভাবে তার বোধগম্য হয় যেমন ঐ শব্দসমূহ এই এই প্রকারে তেলাওয়াতকারীর শব্দ হয়ে যায়। আর এ প্রকারে তাকার্-রুব (নৈকট্য) আল্লাহ্ তায়ালার জাতের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয় বরং প্রত্যেক কথোপকথনকারীর কথা বারবার পড়া হয় আর ঐ কালামের অর্থ মনের মধ্যে খুব খেয়াল করে। আল্লাহ্ তায়ালার জিকিরকারীদের সম্বন্ধে যে সমস্ত অনুগ্রহ ও দানের কথা ফরমায়েছেন, তেলায়াতকারীদের সম্বন্ধে আরো ভালভাবে অনুগ্রহ ও দানের কথা উল্লেখ করেছেন। এজন্যই আল্লাহ্র কালামের তারতিলকে (নিয়মমত তেলাওয়াত) সূরায়ে মোজাম্মেলের মধ্যে জিকিরের পূর্বে বলেছেন আর এটাও আছে যে কোরআন মজীদের সমস্ত আয়াতগুলো আল্লাহ্ তায়ালার জিকির হতে শূন্য নয়, যেমন খাঁটিভাবে অন্বেষণ করে জানা গিয়েছে যে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত জিকিরের উপকার সমতুল্য এবং এটা পীর-মুর্শিদ ও ওস্তাদের উপকারও দেয়। এজন্য তেলাওয়াতকারীর মধ্যে সিফতে এলাহিয়া আসা এবং আল্লাহ্ তায়ালার মজবুত রশিতে থাবা মারা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময় উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এ সমস্ত বর্ণনার দ্বারা হযরত সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়ার (কুঃ বাঃ) কথার রহস্য উদ্ঘাটন হয়ে গেল। যখন লোকেরা তাঁহার নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্র কালামে নিযুক্ত থাকা ভাল না আল্লাহ্র জিকিরে নিযুক্ত থাকা ভাল। তিনি উত্তরে বলেছেন জিকিরকারীর মিলন তাড়াতাড়ি হয়। কিন্তু এটা চলে যাওয়া ও পতন হবার ভয় থাকে। আর তেলাওয়াতকারীর মিলন সাক্ষাৎ খুব বিলম্বে হয় কিন্তু এর হ্রাস হবার ভয় থাকে না। আর وصول (বুসুল)-এর অর্থ মোশাহেদার বর্ণনায় জানিতে পারবে ইনশাআল্লাহ্। মুকাদ্দামার (ভূমিকা) প্রথম হতে এ পর্যন্ত তফসীরে ফতহুল আজিজের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কিছু কিছু হাদীসের এবারত (মতন) আছে। এটা মেশকাত শরীফ ও আশআতুল লোমআত হতে পুরাপুরি লিখিত। এজন্য ঐ সমস্ত হাদীসের বিষয় এ কিতাবে জায়গায় জায়গায় কাজে আসবে।

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

উপকার ঃ এ সমস্ত বর্ণনা এবং কোরআন শরীফের তেলাওয়াত হতে এবং জিকিরের কালবী অর্থাৎ মোরাকাবা হতে ও মুখের জিকির এ তিন প্রকার হতে মোশাহেদা হাসিল হওয়া সুন্দরভাবে বোঝা গেল এবং এটাও বোঝা গেল যে, তেলাওয়াত এবং মুখের জিকিরের মধ্যে মোরাকাবা ও ধ্যান করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জিকির, মোরাকাবা তেলাওয়াত, নামাজ-রোজা, হজ্জ, জাকাত, ইত্যাদি এবাদত এবং শরীয়তের আদেশ পালনে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকার মধ্যে আল্লাহ্‌র জিকির আরো অত্যধিক হয়। কেননা জিকিরের অর্থ আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা। আর ঐ সমস্ত জিকিরের মধ্যে আল্লাহ্‌র স্মরণ আসে যেমন আরো অন্যান্য এবাদত ও আহকাম পালন করা এবাদত ও জিকির। এরূপভাবে নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকাও এবাদত ও জিকির। আর কোন কোন এবাদতের মধ্যে মুখ এবং অন্তর উভয়ের জিকির আদায় হয় আবার কোন কোন এবাদতের মধ্যে শুধু মুখের অথবা শুধু অন্তরের জিকির আদায় হয়। বরং কোন কোন এবাদতে হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে জিকির হয়। এ কথা 'তফসীরে ফতহুল আজিজ' এর বিষয়ের সঙ্গে বেশ মিল আছে যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ -

এ আয়াতের তফসীরে বলতেছেন ঃ "অতঃপর তোমরা আমাকে স্মরণ কর যে প্রকারেই হোক, জিহ্বার দ্বারা যেমন কালামুল্লা তেলাওয়াত করে কিম্বা একত্রে বসে আমার জিকির করে কিম্বা আমাকে স্মরণ করে আমার হামদ (প্রশংসা), তাসবীহ (গুণাবলী), তকবির ও কালেমায়ে তাওহীদের দ্বারা এবং প্রত্যেক নেক কাজের সময় বিছমিল্লাহ বলে আর সর্বাবস্থায় বিনা বাক্যব্যয়ে মনে প্রাণে কামালে তাওয়াজ্জুহর সাথে আমার উপস্থিতির ধ্যান করে এবং আমার মহব্বতে ডুবে অর্থাৎ আমার উপস্থিতি ও মওজুদ থাকার অবস্থা যদিও আমি দিক, রং, সুরত, আকৃতি হতে পাক-পবিত্র তা বোঝা সম্ভব নয় সুতরাং আমার উপস্থিতির ধ্যান ধারণা মনে মনে করবে এবং আমার উপস্থিতির কথা ঈমানের চক্ষু দ্বারা দেখে ঐ দিকে মোতাওজ্জাহ হয়ে মোশাহেদার সমুদ্রে ডুবে আমায় স্মরন কর যেমন আহলে সুলুক ও আহলে এশগালদের ভাগ্যে হয়েছে কিম্বা আমার তাওহীদকে অন্তরে খেয়াল করে এবং আমার জাত সিফতের মধ্যে ধ্যান করে কিম্বা আমি আমার বান্দাদের সঙ্গে যে কাজ-কর্ম করে তাদের ভেদ ও রহস্যের প্রতি খেয়াল করে এবং আমার সৃষ্টির প্রতি যাহাতে আমার হেকমত গুপ্ত রয়েছে উহার প্রতি ধ্যান করে প্রত্যেক কণার মধ্যে আমার মারেফাতের এক পথ প্রকাশ করে দিয়েছি

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

এবং আমার সিফাতের মধ্য হতে এক সিফাত প্রত্যেক কণার মধ্যে দলিল স্বরূপ রেখেছি। এ প্রকারের ধ্যান-ধারণা ওলামায়ে রাছেখীনদের ভাগ্যে হয়েছে কিম্বা আমার যে সমস্ত ওয়াদা বা অঙ্গীকার মুসলমানদের জন্য রয়েছে এবং যে সমস্ত শাস্তির প্রতিজ্ঞা কাফেরদের প্রতি রয়েছে সেদিকে লক্ষ্য করে আমাকে স্মরণ করবে। আমি বান্দার মনে যে ভয়-ভীতি ও আশা-আকঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছি যাতে বান্দা আমার আজাবের ভয় ও রহমতের আশা করে সেদিকে লক্ষ্য করে আমাকে স্মরণ কর। এ প্রকারের ধ্যান-ধারণা মোটামুটি খোদাভীরুদের ভাগ্যে হয়ে থাকে। আর জাওয়ারেহ দ্বারা অর্থাৎ হাত, পা, কর্ণ, চক্ষু ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া আমাকে স্মরণ কর। এ স্মরণের দুটি পদ্ধতি আছে–প্রথম পদ্ধতি জাওয়ারেহ দ্বারা স্মরণ করা। যথাঃ প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আমার স্মরণে ও আমার ভয়ে নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত রাখা যেমন অপরিচিত মেয়েলোক এবং অপরিচিত সুন্দর আকৃতির পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করা। ইহা চক্ষুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, আর গীবত, পরনিন্দা, গালি-গালাজ, মিথ্যা কথা বলা ইহা যবান বা জিহ্বার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে আর শরীয়তের হুকুম ব্যতীত কাকেও মারা নিহত করা এটা হাতের সম্পর্ক রাখে আর গান-বাদ্য, রাগ-রাগিনী ও মিথ্যা কিসসা-কাহিনী শ্রবণ করা এটা কানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আর শরাবখানা ও বেশ্যা মেয়েলোকদের আড্ডায় যাওয়া এবং হাকিমের নিকট পরনিন্দা করার জন্য যাওয়া–এটা পায়ের সঙ্গে সম্পর্ক আর জিনা, লাওয়াতাত (হস্তমৈথুন ও পুংমৈথুন) এটা লজ্জাস্থানের সংগে সম্পর্ক রাখে আর হারাম খাওয়া ঠোঁট ও দাঁত ও গলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি জাওয়ারেহ দ্বারা স্মরণ করা। যথা ঃ যখন আমি কাজের আদেশ করি তখন আমাকে স্মরণ করে আমার হুকুম পালন করবার ইচ্ছা করে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সে কাজে নিয়োজিত কর। এ অবস্থায় আমি যেন তোমার স্মরণে থাকি এবং তোমার ধ্যান যেন আমার দিকে থাকে যদিও তোমার বোধশক্তি ও স্মরণ আমার দিকে আকৃষ্ট হবার নামই আমার স্মরণ। যখন তুমি এরূপ কর এবং আমাকে স্মরণ কর তখন আমিও তোমাকে স্মরণ করি। আর আমার স্মরণ করার অর্থ তোমাদের অবস্থার উপর এক নতুন পদ্ধতিতে দৃষ্টি করিব এবং তোমাদের জন্য এক সজীব অনুগ্রহ দান করব। আমার এবং অনুগ্রহের দৃষ্টির দরুন তোমাদের জীবন-যাপন ও বসবাস সহজ হয়ে যাবে। এবং তোমাদের গুনাহ ঝরে পড়বে ও তোমাদের মর্যাদা উচ্চ হবে এবং তোমাদের ইজ্জত, সম্মান ও যোগ্যতা আরো বেড়ে যাবে।

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

উপকার ঃ এখন এ বর্ণনার দ্বারা সমস্ত প্রকারের জিকিরের উপকার ও জিকিরের প্রকারভেদ বোঝা গেল এবং এটাও বোঝা গেল যে, নিষিদ্ধ জিনিস হতে বেঁচে থাকা এবং হুকুম-আহকাম পালন করা জিকির এবং স্মরণের মধ্যে গণ্য আর রসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পুরাপুরি তাবে-দারীর প্রকৃত অবস্থা হল–যা আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের আটাইশ পারায় সূরায়ে হাশরে এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۔

অর্থাৎ "রাসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছে তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছে তা হতে বিরত থাক।" অর্থাৎ আঁ-হযরত সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা বা কাজকর্ম ও তাকরীরের দ্বারা যে সমস্ত হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে তা কাজে পরিণত করা এবং যা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে তা হতে বিরত থাকা অর্থাৎ না করা। আর কথাবার্তার অর্থ হযরত (সঃ) যা বলেছেন আর কাজ-কর্মের অর্থ হযরত যা করেছেন আর তাকরীরের অর্থ যেমন কোন ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে কোন কাজ করেছে কিম্বা কোন কথা বলেছে হযরত (সঃ) এ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছেন এবং তিনি একে নিষেধ করেনি বরং চুপ থেকেছেন এবং ঠিক রেখেছেন অর্থাৎ যখন নিষেধ করেনি বরং চুপ রয়েছেন তা হলে এটা জায়েয রেখেছেন। এ সমস্ত কথায় এ সাব্যস্ত হল যে, প্রত্যেক প্রকারের প্রকাশ্য জিকির এবং চুপে চুপে জিকির চাই জিহবা দ্বারা হোক কিম্বা দিলে দিলে হোক কিম্বা সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ দিয়ে হোক, একা একা হোক কিম্বা কোন মজলিসে হোক সবই শরীয়তে জায়েয আছে এবং উপকারও আছে। আর এ কথাও সাব্যস্ত হল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরাপুরি পায়রবী না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত فَاذْكُرُوْنِىْ -এর হুকুম পুরাপুরি আদায় হবে না এবং এ ব্যক্তিও পুরাপুরি ذاكر (জাকের) স্মরণকারী বলে সাব্যস্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি হুকুম-আহকাম পালন করবে না এবং নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে লেগে থাকবে যেমন, নামাজ পড়বে না, আফিম ভাং ইত্যাদির মধ্যে লেগে থেকে যদি দিবারাত্র কোন প্রকার জিকির করে তবে তাকে ذاكر (জাকের) বলা যাবে না। সে সম্পূর্ণ গাফেল বা অমনোযোগী যদিও এ সমস্ত লোকদের কোন গণনার মধ্যে ধরা যায় না। আর যে ব্যক্তি আহকাম পালন করবে এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বেঁচে থাকবে, পেশা, তেজারত ও চাকরিতে লেগে থকবে যে জাকের (স্মরণকারী) এবং উপকার লাভ করবে। আর এটাও বোঝা গেল যে, মোরাকাবা, জিকির এবং তেলাওয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার হুজুরী এবং মোশাহেদা লাভ হয় আর

Scanned by CamScanner

মোশাদেহ্য হাসিল হলে মহব্বত হাসিল হয়। আর যখন মহব্বত হাসিল হবে তখন পায়রবী করতে আরম্ভ করবে যা মোশাহেদার বর্ণনায় জানা যাবে। আর যে ব্যক্তি রসূলের পায়রবীর মধ্যে পূর্ণস্থান লাভ করেছে তাকে নিজের মুর্শিদ গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্য আহ্কামের মধ্যে যেমন জুমার নামাজ এবং জামাতের নামাজ পড়ার জন্য হাযির হওয়া এবং রোগীর সেবা শুশ্রুষা, জানাযার নামাজ ও ঈদের নামাজের জামাতে উপস্থিত হওয়া এবং নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আহ্কাম যখন ওয়াজিব হয় এবং তখন আদায় করার মধ্যে কোন ত্রুটি না করে। যদিও নফল এবাদতে লেগে থাকার দরুন ঐ সমস্ত ফরজ ওয়াজিব সুন্নত আদায় করতে ত্রুটি করে যেমন কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে মশগুল থাকবে এ মনে করে যে জামাতের জন্য বের হলে আমার তেলাওয়াতে ত্রুটি হবে কাজেই ঘরেই নামাজ পড়ে নেই। তা হলে সে সালেক নয়। এরূপ ব্যক্তির নিকট মুরীদ হওয়া এবং এরূপ ব্যক্তিকে ওলী বলে জানা কখনও জায়েয হবে না যদি তা হতে রাত-দিন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হতে থাকে। এরূপ ব্যক্তি হতে দূরে থাকতে আর তার উল্লেখিত কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকার মধ্যে বুছুলু ইলাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহকে পাওয়ার পথ পাওয়া যায়। আর যদি মনে কারো সম্বন্ধে এরূপ ধারণা হয় যে, সে ব্যক্তি পাররবীর মধ্যে ঠিক নয় বরং এ কথাও আসে যে এ ব্যক্তি প্রকাশ্য আহ্কাম পালনেও ত্রুটি করে তবে তার বাতেন ঠিক হওয়ার মধ্যে কি ক্ষতির কারণ আছে এরূপ ধারণা করা শয়তানের ওসওয়াসা বুঝতে হবে। কেননা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে প্রকাশ্যে শরীয়তের আদব ও হুকুম আহকাম পালন করার অর্থ বাতেনে শরীয়তের আহকাম রক্ষা করার আলামত বা নিদর্শন। সম্মুখের দিকে এ হাদীস আসবে।

মোটকথা এখন সত্য ও সুন্দর কথা এই যে, জাকের এবং এশতে-আল (জিকিরে ব্যস্ত) ব্যক্তি যদি শরীয়তের নিয়ম অনুসারে হয়, তাকে গ্রহণ করবে এবং যাহার চাল-চলন পয়গাম্বর (সঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের চাল-চলন অনুযায়ী হয় তার পায়রবী করবে এবং তাকে মুর্শিদ বলে গ্রহণ করবে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি তাঁর কিতাব এবং তাঁর সাহাবাদের ক্বাওল (কথা) কাজ-কর্ম অনুযায়ী হবে তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করবে, এ প্রকারের আলেম এবং ওয়াজকারী হতে মাসআলা জিজ্ঞেস করবে এবং ওয়াজ শুনবে কেননা সাহাবাগণের সত্যবাদী হবার প্রমাণ কোরআন এবং হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত আছে। তাঁদের চাল-চলন আল্লাহ ভালবাসেন। আর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের চাল-চলনের পুরাপুরি তাবেদারী কোন বানাওয়াট (বাহ্যিক দেখান) লোক দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। মেশকাতে মাসাবীহর বাবুল এতেসামু বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাত'-এর তৃতীয় হযরত ইবনে মাছউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ

Scanned by CamScanner

قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحى لا يؤمن عليه الفتنة اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطهيتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم رواه رزين -

অর্থাৎ "হযরত এবনে মাছউদ (রাঃ) বলেছেন–যারা সরল ও সোজা পথে চলতে চায় তাদের কর্তব্য যারা দুনিয়া হতে চলে গিয়েছে তাদের রাস্তা অনুসরণ করা কেননা জীবিতগণ ফিতনা-ফাসাদ ও দ্বীনের পরীক্ষা হতে বাঁচতে পারে না। এ কথা হযরত এবনে মাছউদ (রাঃ) নিজের জামানায় তাবেয়ীনদের বলেছিলেন এবং নছিহত করেছিলেন। তারাই এ উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক অর্থাৎ সাহাবা ব্যতীত উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে যত লোক আছে সমস্ত লোক হতে সাহাবাগণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অন্তরের দিক দিয়ে এ উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নেককার এবং এলেমের দিক দিয়ে সবচেয়ে বিচক্ষণ এবং তাদের মধ্যে লোক দেখান ও বানোয়াটি ছিল না। আর রুসুম ও অভ্যাসের তাঁরা অনুগামী ছিল না যা লোকের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায়। তাঁদিগকে আল্লাহতায়ালা নিজের নবীর সঙ্গীরূপে এবং দ্বীনকে ঠিক রাখার জন্য কবুল করেছেন এবং পছন্দ করেছেন। এটাই সাহাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কামালিয়াতের প্রমাণ অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা তাদিগকে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনোনীত করেছেন এবং নিজের পয়গাম্বরের সঙ্গী বানিয়েছেন। এতে বুঝা যায় তাঁরা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত উম্মতের মধ্যে ভাল লোক। সুতরাং তাঁদের জীবনের উত্তম আদর্শ এবং ঈমানের নূর আমাদের গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য যেমন, আল্লাহতায়ালা ২৬ পারায় اِنَّا فَتَحْنَا (ইন্না ফাতাহনা) এর মধ্যে বলেছেন ঃ

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا -

অর্থাৎ "তাঁরা নিজেদের উপর খোদাভীরুতার কথাকেই অবশ্য করণীয় মনে করে নিয়েছিলেন, এটাই তাঁদের জন্য উপযুক্ত ও উত্তম ব্যবস্থা ছিল।" হাদীসে

Scanned by CamScanner

মাওকুফ কিম্বা মাকতুর মধ্যে বলা হয়েছে, আল্লাহতায়ালা সমস্ত বান্দাদের অন্তরের দিকে দৃষ্টি করলেন এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরকে খুব আলোকিত দেখলেন এবং খুব পাক-পবিত্র পেলেন, তখন নবুয়তের নূর তাঁর মধ্যে স্থাপন করলেন। আর সাহাবাদের অন্তরও খুব পরিষ্কার এবং উপযুক্ত পেলেন ফলে তাদিগকে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী ও সাথী রূপে পছন্দ করলেন। এতে সাহাবাগণ সমস্ত উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সত্যবাদী হবার দিনের কথা প্রকাশ হয়ে গেল। কেননা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এ কথা বলবেন না যে, যারা পয়গাম্বর (সঃ)-এর সাথী এবং মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহর অনুসারী এবং আজীবন তাঁর ছত্রছায়ায় মানুষ হয়েছেন এবং তাঁর খেদমত করেছেন, তাঁরা এখন পর্যন্ত পাক-পবিত্র হননি এবং কামাল মর্যাদায় পৌছেননি, তবে আর কে হবে? আমরা মাশায়েখদের মুরীদদিগকে দেখতে পাই তারা মাশায়েখদের খেদমতে থেকে কত বড় বড় মর্যাদায় পৌছে গিয়েছেন। সুতরাং এ কথার উপর বিশ্বাস রাখলে জনাব রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংসর্গের অপকার প্রমাণিত হবে। আর এ ত্রুটির মন্দতা আ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর বর্তায়। হ্যাঁ, যারা মোনাফেক ছিল তাঁর সংসর্গে তাদের কোন উপকার হয়নি। সুতরাং সূরায়ে তাওবা অবতীর্ণ হবার পর কারো মোনাফেক স্পষ্টভাবে জানা গেল এবং কপট ও অপকট পার্থক্য হয়ে গেল এবং কপটগণ অপদস্থ হয়ে রইল অন্যান্য সাহাবাগণ সত্য ও পাক-পবিত্র প্রমাণিত হল। সাহাবাদের মন্দ বলা হতে আমরা সমস্ত মুসলমান আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুতরাং তোমরা সাহাবাদের মর্যাদা অনুভব করে করে তাদের পায়রবী কর এবং তাঁদের পদানুসরণ করে চলতে থাক এবং যথাসম্ভব তাদের চাল-চলনকে মজবুত করে ধর কেননা তাঁরা সরল ও সহজ পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্যই তারা কোন কিছুকে ভয় করত না নির্ভয়ে চলাফেরা করত। সোবহানাল্লাহ। হযরত এবনে মাছউদ (রাঃ)-দ্বীনের মধ্যে এরূপ উচ্চ মর্যাদাশীল ও বুযর্গ হওয়ার দরুন রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্বন্ধে ফরমায়েছেন ঃ

رضيت لامتى ما رضى به ابن ام عبد -

অর্থাৎ "আমি আমার ঐ উম্মতের প্রতি সন্তুষ্ট যে উম্মে আবদ-এর ছেলে অর্থাৎ এবনে মাসউদের উপর সন্তুষ্ট।" যখন এবনে মাসউদ (রাঃ) সম্বন্ধে এ রকম বুযর্গী বর্ণনা করেছেন এবং সম্মান প্রদর্শন করেছেন তখন অন্য সাহাবাদের সম্বন্ধে খারাপ কথা বলবার স্থান কোথায়? (রযীন)। এ হাদিসের দ্বারা এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে সুলুকের পথ কেমন ব্যক্তির জন্য মিলে এবং মুর্শিদের উপযুক্ত কে?

Scanned by CamScanner

উপকার ঃ এখন একটি খুব প্রয়োজনীয় কথা স্বরণ রাখা বিশেষ দরকার। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে সমস্ত তাফসীরের কিতাব যেমন ঃ যাহেদী, মোদরেক, বায়যাবী, জালালাইন ইত্যাদি আর হাদীসের কিতাবসমূহ যেমন ঃ বোখারী, মোছলেম, জামে তিরমিজী, সুনানে আবু দাউদ ইবনে মাজা, নাসাঈ ইত্যাদি আর ফিকার কিতাবসমূহ যেমন ঃ হেদায়া, শরহে বেকায়া, দূররে মোখতার, কাজীখান ইত্যাদি আর কৌশল বিদ্যার কিতাবসমূহ যেমনঃ আকায়েদ, উসুলে ফিকাহ, উসুলে হাদীস, মানী এবং বয়ান ইত্যাদি যা আহলে সুন্নাতের আলেমদের পাঠক্রমের মধ্যে আছে আর তাসাউফের কিতাবসমূহ যেমন ঃ আওয়ারেফুল মাআরেফ, তা' আর্‌রুফ, ফতহুল গাইব, আইনুল এলম ইত্যাদি এ সমস্ত কিতাব কোরআন শরীফ এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারবর্গ এবং সাহাবাদের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম, বাণী ও হাল-চালের অনুযায়ী লিপিবদ্ধ হয়েছে। তা সমস্ত মুসলমানদের আলেমগণ বিশেষ করে মক্কা শরিফ ও মদীনা শরিফের আলেমগণ যারা দ্বীনের উকিল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সত্য কথা বলতে গেলে প্রত্যেক জিনিসের ভাল মন্দ, আসল, নকল ঐ দেশের লোকেরাই ভাল জানে কাজেই যে জিনিস তাদের নিকট ঠিক এবং ভাল ঐ জিনিসকে মন্দ বলা এবং অপছন্দ করা সমস্ত জ্ঞানীদের নিকট বোকা বলে প্রমাণিত হবে। এরূপভাবে প্রসিদ্ধ তরীকার ইমাম ও নেতাদের হাল অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার মধ্যে কোরআন এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম তাঁহার সাহাবায়ে কেরাম ও পরিবারর্গের নিকট উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়েছে। সেহেতু বড় বড় আলেম এবং বুযর্গগণ তাঁদেরকে নিজেদের ইমাম ও মুর্শিদি নির্দিষ্ট করেছেন এবং তাঁদের মাযহাবকে পছন্দ করেছেন ও গ্রহণও করেছেন এবং তাঁদের তরীকার মধ্যে মুরীদ হয়েছেন, তা হলে ঐ সমস্ত কিতাব, মাযহাব এবং তরীকাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁদের অনুযায়ী যার যার অবস্থা হবে তিনিই মুর্শিদের উপযুক্ত, তা না হলে উপযুক্ত নয়। আর মুর্শিদের মর্যাদার কথা সম্মুখে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

উপকার ঃ এ কিতাবে যে সমস্ত বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে সমস্তই হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ, আকায়েদ, তাসাউফের নির্ভরযোগ্য কিতাব হতে লেখা হয়েছে এবং প্রত্যেক জায়গায় কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এর জন্য কোথাও যদি নকলকারীর ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় কিংবা অন্য কোন প্রয়োজন হলে আসল কিতাব দেখে মিলিয়ে নিতে পারবেন। এ কিতাবের অধিকাংশ বিষয়ই 'আওয়ারেফুল মাআরেফ' কিতাবের বিষয় বস্তু হতে লিপিবদ্ধ

Scanned by CamScanner

করেছি। কোন হাদীসে মউস লিখিনি এবং হাদীসের এবারত কোন জায়গায় অর্থ সহকারে লিখেছি আবার কোন জায়গায় সংক্ষেপ করার জন্য শুধু তরজমা লিখেছি, হাদীসের মতন লিখিনি। আর যতগুলি হাদীস এ কিতাবের মধ্যে আওয়ারেফ হতে লিপি-বদ্ধ করেছি তা সবই হাদীসের কিতাবে মওজুদ আছে। আর আওয়ারেফের মধ্যে সব হাদীসের সনদ লিখেছি কিন্তু আমি সংক্ষেপ করবার জন্য সনদ লিখিনি।

অবতরণিকা ঃ

প্রথমতঃ জানা দরকার ইসলাম-ঈমান এবং এহছান এ তিনটি মিলে এর নাম হয়েছে শরীয়ত। আর এ তিনটির উপর আমল করবার জন্য যে আহকামের দরকার এর নাম শরীয়ত। আর আহকামে জাহেরী এবং ফিকার মাসায়েলের উপর আমল করার নাম মারেফাত এবং ঈমানে হাকীর নিদর্শনই শরীয়ত। আর তরীকত বলে ـ سلوك الى الله (সুলুক ইলাল্লাহ) যেমন লিখেছি। আর হাকীকত বলে শরীয়তের মূল-তত্ত্বকে। তাতে সে যে জিনিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তার হাকীকত এবং উবুদিয়াতের (দাসত্বের) হাকীকতও ভালরূপে বুঝতে পারবে। আর মারেফাত বলে আল্লাহ তায়ালাকে জানা ও তাঁর সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা। এ চারটি জিনিসের বর্ণনা ইনশাল্লাহ সুন্দরভাবে লিখতেছি। শরীয়তের বর্ণনা ফেকাহ, তাফসীর এবং হাদীসের কিতাবসমূহে বিদ্যমান আছে। তাসাউফের কিতাবে ও শরীয়তের বর্ণনা আছে কিন্তু ফেকাহ যেরূপ জাহেরী আহকামের জন্য নির্দিষ্ট তদ্রূপ এলমে তাসাউফ বাতেনী এলেমের জন্য নির্দিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে এলমে জাহের ও এলমে বাতের সবই শরীয়তের এলেম। প্রত্যেক আলেমই নিজের উদ্দেশ্য কোরআন হাদীস হতে বর্ণনা করে এবং এর সনদ ও দলিল কোরআন হাদীসে বিদ্যমান আছে।

এখন তাসাউফের কথা শ্রবণ কর ـ سلوك الى الله (সুলুক ইলাল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহর পথে ধাবিত হওয়ার পরিণতি বা শেষ ফল এই হয় যে ঈমানে হাকিকী এবং তাকওয়া হাসেল হয়। আর যে পথ সাহাবা, তাবেয়ীনদের সময় চালু ছিল তাঁদের সময়ের পরে তরীকতের ইমাম ও নেতাগণ এবং মুজতাহেদগণ হাদীস কোরআন হতে যা চেষ্টা করে তাসাউফের মাসআলা, সোগল এবং জিকির নির্দিষ্ট করেছেন তাতে উভয় প্রকারের সুলুক হতে মাকসুদ হাসিল হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয় সুলুক একই জিনিস। প্রকাশ্যে দু' প্রকার বুঝা যায়। প্রথম তরীকার সুলুক গ্রহণ করলে দ্বিতীয় প্রকার পাওয়া যায় আবার দ্বিতীয় তরীকার

Scanned by CamScanner

সুলুক গ্রহণ করলে প্রথম সুলুক সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। বরং এ সময়ের লোকদের অবস্থার প্রতি বিবেচনা করে দ্বিতীয় সুলুকেই সবচেয়ে উপকারী বিবেচিত হয়েছে। এজন্যই এর মধ্যে প্রত্যেক কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং প্রত্যেক কথার সীমা, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ নির্দিষ্ট করেছি, হুবহু কোরআন-হাদীস ও ফেকাহর মত। আর দ্বিতীয় সুলুক হতে উদ্দেশ্য তা নয় যে, শুধু এক প্রকারের আসগালের (কাজসমূহ) মধ্যে লেগে থাকবে। বরং উদ্দেশ্য হল এলমে তাসাউফের অনুযায়ী সুলুক গ্রহণ করবে যাতে কোরআন-হাদীস ফেকাহ, আকায়েদ, তাসাউফের সমস্ত বিষয়ের অনুযায়ী হয় এবং কামেল মোমেন হয়ে যায়। এখন এলমে তাসাউফের কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার জাত (প্রকৃতি) এবং সিফত (গুণাবলী) সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল না হবে এবং তাঁর মারেফাতের হাকীকত হৃদয়ঙ্গম করতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সুলুক কিভাবে হাসিল হবে এবং কিরূপে বুঝবে ও বিশ্বাস করবে যে, তাঁর জাত ও সিফাত চক্ষু দ্বারা দেখবার উপযুক্ত, আর তাঁর হজুরী (উপস্থিতি) নৈকট্য ও মারেফাত এবং তাঁর নিকট পৌছবার ইচ্ছা কি প্রকারে হবে। সুতরাং আমি তাঁর জাতে পাকের মদদ এবং সাহায্যে প্রথমতঃ আল্লাহ-তায়ালার জাতে পাকের তাওহীদ এবং তাঁর সিফাত ও মারেফাতের বর্ণনা তিনটি পরিচ্ছেদের মধ্যে বর্ণনার পরে তাসাউফের ও অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা করব।

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্, তায়ালার তাওহীদের (একত্বের) বর্ণনা

'তা' আর্‌রুফ' কিতাবে আছে, সমস্ত সূফী এবং আহ্‌লে হকগণ আল্লাহ পাকের তাওহীদের বর্ণনার মধ্যে এভাবে একমতঃ আল্লাহ্ তায়ালা নিজের জাতের মধ্যে একক, তাঁর সেফাতে কামালের মধ্যে অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁর মত কেহ নেই, তিনি আদি হতে অনন্তকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ একক, নিজের জাতের মধ্যে তাঁর মত কেহ নেই, তিনি সমস্ত বিপদ আপদ ও ক্ষতি হতে পাক-পবিত্র, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী কিন্তু তিনি কারোও মুখাপেক্ষী নন; তিনি সকলের পূর্বেই আছেন, তিনি জ্ঞানী, তিনি জীবিত, তিনি আদি হতে অনন্তকাল পর্যন্ত আছেন, কখনও তাঁর মৃত্যু নেই, তাঁর ক্ষয় ও বিনাশ নেই, তিনি সর্বদাই আছেন, তিনি কখনও ধ্বংস হবেন না। তাঁর অজুদের প্রথম ও শেষ নেই, তিনি মাবুদে বরহক, তিনি প্রভু মালিক, প্রতিপালক, তিনি বড় দয়ালু ও মেহেরবান, তিনি ইচ্ছাকারী, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। তিনি বিজ্ঞানময়, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি রিজিকদাতা, তিনি শ্রবণকারীর দর্শনকারী, তিনি সর্বত্র জয়ী ও শক্তিশালী তাঁর মত কেহ নেই, তিনি সবচেয়ে বড় ও বুযর্গ, তিনি বান্দার প্রতি খুবই দয়াশীল, সম্মানের অধিকারী, ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ভাঙ্গা-চুরা বস্তুর পুনর্গঠনকারী, তিনি সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী। তাঁর অনেক গুণাবলীর নামসমূহ আছে যা দ্বারা তাকে ডাকা হয়। তাঁর জাত ও সিফাতের সঙ্গে কারো সদৃশ নেই। সৃষ্টির কোন কিছুর মিল তার মধ্যে সম্ভব নয়। তিনি পূর্ব হতেই আছেন। সমস্ত নুতন কিছু হবার পূর্ব হতেই তিনি আছেন। তিনি ব্যতীত কেহ পুরাতন নাই, তিনি ব্যতীত সত্য মাবুদ কেহই নেই, তাঁর কোন শরীর ও দেহ নেই এবং তাঁর কোন আকৃতি বা শেকেল নেই। তিনি কোন মানুষও নন বা কোন বস্তুও নন, তিনি দৈর্ঘ্য প্রস্থ হতে পাক তিনি কখনও নড়াচড়া করেন না এবং থেমেও থাকেন না তিনি কমেনও না, বাড়েনও না। তিনি কখনও বেশীও হন না বা বৃদ্ধিও হন না, তাঁর কোন খণ্ড বা অংশ নেই। তিনি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পাক পবিত্র অর্থাৎ তাঁর হাত, পা, কান, চক্ষু ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। আর তিনি কোন দিকের মুখাপেক্ষী নন অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ও উর্ধ্ব-অধঃ ইত্যাদি কোন দিকের তাঁর প্রয়োজন হয় না। তাঁকে এ কথা বলা যাবে না যে তিনি অমুক দিকে আছেন এবং তাঁর কোন সময়ের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ কোন সময়ে হওয়া বা

Scanned by CamScanner

কোন সময়ে না হওয়া কিম্বা সময়ের পরিবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন হওয়া যা সৃষ্টির ও নূতনত্বের জন্য প্রয়োজন কিন্তু তিনি এ সমস্ত জিনিস হতে পাক পবিত্র। তাঁর উপর কোন বিপদ আসে না। তাঁর কোন নিদ্রা বা তন্দ্রা নেই। তাঁকে কোন সময়ে পরিবর্তন করে না। তাঁকে ইঙ্গিতে সাহায্যকারী করা যায় না অর্থাৎ যেমন কোন সৃষ্ট জীবের প্রতি ইঙ্গিত করলে সে সাহায্যকারী হয়ে যায় এবং ধারণার মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়, এসব হতে তিনি পাক। তাঁকে কোন জায়গায় পরিবেষ্টন করে না। তাঁর কোন জায়গায় সংকুলান হবে না। তাঁর উপর কোন কাল চালু হবে না যেমন সৃষ্টির জন্য অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কাল আছে। আর তাঁকে এরূপ বলা যে তিনি কাকেও ধরে ছোঁয়, কিম্বা এটা বলা তিনি উপরে কিনারে আছেন, কিম্বা এরূপ বলা তিনি কোন বাড়ীতে বা স্থানে প্রবেশ করেন ইত্যাদি এ সমস্ত কথা বলা কিছুতেই জায়েয নয়। তাঁকে কোন কিছু আড় করতে পারে না। তিনি গোপন নয় সর্বত্র প্রকাশ্য। তিনি কোন পর্দায় থাকেন না তাঁর জন্য কোন পর্দা নেই। তিনি চক্ষুর আড়ালে আছেন। তিনি যদিও পর্দায় থাকেন না তথাপি তিনি এমন সূক্ষ্ম এবং প্রকাশ্য যার কারণে দৃষ্টির বাইরে। আর এ চক্ষু তাকে দুনিয়ায় দেখতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

অধম, এ উভয় প্রকার বিষয়ের মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে, মোরাকাবা এবং খুব ধ্যান করলে মোশাহেদা হাসিল হয়। আর মোশাহেদার হাকীকত তার স্থানে জানা যাবে। আল্লাহ তায়ালা অংশ ও খণ্ড হতে পাক-পবিত্র। তাঁর জাত এবং ছেফাত ও তাঁর কাজ-কর্ম কারো কথার উপার নির্ভর করে না যেমন কেহ এ কথা বলতে পারবে না যখন বান্দা এবাদত করবে তখন তিনি মাবুদ হবেন কিম্বা যখন তিনি রুযী দিবেন তখন রাজ্জাক বা রিজিকদাতা হবেন। তিনি এবাদত করবার পূর্বেই মাবুদ এবং রিজিক দিবার পূর্বেই রাজ্জাক। আর আল্লাহ তায়ালা পরামর্শ করা হতেও পাক-পবিত্র। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তা করেন, তাঁর পরামর্শের প্রয়োজন হয়না। আর আল্লাহ তালার কোন কাজে সৃষ্ট জীবের সঙ্গে উপমা দিবে না। আল্লাহ তায়ালা কোন কাজে সৃষ্ট জীবের মত লেগে থাকেন না। তাঁর কাজ সাক্ষাৎ ও হেদায়েত ব্যতীত হয়ে থাকে এবং ইশারারও প্রয়োজন হয় না। তাঁর ইচ্ছার মধ্যে কোন রকম চেচামেচী করারও দরকার হয় না। যেমন বান্দা নিজের বিভিন্ন কাজের ইচ্ছার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয় এবং টানাটানির মধ্যে পতিত হয়। আল্লাহ পাক ঐ সমস্ত জিনিস হতে পবিত্র তাঁর কোন চিন্তার দরকার হয় না অর্থাৎ যেরূপভাবে বান্দার ইচ্ছা এবং কাজের মধ্যে চিন্তা ফিকিরের প্রয়োজন হয় যেমন কোন কাজে চিন্তা করে এ কাজ করব কিম্বা করব না কিম্বা এরূপ করিলে এরূপ হবে–আল্লাহতায়ালা এসব হতে পাক পবিত্র

Scanned by CamScanner

ও নিশ্চিত। তাঁর জাতের জন্য কোন প্রকারের অসুবিধা হয় না অর্থাৎ তাঁর জাতের কোন বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তিনি কেমন। আর তাঁর কাজের জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নাই অর্থাৎ তাঁকে কেহ কোন কাজের জন্য চাপ বা আদেশ দিতে পারে না। তিনি যাহা ইচ্ছা তাই করেন। সূফীগণ এবং আহলে হক এ কথার উপর একমত যে, তাঁর নিদ্রার দরকার পড়ে না। মানুষের ধারণা তাঁর পর্যন্ত পৌছতে পারে না বরং তিনি বান্দার ধারণার নিকটে। আর তাঁর গুণাবলী পরিবর্তন হয় না, তাঁর নাম পরিবর্তন হয়। তিনি সর্বদা যেমন আছেন তেমনই থাকবেন।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ـ
لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

অর্থাৎ, তিনি আদি হতে অনন্তকাল পর্যন্ত এবং প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব জায়গায় আছেন, তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁর মত আর কেহ নেই। তিনি শ্রবণকারী ও দর্শনকারী।

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ তায়ালার ছেফাতের (গুনাবালী) বর্ণনা

সমস্ত আহলে হক এবং সূফীগণ আল্লাহ তায়ালার ছেফাত (গুণাবলী) বর্ণনার মধ্যে এভাবে একমত যে–নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার জন্য প্রকৃতপক্ষে ছেফাত সাব্যস্ত আছে, অপ্রাকৃত বা নকল নয়। বরং হাকীকতে ঐ সমস্ত ছেফাতসমূহ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং পবিত্র আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত গুণে গুণান্বিত। ঐ সমস্ত ছেফাতগুলি হল ঃ এলেম, কুদরত, ক্ষমতা, জয়ী, ক্ষমতাশালী, হাকিম, বিজ্ঞানময়, ইচ্ছা, কালাম করা, তাকাব্বরী, প্রতিশোধ নেয়া, বিজয়ী, জীবন, পুরাতন হওয়া, ইচ্ছা করা ইত্যাদি। পবিত্র আল্লাহ তায়ালার শারীরিক ছেফাত, প্রস্থ এবং মণিমুক্তা নয় যেমন তাঁর জাত শরীর, প্রস্থ ও মণিমুক্তা নয়। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার জন্য শ্রবণকারী, দর্শনকারী, মুখমণ্ডল এবং হাত হওয়া হাকীকতে সাব্যস্থ আছে তবে ঐ শ্রবণ, দর্শন, মুখ, হাত আমাদের কান, চক্ষু, মুখ, হাতের মত নয়। আর এ কথার উপরও সকলেই একমত যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার ছেফাত জাওয়ারেহও (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) অংশ নয়। এ কথার উপরও একমত যে ঐ সমস্ত ছেফাত আল্লাহ নয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়। আল্লাহ তায়ালার ছেফাত সাব্যস্ত করার এই অর্থ নয় যে আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত ছেফাতের মুখাপেক্ষী এবং সবকিছু ঐ ছেফাতের দ্বারাই করে কিন্তু এর অর্থ এই, ছেফাতের বিপরীত যে কথা তাকে নিষেধ করে আর ঐ ছেফাতকে সাব্যস্ত করে এর অর্থ ঐ ছেফাত তাঁর জাতের সঙ্গে অবস্থিত। আর এলেমের অর্থ মুর্খতা ও অজ্ঞানীকেই শুধু নিষেধ করে না বরং আল্লাহ তায়ালার মধ্যে এলেম ও কুদরতকে সাব্যস্ত করে।

আহলে হক ও সূফীগণ এই বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্ তায়ালার ছেফাত পরস্পর পরিবর্তনশীল নয়। এক ছেফাতের জায়গায় অন্য ছেফাত হয় না সুতরাং তাঁর এলেম কুদরত নয় আবার তাঁর কুদরত ভিন্ন অন্য কিছু এ প্রকারে সমস্ত ছেফাতের উপর ধারণা করা যায়। আলেমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, হাদীস-কোরআনে আল্লাহ তায়ালা مجئ ও نزول (নুযুল ও মাজিউ) অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আসা যাওয়া এবং অবতীর্ণ হওয়া এর কি অর্থ সুতরাং প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট আলেমগণ বলেছেন, এটা তাঁর ছেফাত (গুণাবলী)। ছেফাতের অর্থ তাঁর জাতের সঙ্গে যেরূপ খাটে তদ্রূপ ছেফাতের সঙ্গে খাটে। তাঁর বর্ণনা তেলাওয়াত

Scanned by CamScanner

এবং রেওয়ায়েতে যা আছে তার বেশী নয়। যেমন কোরআন শরিফে تيكم অর্থাৎ 'আসবে', جَاءَ رَبُّكَ অর্থাৎ 'তোমার প্রভু আসবে' শুধু তা তেলাওয়াত করবে। আর হাদীসে আছে اللهُ يَنْزِلُ অর্থাৎ 'আল্লাহ অবতীর্ণ হয়েছেন' শুধু ইহা রেওয়ায়েত করবে, তাঁর আসা যাওয়া ও অবতীর্ণ হবার প্রকৃত হাকীকত বর্ণনা করতে পারবে না। এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব এবং তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা ঠিক হবে না। মোহাম্মদ এবনে মুছা ওয়াছেতী বলেছেন, যেমন তাঁর জাত নিষ্কলঙ্ক অর্থাৎ দোষত্রুটি মুক্ত ও কারণের মুখাপেক্ষী নয়, তদ্রূপ তাঁর ছেফাতও দোষত্রুটি মুক্ত। আর আল্লাহ তায়ালার নিজের صمديت (ছামাদিয়েত) যে প্রকাশ করেছেন উহার প্রমাণ তিনি ছামাদ অর্থাৎ পর-মুখাপেক্ষী নন। আর তাঁর ছামাদিয়েতকে প্রকাশ করার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে নিজের ছেফাতের হাকীকত এবং নিজের জাতের সূক্ষ্মতার কিছু সামান্য জানা হতে নিরাশ করে দেয়া সুতরাং ইহাই তাঁর ছামাদিয়েত অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষী না হওয়া। আর আলেমগণ এই বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা প্রথম হতে خالق (খালেক) (সৃষ্টিকর্তা)। সুতরাং পূর্ববর্তী অনেক প্রসিদ্ধ আলেমদের মধ্যে অনেক আলেম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার জন্য এমন নূতন ছেফাত সাব্যস্ত করা ঠিক নয় যা তাঁর সর্বদা থাকার মধ্যে অন্তরায় হয়। আল্লাহতায়ালা خالق (খালেক) নামের উপযুক্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পর নয় এবং নূতন নূতন সৃষ্টির জন্য তিনি সৃষ্টিকর্তা নামের যোগ্য নন, আর চিত্রাঙ্কন আকৃতি সৃষ্টির দরুন তিনি চিত্রশিল্পী নন। যদি এরূপ হত তবে আল্লাহতায়ালার لم يزل (লাম ইয়াযাল) অর্থাৎ, সর্বদা স্রষ্টা এই কথা বলা ঠিক হত না এবং তাঁর ক্ষমতা ত্রুটিপূর্ণ হত এবং এটাই প্রমাণ হত যে তিনি যখন সৃষ্টি করেছেন তখন মোকাম্মেল হয়েছেন, বরং আল্লাহ্ তায়ালা এ সমস্ত কথা হতে সম্পূর্ণ পাক পবিত্র আছেন। এ সমস্ত ত্রুটি তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। আর উল্লেখিত আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সঠিকভাবে আদি হতে অনন্ত কাল পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তা, চিত্রশিল্পী, দয়াশীল, ক্ষমাশীল এবং কৃতজ্ঞ অর্থাৎ কৃতজ্ঞতার পুরস্কার প্রদানকারী। উল্লেখিত আলেমগণ ঐ ছেফাতের মধ্যে পার্থক্য করেন যা فعل (ফোয়েল) অর্থাৎ কর্ম অর্থাৎ ঐ ছেফাতের সঙ্গে فعل (কর্ম) প্রকাশ হয় আর ঐ ছেফাতের মধ্যে যাকে فعل (কর্ম) বলে না যেমন আজমত (শ্রেষ্ঠত্ব) জালাল (মহিমা) এলেম এবং শক্তি ও ক্ষমতা এ সমস্ত ছেফাত হতে فعل (কর্ম) প্রকাশ হয় না। সুতরাং উক্ত আলেমগণ উভয় প্রকার ছেফাত لم يزل (লাম ইয়াযাল) অর্থাৎ সর্বদা আছেন বলেছেন। অর্থাৎ সর্বদা আছেন বলেছেন। এই সমস্ত ছেফাত

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

আল্লাহ তায়ালার জাতের সঙ্গে সর্বদা অবস্থিত এবং পবিত্র আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত ছেফাতের সঙ্গে প্রথম হতেই পরিচিত, ঐ ছেফাত হতে فعل প্রকাশ হউক বা না হোক। আর ইহা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তায়ারা সব সময় ঐ ছেফাতের সঙ্গে প্রশংসিত, ঐ ছেফাতের সঙ্গে فعل (কর্ম) প্রকাশ হোক বা না হোক। তার প্রমাণ–যখন এ কথা সাব্যস্থ হল যে, পবিত্র আল্লাহ তায়ালা سميع (শ্রবণকারী) بصير (দর্শনকারী) قادر (ক্ষমতাশালী) خالق (সৃষ্টিকর্তা) باري (স্রষ্টা) مصور চিত্রশিল্পী) এবং এ সমস্ত ছেফাত আল্লাহ পাকের জন্য প্রশংসনীয়। যদি এরূপ হত যে, মানবজাতি সৃষ্টির ও চিত্রাঙ্কন করার এবং নূতন কিছু সৃষ্টি করবার দরুন তাঁর জন্য ঐ প্রশংসা সাব্যস্ত হয়েছে তা হলে তিনি সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী বুঝা যায় আর কোন জিনিসের প্রতি মুখাপেক্ষী হবার অর্থ নূতন হওয়া। আর দ্বিতীয় প্রমাণ–আল্লাহ তায়ালা কোন জিনিসের প্রতি মুখাপেক্ষী হলে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন ও পতন জরুরী হয়ে পরে। এতে এ কথা জরুরী ও প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তায়ালা خالق (স্রষ্টা) নয় পরে স্রষ্টা হয়েছেন আর ইচ্ছুক ছিলেন না পরে ইচ্ছুক হয়েছেন ইহাতে পরিবর্তন ও পতনের প্রয়োজন হয়ে পরে যার অস্বীকার আল্লাহর দোস্ত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজের কথার মধ্যে করিছেন اِنِّیْ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِیْنَ অর্থাৎ "অস্তমিত বস্তু আমার পছন্দনীয় নয়" (৮ পারা)।

সমস্ত আহলে হক ও সূফীগণ এ বিষয়ের উপর একমত যে, আল্লাহ তায়ালা সবসময় হতে مالك (মালিক) معبود (উপাস্য) رب (প্রতিপালক) এবং خالق (সৃষ্টিকর্তা) بارى (স্রষ্টা) مصور (চিত্রশিল্পী) এবং مخلوق (সৃষ্ট-জীব) مصور (চিত্রিত বস্তু) নয়। আলেমগণ আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে মতভেদ করেছেন। কেহ কেহ বলেছেন আল্লাহ্‌র নামসমূহ আল্লাহও নয় আবার আল্লাহর বাইরেও নয় যেমন ছেফাত (গুণাবলী) সম্বন্ধে বলেছেন। আবার কেহ কেহ বলেছেন আল্লাহর নামসমূহ এটাই আল্লাহ। এ অধমের দৃষ্টিতে উভয় দলের কথার ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহর জাত ও ছেফাতের মা'রেফতের (পরিচয়ে) মধ্যে যেহেতু আশ্চর্য ও চমৎকারিত্ব রয়েছে সেহেতু প্রথম দল হতবুদ্ধি হয়ে এ আশ্চর্যের কথা বলেছেন কেননা ছেফাত এবং اسماء নামসমূহের দ্বারা আল্লাহর জাতের পরিচয় হয় আর عارف (আরেক) (আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি) আল্লাহর ছেফাত ও নামসমূহ ব্যতীত জাতের হাকীকত (মূলতত্ত্ব) পর্যন্ত পৌছতে পারে না। আর ছেফাতের হাকিকত জানতে জ্ঞান অক্ষম। কাজেই যখন ছেফাত ও জাতের উভয়ের মারেফত হতে অক্ষম এবং জাত ও ছেফাতের মধ্যে এমন

Scanned by CamScanner

সম্পর্ক পাবে যে যা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া যায় না তখন হতবুদ্ধি হয়ে বলেছে আল্লাহর ছেফাত আল্লাহ নয় আবার আল্লাহর বাইরেও নয় এরূপভাবে বলেছে আল্লাহর নামসমূহ আল্লাহ নয় আবার আল্লাহর বাইরেও নয়। দ্বিতীয় দল বলে যে, এ পবিত্র জাতের মারেফাতের মধ্যে আমরা নিরেট মূর্খ এবং অজ্ঞ তাঁর নাম ব্যতীত আমরা আর বেশী কিছু জানিনা। সুতরাং তাঁর নাম সমূহই আল্লাহ। উপরোল্লেখিত বিষয়সমূহ আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের আকায়েদের কিতাবের অনুযায়ী, সেহেতু এ সমস্ত কথাবার্তা সালেকের মোরাকাবা, জিকির এবং তেলাওয়াতের মধ্যে প্রয়োজনীয় বস্তু এজন্যই লিখেছি, জিকির এবং তেলাওয়াতের মধ্যে প্রয়োজনীয় বস্তু এই জন্যই লিখেছি; কাজেই এ সমস্ত কথা স্বরণ রাখবে। আর বাকী তাআর্-রুফ ইত্যাদি তাসাউফের কিতাবসমূহে কোরআন এবং আল্লাহর দিদার, নেকী বদীর তাকদীর এবং পুলসেরাত, মিজান, খেলাফত, মেরাজ এবং মোজেজা ও কারামত ইত্যাদির বর্ণনা আকায়েদের কিতাব অনুযায়ী। সুতরাং যা আহলে সুন্নাতের আকায়েদের মধ্যে আছে এর অনুযায়ী ছালেক নিজের বিশ্বাস ঠিক করবে।

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ তায়ালার মারেফাতের বর্ণনা

মারেফাতের অর্থ জানা বা জ্ঞাত হওয়া আর আরেফের অর্থ জানবার বা জ্ঞাত হবার ব্যক্তি আর নাকেরার অর্থ না জানা। এখানে আমি তা'আররুফ কিতাবের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখতেছি। সমস্ত সূফীগণ এ কথার উপর একমত যে আল্লাহকে শুধু জানা যে, আল্লাহ এক, তিনি নিজেই এর দলিল অর্থাৎ তাকে জানতে বা চিনতে কোন প্রকার দলির প্রমাণের প্রয়োজন নেই। মিছাকের (প্রতিজ্ঞা) দিন যে পরিচয় আল্লাহ-তায়ালা দিয়েছেন এটাই মারেফাত। আকলকে মা'রেফাত দেয়া হয়নি। তাঁদের নিকট জ্ঞানের পথ জ্ঞানীর মত যেমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের সময় যখন কোন বস্তুকে জানবার দরকার হয় তখন প্রমাণের প্রয়োজন বোধ করে যেন নিজের বুদ্ধির শক্তিতে ঐ বস্তুকে সে দলিল দ্বারা জানিতে পারে, এরূপ ভাবে বুদ্ধিও দলিলের মুখাপেক্ষী। দলিল ব্যতীত সেও কোন বস্তু বুঝতে চায় না। আর আল্লাহ্ তায়ালাকে জানতে হলে এখন দলিলের প্রয়োজন হবে না। কেননা বুদ্ধি হল নূতন জিনিস অর্থাৎ নূতন সৃষ্টি হয়েছে যা প্রথমে ছিল না এখন হয়েছে।কোন এক ব্যক্তি ইমাম নৌউবি (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহকে জানবার দলিল কি? তিনি বললেন, আল্লাহ কেন আকলের (বুদ্ধির) কি অবস্থা। উত্তরে বললেন, বুদ্ধি অক্ষম। কাজেই অক্ষম বস্তু পথ দেখাতে পারে না। হ্যাঁ এর মত অন্য অক্ষম বস্তুকে পথ দেখাতে পারে। এবনে আ'তা বলেছেন, বুদ্ধি ওবুদিয়াত বা বান্দা হবার হাতিয়ার কিন্তু রুবুবিয়াতের (প্রভুর) হাকীকত বুঝবার হাতিয়ার নয় অর্থাৎ আকল (বুদ্ধি) ব্যক্তিগতভাবে প্রভুকে জানবার হাতিয়ার নয়। যে নিজের শক্তি দ্বারা প্রভুকে জানতে পারবে কিন্তু প্রভুকে কেহ জানাতে পারলে জানতে পারবে। তা হলে আকল নিজে প্রকৃতপক্ষে মারেফাতের হাতিয়ার নয় বরং আল্লাহ্ তায়ালাকে অন্যে বুঝাবার প্রতি মুখাপেক্ষী যেমন চক্ষু কর্ণ দেখবার শুনবার ব্যক্তিগত ভাবে এবং হাকীকতে হাতিয়ার নয় বরং আল্লাহ দেখালে দেখতে পারে এবং শুনালে শুনতে পারে কিন্তু নকল অর্থে চক্ষু কর্ণ বুদ্ধিতে হাতিয়ার হিসাবে রাখতে পারে হাকীকতে নয়। আর কুরতবী বলেছেন, যে ব্যক্তি বুদ্ধির অনুবর্তী হল এজন্য যে, বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহকে চিনবে এবং বুদ্ধির দলিল দ্বারা তা জাতকে সাব্যস্ত করবে কিন্তু অক্ষম হয়েছে তবে বুদ্ধির দ্বারা এতটুক বুঝতে পারবে যে আল্লাহ বিদ্যমান আছে। সুতরাং যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর মেহেরবাণী দ্বারা তাঁকে চিনতে না দেয় তবে তাঁর বিদ্যমান

Scanned by CamScanner

হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারবে না। আর কোন কোন প্রসিদ্ধ আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহকে সে-ই চিনতে পারবে যাকে তিনি চিনতে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সে-ই তাওহীদ বুঝতে পারবে। আর অদ্বিতীয় আল্লাহ-তায়ালার বিষয় সে-ই ব্যক্তিই বুঝতে পারবে যাকে তিনি নিজে তাওহীদের বিষয়বস্তু বুঝতে ক্ষমতা দিয়েছেন। আর তাঁর উপর সেই ঈমান আনতে পারবে যার উপর তাঁর অসীম দয়া ও মেহেরবাণী হবে। আর সে-ই তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করতে পারবে। আর তাঁর গুণাবলী সেই জানতে পারবে যার বাতেনকে তিনি নিজে আলোকিত করেছেন। তার বাতেনের মধ্যে তিনি প্রকাশ হয়ে থাকেন। আল্লাহর সঙ্গে খাঁটি ও নির্ভেজার, গুপ্ত সম্পর্ক সেই রাখতে পারে যাকে তিনি নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন। তাঁর খাছ বান্দা সে-ই হবার উপযুক্ত যাকে তিনি নিজে খাছ বান্দা বানিয়ে নিয়েছেন। জোনায়েদ বলেছেন, মা'রেফাত দু' প্রকারের হয়ে থাকে–এক প্রকার মারেফাত 'তাআররুফের'–তাআররুফ অর্থ চিনতে পেরেছে। দ্বিতীয় প্রকার মারেফাত 'তা' আরিফ' অর্থ চিনিয়ে দেয়া। তাআররুফের এ অর্থ আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদিগকে নিজের জাতকে চিনিয়ে দিয়েছেন। আর নিজের জাতকে চিনিয়ে দেয়ার কারণে সমস্ত কিছুকে চিনিয়ে দিয়েছেন যেমন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) বলেছেন, لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ "অস্তমিত জিনিসকে আমি পছন্দ করি না।" - হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহর মারেফাত হাছেল করার কারণে সমস্ত সৃষ্ট জীবের হাকীকাত (মূলতত্ত্ব) জানিয়েছেন কেননা এ সবই মাখলুক, তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হয়। এগুলো অন্যের মুখাপেক্ষী এবং এটা এখন উপযুক্ত নয় যে তার এবাদত করা যাবে কিম্বা তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে কিম্বা তার মহব্বত অন্তরে বদ্ধমূল করবে, তা বুঝতে পেরেই তিনি সবই ছেড়ে একে আকড়িয়ে ধরলেন যার অবস্থা আদি হতে অনন্তকাল পর্যন্ত পরিবর্তন হয় না। এ কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হল ঃ নিজের জাতের দিকে চিনিয়ে দিবার পর তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে যাতে তার অন্যের প্রতি কোন উদ্দেশ্য না থাকে এবং দলিল ও নিদর্শনের মুখাপেক্ষী না হয় কেননা দলিল ও নিদর্শনের দ্বারা এ প্রয়োজন যে এর কারণে আল্লাহ তায়ালার রাস্তা পাবে। আর যখন তাকে পাবে তখন দলিলের প্রয়োজন মিটে গেল এবং দলিল মধ্যখানে এসে পড়ল। যেমন কোন লোকের দূরদেশে যাবার সময় পথ চলতে রাস্তায় মাইলের নিশান কিম্বা মাইলের হিসাবে চলবার দরকার হয়। আর যে ব্যক্তি গন্তব্যস্থানে পৌছে গিয়েছে তার জন্য মাইলের নিশান কিম্বা মাইলের হিসাবে চলবার কোন প্রয়োজন হয় না। আর মারেফাতে তাআরিফের অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ তায়ারা নিজের বান্দাদিগকে নিজের কুদরতের আলামত দেখাচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এবং তিনি নিজে তাঁর জীবনের মধ্যে, তখন তার মধ্যে এ স্বাদ এবং পবিত্রতার সৃষ্টি হয় এবং সমস্ত জিনিস দেখে বুঝতে পারে যে এর কোন কারিগর বা তৈয়ারকারী

Scanned by CamScanner

আছে। আর এ মা'রেফাত সাধারণ মুমিনের জন্য। আর যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ তায়ালাকে দলিল প্রমান দ্বারা চিনা যায় এর উদ্দেশ্য ঐ প্রকারের মারেফাতই। প্রথম প্রকারের মারেফাত খাছ লোকদের জন্য। আর অন্যান্য, চাই সাধারণ হোক বা খাছ হোক আল্লাহ তায়ালাকে হাকীকতে চিনতে পারে না। কোন বুযর্গ বলেছেন, অন্যান্য জিনিস দেখবার পূর্বে আমি আল্লাহ তায়ালাকে দেখি অর্থাৎ যখন আমি কোন কিছু দেখি এর পূর্বে আমার এ কথা একিন (বিশ্বাস) হয় যে আল্লাহ বিদ্যমান আছেন অতঃপর আমি সেই বস্তুকে দেখি। তার নূর প্রথমেই বিদ্যমান আছে ঐ নূরের শক্তিতে আমি ঐ বস্তুকে দেখে থাকি। এ উভয় কথার মধ্যে মোমিনদের মারেফাতের বর্ণনা আছে অর্থাৎ গুণাবলী দেখেই এর কারিগর সম্বন্ধে জানা যায়। এবনে আতা বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সাধারণ লোকদিগকে তাঁর সৃষ্টিজীব দেখিয়ে তাঁর মারেফাত সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেন, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ـ

অর্থাৎ "তোমরা কি সেদিকে লক্ষ করনা আল্লাহ তায়ালা উটগুলোকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন।" আর নিজের খাছ লোকদিগকে নিজের কালাম এবং ছেফাত দ্বারা চিনিয়ে দেন যেমন—৫ম পারায় বলেছেন ঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা কি কোরআনের মধ্যে গভীর চিন্তা কর না?" আর পনর পারায় বলেছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ "আর আমি কোরআনের মধ্যে এমন জিনিস অবতীর্ণ করেছি যা দ্বারা মানুষ আরোগ্য লাভ করতে পারে আর এ কোরআন মোমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ।" নয় পারা সূয়ারে আরাফে করেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ

অর্থাৎ "আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নামসমূহ রয়েছে।" আর আম্বিয়াদের জন্য নিজেদের তরফ হতে করেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ ـ

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ "এভাবে আমি আপনার প্রতি এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার তরফ হতে, আর কিতাবে কি জিনিস তুমি তা কিছুই জানতেনা।" আর সুরায়ে ফোরকানের মধ্যে এরশাদ করেছেন : ـ اَلَمْ تَرَى اِلٰى رَبِّكَ

অর্থাৎ "তুমি কি তোমার প্রভুর দিকে দেখ না?"

মোটকথা মারেফাতের বিভিন্ন উপকরণ আছে, কাজেই সাধারণ লোকদের জন্য ইহা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, সৃষ্ট বস্তুকে দেখে خالق (স্রষ্টাকে) চিনবে আর বিশেষ বিশেষ লোকদের জন্য তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তাঁর কালাম, ছেফাত এবং নামসমূহ দ্বারা চিনবে যেমন কালাম হতে বক্তা এবং ছেফাত হতে প্রশংসিত ব্যক্তিকে এবং নাম হতে নামীয় ব্যক্তিকে জানবে তারা সৃষ্ট বস্তু দ্বারা আল্লাহকে জানা হতে মুক্ত। আর নবীগণের জন্য তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তাঁরা নিজের জাতের দিকে লক্ষ্য করবে। তাঁরা فعل (কর্ম) صفت (প্রশংসা) দেখে জানা হতে মুক্ত। আর কোন কোন বড় বড় সূফীগণ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে নিজের জাতকে চিনবার পথ দেখিয়েছেন। কোন কোন বিশিষ্ট মাশায়েখ বলেছেন, সৃষ্টজীব যা প্রকাশ্য তা দেখেই বুঝা যায় যে, বুদ্ধি তার পরিকল্পনা করে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার মারেফাত তা হতে বহু দূরে যার ফলে আকল তাঁর সম্বন্ধে পথ পাবে না। তাই আল্লাহতায়ালা পূর্ব হতে তাঁর সম্বন্ধে পরিচয় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি আমাদের প্রতিপালক। তারপর তা বুঝবার জন্য মুলকে আরোহার মধ্যে জিজ্ঞেস করেছিলেন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ "আমি কি তোমাদের প্রভু ও প্রতিপালন নই?" তখন সকলেই এক বাক্যে এ কথা বলেছিল قَالُوْا بَلٰى "হ্যাঁ তুমিই একমাত্র প্রভু ও প্রতিপালক।" সমস্ত সূফীগন এ কথার উপর একমত যে, আল্লাহ-তায়ালাকে সেই ব্যক্তিই চিনতে পারবে যার বুদ্ধি আছে। কেননা বুদ্ধিই মানুষের হাতিয়ার বা অস্ত্র যার দ্বারা মানুষকে বুদ্ধিমান বলে বুঝা যায়। এর দ্বারাই আল্লাহকে চিনতে পারে। কিন্তু মানুষ নিজে নিজে আল্লাহকে চিনতে পারে না। আবু বকর শিবলী বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আকলকে (বুদ্ধিকে) সৃষ্টি করে জিজ্ঞেস করিলেন مَنْ اَنَا "আমি কে?" তখন বুদ্ধি চুপ থাকল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে একত্বের শিক্ষা দিলেন এবং বুদ্ধির চক্ষু খুলে দিলেন। তখন বুদ্ধি বলতে লাগল اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ "তুমিই আল্লাহ, তুমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। এখন দেখ বুদ্ধির এরূপ ক্ষমতাই ছিল না যে আল্লাহ সম্বন্ধে বুঝান ব্যতীত বুঝতে পারে। অতঃপর সূফীগণ মারেফাতের মধ্যে বিভিন্ন মত পোষণ করেন, কেহ কেহ বলেন মারেফাত কি? সুতরাং জোনাইদ বলেছেন, মারেফাত এটাই যখন তুমি তাকে জানার জ্ঞান হবার পর তোমার মূর্খতা ও না জানার কথা উপলব্ধি হল। অর্থাৎ যখন তার এলেম ও জানার বিষয় বিদ্যমান হল তখন তার নিকট না জানার কথা

Scanned by CamScanner

পাওয়া যাবে। আর সহল (রঃ) বলেছেন নিজের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কথা বুঝাই মারেফাত। লোকেরা হযরত জুন্নুন (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আপনার প্রভুকে কিভাবে চিনেছেন? তিনি উত্তরে বলেছেন, আমি যখনই কোন পাপ কাজের মনস্থ করেছি তখনই আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব ও ক্রোধের অবস্থা স্মরণ করতাম তখন আমি এ বলে লজ্জিত হতাম যে, তিনি (আল্লাহ তায়ালা) আমার নিকটে। হযরত জুননুন (রঃ) বলেছেন নিজের নিকট আল্লাহ তায়ালা আছেন এরূপ বোধশক্তি হওয়াই মারেফাতের দলিল। জনাব আলিয়ান মজনুনকে লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার সঙ্গে আপনার মাওলার অবস্থা কিরূপ? তিনি উত্তরে বলেছেন, যখন হতে আমি আল্লাহকে চিনতে পেরেছি তখন হতে আর কোন পাপের কাজ করিনি। তিনি আরো বলেছেন, যখন হতে লোকেরা আমাকে মজনুন বলতে লাগল, তখন আমি মজনুন পবিত্র আল্লাহকে চিনবার এ দলিল সাব্যস্ত করলাম যে, আল্লাহ তায়ালার মূল্য, সম্মানের উপযুক্ততার কথা আমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাঁর সম্মানের দরুন নাফরমানী করি না। আর সহল (রঃ) বলেছেন পবিত্রতা ঐ সৃষ্টিকর্তার জন্য তাঁর মারেফাত হতে অক্ষমতা ব্যতীত বান্দা আর কিছুই লাভ করতে পারে না। আর আল্লাহর মারেফাত হতে অক্ষম হওয়াই আল্লাহর মারেফাত হাসিল করার অর্থ। অর্থাৎ তাঁর শ্রেষ্ঠতা ও পবিত্রতা যতটুকু বুঝতে পারবে ততটুক তাঁর জাতকে বুঝতে নিজকে অক্ষম মনে করবে।

রেছালায়ে কাশিরিতে লেখা আছে যে মাশায়েখগণ মারেফাতের বর্ণনার মধ্যে অনেক আলোচনা করেছেন। সুতরাং যার উপর যে অবস্থা সংঘটিত হয়েছে সে সেরূপই বলেছে। যে ব্যক্তি সে অবস্থাকে নিজের উপর প্রভাবিত পেয়েছেন সেই অবস্থার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এখন রেছালায়ে কাশিরির দু' একটি কথা শোন। আবুবকর শিবলী (রঃ) বলেছেন আরেফের কোন সংযোগ থাকে না আর বন্ধুর কোন অভিযোগ থাকে না এবং বান্দার কোন দাবী-দাওয়া থাকে না অর্থাৎ যখন বান্দা হয়ে যায় তখন সম্পূর্ণ তাবেদার হয়ে যায়। কোন কথার উপর ওজর-আপত্তি এবং দাবী-দাওয়া থাকে না। আর ভীত হওয়া ব্যক্তির কোন স্থায়িত্ব থাকে না। আর আল্লাহ হতে পলায়ন করবার কারো ক্ষমতা নাই। শিবলী (রঃ)-কে মারেফাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিলেন, প্রথমে মারেফাত আল্লাহ। আর মারেফাতের শেষ অবস্থা যার কোন সীমা বা সমাপ্তি নেই। আর রোবেম বলেছেন, আরেফের (আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি) জন্য একটি আয়না আছে, যখন সে এর মধ্যে দৃষ্টি করে তখন তার মাওলা তার জন্য ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করে অর্থাৎ তার অন্তরের আয়না পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তন্মধ্যে তাওহীদের সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়। আবু ইয়াজীদকে আরেফের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেছেন আরেফ নিজের নিদ্রার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কাকেও দেখেন না এবং জাগ্রত অবস্থায়ও আল্লাহ ব্যতীত আর কাকেও দেখেন না। আর আল্লাহ ব্যতীত আর কারো আনুকূল্য করে না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না।

Scanned by CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাসাউফের আরকানের বর্ণনা

'তাআররুফ' কিতাবে বর্ণিত আছে, তাসাউফের আরকান দশটি ঃ প্রথম, تجريد التوحيد (তাজরিদুত্ তাওহীদ), দ্বিতীয়, فهم السماع (ফাহ্মুছ ছেমায়ে), তৃতীয় حسن العشرة (হোছনুল আশরাতে), চতুর্থ ايثار الابتدار (ইছারুল ইছার), পঞ্চম ترك الاختيار (তরকুল এখতিয়ার), ষষ্ঠ سرعة الوجب (ছোরআতুর ওজদে), সপ্তম كشف عن الخواطر (আল-কাশফু আনিল খাওয়াতেরে), অষ্টম كثرة الاسفار (কাছরাতুল আছফারে), নবম ترك الاكتساب (তারকুর একতেছাব), দশম تحريم الادخار (তাহ্রিমুর এদ্দেখার)।

"তাজরিদুত্ তাওহীদ" অর্থাৎ একত্ববাদী আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কোন জিনিসের সাদৃশ্য ও অনুরূপ খেয়াল করবে না এবং আল্লাহ তায়লার বেকারত্বের ধ্যানও যেন তার মনে স্থান না পায় অর্থাৎ এরূপ ধারণা করবে না যে, কোন সময় আল্লাহ তায়ালা বেকার থাকেন।

"ফাহ্মুছ ছেমায়ে" অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কালাম ও দ্বীনের হুকুম আহকাম এবং দ্বীনের মাসায়েলগুলো নিজের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ায়ে নিবে অর্থাৎ কোন রকমের বানাওট ব্যতীত এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে ও আমল করবে। শুধু এর এলেম হাসিল হওয়া পর্যন্তই যথেষ্ট মনে করবে না।

"হোছনুল আশরাতে" অর্থাৎ আন্তরিকতার সঙ্গে নেক লোকের সংসর্গে বসবে এবং খুব উত্তমভাবে আনন্দের সহিত জীবন-যাপন করবে।

"ইছারুল ইছারে" অর্থাৎ অন্যের মঙ্গল ও সুবিধাকে নিজের উপর প্রাধান্য দিবে যার ফলে অন্যের ভালকে ও সুবিধাকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়ার ফজীলত লাভ করতে পারবে। 'আওয়ারেফ' কিতাবে লিখেছে ইছারের এ অর্থ নয় যে লোক বেছে বেছে ও পছন্দ করে তাদের সুবিধাকে নিজের উপর প্রাধান্য দিবে বরং এর অর্থ এই যে সমস্ত সৃষ্টজীবের হক এবং সুবিধাকে নিজের উপর প্রাধান্য দেবে। নিজের ভাই-বন্ধু আপনজন ও পরিচিত ব্যক্তিদের কোন পার্থক্য করবে না। বর্ণিত আছে কোন গ্রামে আবুল হাছান এনতাকির নিকট ত্রিশজন কিম্বা কিছু লোক একত্রিত হল। তাঁর নিকট গোনাবাছা কয়েকটি রুটি ছিল, যার দ্বারা পাঁচ জনেরও পেট ভরবে না। অতঃপর তিনি রুটিগুলো টুকরা করলেন এবং ঘরের

Scanned by CamScanner

বাতি নিবিয়ে দিলেন এবং সকলে একত্রে খেতে বসলেন। তারপর খাওয়া হয়ে গিয়েছে ভেবে যখন বাসনপত্র উঠাতে গেল তখন দেখা গেল খানা যেভাবে ছিল সেভাবেই আছে। কেহই খায়নি কারণ সকলেই নিজ মুসলমান ভাইয়ের খাওয়াকে নিজের খাওয়ার উপর গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছে এবং মনে করেছে আমি না খেলে সে খানা আমার অন্য ভাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে–সকলেই এরূপ মনে করেছে।

"তরকুল এখতিয়ার" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে যে সমস্ত কাজের অধিকার দিয়েছে ঐ অধিকারের উপর বিশ্বাস রেখে অত্যধিক তাওয়াক্কুল করে সমস্ত কাজ কর্ম আল্লাহর উপর ছেড়ে দেবে এবং লাকড়ী ও পাথরের মত তাঁর হুকুমের সম্মুখে খাড়া হয়ে যাবে। যেখানে ফেলে দিবে সেখানেই গিয়ে পড়বে আর যেখানে দাঁড়াতে বলবে সেখানে দাঁড়িয়ে যাবে। যা বলবে তা করবে আর যা নিষেধ করবে তা হতে বিরত থাকবে।

"ছোরআতুল ওজদে" অর্থাৎ যে জিনিস তার মনে ভাল বলে বোধ হবে সে বস্তু হতে নিজের অন্তরকে কখনও শূন্য রাখবে না যেমন জিকির, তেলাওয়াত, নামাজ ইত্যাদি বরং এ মধ্যে লেগে থাকবে যাতে তাড়াতাড়ি নিজের অবস্থা ভাল হয়ে যায়। আর যে সমস্ত কথা আল্লাহ-তায়ালার তরফ হতে নিষেধ তা হতে বিরত থাকবে এবং তাকে কখনও নিজের মনের মধ্যে স্থান দিবে না যেমন নির্লজ্জ ও পাপের কাজ।

"কাশফু আনিল খাওয়াতের" অর্থাৎ তার মনের মধ্যে যে সমস্ত ধ্যান ধারণা ঘুরতেছে এর মধ্যে খোঁজ-খবর নিতে থাকবে। সুতরাং যে ধারণা আল্লাহ তায়ালার আদেশের অনুকূলে হবে এর তাবেদারী করবে আর যা তাঁর আদেশের প্রতিকূলে হবে তা ত্যাগ করবে।

"কাছরাতুল আছফার" অর্থাৎ উদাহরণ গ্রহণ করবে এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসের ভাল-মন্দের দিকে লক্ষ্য করে নিজের উপর অনুমান করে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করবে যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে রূমের মধ্যে এরশাদ করেছেন ঃ

أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

অর্থাৎ "তোমরা কি পৃথিবীতে বিচরণ কর না? সুতরাং পূর্ববর্তী লোকদের শেষ পরিণতি লক্ষ্য কর।" এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে তোমরা পৃথিবীতে মারেফাতের আলোকে বিচরণ কর এবং আল্লাহকে না জানার অন্ধকারে বিচরণ করো না। পণ্য দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য না করে এর কর্তার (আল্লাহ তায়ালা) প্রতি লক্ষ্য করে নিজের দেহ হতে আধ্যাত্মিক সাধনা ও পরিশ্রম নিবার জন্য ভ্রমণ করতে থাক।

Scanned by CamScanner

"তরকুল একতেছাব" অর্থাৎ নিজের মনকে তাওয়াক্কুলে মনোনিবেশ করবার জন্য উপার্জন পরিহার করা। আর এটা একাকি লোকের জন্য একটি শরীয়ত অনুমোদিত কাজকে অর্থাৎ একটি ফরজ হুকুমকে পালন করার জন্য ছেড়ে দেয়া। অর্থাৎ তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) ফরজ–যেমন আছহাবে ছোঁফ্ফাগণ (আছহাবে ছোফ্ফা বলা হয় ৭০ জন সাহাবাকে যাঁরা দুনিয়া বিসর্জন দিয়ে সর্বদা নবীর (সঃ) খেদমতে থাকতেন এবং খাওয়া-পরার কোন চিন্তা করতেন না) তাওয়াক্কুলের মধ্যে কামালিয়াত হাসিল করবার জন্য নিজেদের উপর একে জরুরী করে নিয়েছেন। আর মাকাছেবের (উপার্জনকারীর) বর্ণনার মধ্যে 'তাআর্‌রুফ' কিতাবে লিখেছে যে, বড় বড় সূফীগণ ও বিশেষ বিশেষ লোকগণ এ বিষয়ে একমত যে, সমস্ত পেশা এবং তেজারত ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন ঘাশ লাকড়ী বিক্রি, সেলাই ও বুনন, নকল নবিশী ইত্যাদি কাজ-কারবার শরীয়তে এ শর্তের উপর অনুমোদন করেছেন যে, ঐ সমস্ত কাজ-কর্ম খুব হুঁশিয়ার হয়ে এবং তাওয়াক্কুল ও আহকামে ফেকার উপর দৃঢ় থেকে এবং সন্দেহ বস্তু হতে বিরত থেকে করবে। আর উপার্জন এজন্য করা হয় যে, পরস্পর সাহায্য করবে, লোভ লালসা হতে বেঁচে থাকবে, অন্যকে দান করবে এবং পাড়া প্রতিবেশীদিগকে সাহায্য করবে। আর যার সঙ্গে অন্যলোক জড়িত অর্থাৎ তার উপর নির্ভরশীল যাদের খোরাক-পোশাক তার উপর অত্যাবশ্যক, এমন ব্যক্তির জন্য উপার্জন করা ফরজ। আর জোনায়েদ (রঃ) বলেছেন, উল্লেখিত শর্তের সঙ্গে উপার্জন করবার রীতিনীতি ঐ আমলের রীতি-নীতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে হবে যা আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়–যেমন নফল নামাজ, রোজা। তবে বান্দা উপার্জনের মধ্যে ঐরূপ লেগে থাকবে যেমন নফল নামাজ ও রোজা তার উপর মোস্তাহাব, তা আদায় করতে লেগে থাকতে হয়। এ উদ্দেশ্যে নয় যে, জীবিকা উপার্জন করলে পাওয়া যাবে আর উপার্জন দ্বারা লাভ এবং ফায়দা হয় অর্থাৎ উপার্জনও ইবাদত; কিন্তু ফরজ ইবাদতের মত এ ব্যবস্থার মধ্যে দিন-রাত লেগে থাকবে না বরং নফল ইবাদতের মতই করবে। আর রোজী পাওয়া এবং লাভবান হওয়া, আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে হয় বলে মনে করবে।

রেছালায়ে সোহরাওর্দীর মধ্যে বলেছেন, সূফীগণ এ কথার উপর একমত যে, উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলা-কৌশল ইত্যাদি শরীয়ত অনুমোদন করেছে এজন্য যে, পরস্পর একে অন্যকে ভাল কাজে ও খোদা-ভীরুতার মধ্যে সাহায্য করবে। আর এজন্য নয় যে এর দ্বারা জীবিকা উপার্জনের কারণ বুঝবে এবং এ পেশা বা কারবার আমার জীবিকা টেনে আনবে। আর মানুষের শেষ পথে অন্যের নিকট চাওয়া, যার বুদ্ধি-জ্ঞান এবং ক্ষমতা সহীহ সালামত আছে তার জন্য অন্যের নিকট চাওয়া জায়েয নয়। মোটকথা জোনায়েদ (রঃ) বলেছেন, উপার্জনের মান-দণ্ড মোবাহ-এর চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু জোনায়েদ (রঃ) ছাড়া অন্যান্য

Scanned by CamScanner

সূফীগণ বলেছেন, একা লোকের জন্য মোবাহ তার উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু তখনই মোবাহ, যখন তার উপার্জন তাওয়াক্কুলের মধ্যে ত্রুটি না করে এবং তার দ্বীনের মধ্যে কোন ক্ষতি না করে অর্থাৎ তাকে কোন প্রকার তাবেদারী হতে বিরত না রাখে কেননা এ উভয় অবস্থায় তার উপার্জন হারাম হবে, যেমন নিদ্রা এবং শয়ন মোবাহ কিন্তু নামাজের সময় হারাম। এখন এ উভয় অবস্থায় 'তরকুল একতেছাব' নিঃসন্দেহে দ্বীনের আরকানের মধ্যে শামিল। আর দ্বীনের ক্ষতির অবস্থায় উপার্জন ইত্যাদি ছেড়ে দেয়া ফরজ। এ সমস্ত হাল অবস্থা বিবেচনা করে সূফীগণ 'তরকুল একতেছাব' রোকন নির্দিষ্ট করেছেন। আর আল্লাহ তায়ালার ওজিফাতে মশগুল থাকা খুবই উত্তম এবং ভাল কাজ বিবেচনা করেছেন। আর যখন তাওয়াক্কুল পুরাপুরি ঠিক হয়ে যাবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা সম্পূর্ণ মোকাম্মেল হবে তখন উপার্জন পরিহার করা এবং তা হতে মুখ ফিরান ওয়াজিব। আর এ অবস্থায় এরূপ লোকদের জন্য 'তরকুল একতেছাব' যা দশম রোকনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার উপর আর কোন মতানৈক্য থাকবে না। মূলতত্ত্ব হলো, যেমন নামাজের কোন কোন রোকন কোন কোন লোকের উপর হতে মাফ হয়ে যায়, যেমন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ফরজ কিন্তু অসুখের কারণে তা মাফ হয়ে যায়। এরূপভাবে 'তরকুল একতেছাব' (উপার্জন পরিহার) সন্তান-সন্ততির মুরুব্বির উপর হতে আর এমন ব্যক্তির উপর যে অসুবিধার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার অপবাদ করে তার উপর হতে মাফ হয়ে যায়। যদি হযরত সূফীগণ সাধারণ ভাবে মর্যাদার ক্ষেত্রে সকলের জন্য উপার্জন ছেড়ে দেয়া বলত তবে তা শরীয়তের পরিপন্থী কাজ হত। সত্য কথা হল সূফীগণের মাযহাব সুন্নতের তাবেদারী। কোন সময় উপার্জন ছেড়ে দেয়ার মধ্যে কোন কোন সাহাবার তাবেদারীর প্রতি দৃষ্টি রাখতেন আবার কোন্ সময় উপার্জন করবার মধ্যে সাহাবাদের তাবেদারীর প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। মোটকথা সব সময় সুন্নতের পায়রবীর নিয়ত রাখতেন, যেমন 'তাআর্‌রুফ' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। সহল (রঃ) বলেছেন, তাওয়াক্কুলকারীর জন্য উপার্জন করা ঠিক নয় কিন্তু সুন্নতের পায়রবীর পথে তাওয়াক্কুলকারীদের জন্য উপার্জন করা সহীহ এবং জায়েয আছে অর্থাৎ এ কথা ধারণা করতে হবে যে, পয়গাম্বর এবং বুযর্গগণ উপার্জন করেছেন আমিও তাঁদের অনুসরণ করে উপার্জন করব যাতে তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণের কারণে আমার মুক্তি হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা একুশ পারায় সূরায়ে আহযাবের মধ্যে করেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ

অর্থ, "তোমাদের জন্য অর্থাৎ এরূপ লোকদের জন্য যারা আল্লাহ তায়ালাকে এবং শেষ বিচারের দিবসকে ভয় করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে

Scanned by CamScanner

ডাকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে এক উত্তম আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে না তার জন্য উপার্জন করা মোবাহ নয়। কিন্তু পরস্পর সাহায্যের জন্য অর্থাৎ ছেলে-মেয়েদের ও তাদের জন্য যাদের খোরাক পোশাক তার উপর ফরজ যাতে বান্দার দেল আমা হতে বেফেকের থাকে এবং আমা হতে বান্দার উপকার পৌছে। আর প্রকৃত মুসলমানী এটাই, ইব্রাহিম আদহাম (রঃ) যখন মক্কাশরীফে অবস্থান করতেছিলেন তখন হেরেম শরীফের সীমা হতে বের হয়ে লাকড়ি কেটে আনতেন এবং বাজারে গিয়ে বলতেন من يشترى الطيب بالطيب অর্থাৎ "এমন ব্যক্তি কে আছে যে পবিত্র জিনিস দ্বারা পবিত্র জিনিস খরিদ করবে? তখন লোকেরা এর মূল্য যা বলত তাই বিক্রয় করতেন এবং বাজারে বেশী সময় দেরী করতেন না।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হল ঃ সূফী সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ লোকেরা জীবিকা উপার্জনকে মোবাহ বলেছেন, ফরজ বলেননি। এজন্য তাঁরা নিজেদের মধ্যে এমন তাওয়াক্কুল সৃষ্টি করেছেন যে, যদি ক্ষুধায় মরিয়াও যেতেন তবুও আল্লাহর প্রতি অসন্তোষের ভাব মনে চিন্তাও করতেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন স্থানে পৌছেছে তার জন্য উপার্জন করা ফরজ নয়। এমতাবস্থায় যার ধৈর্য ধরিবার ক্ষমতা না থাকে কিম্বা আল্লাহ তায়ালার অপবাদ করে কিম্বা অন্যের নিকট ছওয়াল করে তার উপর উপার্জন করা ফরজ। কিন্তু বুযর্গ-ব্যক্তিরা যদিও উপার্জনকে ফরজ বলেন না কিন্তু মোবাহ জেনে এর মধ্যে মশগুল থাকছে যাতে বান্দার দেল এর মধ্যে লেগে না থাকে কেননা সে নিজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং নিজের নফসকে শিক্ষা দেবার জন্য এবং তাওয়াক্কুল শিক্ষা দেবার জন্য চিকিৎসার মত উপার্জনকে বর্জন করবে এবং মূর্খ লোকেরা মনে করবে সে বড় দুনিয়া বর্জনকারী এবং লোকেরা তার নিকট খুব ভীড় জমাবে। মোটকথা তাসাউফের আরকানের মধ্যে উপার্জনকে এজন্য গণ্য করা হয়েছে, যাতে তাওয়াক্কুলের তালিম হয় যেমন তালেবে এলেমগণ (বিদ্যান্বেষী) উপার্জনকে বর্জন করতেছে তাদের উপর প্রতিবাদ নেই। হ্যাঁ জোনায়েদ (রঃ) ছাড়া অন্যান্য লোকের কথামত তাওয়াক্কুল ঠিক করবার জন্য উপার্জন বর্জন করা ওয়াজিব সুতরাং এটাই এক অবস্থা তা দিলের মধ্যে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদেরকে তিরস্কার করা যায় না। আছহাবে ছোফফাগণ উপার্জনকে বর্জন করেছেন কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে আমিরুল মোমেনীন হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) আছহাবে ছোফফা হতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যদি তাওয়াক্কুলকারীর উপার্জন বর্জন করা ভাল হত, তবে আছহাবে ছোফফাগণ শ্রেষ্ঠ হতেন কিন্তু আছহাবে ছোফফাগণ এক বিশেষ অবস্থার উপর ছিলেন। তাঁদের উপর কোন প্রতিবাদ হতে পারে না। কেননা খোদ

Scanned by CamScanner

শরীয়তের আদেশ প্রদানকারী তাঁদের কাজের প্রতিবাদ করেন নাই কিন্তু তাঁদের অবস্থা দ্বারা কোন দলীল হতে পারে না। এজন্য সহল (রঃ) তাওয়াক্কুলকারীদের জন্য সুন্নতের পায়রবীর রীতি-নীতিতে উপার্জন জায়েয বলেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম এবং আল্লাহর ওলীগণের লাকড়ি বিক্রয় দ্বারা উপার্জনতো প্রকাশ্যই দেখা যায়। সুতরাং জীবিকা উপার্জন তাসাউফের মধ্যে উত্তম এবং চিকিৎসার অবস্থায় উপার্জন বর্জন করা একাকি লোকের জন্য মোকাম্মেল তাওয়াক্কুল হাসি করবার নিয়তে আছহাবে ছোফ্‌ফাদের ঘটনার পায়রবী করে রোকন সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখন এর উপর কোন প্রতিবাদ রইল না। তাদের এবং অন্যান্য লোকের কাজ-কর্ম কথাবার্তা তাদের নিয়তও ভালই মনে হয়। আর এ জামানায় কোন কোন সন্তান-সন্ততিওয়ালা লোক উপার্জনকে বর্জন করে বসে সুতরাং তাদের কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম দ্বারা তাদের নিয়ত বোঝা যায় সুতরাং তারা সূফী নয়। মোটকথা 'তর-কুল একতেছাব' (জীবিকা উপার্জন পরিহার) যা তাছাউফের আরকানের মধ্যে গণ্য তা সাধারণতঃ সকলের জন্য নয় যেমন উপরের বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়। আর এটাও বোঝা গেল যে, 'তরকুল একতেছাব' সূফীদের কাজ এবং তা তাছাউফে কামেল মর্যাদার নিদর্শন যে, তাঁরা উপার্জন ও পেশার উপর ভরসা করে না। এজন্যই একে তাছাউফের রোকনের মধ্যে গণ্য করেছে। আর তাও আছে যে, 'তরকুল একতেছাব'-এর হাকিকত জানা–কার জন্য উপার্জন বর্জন করা উত্তম এবং কার জন্য উপার্জন করা উত্তম এটা তাছাউফের রোকনের মধ্যে গণ্য যেমন এ বিষয় আবুল নজিব সোহরাওয়ার্দী (কুঃ রূঃ)-এর রেসালার বিষয়বস্তু হতে পরিষ্কার প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি বলতেছেন, সূফীগণ এ বিষয়ে একমত যে ব্যক্তি জীবিকা অন্বেষণ করবার বন্দোবস্তকে ছেড়ে দিল, আর জীবিকা পৌছাবার জিম্মাদার আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীর উপর ভরসা করল, এমন ব্যক্তির জন্য পেশা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে থাকাকে ছেড়ে দেয়া এবং তাবেদারীর জন্য নিজের দেহকে দূরে রাখা খুবই ভাল এবং উত্তম কাজ। কিন্তু এটা সকলের নিকট মজলিস এবং একাকী জায়গায় এবং লোকদের সঙ্গে মিলামিশা এবং দূরে থাকা সবই সমান, সমস্ত অবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালার কুদরতকে দেখে এমন ব্যক্তির জন্য জীবিকা উপার্জনে লেগে থাকাকে বর্জন করা ভাল নয়। আবার কোন কোন সূফী বলেছেন জীবিকার ব্যবস্থার জন্য এভাবে লেগে থাকিও না যাতে জীবিকাদাতার উপর জীবিকা না দেয়ার জন্য অপবাদ কর এবং তাঁর জিম্মাদারীর উপর বিশ্বাস না কর। আবার কোন সুফীকে জিজ্ঞেস করা হল কোথা হতে এবং কোন জায়গা হতে খাচ্ছে। তিনি উত্তরে বললেন, কোথা হতে এবং কোন জায়গা হতে যদি হত তবে তা শেষ হয়ে যাইত অর্থাৎ সর্বদা পাওয়া যেত না। এর কি নিশ্চয়তা ছিল। আবার অন্য একজন সূফীকে জিজ্ঞেস করা হল কোথা হতে খান? তিনি উত্তর করলেন, আমাকে খাওয়ান হয়, তাকে

Scanned by CamScanner

জিজ্ঞেস কর সে কোথা হতে খাওয়ায়। এ সমস্ত ঘটনার দ্বারা এটাই বোঝা গেল যে, তাঁদের এমন তাওয়াক্কুল ছিল যে জীবিকার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রতি মোটেই লক্ষ্য থাকত না। আর 'আওয়ারেফুল মাআরেফ' কিতাবের তেইশ অধ্যায়ে লিখেছে, কোন কোন সূফীদের ঘটনা আছে যে, যখন তাঁদের মনে জীবিকা উপার্জনের খেয়াল হত অর্থাৎ মনে মনে ধারণা করিত যে, জীবিকা উপার্জনের কোন ব্যবস্থা করা দরকার। অতঃপর সে এইরূপ মনে করে কোন মাঠের দিকে যাত্রা করল এবং একস্থানে গিয়ে একটি অন্ধ, খোঁড়া ও দুর্বল চকোর পাখি দেখতে পেল। তখন আশ্চর্য হয়ে এর অবস্থার উপর চিন্তা করতে লাগল যে, এ চকোর পাখী উড়তে চলতে ও দেখতে পারে না তবে সে কি খেয়ে বাঁচে? সে যখন এরূপ চিন্তা করতেছিল সে সময় হঠাৎ মাটি ফেটে গেল এবং তা হতে দুটি পেয়ালা বের হল। একটির মধ্যে পরিষ্কার তৈলবীজ ছিল অন্যটির মধ্যে পরিষ্কার পানি ছিল। সেই চকোর পাখিটি তা হতে তৈলবীজ খেল এবং পানি পান করল। অতঃপর পুনরায় মাটি ফেটে গেল এবং পেয়ালা দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। ঐ সূফী বলতেছে, যখন আমি এ ঘটনা দেখলাম তখন আমার মন হতে জীবিকা উপার্জনের খেয়াল সম্পূর্ণ বিদূরিত হল। বোঝা যাচ্ছে, এ সমস্ত অবস্থায় কারণে তাওয়াক্কুল আরো দৃঢ় হয় এবং সে উপার্জনকে বর্জন করে। "তাহ্‌রিমুল এদ্দেখার"-এর অর্থ : নিজের খরচের পর যা উদ্বৃত্ত হয় তা জমা করে রাখা হারাম মনে করা। নিজের অবস্থার আনুকূল্যে ভবিষ্যতের জন্য কিছু জমা করে রাখা শরীয়তে হারাম নয় যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আহলে ছোফ্‌ফার এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, যখন সে এক দিনার রেখে মারা যায়, বললেন ঐ ব্যক্তিকে এ দিনারের জন্য একটি দাগ দেয়া হবে। কেননা সে ব্যক্তি 'তরফে এদ্দেখার' (উদ্বৃত্ত না রাখা) নিজের অবস্থার আনুকূল্যে নিজের উপর জরুরী করে নিয়েছিলেন। এজন্যই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরূপ কথা বলেছেন। কাজেই অন্যের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল জমা করে রাখা জায়েয আছে। আর যখন তার মাল যাকাত দেয়ার নেছাবে পৌছবে তখন তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি মাল জমা করা জায়েয না হত তবে যাকাত, কোরবানী, সদকায়ে ফেতর এবং হজ্বের হুকুম কি জন্য হত। কাজেই এ কথার কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু 'তাহ্‌রিমুল এদ্দেখার' যা সূফীগণ নিজের উপর জরুরী করে নিয়েছেন এর বর্ণনা শোন। 'আওয়ারেফুল মা' আরেফ কিতাবে লিখেছেন, সূফীদের এরূপ চাল-চলন যে, তাঁরা এরূপভাবে খরচ করে যাতে অন্যের মুখাপেক্ষী না হতে হয় এবং মাল জমাও করে না অর্থাৎ তারা মাল আছবার জমা করে রাখেন না। এর কারণ সূফীগণ আল্লাহর দয়ার ধন-ভাণ্ডার দেখে থাকেন। এটা ঐ ব্যক্তির মত যে নদীর কিনারে বসবাস করে এবং নিজের মশকের মধ্যে পানি জমিয়ে রাখে না কারণ সে জানে যখন আমার পানির

Scanned by CamScanner

প্রয়োজন হবে তখন নদী হতে উঠিয়ে নিব যেহেতু অগণিত পানি বিদ্যমান আছে। হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا خَلْفًا ـ

অর্থাৎ "প্রত্যহ দু'জন ফেরেশতা উচ্চস্বরে ডাকতেছে তন্মধ্যে একজন বলতেছে, হে আল্লাহ! যারা খরচ করে তাদের পরে আরো মাল দাও অর্থাৎ খরচ করবার পর তাদের নিকট আরো মাল মজুত হবে আর দ্বিতীয়জন বলতেছে, হে আল্লাহ! তুমি কৃপনকে ধ্বংস হতে দাও অর্থাৎ কৃপণের মাল ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ ـ

অর্থাৎ "রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনও মাল সঞ্চয় করতেন না এবং আগামী দিনের জন্য জমা করে রাখতেন না।" আওয়ারেফে আরো বর্ধিত করে লিখেছেন। এখানে কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় বেশী লিখলাম না। আর এটাও লিখেছেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত বিল্লাল (রাঃ)-এর বাড়ীতে তশরিফ এনেছিলেন এবং তাঁর ঘরে অনেকগুলো স্তূপীকৃত শুকনা খেজুর দেখে বললেন, হে বিল্লাল! এগুলো কি? হযরত বিল্লাল উত্তর দিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা জমা করে রেখেছি। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তুমি কি ভয় কর না? অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর না? অকাতরে খরচ কর হে বিল্লাল। খরচে ভয় করিও না এবং এটা মনে করো না যে খরচ করলে কমে যাবে। এরূপ বিভিন্ন হাদীসের কারণে হযরত সূফীয়ে কেরামগণ সঞ্চয় করা নিজেদের উপর হারাম মনে করতেন। এর কারণ শোন! হযরত সূফীয়ে কেরামগণ সঞ্চয় এজন্য নিজেদের উপর করেননি যে, শরীয়তে সঞ্চয় করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে আবার নিজেদের অবস্থার আনুকূল্যে অর্থাৎ শরীয়তে কোন অবস্থায় সঞ্চয় করা হারাম নয় কেননা হাদীসের দ্বারা প্রমাণ আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য এক বৎসরের খোরাক রেখেছিলেন। এটা অনুমতি এবং উম্মতের সহজের জন্য করেছিলেন। যদি এ কথা শরীয়তে ঠিক এবং অনুমতি না থাকত তা হলে হযরত (সঃ) কি জন্য করেছেন। ফকিরী ও দারিদ্র্যকে গ্রহণ করা, নিজের উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দেয়া নিজের নফসকে বশীভূত করা, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যদিক হতে মুখ ফিরিয়ে রাখা, আল্লাহ ব্যতীত

Scanned by CamScanner

অন্যের উপর ভরসাকে পরিত্যাগ করা আর আল্লাহ তায়ালা রুযী দেবার যে ওয়াদা করেছেন সে ওয়াদা পূরণ করবেন এরূপ অপবাদ দেয়া হতে বেঁচে থাকা এ সূফী সম্প্রদায়ের অবস্থা। এবং তাঁরা এ সমস্ত কথার মধ্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কাজেই তখন তাঁরা এ রাস্তায় পা বাড়ায় তখন নিজের ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এজন্য তাঁরা নিজের অবস্থাকে ভালরূপে বুঝে এদ্দেখার'কে (সঞ্চয় করা) নিজেদের উপর হারাম করেছেন, যাতে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে ওয়াদা পূর্ণ না করার অপবাদ হতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। শরীয়তের হুকুমের জন্য নিজেদের উপর 'এদ্দেখার' হারাম করেনি। এ কথার ব্যাখ্যা হল–এক ব্যক্তির অবস্থা এরূপ যে ঈমানের শুদ্ধতা এবং দৃঢ়তা 'এদ্দেখারের' (সঞ্চয়ের) উপর নির্ভরশীল, এজন্য যে তার ঈমান শুধু শরীয়তের হুকুমের প্রতি বিশ্বাস এবং তা স্বীকার করার উপরই, তার বাতের ঠিক নয়, তা হলে যদি সে সঞ্চয় না করে, তবে তার বিশ্বাসের মধ্যে চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তা এসে যাবে, তার জন্য এ ভয় যে, আল্লাহ তায়ালা 'জীবিকাদাতা' এ কথার মধ্যে সন্দেহ এসে না যায় এবং রাজ্জাক (জীবিকাদাতা) স্বীকারের মিথ্যা প্রমাণিত না হয়, তা হলে এরূপ ব্যক্তির জন্য 'এদ্দেখার' এবং সঞ্চয় করা উত্তম যাতে তার ঈশান স্থায়ী থাকে। আবার অন্য এক ব্যক্তি যে নিজের বাতেনে (ভিতরগত) শক্তি পায় কিন্তু নিজের নফসকে দুর্বল দেখতে পায় এবং মনে করে আমার নফস ভারী বোঝা উঠাবার উপযুক্ত নয় তবে এরূপ ব্যক্তি নিজের নফসের জন্য শক্তি এবং রুজী জমা করে রাখবে যাতে নিজের নফস চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজের বাতেনকে খারাপ করে না দেয়। এ কারণে বুযর্গ গণ বলেছেন, যখন তুমি খাদ্য সঞ্চয় করে রাখলে তখন তুমি নিজের নফসকে নিরাপদ করলে। এজন্য রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন এশার সময় উপস্থিত হয় অর্থাৎ রাত্রের খানা তৈয়ার হয় এবং নামাজের সময় উপস্থিত হয় তখন প্রথমে খানা খেয়ে নাও তৎপর নামাজ পড়। এ কথা হযরত (সঃ) এজন্য বলেননি যে, রাত্রের খানা এশার নামাজের পূর্বে উত্তম। বরং এজন্য বলেছেন যে, নফসের শান্তি হবে এবং নফস যেন বাতেনের সঙ্গে টানাটানি না করে এবং বাতেনের অবস্থাকে ধ্বংস না করে দেয়। এ কথা হযরত (সঃ) অধিকাংশ সময় দয়াপরবশ হয়ে বলতেন যাতে সাধারণ মোমিনদের জন্য উপকার হয়। এ ছিল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অবস্থা। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এ অভ্যাস ছিল, যখন অত্যধিক ক্ষুধা পেত কিন্তু ঘরে খাবারের কোন ব্যবস্থা থাকত না তখন নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। নামাজ ক্ষুধার্তকে ভুলিয়ে দিত। এক সময় এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছেলের মমূর্ষু অবস্থার সংবাদ আসলে তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাজ এত দীর্ঘ করলেন যে লোকেরা তার ছেলের দাফন-কাফনের কাজ সমাধা করে ফেলল কিন্তু তাঁর কোন খবর ছিল না।

Scanned by CamScanner

এটা খাছ অবস্থা। সুতরাং হযরত সূফীয়ায়ে কেরামগণ এ অবস্থাকে নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছিলেন। তাঁদের এ অবস্থায় তাঁরাই বাতেন ঠিক হয়েছেন। এমন ব্যক্তি খাদ্য-দ্রব্য জমা করে রাখলে তার ঈমানকে এমন ক্ষতি করে না যেমন সাধারণ লোক খাদ্য-দ্রব্য জমা করে না রাখলে তার ঈমানকে ক্ষতি করে, কেননা সাধারণ লোকের বাতেন ঠিক হয় নাই কিন্তু নিজেদের জীবিকা বিদ্যমান আছে দেখলে তাদের রিজিকদাতার উপর পুরা বিশ্বাস হয়। যখন পুরা বিশ্বাস হয় তখন আল্লাহ তায়ালা রিজিক দেবার ওয়াদা পুরা না করবার অপবাদ তার অন্তর হতে দূরীভূত হয়ে যায়। আর যার বাতের ঠিক এবং আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা পুরা না করবার অপবাদ তার অন্তর হতে উঠে যায় তবে এরূপ ব্যক্তি তার ঈমান ও বিশ্বাসের মধ্যে ছিদ্র অন্বেষণ করল এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ওয়াদা খেলাফের অপবাদ দেয়ার মধ্যে সামিল হল কেননা এরূপ ব্যক্তি খুব ভালভাবেই জানে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হায়াত বাকী থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত রিজিক দেয়া পবিত্র আল্লাহ তায়ালা জিম্মাদার। আর সময়ের অবস্থা জানা নেই যে, কত দিন বাকী আছে তা হলে সময়ের মধ্যে সন্দেহ, আর রিজিক পৌছাবার বিশ্বাস তাতে সন্দেহকে বিশ্বাসের কারণে ছেড়ে দেয়া হয় আর বিশ্বাসকে সন্দেহের কারণে ছেড়ে দেয়া হয় না। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ তায়ালা শত্রুকেও রিজিক দিয়ে থাকেন সুতরাং দোস্তকে রিজিক না দেয়ার সন্দেহ করা অসম্ভব। আর 'আওয়ারেফুল মায়ারেফ' কিতাবের বিশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, কেহ আবু ইয়াজিদ বোস্তামীকে বলেছিলেন, আমরা ত তোমাকে কোন কাজ-কর্ম করতে দেখি না কিন্তু তোমার দিন চলে কি করে? তিনি উত্তরে বললেন, আমার মাওলা কুকুর, শূকরকে রিজিক দিতেছেন, কাজেই আবু ইয়াজিদকে কি রিজিক দেবেন না? সুতরাং এ ভাল অবস্থার দরুন হযরত সূফীয়ায়ে কেরামগণ মাল জমা করে রাখা নিজের উপর হারাম করেছেন। মোটকথা তা দেলের অবস্থা। নিজের অবস্থাকে যেরূপ পাবে সেরূপ পথ অনুসরণ করবে। আর রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অবস্থা ব্যতীত আর কারো অবস্থার অনুসরণ করা জায়েয হবে না। যখন নিজের অবস্থা উত্তম পাইবে সেভাবে কাজ করবে এবং নিজের সঙ্কল্পের উপর আমল করবে। তা না হলে শরীয়তের অনুমতির উপর আমল করবে এবং সত্য মোমিন বলে পরিচয় দেবে। আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, এটা আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত যে, তিনি উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে মোমিন করেছেন এবং সমস্ত উম্মত হতে আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে এরশাদ করেছেন।

Scanned by CamScanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সূফীগণের সেলসেলার বর্ণনা

'তাআর্‌রুফ' কিতাবে আছে, যারা সূফীগণের এলেমের এবং তাঁদের হালাতের (অবস্থার) বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের আহওয়াল ও মর্যাদাকে সাহাবায়ে একেরাম (রাঃ)-দের পরে সাব্যস্ত করে কাজে ও কথায় প্রকাশ ও প্রচার করেছেন তাঁদের ধারাবাহিক তালিকা নিম্নে দেয়া হইল ঃ

হযরত আলী এবনে হোছাইন জয়নুল আবেদীন এবং তাঁর ছেলে মহর ইবনে আলী আল-বাকের এবং তাঁর ছেলে জাফর এবনে মোহাম্মদ দানিছ ছাদেক। হযরত আমিরুল মোমেনীন আলী (রাঃ), হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর পরে উপরোল্লেখিত তিনজনই এ সমস্ত কথাবার্তা বর্ণনা করেছেন আর এ তিনজনই সাহাবার মধ্যে গণ্য। কিন্তু ইমাম জয়নুল আবেদীনের এলেমের সনদ এ তিনজনের মাধ্যমেই পৌছেছে। এজন্য তাঁকে হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর পরে বলেছেন অর্থাৎ সাহাবাদের মধ্যে এ তিনজনই অগ্রগণ্য। তাঁর পর ইমাম জয়নুল আবেদীন। আর ইদ্রিছ কারনী এবং হাসান ইবনে আবিল হাসান কাছরী, আবু হাযেম ছারমা ইবনে দীনার মাদনী, মালেক ইবনে দীনার, আবদুল ওয়াহেদ, ইবনে জায়েদ ওতবা ইবনুল গোলাম, ইব্রাহিম এবনে আদহাম ফোজাইল ইবনে আইয়াজ, তাঁর ছেলে আলী ইবনুল ফোজাইল, আর দাউদ তাঈ, সুফিয়ান ইবনে আইয়াজ, তাঁর ছেলে আলী এবনুল ফোজানি, আর দাদু তাঈ, সুফিয়ান ইবনে সায়্যেদ নূরী; আবু সোলায়মান দারানী, তাঁর ছেলে ছোলায়মান আর আবুল ফায়েজ জুন্‌নুন ইবনে ইব্রাহিম বসরী, আহমদ এবনে আবিল জাওয়ারীদ দামেশকী, তাঁর ভাই জুল কেফলে আর ছুরী ইবনে মোফলেছ ছফফী, বাশার এবনে হারেছ হাফী, মা'রূফ কারখী, আবু হোযায়ফা মারআশী, মোহাম্মদ এবনে মোবারক সূরী; ইউসূফ ইবনে আছবা, আবু জায়েদ তিফুর ইবনে ঈছা বোছতামী, আবু হাফস হামদান নিশাপুরী; আহমদ ইবনে খিজরু বিষা বলখী; সহল এবনে আবদুল্লাহ তশতরী; ইউসুফ ইবনে হোসাইন রাজী, আবু বকর ইবনে তাহের আবহারী, আলী এবনে মোহাম্মদ সহল ইবনুল আজহার এছফেহানী, আলী ইবনে

Scanned by CamScanner

মোহাম্মদ রাযী; আবু বকর-ফাতানিদ্ দাইনূরী; কাহমাদ এবনে আলী আলহামদানী, আবু মোহাম্মদ এবনে হোসাইন ইবনে মোহাম্মদ যান-জানী, আব্বাছ এবনে ফোজাইর এবনে কোতাইবাহ, আলী ইবনে মনসূর দাইনূরী, হাসান এবনে আলী এবনে ইয়ারদানিয়ার।

আর যারা ইলমে ইশারাহকে প্রচার ও প্রকাশ করেছেন এবং এর উপর বহু কিতাব এবং রেসালা লিখেছেন তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ

আবুল কাছেম জোনায়েদ বাগদাদী, আবুল হাসান আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবদুস সামাদনূরী, আবু সায়ীদ আহমদ এবনে ঈদা খেরাজ মেছরী,–তাঁদিগকে লোকেরা 'লেসানুত তাসাউফ' অর্থাৎ তাসাউফের মুখপত্র বলেছেন। আবু মোহাম্মদ রুঈম এবনে মোহাম্মদ, আবুল আব্বাছ আহমদ ইবনে আতার বাগদাদী, আবু ওবাইদুল্লাহ আমর ইবনে ওসমান আলী; আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবনে হামদান ছুছী; আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে মোহাম্মদ আইয়ুব হারজাওরী, আবু মোহাম্মদ হাসান ইবনে মোহাম্মদ জারিরী, আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আলী কাতানী, আবু ইছহাক ইব্রাহিম ইবনে আহমদ আল-খাওয়াছ, আবু আলী,ইয়াহইয়া, আবু বকর মোহম্মদ ইবনে মুছা ওয়াছেতী, আবু আবুদল্লাহ হাশেমী, আবু মোহাম্মদ ইবনে মুছা ওয়াছেতী, আবু আবদুল্লাহ হাশেমী, আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হাইকালিল কারশী, আবু আলী রুদবারী, আবু বকর ফাহতাবী, আবু বকর শিবলী তাঁর নাম ওল্‌ফ ইবনে হাজযার প্রমুখ। আর এলমে খাতের (হৃদয়ের বিদ্যা), এলমে মোশাহেদা (পর্যবেক্ষণ বিদ্যা) এবং এলমে মোকাশেফাকে (অধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন বিদ্যা) ইলমে ইশারাহ (ইঙ্গিত বিদ্যা) বলে। একে এজন্য এলমে ইশারাহ বলে যে অন্তরে পর্যবেক্ষণ আর বাতেনের দৃষ্টিকে প্রকৃতপক্ষে ঠিক করে বর্ণনা করা অসম্ভব বরং অন্তরে এক অবস্থার সৃষ্টি হলে বোঝা যায়। আর একে ঐ ব্যক্তিই বুঝতে পারে যার অন্তরে ঐ অবস্থার ও মর্যাদার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ যা অন্তরে অতিবাহিত হয়।

আর যারা লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চুক্তি, মোকদ্দমা এবং মর্যাদার স্থান, অবস্থা ইত্যাদি বর্ণনা করে কিতাবাদী লিখেছেন তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ

আবু মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ এনতাকী, আবু-আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে আছেম এনতাকী, আবু আবদুল্লাহ এবনে খায়েক এনতাকী, হারেছ ইবনে আছাদ মোহাছেবী, ইয়াহইয়া ইবনে মোয়াজ রাজী, আবু ওসমান সায়ীদ

Scanned by CamScanner

ইবনে ইসমাইল রাযী, আবু বকর মোহম্মদ ইবনে ওমর ইবনে ফজল ওয়ারক তিরমিজী, আবু আবুদল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী; আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ফজল বলখী, আবু আলী জুরজানী, আবুল কাছেম ইছহাক ইবনে মোহাম্মদ হাকিম সরকলান্দরী। উল্লেখিত বুযুর্গদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মর্যাদা, সম্মান, প্রতিপত্তি এবং বুযুর্গি সম্বন্ধে লোকেরা সাক্ষ্য দেয়। আর তাঁরা এইরূপ লোক যারা ইলমে মাওয়ারিসকে (উত্তরাধিকার বিদ্যা) অর্থাৎ হাকিকত এবং উত্তরাধিকার বিদ্যাকে কোরআন হাদীস হতে প্রমাণ করে একত্র করেছেন এবং তাঁরা হাদীসের সনদ (বর্ণনাকারীর তালিকা) সহ ইলমে ফেকাহ, কালাম, অভিধান এবং ইলমে কোরআনকে একত্র করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের কিতাবাদি এবং সংকলন লক্ষ্য বহন করে। ওলামায়ে মোতাখ্খেরীন আর বর্তমান সময়ের আলেমদের কথা আমি বর্ণনা করলাম না যদিও বর্তমান সময়ের আলেমগণ ওলামায়ে মোতাখ্খেরীন হতে এলেমের দিক দিয়ে কম নয়; এজন্য যে ওলামায়ে মোতাখ্খেরীনদেরকে লোকেরা ভালভাবেই জানে যেমন তারা উপস্থিত। আর বর্তমান সময়ের আলেমগণতো উপস্থিত আছেনই। সুতরাং উপস্থিত লোকদেরকে সংবাদ দেয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সূফীগণের পরিভাষায় ইঙ্গিতকারী কতকগুলি বাক্যের নির্ধারিত অবস্থার বর্ণনা

সূফীগণের পরিভাষায় যে সমস্ত বাক্যগুলো কোন কোন সময় বিশেষ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে উহার বর্ণনা শোন। এর বর্ণনা আমি শুধু 'আওয়ারেফ' কিতাবের বাষট্টি অধ্যায় হতে লিখতেছি, যদি অন্য কিতাব হতে উদ্ধৃতি দেই এরও নাম উল্লেখ করব। 'আওয়ারেফ' কিতাবে সনদের সাথে হযরত জাবের (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে–হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

ان من معادن التقوى تعلمك الى ما قد علمت علم ما لم تعلم والنقص فيما علمت فيه الزيادة فيه وانما يزهد الرجل فى علم ما لم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তাকওয়ার ভান্ডার হতে তোমার আরো ইলেম শিক্ষা করা দরকার যে এলেম তুমি শিক্ষা করেছ এবং যে এলেম তুমি শিক্ষা কর নাই। আর যে ইলেম তুমি শিক্ষা করেছ এর মধ্যে ত্রুটি এই যে, তা খুব কম। আর যে এলেম মানুষে জানে না উহা শিক্ষা করবার জন্য মানুষ মনোযোগ দেয় না, কিন্তু যে এলেম শিক্ষা করেছে এর দ্বারা কোন লাভবান হয় না অর্থাৎ যে এলেম মানুষ শিক্ষা করেছে এর উপর আমল না করার দরুন এবং এর দ্বারা কোন লাভবান না হবার দরুন যে ইলেম মানুষ শিখেনি এর শিক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে অর্থাৎ যে ইলেম শিক্ষা করেছে এর উপর আমল করার দরুন ঐ এলেম হাছেল হয় যা সে জানে নাই ও পড়েনি।" ঐ এলেমকে ইলমে হাকিকত এবং ইলমে ওয়ারেছ বলে। এর বর্ণনা সূফীগণের এলেম এবং ওলামায়ে আখেরাতের বর্ণনার পরিচ্ছেদে লিখা হবে ইনশাআল্লাহ।

সূফী মাশায়েখগণ তাকওয়ার (খোদাভীরুতার) বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করেছেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এলেম শিক্ষা করেছেন এবং যেরূপ শিক্ষা করেছেন ঐরূপ আমল করেছেন। নিজের তাকওয়ার কারণে বড় বড় অসাধারণ ইলেমসমূহ এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইঙ্গিতসমূহ আল্লাহ তায়ালা সূফী মাশায়েখদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর ইলমে ইশরার অর্থ তোমরা পূর্বেই বুঝতে পেরেছে। এ সমস্ত

Scanned by CamScanner

মাশায়েখগণ আল্লাহতায়ালার কালাম হতে অসাধারণ ও দুর্লভ ইলেমসমূহ এবং বিস্ময়কর অদ্ভুত বেদ অর্থাৎ গুপ্ত রহস্যাবলী বের করেছেন এবং তাঁরা ইলেমের মধ্যে মজবুত ও দৃঢ় হয়েছে। ছায়ীদ খারার বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার কালামের জ্ঞান হাছেলের প্রথম পর্ব হল তাঁর কালামের উপর আমল করা, কেননা আমলের মধ্যে এলেম, বুঝবার জ্ঞান এবং আহকাম বের করবার প্রয়োজন হয়। বের করার অর্থ কোরআন হাদীস হতে আহকাম বের করা, আর বুঝবার অর্থ হল কান লাগান এবং দেল লাগান অর্থাৎ কান ও দেল লাগিয়ে আল্লাহ্‌র কালামকে শুনবে। আল্লাহ পাক ছাব্বিশ পারায় সূরায়ে ক্বাফ-এর মধ্যে এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ـ

অর্থাৎ "যার অন্তর আছে তার জন্য এর মধ্যে চিন্তা করার বিষয়বস্তু রয়েছে কিম্বা অন্তরের কান লাগিয়ে শুনবে।" আবু বকর ওয়াছেতী (রাঃ) বলেছেন, راسخون فى (রাছেখুনা ফিল এলম্ অর্থাৎ যারা এলমের মধ্যে মজবুত) ঐ সমস্ত লোক যারা নিজের আরওয়াহ (আত্মাসমূহ) হতে সম্পূর্ণ গায়েব এবং সম্পূর্ণ গুপ্ত অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার মধ্যে মজবুত এবং দৃঢ়ভাবে লেগে গিয়েছে, তারাই আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনেছে। আর আয়াতের বিষয়বস্তু অনুসারে যেমন ভাবে চাওয়া প্রয়োজন সে তেমনি চেয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্যের নিকট চায়নি। আর এ সমস্ত লোক বুদ্ধির দ্বারা ইলেমের সমুদ্রে ডুবে আছে আরো অধিক এলেম হাছেল করবার জন্য। আমাদের যে ইলেম হাছেল হয়েছে তা হতে বেশী ইলেম হাছেল করবার জন্য। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের উপর ঐ ইলেমের ভান্ডার খুলে দিয়েছেন যা প্রত্যেক অক্ষর ও প্রত্যেক আয়াতের নীচে জমা করে রেখেছেন। তা কিসের ভান্ডার? বুদ্ধি ও রহস্যের ভান্ডার। সে ভান্ডারের বলে তাঁরা মতি জাওহার বের করে হেকমতের কথাবার্তা বলতে লাগল অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর হাকিকত (মূলতত্ত্ব) জেনে বলতে লাগল; যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ছোফইয়ান ইবনে ওয়াইমিয়াহ হতে, তিনি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারিজ হতে, তিনি বর্ণনা করেছেন আতা হতে, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হতে–হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহ, আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

ان من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه الا العلماء با الله فاذا نطقوا به لا ينكرة الا اهل العزة بالله ـ

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে কোন কোন ইলেম গুপ্ত জিনিসের আকৃতির মত, আল্লাহর জ্ঞানীগণ ব্যতীত তা আর কেহ জানে না। অতঃপর যখন সে ঐ ইলেম বর্ণনা করবে তখন যে ব্যক্তি আল্লাহ হতে গাফেল সে ব্যতীত তা আর কেহ অস্বীকার করবে না।" হাদীসটি 'আইনুল ইলম' 'আওয়ারেফ' 'তাআর্‌রুফ'-এর মধ্যে বিদ্যমান আছে। আওয়ারেফ-এর মধ্যে সনদসহ বর্ণিত আছে যে, ঐ ইলেম আল্লাহ তায়ালার গুপ্ত রহস্য ও ভেদ। তাকে আউলিয়াদের নিকট প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ আল্লাহর আউলিয়াগণ এর জিম্মাদার। বড় বড় দরবেশদের নেতাদের নিকট সবক পড়ান ব্যতীত প্রকাশ করা হয়। আর ঐ ইলেম এমন গুপ্ত রহস্যের ভিতর যা বিশেষ বিশেষ লোক ব্যতীত আর কেহ জানে না। আবু ছায়ীদ খারার বলেছেন, আরেফদের নিকট ঐ খাজানা (ভান্ডার) সোপর্দ করা হয়েছে। ঐ ভান্ডার অসাধারণ এলেম ও আশ্চর্য খবরে ভরপুর। আর ঐ ইলেমের দ্বারা কথাবার্তা বলে আদি জবানের সঙ্গে ইহার অর্থ, ঐ সমস্ত লোকেরা আল্লাহর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। উহার হাকিকত (মূলতত্ত্ব) এই–আল্লাহতায়ালার নিজের নবীর (সঃ) জবানে ফরমায়েছেন ينطق (ইয়ানতেকু) অর্থাৎ আমি তার জবান হয়ে যাই, সে আমার সঙ্গে কথা বলে। এ সম্পূর্ণ হাদীসটি ভূমিকার মধ্যে লেখা হয়েছে আর উহাকে এলমে লুদুনী বলে যা আল্লাহ-তায়ালা হযরত খিজির (আঃ)-এর সম্বন্ধে সূরায়ে কাহাফ-এর মধ্যে করেছেন ঃ

فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ـ

অর্থাৎ "আমি আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দাকে পেয়েছি যাকে আমি নিজের নিকট হতে অনুগ্রহ প্রদান করেছি এবং নিজের নিকট হতে একটি ইলেম শিক্ষাদান করেছি।"

রেসালায়ে কাশিরীর মধ্যে লেখা আছে, সাধারণতঃ এ প্রকারের লোকগুলো আল্লাহর তাজাল্লির (ঔজ্জ্বল্য) মধ্যে আছেন। তাঁদের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকেরা বেহুশী ও খুশীর মধ্যে থাকেন। যখন তাদের উপর তাজাল্লী হয় তখন বেহুশ ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আর যখন তাদের উপর পর্দা পতিত হয় তখন নিজের কাজ-কারবার এবং দীন-দুনিয়ার কাজের দিকে মনোনিবেশ করে এবং সন্তুষ্টচিত্তে জীবন-যাপন করে। এ কথা হযরত জোনাইদ (রঃ)-এর ব্যাখ্যা। আবার কখনও সিফাতের তাজাল্লী হয় আবার কখনও জাতের তাজাল্লী হয় অর্থাৎ হালেকের উপর কোন সময় আল্লাহতায়ালার কার্যাবলী প্রকাশ

Scanned by CamScanner

হয়ে পড়ে, কখনও সিফাতের তাজাল্লী হয় আবার কখনও জাতের তাজাল্লী হয় অর্থাৎ ছালেকের উপর কোন সময় আল্লাহতায়ালার কার্যাবলী প্রকাশ হয়ে পড়ে, কখনও জাত আবার কখনও সিফাত খুলে যায়। উহার ব্যাখ্যা নেছবতের (সম্বন্ধ) বর্ণনার মধ্যে আসবে ইনশাআল্লাহ। কোনো কোনো সূফী বলেছেন যে, বাতেনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লীর (ঔজ্জ্বল্য) নিদর্শন, এ বাতেন ঐ বস্তু যা জানা যায় না বর্ণনায় আসে বুঝে আসে। আর যে ব্যক্তি নিজের বাতেনের মধ্যে এমন বস্তু পাবে, যার বর্ণনা করবে কিম্বা বুঝবে তা হলে সে ব্যক্তি দলিলের আগ্রহী; আল্লাহর জালাল (মহিমা) আজমত (শ্রেষ্ঠতা) দর্শনকারী নয় যেমন আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিতে তাঁর মারেফাতের দলিল সাব্যস্ত করতেছে। এরূপভাবে যে সমস্ত বস্তু বর্ণনা ও বুঝবার উপযুক্ত তার বাতেনের মধ্যে দৃষ্টি পড়বে এটাও এক সৃষ্ট জীবের ধারণা, এ অবস্থায় সে মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের তাজাল্লী (দর্শনকারী) হবে না। কোনো কোনো সূফী বলেছেন, তাজাল্লী কি বস্তু? এটা মনুষ্যত্বের পর্দা উঠে যাওয়া যাতে মনুষ্যত্বের বেড়া বা আড়াল না থাকে অর্থাৎ নিজের ও নিজের ওজুদের ধারণা একেবারে না থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার মোশাহেদার আড়াল না থাকে। এবং এটা নয় যে আল্লাহ তায়ালার জাতের রঙ্গের পরিবর্তন হয়। গুপ্ত কথা এ তোমার মধ্যে আর অদৃশ্যকে দেখার মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে দেখার মধ্যে মনুষ্যত্বের পর্দা এসে পড়বে। সূফীগণের পরিভাষার বাক্যের মধ্যে তাজরিদ এবং তাফরিদ আছে। তাজরিদের অর্থ বান্দা যে কাজ করে তার মধ্যে কোন প্রতিদানের ইচ্ছা করে না এবং দুনিয়া ও আখেরাতে এর প্রতিদানের দিকে লক্ষ্য করে না, বরং তার উপর আল্লাহ তায়ালার যে শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থা প্রকাশ হয়েছে তার দিকে দৃষ্টি করে সে কাজকে করবে আর সে কাজকে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী উবুদিয়েত (দাসত্বের) এবং আনুগত্যের নীতিতে করবে। আর তাফরিদ অর্থ বান্দা যে কাজ করতেছে এর মধ্যে নিজের দিকে লক্ষ্য করবে না যে, আমি এ কাজ করেছি বরং ঐ কাজকে সম্পন্ন করতে নিজের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের দিকে লক্ষ্য করবে যে, তিনি আমার দ্বারা এ কাজ করিয়েছেন অর্থাৎ ছওয়াব এবং প্রতিদানের ধারণাকে মিটিয়ে দেবে এবং এ ধারণা রাখবে যে এ কাজ আমার দ্বারা হয়েছে অর্থাৎ তার নিজের নফসের দিকে লক্ষ্য না রেখে আল্লাহর নেয়ামত দেখবার মধ্যে ডুবে যাওয়া এবং নিজের কাজ করবার কথা ভুলে যাওয়ার নামই তাফরিদ। সূফীদের পরিভাষার বাক্যের মধ্যে ওজ্‌দ, ওজুদ এবং তাওয়াজেদ আছে। ওজ্‌দ (আধ্যাত্মিক প্রেম) বলা হয় বান্দার বাতেনের উপর বান্দার উপার্জন অর্থাৎ জিকির, তেলাওয়াত ইত্যাদি উপার্জন হতে খুশী কিম্বা বিমর্ষতা আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে অবতীর্ণ হয়। আর তার যে আকৃতি আছে ঐ আকৃতিকে

Scanned by CamScanner

পরিবর্তন করে দেয় এবং বান্দা আল্লাহ তায়ালার দিকে ঐ আধ্যাত্মিক প্রেমের পথে উঁকি মারে। এ অধমের নিকট এর ব্যাখ্যা এই যে, কেরাত কিম্বা জিকিরের সময় কিম্বা বেহেশত এবং আল্লাহ তায়ালার দিদারের সুসংবাদ ইত্যাদি ঐ রকমের বিষয়বস্তু শুনবার সময় বান্দার দেলের মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে খুশী এসে যায় এবং খুশীর আতিশয্যে বেহুশ হয়ে যায়। কিম্বা কবরের আজাব বা দোযখের আজাব ইত্যাদি ঐ রকম বিষয় শুনবার সময় ভয় এবং চিন্তা জয়ী হয়ে যায়। ফলে ঐ বান্দা বেহুশ ও অজ্ঞান হয়ে যায়। তখন যে শ্বাস নেয় কিম্বা 'হু' শব্দ কিম্বা 'আল্লাহ' শব্দ বলে উঠে কিম্বা নামাজে আল্লাহু আকবার কিম্বা সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা কিম্বা রাব্বানা লাকাল হামদ বলা কিম্বা জোরে কেরাত পড়া বিশেষ করে যখন 'মদ' আদায় করে তখন নিজের আওয়াজের মধ্যে এক ছিদ্র বা ফাটল পাওয়া যায়। তখন ঐ পথে আল্লাহর দিকে এমনভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে যেন মনে হয় সে আওয়াজ এক ফাটল সৃষ্টি করিল। আর এ বিষয় ভয়-ভীতি, কিম্বা আনন্দের সময় নামাজের তেলাওয়াতের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে। আর আল্লাহ তায়ালার হুজুরীর খেয়ালের দ্বারা তার দেলে যে আকর্ষণ হয় এর মধ্যে একটু উঁকি দিলে আনন্দ পাওয়া যায়। 'তাআর্‌রুফ' কিতাবে লেখা আছে, যখন অন্তরে কোন ভয়-ভীতি কিম্বা পেরেশানী আসে কিম্বা আখেরাতের কোন বিষয় তার দৃষ্টিতে আসে কিম্বা বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে যে অবস্থা আছে তা প্রকাশ হয়ে যায়, তখন তাকে ওজ্‌দ বলে। মোটকথা এ ওজ্‌দ আজাবের ভয়-ভীতি কিম্বা বিচ্ছেদের কষ্ট কিম্বা প্রেম ও মহব্বতের জোশে হয়। যখন এই অবস্থা কারো মধ্যে প্রকাশ পায় তখন সুফীগণ বলে থাকেন অমুকের উপর ওজ্‌দ (আত্যন্তিক প্রেম) প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ বাতেনে তার মধ্যে ভয়-ভীতি ও কষ্ট প্রকাশ পেয়েছে।

তাওয়াজীদ বলে জিকিরে আল্লাহর ধ্যান এবং মোরাকাবার দ্বারা ওজদের অবস্থা হাছেল করা। আর গোলবাহ (প্রভাব) এক প্রকার ওজদ্‌ যা পরস্পর অন্য ওজদের মধ্যে মিলিত হয়। সুতরাং ওজদ বিদ্যুত প্রকাশের মত অর্থাৎ তা ধীরস্থির হয় না, আসে এবং যায়। গোলবার এমন অবস্থা যেমন বিদ্যুত দ্রুতগতিতে পরস্পর চমকাতে থাকে এবং প্রথম চমক দ্বিতীয় চমকের সঙ্গে মিলে যায়। আর যার গোলবা হয় তার গতিশীলতা থাকে না তখন ওজদ তাড়াতাড়ি মওকুফ হয়ে যায়। আর গোলবা বাতেনকে বেহুশ করে দেয়। 'তাআররুফ' কিতাব লেখক বলেন, গোলবা এমন এক অবস্থা যখন এটা বান্দার মধ্যে প্রকাশ পায় তখন কারণের দিকে এবং আদবের দিকে কোন প্রকার লক্ষ্য থাকে না অর্থাৎ শরীয়তে যে কারণ নির্দিষ্ট আছে এর দিকে কোন লক্ষ্য রাখবে না এবং শরীয়তের

Scanned by CamScanner

আদবের দিকেও কোন প্রকার দৃষ্টি দিবে না। অনিচ্ছাকৃতভাবে তার দ্বারা বেআদবির কাজ হয়ে যায়। তার কৃতিত্ব এবং জ্ঞান এভাবে নিয়ে যায় যে কথা সম্মুখে আসবে এর দিকে কোন লক্ষ্য থাকে না অর্থাৎ এরূপ লক্ষ্য থাকে না যে এ কাজের পরিণাম ভবিষ্যতে এই হবে–অধিকাংশ সময় এরূপ হয়। গোলবার দ্বারা কোন কোন কাজ এমন হয়ে পড়ে যে যা তার অবস্থা হতে লা-ওয়াকেফ হয়ে থাকে সে এটাকে অস্বীকার করে এবং তা হতে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে অর্থাৎ যেমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি দেওয়ানার বেয়াদবি দেখে তখন যদি তার পাগলামীর কথা জ্ঞাত না থাকে তবে অসন্তুষ্ট হয় আর যদি জ্ঞাত থাকে যে সে দেওয়ানা তবে অসন্তুষ্ট হয় না, তাকে মাজুর (অপারগ) মনে করে। আর এ গোলবার কারণে মানুষ বেহুশ ও অধীনস্থ হয়ে পড়ে, যেমন এই গোলবার অবস্থা আবি লোবাবা ইবনে আবদুল মানজার-এর ঘটনার হাদীস হতে বোঝা যায়। যখন রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কোরাইজাকে হযরত সায়াদ এবনে মোয়াজ (রঃ)-এর ফায়সালার উপর অবতীর্ণ হতে আদেশ করেছেন যে, তোমাদের সম্বন্ধে সায়াদ এবনে মোয়াজ যে ফায়সালা করে তাই গ্রহণ করে নিবে। বনু কোরাইজার এবং সায়াদ এবনে মোয়াজ (রঃ)-এর মধ্যে আত্মীয়তা ছিল। এইজন্য সকলেই এ কথা মেনে নিল। আর আবি লোবাবা এবং বনু কোরাইজার মধ্যেও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। এজন্য তারা আবি লোবাবার নিকট এ ব্যাপারে পরামর্শ জিজ্ঞেস করল যে, আমরা সায়াদ এবনে মোয়াজ (রঃ)-এর ফায়সালার উপর রাজী হব কিনা? তখন আবি লোবাবা নিজের হাতকে নিজের গলার দিকে ইঙ্গিত করিলেন অর্থাৎ বললেন–তিনি তোমাকে কতল (হত্যা) করবার আদেশ দেবে। অতঃপর তিনি এ কথার উপর অত্যধিক লজ্জিত হলেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের না-ফরমানী করেছি। তারপর আবি লোবাবা সোজাসুজী মসজিদে নববীতে চলে গেলেন এবং নিজেকে মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে রাখলেন এবং বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আমার তওবা কবুল না করবেন এবং গুনাহ মাফ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ বাঁধা অবস্থায়ই থাকব। সুতরাং এটা এমন একটি ব্যপার যে, যখন আবু লোবাবার উপর ভয় জয়ী হল তখন ঐ ভয় আবু লোবাবার মধ্যে এবং রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আনিবার মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়াল। যেহেতু আবু লোবাবার তখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আসা ওয়াজিব ছিল যেমন আল্লাহ পাক কালামে মজিদে পঞ্চম পারায় সূরায়ে নেছার মধ্যে এরশাদ করেছেন ঃ

Scanned by CamScanner

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থাৎ "আর তারা যখন স্বীয় ক্ষতি সাধন করে ফেলেছিল, তখন আপনার খেদমতে উপস্থিত হত, তৎপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত, আর রসূলও তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে নিশ্চয় তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী করুণাময় প্রাপ্ত হত।" শরীয়তে নিজের শরীরকে খুঁটির সঙ্গে এভাবে বাঁধার আদেশ নাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন অনেকক্ষণ যাবৎ লোবাবাকে দেখতে পেলেন না তখন হুজুর (সঃ) বললেন যদি সে আমার নিকট আসিত তা হলে আমি তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতাম এবং তার গুনাহ মাফ করাতাম কিন্তু যখন সে এরূপ করে ফেলেছে তখন আমি তাকে খুলে দেব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল না করেন। অতঃপর আল্লাহতায়ালা তার তওবা কবুল করবার উপর এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

অর্থাৎ "হে মোমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদিগকে একটি মীমাংসার বস্তু দান করবেন এবং তোমদিগ হতে তোমাদের পাপ তিরোহিত করবেন এবং তোমাদিগকে মার্জনা করবেন; আর আল্লাহ তায়ালা বড় অনুগ্রহ দানকারী (নয় পারা, সূরায়ে আনফাল)।" তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন। এ ঘটনাকে 'তাআররুফ'-এর লেখক মাগলুবের অপারগতার দলিল দিয়েছেন যে, প্রথমতঃ আবু লোবাবার ইঙ্গিত করা খেয়ানতের দিকে যায় যা গুনাহ। অতঃপর যখন গুনাহ হয়েই গিয়েছে তখন শরীয়তের এ আদব ছিল যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে আসত এবং নিজের অপারগতার কথা বর্ণনা করিত। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য মাগফেরাত কামনা করতেন। কিন্তু সে তওবা করিল নিজকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে এবং ইহা খেয়ানতের পরে দ্বিতীয় বে-আদবী হল কিন্তু যেহেতু এ কাজ ভয়ের আধিক্যে হয়েছে আর আবু লোবাবা পরাজিত ছিলেন এজন্য আঁ-হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অপারগ ধরে নিয়েছেন যেহেতু

Scanned by CamScanner

তার বাতেনে নিয়ত দুরস্ত ছিল এবং ঐ বে-আদবীই তার ক্ষমার কারণ হয়েছিল। আর 'তাআররুফ' কিতাবে এ গোলবার অবস্থার প্রমাণের জন্য আরো দুটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানে তা উল্লেখ করা গেল না। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই–যে বৎসর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোশরেকদের সঙ্গে হোদাইবিয়ার সন্ধি করবার মনস্থ করলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) গোলবার অবস্থায় হুজুরের কাজে আপত্তি করলেন। এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁকে বুঝিয়েছিলেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অপারগ বলে মনে করলেন। অতঃপর যখন গোলবার অবস্থা চলে গেল তখন হযরত ওমর (রাঃ) খুব লজ্জিত হলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন–আমি এ সাহস এবং প্রতিবাদের ভয়ে সর্বদা রোজা রাখতাম, সদকা দান করতাম, গোলাম আজাদ করতে থাকতাম, নামাজ পড়তে থাকতাম– আমার এমন আশা-ভরসা হল যে, আল্লাহ আমার ভাল করবেন। এরূপভাবে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ এবনে উবাই মোনাফেক এর জানাযা পড়তে ইচ্ছা করলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) প্রতিবাদ করলেন। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাজুর (অপারগ) বলে ধরে নিলেন। যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে শিঙ্গা লাগান হয়েছিল তখন আবু তাইয়্যেবাহ (রাঃ) মহব্বতের আধিক্যের কারণে ঐ রক্ত পান করে ফেলেছিলেন, কিন্তু শরীয়তে রক্ত পান করা সম্পূর্ণ নিষেধ। যেহেতু গোলবার অবস্থায় সে এরূপ কাজ করেছে সেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে অপারগ ধরে নিয়েছেন এবং আরো বলেছেন যে, তুমি দোযখের আগুন হতে রক্ষা পেলে। এ প্রকারের অনেক ঘটনা আছে যার দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, সমস্ত কাজ ভাল এবং শান্তির সময় জায়েয হয় না। তা গোলবার (আত্যন্তিত প্রেম) সময় জায়েয হয়। আর যার মধ্যে শান্তি আছে সে ব্যক্তি ঐ সময় এবং এ সমস্ত ঘটনার মধ্যে এমন কাজ করে যে ঐ কাজ মানুষের (প্রেমের নিকট পরাজিত) কাজ হতে অনেক ভালো হয়। আর মাগলুবের অবস্থা হতে ছুফুন (শান্তির) ব্যক্তির অবস্থা অনেক মজবুত এবং পরিপূর্ণ হয় যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অবস্থা ছিল অর্থাৎ যখন হযরত ওমর (রাঃ) প্রতিবাদ করলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) জানতেন যে তিনি মাগলুবের হালাতে আছেন কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ছুফুনের (শান্তির) মাকাম হাসিল ছিল এজন্য হযরত ওমর (রাঃ)-কে অপারগ ধরে নিলেন। তাই ওমর (রাঃ) গোলবার অবস্থায় অপারগ সাব্যস্ত হলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ছুফুনের অবস্থায় অপারগ সাব্যস্ত হলেন কেননা তাঁর ছুফুন আল্লাহ তায়ালার হুকুমের তাবেদারী

Scanned by CamScanner

ছিল। এ বর্ণনার দ্বারা বোঝা গেল মাগলুবের অনুসরণ অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। আর 'তাআররুফ' কিতাবের শরাহর মধ্যে আছে, ছালেক শরীয়তের আদব তরক করিলে ঐ সময় তাকে মাজুর (অপারগ) বলে গণ্য করা হবে যদি ঐ কাজ অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে যায়। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে হবার আলামত (নিদর্শন) এই, যখন হুঁশ অবস্থায় থাকবে ঐ কাজ করিতে আপত্তি করবে এবং সব সময় করবে না ঘটনাক্রমে ঐ কাজ কোন সময় করে ফেলেছে। কিন্তু যখন ঐ বে-আদবী কাজের মধ্যে হটধর্মী করবে এবং একবার যে কাজ হয়ে গিয়েছে তা পুনরায় ইচ্ছাকৃতভাবে করিতে থাকবে তখন সে শাস্তির যোগ্য হবে। তাকে অপারগ বলে গণ্য করা যাবে না। এ বিষয় দ্বারা বোঝা গেল যে ব্যক্তি সর্বদা শরীয়তের বিরোধী কাজ করতেছে যেমন নিশার বস্তু খাওয়া কিম্বা দাড়ি মুণ্ডন ইত্যাদি কাজ করে তাকে মাগলুব বলা যাবে না এবং মাজুর বা অপারগও নয়।

সূফীদের পরিভাষার মধ্যে 'মোছামেরা' একটি বাক্য। মোছামেরার আভিধানিক অর্থ পরস্পর গল্প গুজব করা। 'আওয়ারেফ' গ্রন্থে লিখেছে যে, রূহের একাকী বাতেনের মধ্যে ঐ সমস্ত গুপ্ত মোনাজাত সূক্ষ্ম কথাবার্তা এবং গুপ্ত রহস্যসমূহের মধ্যে আত্মার কারণে কলবের ঐ সমস্ত মোনাজাত এবং গুপ্ত রহস্যসমূহ অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য রূহ ঐ সমস্ত মোনাজাত এবং গুপ্ত রহস্যসমূহকে নিজের মধ্যে একত্র করে সকলের নিকট হতে পৃথক হয়ে যায়, কলবের ঐ সম্বন্ধে কোন খবর নেই। এ অধম বলতেছে তা ঐ মোছামেরা যা 'ফতলুগায়েব' গ্রন্থে লিখেছেন যে, সৌন্দর্য মণ্ডিত অবস্থা দর্শন, আনন্দদায়ক কথাবার্তা এবং সুন্দর সুন্দর গল্প ও কিস্‌সা কাহিনী আরামদায়ক হয়। আর তাঁদের পরিভাষার মধ্যে 'ছক্‌র' এবং 'ছাহ্' দুটি বাক্য আছে ছকর বলে হাল নিজের উপর জয়ী হওয়া অর্থাৎ হাল তাকে এভাবে চেপে ধরবে যেমন প্রেমের আধিক্যে বেহুশ ও অজ্ঞান হয়ে যায়। আর ছাহ্ বলে বেহুশ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় নিজের কাজকে ঠিক করতে এবং কথাকে গোছাইয়া বলতে চেষ্টা করা। মোহাম্মদ এবনে হানিফ বলেছেন 'ছক্‌র' বলে মাহবুবের জিকির এবং স্মরণের সময় দেলের মধ্যে জোশ আসা। আর ওয়াছেতী বলছেন ওজদওয়ালাদের চারটি মাকম-প্রথম 'জুহুল' অর্থাৎ ভুলে যাওয়া এবং অমনোযোগী হওয়া, দ্বিতীয় হাইরাত অর্থাৎ হয়রান পেরেশান হওয়া, তৃতীয় 'ছকর' অর্থাৎ বেহুশ ও অজ্ঞান হওয়া, চতুর্থ 'ছাহ্' অর্থাৎ বেহুশীর পরে হুঁশ আসা। এ চার প্রকারের উদাহরণ যেমন এক ব্যক্তি নদীর কথা শুনল তারপর তার নিকটে গেল। এবং নদীর মধ্যে বসল তারপর তাকে নদীর ঢেউ ধরে বসল অর্থাৎ নদীর কথা শুনল কিন্তু তার

Scanned by CamScanner

অবস্থা তখনও জানতে পারিল না। তারপর যখন এর নিকটবর্তী হল তখন নদীকে দেখল এবং পেরেশান হয়ে গের আর যখন নদীর মধ্যে বসল তখন বেহুশ হয়ে গেল আবার যখন নদীর ঢেউ তাকে দুলাতে লাগল তখন হুঁশ হল এবং নদী হতে বের হতে ও নিজের জীবন বাঁচাবার চেষ্টায় লেগে গেল। এ বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে যে ব্যক্তির উপর এ অবস্থার প্রভাব বাকী থাকবে, যে অবস্থা তার রগে রগে এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লেগে রয়েছে তা হলে তার উপর ছকরের প্রভাব বাকী আছে বুঝবে। আর যে ব্যক্তির এ অবস্থা যে, তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের জায়গায় এবং নিজের আসল অবস্থার উপর এসে গিয়েছে তা হলে সে ছাহী অর্থাৎ অনুভূতিসম্পন্ন জ্ঞানী। তা হলে ছকর হল 'আরবাবুল কুলুব' অর্থাৎ দেলওয়ালাদের জন্য যারা নিজের দিলের পরিষ্কার এবং জিকিরে মশগুল থাকে আর 'ছাহ্' হল তাদের জন্য যাদের উপর অদৃশ্য বিষয়ের হাকিকত (মূলতত্ত্ব)-গুলো প্রকাশ হয়ে যায়। আর পরিভাষার বাক্যগুলির মধ্যে 'নাহ্' এবং 'এছবাত'। সুতরাং নাহ্ হাসিল হয় নফসগুলোর সিফাত দূর করলে অর্থাৎ নিজের নফসের সিফাতগুলো দূর করবে এবং মিটিয়ে দিবে। আর এছবাত হাসিল হয় এভাবে যে, ছালেকদের উপর আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের প্রভাবের পেয়ালা ঘুরান হয় অর্থাৎ যখন নফসের সিফাত উঠে যায় তখন নাহ্ হাসিল হয় আর যখন আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের পেয়ালা পান কর এবং মহব্বতের নেশা হয় তখন এছবাত হাসিল হয় এজন্য যে, নাহ্ নিজের আমলের রুছুমগুলো দূর করে দেয় নিজের নফসের দিকে আর যে কাজ নফসের দ্বারা হয় তার দিকে ফানার দৃষ্টিতে দেখে এছবাত সাব্যস্ত করার জন্য নিজের আমলের রুছমকে এ বিশ্বাসে যে হক তায়ালা তাকে নিজের নিকট হতে অস্তিত্ব দিয়েছে এবং তা হক তায়ালা কায়েম করলে কায়েম হয়, কোন কিছু নিজে নিজে কায়েম হয় না, কেননা যখন হক তায়ালা তার আওছাফ (গুণাবলী) মিটিয়ে দিয়েছে তখন নাহ্ হাসিল হয়েছে। অতঃপর সে পা হতে মাথা পর্যন্ত হক তায়ালা হতে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ নিজের দেহ, নিজের আমলের দেহ, আল্লাহ তায়ালার দান এবং দ্বীন বুঝেছে। এবনে আতা বলেছেন 'নাহ্ এছবাত' উহাকে বলে যে আল্লাহ-তায়ালা বান্দাদের আওছাফ (গুণাবলী)-কে মিটিয়ে দিয়ে তার বাতেনের কাজ-কর্মকে সাব্যস্ত এবং মজবুত করে।

সূফীদের পরিভাষার বাক্যগুলোর মধ্যে 'ইলমুল ইয়াকিন' (নিশ্চিত ইলেম), 'আইনুল ইয়াকিন' (নিশ্চিত বিশ্বাস) এবং 'হক্কুল-ইয়াকিন' (শুদ্ধ বিশ্বাস)। সুতরাং ইলমুল ইয়াকিন ঐ বিশ্বাসকে বলা হয়, যা ধ্যান-ধারণা এবং প্রমাণাদি খোঁজ করবার পথে হাসিল হয়। আর আইনুল ইয়াকিন ঐ বিশ্বাসকে বলা হয় যা খুলে গেলে এবং যা দান অনুগ্রহের পথে অর্জিত হয়। আর হক্কুল ইয়াকিন ঐ

Scanned by CamScanner

বিশ্বাসকে বলে যা মিলনের পথে অর্জিত হয়। আর হক্কুল ইয়াকিন ঐ বিশ্বাসকে বলে যা মিলনের দূত অবতীর্ণ হইবার কারণে যখন নিজের অস্তিত্ব হতে পৃথক হওয়া সাব্যস্ত হয় তখন ঐ একিন হাসিল। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই—আল্লাহ্ তায়ালার মোশাহেদা (দৃষ্টি) হতে যখন কেবল বস্তু আড়াল হয় এমনকি নিজের শরীরের খেয়াল থাকে না এবং নিজের শরীরের আড়াল না পড়ে তবে উহাকে বেছাল (মিলন) বলে। ঐ অবস্থাকেই হক্কুল ইয়াকিন বলে।। ফারেছ বলেছেন, এলমুল ইয়াকিন ঐ বিশ্বাসকে বলে যার মধ্যে চাঞ্চল্য ও হতবুদ্ধি হয় না অর্থাৎ যে কথার মধ্যে নিজের এলেম ও জানার কারণে দৃঢ় বিশ্বাস আছে উহার মধ্যে হতবুদ্ধি হয় না। আর আইনুল ইয়াকিন ঐ বিশ্বাসকে বলে সে একিনকে (বিশ্বাস) আল্লাহ্ তায়ালা ও বাতেনে (গুপ্ত) আমানত রেখেছেন অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মোমেন বান্দার অন্তরে যে একিন ঢেলে দিয়েছেন ঐ একিন দলিলের মুখাপেক্ষী নয় তাকে মোশাহেদা বলে। এটা সম্মুখে জানা যাবে ইনশাআল্লাহ। আর যে ইলেমের মধ্যে একিনের ছিফাত পাওয়া যায় না এটা সন্দেহের ইলেম আর যখন ঐ ইলেমের মধ্যে একিন মিলিত হল তখন তা নিঃসন্দেহের এলেম হল অর্থাৎ ইলমুল ইয়াকিন। আর যে বস্তুর দিকে ইলমুল ইয়াকিন এবং আইনুল ইয়াকিন ইঙ্গিত করে তার হাকিকতের নাম হক্কুল ইয়াকিন। আর এটাই আল্লাহ তায়ালার জাতের দিকে ইঙ্গিত করে। আর আইনুল ইয়াকিন আল্লাহতায়ালার সিফাতের প্রকাশ এবং তজল্লী ও খোলা নাম আর এটাকেই মোশাহেদা বলে। সুতরাং এটাও জাতের দিকে ইঙ্গিত করে অর্থাৎ সিফাত প্রকাশ পেলে জাতকে বোঝা যায়, তখন ঐ অবস্থাকে হাক্কুল ইয়াকিন বলা হয়। আর জোনাইদ (রঃ) বলেছেন, হাক্কুল ইয়াকিন ঐ বস্তু যা বান্দার নিকট সাব্যস্ত এবং প্রমাণিত আর তা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হওয়া এভাবে হয় যে, অদৃশ্য বস্তুগুলো এবং তার দৃশ্য বস্তুগুলো এমন দেখবে যেমন দৃশ্যতঃ বস্তুগুলো খোলাখুলি চক্ষের নজরে আসে এবং পর্দার বস্তুগুলোকেও জানে এবং তার খবর দিলের সততায় দেয়। যেমন সিদ্দিকে আকবার রাজিয়াল্লাহু আনহু খবর দিয়েছিলেন যখন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন–তুমি নিজের ছেলে মেয়েদের জন্য বাড়ীতে কি রেখে আসছে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন–আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে। অর্থাৎ সিদ্দিক (রাঃ) ছেলে-মেয়েদের লালন পালনের জন আল্লাহতায়লাকে এমন বিশ্বাস করেছেন যেমন আল্লাহ-তায়ালাকে নিজের ঘরে প্রকাশ্য দেখে এসেছেন আর রসূলকে ত দেখতেনই। কোন কোন সূফী মাশায়েখগণ বলেছেন, এলমূল ইয়াকিন মারেফাতের অবস্থা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার কার্যাবলীর এলেম হাসিল হবার পর

Scanned by CamScanner

যে আল্লাহ্ তায়ালাকে চিনতে পারে এবং একিন হাসিল হয়; আর আইনুল ইয়াকিন মোটামুটি অবস্থা অর্থাৎ সিফাত প্রকাশ হওয়াতে যে আল্লাহ্ তায়ালাকে চিনে এবং একিন হাছেল হয়; আর হক্কুল ইয়াকিন মোটামুটি অবস্থা তাওহীদের জবানের সঙ্গে অর্থাৎ জাতের তাওহীদ খুলে যাওয়াতে যা একজনকেই দেখা যায়; আর তাঁর অস্তিত্ব ছাড়া অন্য অস্তিত্বের দৃষ্টিগোচর হয় না তখন ঐ অবস্থাকে হক্কুল ইয়াকিন বলে। কেহ কেহ বলেছেন, ইয়াকিনের জন্য নাম, রুছুম, ইলেম এবং আইন অর্থাৎ জাত এবং হক ও হাকিকত সাব্যস্ত আছে। সুতরাং ইয়াকিনের নাম এবং রুছুম অর্থাৎ ইলমুল ইয়াকিন এবং রুছুমুল ইয়াকিন সাধারণ সূফীদের জন্য আর এলমুল ইয়াকিন আউলিয়াদের জন্য আর আইনুল ইয়াকিন বিশেষ বিশেষ আউলিয়াদের জন্য আর হাক্কুল ইয়াকিন আম্বিয়াদের জন্য। আর হাক্কুল ইয়াকিনের যা হাকিকত তা একমাত্র আমাদের নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর সূফীদের পরিভাষার মধ্যে একটি বাক্য ওয়াক্ত। আর ওয়াক্ত হতে উদ্দেশ্য ঐ অবস্থা যা বান্দার উপর জয়ী হয় আর বান্দার উপর যে জিনিস বেশী জয়ী হয় সুতরাং এটাই তার ওয়াক্ত। এইজন্য যে ওয়াক্ত তলোয়ারের মত অতিবাহিত হয়ে নিজের সময়ে চলতে থাকে অর্থাৎ ঐ অবস্থায় বান্দার হুকুম এবং ইচ্ছা থাকে না। আবার কখন কখন ওয়াক্ত হতে উদ্দেশ্য হয় ঐ অবস্থা, যা বান্দার উপর এসে পতিত হয়। ঐ অবস্থা বান্দার কৃতকর্মের দ্বারা হয না বরং হঠাৎ এমনিভাবে এসে পড়ে এবং বান্দার মধ্যে কাজ আরম্ভ করে তখন বান্দা ওয়াক্তের আদেশের অনুগামী হয়ে যায়। তখন মানুষ বলে অমুক সময়ের অনুবর্তী হয়ে গিয়েছে। আবার এমন অবস্থা হয় যা হক তায়ালার দিক হতে হয় অর্থাৎ ঐ অবস্থায় বান্দা নিজরে ইচ্ছাকে ভুলে যায় এবং আল্লাহর ইচ্ছাকে ভুলে যায় এবং আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যে নিজকে সোপর্দ করে যায়।

সূফীগণের পরিভাষার বাক্যগুলোর মধ্যে দুটি কথা আছে–গাইবাত এবং মাশহুদ। মাশহুদ বলে কোন এক সময় মোরাকাবার সিফাতের সঙ্গে আল্লাহ আবার কোন এক সময় মোশাহেদার ছেফতের সঙ্গে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা মোশাদেহা কিম্বা মোরাকাবার সিফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দা হাজির আছে। অতঃপর যখন মোশাহেদা ও মোরাকাবার অবস্থা চালিয়ে যায় তখন হাজির হবার গণ্ডি হতে বের হয়ে আসে। ফলে অনুপস্থিত হয়ে গাইবাতের অবস্থা দাঁড়ায়। আর সূফীয়ে কেরামগণ কোনো কোনো সময় গাইবাতের অর্থ গায়েব (অনুপস্থিত) হয়ে বুঝিয়েছেন। যখন সমস্ত বস্তু হতে আল্লাহ তায়ালার দিকে হাজির হবার কারণে কোনো বস্তু তার দৃষ্টিতে পড়ে না তখন ঐ অর্থের অবস্থায় তার হাসিল গিয়ে পড়ে ফানার মাকামে অর্থাৎ প্রথম অর্থের দিকে লক্ষ্য

Scanned by CamScanner

করে মোশাহেদা এবং মোরাকাবার অবস্থার হুজুরীকে শুহুদ বলে আর ঐ অবস্থা শেষ হয়ে গেলে বলে গাইবাত। আবার এই অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ফানার মাকামকেও গাইবাত বলে। সূফীদের পরিভাষায় আরো কিছু বাক্য আছে জাওক, শরব এবং রায়ে। জাওকের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তু উজ্জ্বল হওয়া, আজমায়েশ করা। শরবের অর্থ পানির এক অংশ পান করা এবং খাওয়ার বস্তু হতে এক অংশ খাওয়া আর রায়ের অর্থ পানি পরিপূর্ণ হওয়া এবং পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করা। আর সূফীদের পরিভাষায় যে অর্থ ঐ অর্থের সঙ্গেও সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং জাওক হল ঈমান, শরব হল ইলেম এবং রায়ে হল অবস্থা অর্থাৎ যখন ঈমান আনে তখন মারেফাতের স্বাদ গ্রহণ করে, যখন এলেম হাসিল হল তখন মারেফাতের এক অংশ পেল আর যখন হাল হাসিল হল তখন মারেফাতের পরিপূর্ণ অবস্থা হাসিল হল। সুতরাং জাওক আরবাবে বোয়াদাহ অর্থাৎ ইহা প্রাথমিক অবস্থার জন্য আর শরব আরবাবে তাওয়ালে ও লাওমের জন্য অর্থাৎ যার উপর মারেফাত চমকিত হয়। আর রায়ে আরবাবে আহওয়াল অর্থাৎ আহওয়াল ওয়ালাদের জন্য। উহার বর্ণনা এই–আহওয়াল ঐ বস্তুকে বলে যা ধীরস্থির থাকে আর যে বস্তু ধীরস্থির থাকে না তা হাল হতে পারে না। আর লাওয়ামে, তাওয়ালে অর্থাৎ এক বস্তু আসে এক বস্তু যায়। আর বলা হয়েছে হাল স্থির থাকে না কেননা তা পরিবর্তন হয় আর যখন তা স্থির হয় তখন তা মাকাম হল। এ বিষয় হাল এবং মাকামের বর্ণনায় জানা যাবে ইনশাআল্লাহ। কিতাব লেখকের মন্তব্য যে, লাওয়ামে এবং তাওয়ামে একটি বিদ্যুতের মত, আসে এবং যায় এর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকে না। আর হাল ধীরস্থির থাকে এবং বাতির আলোর মত দাঁড়ান থাকে, এর মধ্যে খুব স্বাতন্ত্র্য থাকে তারপর পরিবর্তন হয়। পরিভাষার বাক্যের মধ্যে মোহাছেরাহ, মোকাশেফাহ, মোশাহেদা। মোহাছেরাহ আরবারে তালবিনের জন্য অর্থাৎ যার রং পরিবর্তন হয় উহার হুজুরীকে মোহাছেরাহ বলে। আর মোশাহেদা আরবারে তামকিনের জন্য, তামকিনের অর্থ যার আরওয়াহ জাতের নূর হতে চমকিত হয় এবং রং পরিবর্তন হয় না এর হুজুরীকে মোশাহেদা বলে। আর মোবাশেফা উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলে এমনকি মোশাহেদা যদি ধীরস্থির হয় তাহলে মোহাছেরাহ বিদ্বানদের জন্য অর্থাৎ নিশ্চিত ইলেমওয়ালাদের হুজুরীকে মোকাশেফা বলে। আর মোশাহেদা হকওয়ালাদের জন্য অর্থাৎ হাক্কুল ইয়াকিন (শুদ্ধ বিশ্বাস) ওয়ালাদের হুজুরীকে মেশোহেদা বলে। আর পরিভাষার বাক্যগুলোর মধ্যে তালবিন ও তামকিন। তালবিনের আভিধানিক অর্থ রং বেরং করা আর তামকিনের অর্থ কাহারও পা যথাস্থানে অবস্থান করা। সূফীদের পরিভাষায় যে অর্থ হয় উহার বর্ণনায় লেখক বলছেন তালবিন আরবারে কুলুবদের

Scanned by CamScanner

জন্য অর্থাৎ যাদের কাজ-কর্ম অন্তরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং ঐ সম্পর্ক প্রথম হতে আরম্ভ করে সিফতের তাজাল্লী পর্যন্ত, তা কলবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। জাতের তাজাল্লী রূহের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং এজন্যই বলা হয়েছে হালের পরিবর্তন আরবাবে কুলুবদের জন্য, যেহেতু তারা কলবের পর্দার নীচে থাকে। কলবের অবস্থা হল পর্দা হতে মুক্তি পেয়ে সিফতের দিকে যায়, যার উপর সিফত প্রকাশ পেতে থাকে। উক্ত সিফত অসংখ্য। এজন্য তালবিনের মর্যাদা অনেক অর্থাৎ প্রথম সিফত বান্দার উপর প্রকাশ পেলে এক অবস্থা হয়; দ্বিতীয় সিফত প্রকাশ পেলে অন্য অবস্থা হয় এবং এ প্রকারে তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি অবস্থা প্রকাশ পেলে হালের পরিবর্তন হয়। অতঃপর আর-বাবে কুলুবের জন্য সিফতের সংখ্যার অনুপাতে তালবিয়াত প্রকাশ হয়। আর দুটি তালবিয়াত যা প্রকাশ হয়ে থাকে সুতরাং কুলুব এবং আরবাবে কুলুবকে আলেম সিফত হতে নড়িতে দেয় না অর্থাৎ আরবাবে কুলুব এবং সাহেবেদেল লোক আলেম সিফতের মধ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। উক্ত অবস্থার পরিবর্তন হেতু কোন সময় অস্থিরতা ও অশান্তি হয় এবং অশ্রু বর্ষণ করবার ফলে ভয় অত্যধিক হয়। আবার কোন সময় চোখের শান্তি ও মনের মধ্যে আলো এবং খুশী হাসিল হয়। কিন্তু তামকিনওয়ালা লোক যারা একস্থানে অবস্থান করে তারা আহওয়ালের অনুসারী এবং দেলের পর্দাকে ভেদ করে দেয়। তাদের আরওয়াহ জাত পাকের নূরের চমক পায়। সুতরাং তালবিন দূরীভূত হয়ে যায় জাতের মধ্যে পরিবর্তন না হবার দরুন। এজন্যই পবিত্র আল্লাহ তায়ালার জাত নূতন এবং পরিবর্তন হওয়া হতে পবিত্র অর্থাৎ তাঁর জাতের মধ্যে আকস্মিক দুর্ঘটনা ও কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং তামকিনওয়ালা লোক দেলের পর্দা হতে বের হয়ে যখন নিকটবর্তী স্থানে জাতের তাজাল্লীর নির্দশনে পৌছে যায় তখন তালবিনতার নিকট হতে দূর হয়ে যায়। সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে তারবিন তার জীবনের মধ্যে এজন্য হয় যে, জীবন কলবের স্থান। এবং তালবিন যা অন্তরে থাকে উহার তালবিনওয়ালা তামকিনের অবস্থা হতে বাইরে নয়। আর পরিভাষার বাক্যের মধ্যে নফস। বলা হয়ে থাকে নফস মোন্তাহির জন্য, ওয়াক্ত মোবতাদীর জন্য এবং হাল মধ্যম মানুষের জন্য যেমন এ কথার মধ্যে সূফীদের ইঙ্গিত আছে যে, মোবতাদীর নিকট আল্লাহতায়ালার তরফ হতে একজন আগন্তক আসে যিনি থামেন না। আর মোতাওচ্ছেত যিনি হালের মারিক তার হাল তার উপর জয়ী হয়। আর এ হার আরবারে কুলুব এবং তামকিনওয়ালাদের। তা হলে মোতাওচ্ছেদ আরবাবে কুলুব এবং তামকিন-ওয়ালাদের। তা হলে মোতাওচ্ছেদ আরবাবে কুলুব সাব্যস্ত হল। যেমন–নফসের অধিকারীর হাল হল ওয়াক্ত। আর ওয়াক্ত বারে বারে গাইবাত এবং উপস্থিতির

Scanned by CamScanner

সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না বরং তার ওজদের মধ্যে মনের সঙ্গে মিলিয়া ধীরস্থির হয়ে যায়। তা বারবার পরিবর্তন হয় না। ফলে মোত্তাহা নফসের মালিক এবং আরবাবে তামকিন হল। আর সূফীদের এ সমস্ত ইঙ্গিত বাক্য যা বর্ণনা করা হল, যেই আহওয়ালের লোকই সে আহওয়াল পাবে। আর ঐ আহওয়াল ওয়ালাদের ঐ আহওয়াল হতে জাওক এবং শরব হাসিল হয় অর্থাৎ ঐ আহওয়ালের শরবত পান করে। এখানে আহওয়ারেফের বিষয় আলোচনা শেষ হল।

উপকার ঃ এখন সালেকের নিজের হালের উপর চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন যে, উল্লেখিত হালসমূহের মধ্যে আমার কোন্ হাল হাসিল হয়েছে। আর ঐ সমস্ত বাক্যের বিষয়বস্তুগুলো ভালরূপে মনে রাখবে। তাতে নিজের দেহ ও অন্যের দেহ বুঝিতে পারবে। আর এ সমস্ত বিষয় সালেকের জন্য খুব উপকারী। তার এ কাজ অনর্থক মনে করবে না। তাসাউফের বড় বড় নির্ভরযোগ্য কিতাবে এ সমস্ত বাক্যগুলি লেখা আছে এবং এর খুব সৌন্দর্য এবং মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। 'তাআর্রুফ' কিতাবে এই সমস্ত বাক্যের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। উপরে আমি আকায়েদ ইত্যাদি হতে যা কিছু বর্ণনা করেছি, উহার মধ্যে সূফী সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য আরো অনেক লোক শামিল আছে যেমন–ফেকাহবিদগণ এবং মোতাকাল্লেমীন প্রমুখ জ্ঞানীগণ। এখন আমি সূফী সম্প্রদায়ের জন্য কিছু বর্ণনা করতেছি। এর মধ্যে শুধু সূফীগণ শামিল অর্থাৎ ঐ বাকপদ্ধতির ভেদ (রহস্য) তারা ব্যতীত আর কেহ জানেন না আর ঐ সমস্ত বিষয় তাদের মধ্যে পরস্পর আলোচনার জন্য কিছু পরিভাষা আছে। এমন নয় যে, তাঁরা ছাড়া ঐ কথাবার্তা অন্য লোকেরা বুঝবে এবং বলবে। সুতরাং ঐ বাকপদ্ধতি হতে আমার যা কিছু স্মরণ আছে রলতেছি এবং এর অর্থ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতেছি। কেননা ঐ সমস্ত অর্থ ইশারায় আসবে না। পরিষ্কার করে বর্ণনা করাও দুরূহ এবং ঐ রচনার নিগূঢ় রহস্য বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এখন হযরত সূফীয়ে কেরাম হতে এবং মোরাকাবা, জিকির এবং মাযহাব-এর উপর মজবুত থাকার কিছু কথার ফয়েজ যা জারি করা হয়েছে, তা আমি কয়েকটি পরিচ্ছেদের মধ্যে লিখে তারপর তাঁদের তরীকা; আহওয়ালের ইলেমের বর্ণনা লিখব ইনশাআল্লাহ। এর মধ্যে এ উদ্দেশ্য আছে যে, ঐ সমস্ত কথাবার্তা বুঝতে পারলে ঐ হযরত সূফীদের হতে এতেকাদ পরস্পর পৌছবে। তাতে তাঁদের আহওয়াল, তরীকা এবং তাঁদের আসল কথা বুঝতে পারবে। অতঃপর যখন তাদিগকে ভালরূপে চিনতে পারবে, তাদের তরীকায় প্রবেশ করবে এবং সমস্ত হাল এবং মাকাম বুঝতে পারবে।

Scanned by CamScanner

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তাওয়াজ্জুহর প্রভাব ও শ্রেণীবিভাগ এবং নিয়ম পদ্ধতির বর্ণনা

তাফ্সীরে ফাতহুল আজীজের মধ্যে সূরায়ে একরার তাফ্সীরে ফরমায়েছেন, কামেল লোকেরা নিজের প্রভাবকে অন্যের মধ্যে প্রতিফলিত করাকে তরীকতপন্থীগণ তাওয়াজ্জুহ বলে। সুতরাং ঐ প্রভাব চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম, 'তাছিরুল আকাছি' যথা—এক ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত আতর লাগিয়ে কোন মজলিসে আসিলে ঐ আতরের গন্ধ পার্শ্বে উপবেশনকারীদের মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করবে এবং এর দ্বারা বেশ আনন্দ পাবে। এই প্রকারের তাওয়াজ্জুহ সমস্ত প্রকার তাওয়াজ্জুহ হতে খুব দুর্বল। এজন্য এই প্রকারের তাওয়াজ্জুর প্রভাব সঙ্গবাসের সময় পর্যন্ত থাকে এবং সংসর্গের পরে আর কিছু থাকে না। দ্বিতীয় প্রভাব 'তাছিরুল ক্বাই'। তা হল—এক ব্যক্তি সলিতা এবং তেল প্রদীপের মধ্যে ভরে আনল। অন্য এক ব্যক্তির নিকট আগুন আছে। আগুন ধরিয়ে দিলে প্রদীপ জ্বলে উঠবে এবং আলোকিত হবে। এই প্রকারের তাওয়াজ্জুহ এমন শক্তিশালী যে, লাভবান হওয়া এবং দেয়ার মধ্যে সংসর্গের পরেও প্রভাব বাকী থাকে। কিন্তু যদি কোন শক্তিশালী প্রতিরোধকারী হয় যেমন ঝড়-তুফান এবং বৃষ্টি-বাদল এসে পড়ে তবে এর প্রভাব চলে যাবে। আর ইহাও আছে যে, নফস এবং এর লতিফাসমূহের সাজসজ্জার মধ্যে এই প্রকারের তাওয়াজ্জুর প্রভাব বিস্তার করে না যেমন তেল, সলিতা–প্রদীপের কাজ না হওয়ায় শুধু আগুনের শিখা প্রজ্বলিত করবে না। আর তৃতীয় প্রকারের পারিভাষিক প্রভাব হল—নদী কিংবা কূপ হতে পানি উঠিয়ে ফোয়ারার ভান্ডারে জমা করবে এবং ভান্ডারের রাস্তাকে হাউজের ফোয়ারা পর্যন্ত আবর্জনা ঘাস পাতা ইত্যাদি পরিষ্কার করবে এবং ঐ পানিকে খুব দ্রুতবেগে ঐ রাস্তায় প্রবাহিত করবে যাতে ফোয়ারা প্রবল হবে এবং দ্রুতবেগে ছুটবে। আর এই প্রকারের তাওয়াজ্জুর প্রভাব পূর্বের তাওয়াজ্জুর প্রভাবের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। এই তাওয়াজ্জুহ নফসকে সুসজ্জিত করবে এবং লতিফাকে ঠিক করে দিবে। এই প্রকারের মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে এবং ভান্ডারের উপযুক্ততা ও রাস্তার প্রশস্ততা অনুসারে পানি পৌছবে, কূপের এবং নদীর অনুপাতে পানি পৌছবে না। ইহা সত্ত্বেও যদি পানির ভান্ডারে কোন মছিবত এসে পড়ে তা হলে ঐ পানি প্রবাহিত হতে অসুবিধা হবে। চতুর্থ প্রকার প্রভাব ইত্তেহাদী। এর হাকিকত হল—শেখ নিজের রূহকে তালেবের রূহের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমস্ত

Scanned by CamScanner

শক্তির দ্বারা একত্র করে দিবে অর্থাৎ এমন তাওয়াজ্জুহ দিবে যাতে শেখের রূহ এবং তালেবের রূহ এক হয়ে যায়। তাতে শেখের রূহের কামালিয়াত তালেবের রূহের উপর দিয়ে পতিত হবে। এই প্রকার তাওয়াজ্জুহ খুবই শক্তিশালী এই কথা খুবই পরিষ্কার বুঝা যায়। উভয় রূহ একত্র হওয়ার দরুন যা কিছু শেখের রূহের মধ্যে আছে উহা ছাত্র বা মুরিদের রূহের মধ্যে পৌছবে এবং বারে বারে জিজ্ঞেস বা শিক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। আর আল্লাহর ওলীদের মধ্যে এই প্রকারের তাওয়াজ্জু খুবই কম দেয়া হয়ে থাকে। হযরত খাজা বাকিবিল্লাহ (কুঃ রূঃ)-এর অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—একদিন তাঁর বাড়ীতে কয়েকজন মেহমান এল। কিন্তু ঘরে খাওয়ার মত কোন কিছুই ছিল না। হযরত খাজা মেহমানদের খাওয়াবার জন্য খুবই পেরেশান হয়ে খাবার অন্বেষণ করতেছিলেন। ঘটনাক্রমে এক রুটি বিক্রেতা হযরতের বাড়ীর নিকটে দোকানদারী করত। হযরতের এই অবস্থা সম্বন্ধে সে জানতে পারল। তখন সে খুব ভাল রুটি তৈয়ার এবং সুস্বাদু তরকারি পাকিয়ে খাঞ্জা ভরে হযরতের খেদমতে হাজির করলেন। ইহাতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে বললেন, তোমার যা কিছু চাওয়ার আছে চাও। তখন সে আরজ করল–আমাকে আপনার মত বানিয়ে দিন। হযরত বললেন, তুমি এই অবস্থাকে সহ্য করতে পারবে না, অন্য কোন কিছু বল। কিন্তু রুটি তৈয়ারকারী নিজের কথার উপর জিদ ধরিয়া রইল। খাজা সাহেব তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু সে কিছুতেই শুনল না, নাছোড়বান্দা হয়ে রইল। অবশেষে খাজা সাহেব নিরুপায় হয়ে তাকে এক হুজরায় নিয়ে গেলেন এবং তার উপর এস্তেহাদী প্রভাব চালালেন। যখন তারা হুজরা হতে বাহিরে এলেন তখন খাজা এবং রুটি বিক্রেতার মধ্যে ছুরত এবং আকৃতিতে কোন পার্থক্য বুঝা গেল না। লোকদের তাঁদের পরিচয় পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়িল। তবে এটুকু বুঝা যেতে ছিল যে, হযরত খাজা সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন এবং রুটি বিক্রেতা বেহুঁশ অবস্থায় ছিল। অতঃপর তিনদিন অতিবাহিত হবার পর এই বেহুঁশী অবস্থায় সে ইন্তেকাল করল (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত নাজিল করুন)। উপরোক্ত চার প্রকার প্রভাবের বর্ণনার পর সারকথা এই হল যে, হযরত জিবরাইল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন উহা ছিল এস্তেহাদী প্রভাব, যা নিজের হাল্কা রূহকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর শরীরে প্রবেশ করে রূহ মোবারকের সঙ্গে একত্র করে দিলেন এবং চিনি ও দুধের মত একত্র মিলিয়ে দিলেন এবং মানুষ ও ফেরেশতার মধ্যে এমন এক আশ্চার্য অবস্থার সৃষ্টি হল যা বর্ণনার অতীত। এই বর্ণনার দ্বারা চার প্রকারর তাওয়াজ্জুর অবস্থা জানা গেল। আর হযরত জিবরাইল (আঃ) নিজের রূহের প্রভাব তাঁর রূহের মধ্যে দান করেছিলেন ওয়া সাল্লামের রূহের উপর পতিত্‌য়িাছিল, ইহাও বুঝা গেল। এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর

Scanned by CamScanner

(রাঃ)-কে তাওয়াজ্জুহ দিয়েছিলেন এবং নিজের রূহের প্রভাব তাঁর রূহের মধ্যে দান করেছিলেন, ইহাও হাদীসের দ্বারা সাব্যস্ত হল। ঐ হাদীসের বিষয়বস্তু এরূপ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার অবস্থা কি? শুধু আমাকেই মহব্বত কর, না ইহার মধ্যে অন্য কাকেও অংশীদার করেছ? হযরত ওমর (রাঃ) উত্তর দিলেন, মহব্বত মিলিতভাবে আছে–আপনাকে মহব্বত করি, নিজের নফসকে এবং সন্তানদিগকে এবং মাল-আছবাবকে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হস্ত মোবারক ওমরের বুকে রাখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– এখন কি অবস্থা মনে হয়? উত্তরে তিনি বললেন–পরিজন ও মালের, মহব্বত চলে গেছে বলে মনে হয়, নফসের মহব্বত বাকী আছে। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পুনরায় তাঁর বুকের উপর হাত রাখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন অবস্থা? তদুত্তরে তিনি বললেন, সমস্তের মহব্বতই চলে গেছে কিন্তু একমাত্র আপনার মহব্বত বাকী আছে হে আল্লাহর রসূল! এই উভয় বিষয় হতে তাওয়াজ্জুহ দিবার প্রভাব সুন্দরভাবে বুঝা গেল। আর এই প্রকারের তাওয়াজ্জুহ দেয়া এবং নিজের রূহের প্রভাব অন্যের রূহের মধ্যে বিস্তার করাকে কেহই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লেখেন নেই। তবে এই তাওয়াজ্জুহ দেয়া উম্মতের জন্য জায়েয আছে এবং তাওয়াজ্জুহ দেয়ার এই হাদীসটিও গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই হাদীস দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, হযরত ওমর (রা) কোরআন শরীফ ও হাদীস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিফ হওয়া সত্ত্বেও অন্তরের পরিষ্কারের জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাওয়াজ্জুহ দেয়া এবং বাতেনী প্রভাবে দানের মুখাপেক্ষী ছিলেন। সুতরাং যারা তাফ্‌সীর, হাদীস, ফেকাহ্‌, আকায়েদ, তাসাউফ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল তাঁদেরও মোর্শেদের তাওয়াজ্জুর প্রয়োজন হয়। হযরত (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হযরত ওমরকে তাওয়াজ্জুহ দেয়ায় এই কথার সত্যতার দিকে ইঙ্গিত করে যে, উহা কোরআন-হাদীসের মধ্যে মওজুদ ছিল। কিন্তু ইহা নহে যে, কোরআন-হাদীসের বাইরে কোন নূতন জিনিস হযরত ওমরের দেলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঢেলে দিয়েছেন। কাজেই মোর্শেদগণের তাওয়াজ্জুহ দ্বারা ঐ সমস্ত কথারই সত্যতা প্রমাণ হয়, যা কিতাবের মধ্যে মওজুদ আছে। কিন্তু ইহা নয় যে, কিতাবের বাইরের কোন নূতন জিনিস এক বক্ষস্থল হতে অন্য বক্ষস্থলে চলে এসেছে।

এখন তাওয়াজ্জুহ দেয়ার নিয়ম-পদ্ধতি শোন। উহা এরূপ–ছেরাতিম মোসতাকিমের মধ্যে নকশবন্দীয়া তরীকা অনুযায়ী ছয় লতিফার জিকির করে তাওয়াজ্জুহ দেয়ার বর্ণনার মধ্যে যে বিষয় লেখা হয়েছে উহা আমি বিস্তারিতভাবে লিখতেছি, যথা–বলা হয়েছে যে, তারকিনকারী নিজের লতিফার মধ্যে জিকিরকে

Scanned by CamScanner

জারি করেছে অর্থাৎ তার এই কামালিয়ত পূর্ব হতেই হাসিল আছে। এখন নিজের লতিফার মধ্যে জিকির জারি করে নিজের সম্পূর্ণ সাহস এবং অন্তরের সমস্ত ইচ্ছার সহিত তালেবের লতিফার মধ্যে ঐ জিকিরকে এ প্রকারে চলবার ইচ্ছা করল যে, প্রথমে নিজের লতিফাকে অন্তরের মধ্যে জিকির জারি করে তালেবের লতিফা কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হয়ে এর মধ্যে ঐ জিকিরকে ফেলবার ইচ্ছা করবে। এই প্রকারে সমস্ত লতিফার মধ্যে এবং তালেবকে জিজ্ঞেস করা হবে যখন তার এক লতিফার মধ্যে জিকির জারি হয়ে যাবে তখন অন্য লতিফার তালিম করবে এবং তাওয়াজ্জুহ দেয়ার মধ্যে দোয়া এবং প্রার্থনায় ওসিলার সহিত শুধু আল্লাহতায়ালার করুণার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর তাওয়াজ্জুহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রভাব এই যে, তালেবের লতিফার মধ্যে এক ঝাঁকুনি অনুভব হবে শিরার ঝাঁকুনির মত। এই প্রকারে নয় যে হাত দ্বারা অনুভব করা যাবে বরং এই প্রকারে যে, লতিফার উপর খেয়াল করবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁকুনির অনুভব হবে। বরং এই অবস্থার উন্নতি হয়ে অন্যটির মুখামুখি সঠিক মশগুর হবার সময় ঐ লতিফা মানুষকে নিজের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ করবে। 'কাওলুল জামীল' কিতাবে লিখিয়াছে যে নকশবন্দীয়ার বুযুর্গদের অনেক রকমের কার্যকলাপ আছে। ঐ কার্যকলাপ হল– সাহস সঞ্চয় করে এবং দিলের সম্পূর্ণ ইচ্ছা দিয়ে কোন মাকছুদ ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া এবং ঐ সাহস অনুপাতে ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া এবং তালেবের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা ও রোগীর রোগ আরোগ্য হওয়া এবং পাপীর উপর এমন তাওয়াজ্জুহ দেয়া যে, সে তওবা করবে এবং লোকের অন্তরে এমন ভাবে কাজ করবে যাতে লোকেরা এরূপ তাদিগকে ভালবাসতে থাকবে ও সম্মান করতে থাকবে এবং মানুষের বোধশক্তিতে কাজ করতে থাকবে, তাতে তাঁদের বোধশক্তিতে বড় বড় বিখ্যাত ঘটনার কথা প্রকাশ পাবে। আর জ্ঞাত হওয়া ওলী-আল্লাহদের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে, তার কোন প্রকারের সম্বন্ধে এবং কি প্রকারের সম্বন্ধ হাসিল হয়েছে। অতঃপর ঐ আল্লাহওয়ালা জীবিত পাকিয়ে হোক কিম্বা মৃত পাকিয়ে হোক আর মানুষের অন্তরে যে সমস্ত ধারণা আছে এবং তাদের বুকে যে সমস্ত কথা উদিত হয় এর উপর জ্ঞাত হওয়া এবং আগত ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবগত হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা অবগত করে দেয়াতে কোন প্রকার অদৃশ্য বাণীর দ্বারা নয়। আর যে সমস্ত বালা-মুসিবত দুনিয়েতে অবতীর্ণ হয়েছে এর রোধ করা। উহা ব্যতীত আর যে সমস্ত কার্যাবলী আছে এর মধ্য হতে কোন কোন কার্যের পদ্ধতি নমুনাস্বরূপ আমি তোমাদিগকে বলে দিতেছি। আর সমস্ত কার্যাবলী যা নকশবন্দীয়াদের মধ্যে ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহদের। বড় বড় বুযুর্গদের নিকট ঐ কার্যাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব রহিয়াছে কিন্তু সমস্ত নকশবন্দীয়ার বুযুর্গদের নিকট যে কার্যাবলী রহিয়াছে সাধারণতঃ সে সমস্ত নকশবন্দীয়া বুযুর্গদের মধ্যে আমল আছে সুতরাং তালেবের

Scanned by CamScanner

মধ্যে তাওয়াজ্জুহর প্রভাব হাসিল হয়। আর তালেবের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবার পদ্ধতি এই মোর্শেদ তালেবের নফসে নাতেফা অর্থাৎ রূহের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হবে এবং নিজের সম্পূর্ণ শক্তিশালী সাহস দ্বারা নিজের রূহ দিয়ে তার রূহকে ধাক্কা দিবে এবং নিজের রূহ তালেবের রূহের সঙ্গে মিলাইবে অতঃপর নিজের সম্বন্ধের মধ্যে ডুবে যাবে অর্থাৎ যে সম্বন্ধ তার হাসিল হয়েছে অন্তরকে খুব ধীরস্থির ও শান্ত করে এর মধ্যে ডুবে যাবে আর এই আমল কখন হবে যখন মোর্শেদের নফস হযরত সূফীদের এখানে যে সম্বন্ধসমূহ নির্দিষ্ট আছে এর মধ্যে যে সম্বন্ধ তার হাসিল আছে। ঐ সম্বন্ধ বরং এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী সম্বন্ধ নফসে নাতেকায় হাসিল হবে, তবে তার পরে তালেবকে তাওয়াজ্জুহ দিবার উপযুক্ত হবে। আর নেসবতের (সম্বন্ধের) বর্ণনা অতিসত্বর বলা হবে ইনশাআল্লাহ। অতঃপর যখন মোর্শেদ এই প্রকারে তাওয়াজ্জুহ দিবে তখন মোর্শেদের নেসবত (সম্বন্ধ) তালেবের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে অর্থাৎ তালেবের যোগ্যতা অনুসারে ঐ তালেবের নফসের নাতেকার দিকে ঐ সম্বন্ধ দৌড়িবে। আর নকশবন্দী বুযুর্গদের মধ্যে কোন কোন বুযুর্গ এই তায়াজ্জুহর সঙ্গে জিকিরকে এবং তালেবের কলবের উপর ঐ জিকিরকে ধাক্কা লাগানকে শামিল করতেছে। আর যখন তালেব বিজয়ী হবে তখন নকশবন্দী বুযুর্গ তালেবের আকৃতিকে খেয়াল করবে এবং তার দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হবে এবং তাকে তাওয়াজ্জুহ দিতে থাকবে। সাহসের বর্ণনা আমি উপরে করেছি, সুতরাং হিম্মত (সাহস)-এর উদ্দেশ্য দিলেন শক্তি আর দিলের ইচ্ছা শক্তিশালী হয়ে গেলে ইচ্ছা এবং অন্বেষণ এরূপ হবে যে, দিলের মধ্যে কোন প্রকার ভয়-ভীতি এবং খেয়াল জাগ্রত হবে না। এই উদ্দেশ্য ছাড়া যেমন পিপাসার্তের পানির অন্বেষণ হয় এবং আমাকে ঐ ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছে যার উপর আমার বিশ্বাস আছে যে, কোন কোন মোর্শেদ নফী ও এসবাতের অর্থাৎ لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু)-এর জিকিরে মশগুল হতেছে। আর لا اله الا الله হতে এ উদ্দেশ্য করে এবং মনে এই বুঝে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহই এই বিপদ দূর করতে পারবে না এবং কেহই রিজিক দিতে পারবে না। আর এই প্রকারে যে সমস্ত বিষয়বস্তু তার সময় এবং অবস্থার অনুপাতে হয় এর আলোচনা করে–আল্লাহ ব্যতীত কেহই কোন কাজ করতে পারে না। অতঃপর তাওয়াজ্জুহ দিবার পদ্ধতি বুঝে আসার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, যখন সত্য মোর্শেদ তালেবের দিকে উপস্থিত হওয়া বা অনুপস্থিত হওয়ার অবস্থায় উল্লেখিত নিয়মে মোতাওয়াজ্জুহ হবে তা হলে তার তাওয়াজ্জুহর তাসির (প্রভাব) তালেবের মধ্যে পতিত হওয়াতে আশ্চর্য কি আছে। এই সমস্ত পবিত্র আল্লাহ তায়ালার কুদরতের কারখানা, তিনি আপন ফেরেশতার দ্বারা, নিজ রসূলের মারফত এবং আপন আউলিয়াদের মাধ্যমে যাকে যেইরূপ ইচ্ছা তার

Scanned by CamScanner

নেয়ামত দান করছেন। বরং যত প্রকার নৈপুণ্য কৌশল কারিগরি এবং বিদ্যা আছে যা ওস্তাদের ওসিলা ব্যতীত শিক্ষা হতে পারে না আর এই কথা এরূপ পরিষ্কার যা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আর একটি কাজের কথা স্মরণ রাখবে–'কাউলুল জামীল' কিতাব হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, অনুপস্থিত মুরিদকে মোর্শেদ তাওয়াজ্জুহ দিতে পারে এরূপ তরীকা কোন কোন সূফীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু অনুপস্থিত মোর্শেদ হতে কিছু জিজ্ঞেস করে পাওয়া এবং তাঁর দিকে মনোযোগ দেয়া এবং তাঁর নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করার তরীকা তাসাউফের কোন কিতাবে সাব্যস্ত নেই, বরং এই প্রকারের কথার অস্বীকার এবং নিষেধ নিঃসন্দেহে তাফসীরে ফাতহুল আজীজ-এর সূরায়ে মোজাম্মেলের এই আয়াতের وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا তাফসীরের মধ্যে আছে। যে প্রয়োজন মনে করবে ঐ কিতাব দেখিয়া নিবে। এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হল–যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে, যে প্রকারে আল্লাহ তায়ালার জিকির এবং স্মরণ করে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায় সেরূপভাবে অন্য সৃষ্টজীবেরও নৈকট্য লাভ করবে কিন্তু ইহা কখনও সম্ভব নয়। এর কারণ–যে প্রকারে নৈকট্য লাভ করতে চায় এর জন্য দুটি বস্তুর প্রয়োজন। প্রথম সমস্ত কিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া অর্থাৎ জিকিরকারীদের দেল এবং জবানের জিকির সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া অর্থাৎ জিকিরকারীদের দেল এবং জবানের জিকির সম্বন্ধে বিভিন্ন জায়গা ও বিভিন্ন সময় হওয়া সত্ত্বেও সে জ্ঞাত আছে এবং প্রত্যেক জিকিরকারীর বোধশক্তিতে ক্ষমতা থাকা আবশ্যক এবং জাকেরের বোধশক্তিতে তাকে ব্যতীত অন্য কাহারো খেয়াল বাকী থাকবে না আর জাকেরের চরিত্র হবে যেমন শ্রবণ করা, দর্শন করা, ধরা, চলা ইত্যাদি। এই সিফতের হুকুম সৃষ্টি করার শক্তি তার হাসিল হবে। আর শরীয়তের পরিভাষায় উহাকে নিকটতম, অবতীর্ণ ও নৈকট্য অর্থাৎ খুব নিকটে হওয়া এবং খুব নিকটে অবতীর্ণ হওয়া বলে আর এই উভয় গুণ পবিত্র আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের জন্য নির্দিষ্ট অন্য কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে ইহা থাকতে পারে না। হাঁ, কাফেরগণ নিজের কোন কোন মাবুদের জন্য এবং মুসলমানদের মধ্যে হতে কোন কোন পীর পূজক নিজের পীরের জন্য প্রথম বস্তু অর্থাৎ এহাতায়ে এলমী (সমস্ত কিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকা) সাব্যস্ত করে অর্থাৎ তাঁরা নিকট ও দূরের কথাবার্তা শুনে এবং জানে। যখন তাদিগকে কেহ স্মরণ করে কিম্বা ডাকে তখন তাঁরা জানে এবং শোনে। এই বিশ্বাসের দরুন নিজেদের প্রয়োজনের সময় তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে কিন্তু কিছুই হয় না। আর ঐ বুযুর্গদের অবস্থা এক নিয়মের উপর থাকে না অর্থাৎ কোন সময় যদি পবিত্র আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে কোন কথা জানতে পারে তবে জানতে পারল আবার কোন সময় জানতেও পারে না। সুতরাং এর উপর কি বিশ্বাস? আর এই এহাতায়ে এলমী না হলে প্রকৃতপক্ষে সন্দেহের

Scanned by CamScanner

মধ্যে নিমজ্জিত হবে। সুতরাং পবিত্র আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের এই বিশিষ্ট গুন যে, নিজের স্মরণকারীদের দিকে অবতীর্ণ হয় এবং নিকটে আসে এবং তার বোধশক্তিকে প্রশস্ত করে দেয়। অতঃপর অন্য কোন বস্তুর সংকুলান ও জায়গা হয় না এবং তার বাতেনী লতিফার উপর জয়ী হয় অর্থাৎ তার বাতেনের মধ্যে শুধু আল্লাহ তায়ালার ধ্যান-ধারণা হয়ে যায় এবং তার আত্মায় শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্ দৃষ্টি আসিতে থাকে আর তার মধ্যে প্রকৃত ঘটনা নিকটবর্তী হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে লাভের আত্মার হুকুম ধরিয়া নেয় আর যে সম্বন্ধ রূহের শরীরের সঙ্গে হয় উহাই নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তার রূহের সঙ্গে হয়ে যায়। আর অন্যান্য মখলুকাত যদিও রূহানিয়েত প্রথমতঃ তাদের এলমে মুহীত (সর্বত্র জ্ঞান) হাসিল নয় যে প্রত্যেক জিকিরকারীর জিকিরের খবর জানতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ তাদের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, জিকিরকারীদের রূহের উপর জয়ী হবে এবং তাদিগকে নিজের কাবুর মধ্যে নিয়ে নিবে, কেননা অন্যান্য মাখলুকাতের (সৃষ্ট জীব) এক কাজে মনোনিবেশ করা এবং অন্য কাজ হতে বিরত থাকতে হয়। আর আল্লাহ তায়ালাকে কোন কাজ অন্য কাজ হতে বিরত রাখতে পারে না। এই সমস্ত বিষয়ে অনেক আয়াত এবং হাদীস বিদ্যমান রহিয়াছে। সবগুলি লেখা সম্ভব নয়। উহা খুবই প্রসিদ্ধ। এজন্যই এই তাফসীরের বিষয়বস্তুর উপরই যথেষ্ট করেছি যেহেতু শরীয়তের মধ্যে এই কথাই প্রসিদ্ধ ছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ দূর হতে শুনিতে পায় না এবং অন্যকে দুর হতে ডাকা জায়েজ নয়। এজন্যই সন্দেহ ছিল যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দূর হতে ডেকে বলা।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

সম্ভবতঃ নিষেধ ছিল। সুতরাং হযরত (সঃ) উহাকে বর্ণনা করে দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতা ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয় এবং চলাফেরা করে এবং আমার উম্মতের সালাম পৌছাইয়া দেয়। এই বিষয়ে কয়েকটি হাদীস মেশকাত ইত্যাদি হাদীসের কিতাবে বিদ্যামান আছে। একথা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য খাস (নির্দিষ্ট)। আর এরূপ সম্ভাষণ করে ডাকা যেমন চিঠিপত্রের মধ্য সম্ভাষণ করে। এরূপ সম্ভাষণ করা শুধু নামাজ সালামের মধ্যে জায়েয আছে, অন্য বিষয়ে এরূপ সম্ভাবনা জায়েয নয়। অন্য লোকের অনুপস্থিত অবস্থায়, চাই সে জীবিত হোক কিম্বা মৃত হোক, কেননা ইহা কোরআন হাদীস আকায়েদ ফেকাহ তাসাউফ কোথাও এ কথা সাব্যস্ত নেই। আর তাসাউফের কিতাবে সাধারণ নিয়ম নির্দিষ্ট আছে, যে অবস্থা সম্বন্ধে কোরআন-হাদীসে কোন প্রমাণ নেই সুতরাং উহা বাতিল। যে ব্যক্তি এরূপ দাবী করবে যে, আমার অনুপস্থিতিতে

Scanned by CamScanner

মুরিদ যখন দূর হতে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে তখন আমি জ্ঞাত হয়ে যাই, এরূপ লোক কখনও সূফী হতে পারে না। আর এই দেশে এরূপ কথা শুনতে পাই যে, কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে, যখন তালেব নিজের অনুপস্থিত মোর্শেদের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হয় তখন মোর্শেদ কি করিয়া জানতে পারে? তখন সে ব্যক্তি উত্তর দিল, এক সময় আমার বুকের মধ্যে খসখস শব্দ বোঝা যাচ্ছিল যেমন মেয়েলোকের বুকে দুধ আসিবার সময় বোঝা যায়। তখন আমি বুঝতে পারলাম হয়ত বা কোন তালেব আমার দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হয়ে থাকবে। সুতরাং এই কথা যেমন ছেলেমেয়েদিগকে সুঁসলাইবার মত এবং ইহা-ঐরূপ কথা যেমন মেয়েলোকদের হিঁচকি আসিলে বলে থাকে, কোন লোকে হয়ত তোমাকে স্মরণ করেছে। মোটকথা হযরত সূফীদের নিকট এই রকমের প্রমাণ ব্যতীত কথাবার্তার কোন গুরুত্ব নেই। এদের মর্যাদা দুধ ও শরবতের মত যেমন সম্মুখে বোঝা যাবে ইনশাআল্লাহ। অতএব, তাওয়াজ্জুহ দিবার পদ্ধতি যা কার্যকরী ছিল উহা আমি 'ফাতহুল জামীল' কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি এবং অন্যান্য কার্যাবলী হযরত নকশবন্দী হতে উল্লেখ আছে। সুতরাং উহা এবং এর পদ্ধতি যার জানার প্রয়োজন আছে সে 'ক্বাওলুল জামীল' কিতাব দেখিয়া নিবে।

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এগারটি শব্দের বর্ণনা যার উপর নকশবন্দীয়া তরীকার বুনিয়েদ

নকশবন্দীয়া তরীকার বুযুর্গদের পরিভাষায় কতকগুলো এমন শব্দ আছে যার উপর তাঁদের তরীকার বুনিয়াদ এবং ভিত্তি। সুতরাং এর মধ্যে কোনো কোনো বিষয় হতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তাঁদের কার্যাবলীর দিকে আর কোন কোন বিষয় দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তাঁদের কার্যাবলীর প্রভাবের শর্তের উপর অর্থাৎ এই বিষয় দ্বারা এই কার্যের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবে। যেহেতু ঐ শব্দগুলি সমস্ত মোরাকাবার মধ্যে কাজে আসিবে এজন্যই আমি ঐ সমস্ত প্রকারের জিকির এবং 'ক্বাউলুল জালীল' কিতাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। ঐ শব্দগুলি হল–হুশ দরদম, নজর বর কদম, সফরদর ওতন, খালওয়াত দর আঞ্জুমান, ইয়াদ করদ, বাজে গাস্‌ত, নেসাহ দাশ্‌ত, ইয়াদ দাশ্‌ত–এই আটটি শব্দ হযরত খাজা আব্দুল খালেক গজদাদানী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে। তাঁর পর আরো তিনটি শব্দ বর্ণিত হয়েছে। হযরত খাজা মোহাম্মদ নকশ-বন্দী বোখারী (রঃ) হতে এই শব্দগুলি বর্ণিত হয়েছে– ওকুফে জবানী, ওকুফে কলবী, ওকুফে আদাদী। এখন সমস্ত শব্দগুলির অর্থ শোন– 'হুশ দরদম'-এর অর্থ প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় জাগরিত থাকবে এবং প্রত্যেক শ্বাসের সময় নিজের দেহের খবর রাখবে–সেকি গাফেল না জিকিরকারী অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে একেবারে ভুলে গেছে, না স্মরণ করতেছে এই শ্বাসটি কি সে অমনোযোগী অবস্থায় করেছে না আল্লাহ তায়ালাকে হাজের নাজের জানিয়েছে এবং পাপের মধ্যে কাটাইয়াছে না বাধ্যতার মধ্যে কাটাইয়াছে? আর হুশদরদমকে মোহাছেব বলা হয়ে থাকে। ইহাই আস্তে আস্তে হুজুরীর মকামে পৌছিবার সর্বদার রাস্তা অর্থাৎ এই শোগলের (কার্যের) দ্বারা তার সর্বদাই মনে থাকবে যে আল্লাহ তায়ালা আমার নিকটে আছে। আর ইহা প্রত্যেক শ্বাসের সময় নিজের দেহের অন্বেষণে থাকা প্রাথমিক অবস্থার জন্য। মধ্যম ব্যক্তি কিছু সময় দেরি করে নিজের দেহের খবর নিবে, যেমন–এক এক ঘন্টার পর খোঁজ করবে এর মধ্যে অমনোযোগিতা এসেছে কিনা। অতঃপর যদি শিথিলতা এসে থাকে তবে আস্তেগফার করবে এবং ভবিষ্যতে এই রূপ শিথিলতাকে দূর করবার জন্য পাকা এরাদা করবে। এভাবে করতে থাকবে এমনকি এরূপ মর্যাদায় পৌছে যাবে যে, প্রত্যেক সময় ঐ পবিত্র আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতির

Scanned by CamScanner

স্মরণ থাকবে। আর ইহা দেরি করে তালাশ করবার যে নিয়ম রহিয়াছে তাকে ওকুফে জবানী বলে। হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ যখণ দেখিলেন যে, প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় এলেম ইহতে এলেমের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হওয়া অর্থাৎ প্রত্যেক শ্বাসের সময় হুজুরীর খেয়াল রাখা—আমার তাঁর হুজুরীর ইলেম আছে এবং খেয়ালও আছে এরূপ না হলে মধ্যম অবস্থার মানুষের হালকে পেরেশান করবে কেননা তার উপযুক্ত হল আল্লাহর দিকে তাওয়াজ্জুহর মধ্যে ডুবে যাওয়া। এরূপভাবে তার তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ্‌র মধ্যে বাধা না পড়ে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় যদি ঐ তাওয়াজ্জুহ হওয়াকে জানতে পারবে তবে এর মধ্যে কোনো প্রকার পেরেশানী হবে না। আর হুশদরদম-এর কাজ কামেল হলে বাসিরাত (অন্তর্দৃষ্টি) হাসিল হয়। আর বাসিরাতের অর্থ সম্মুখের দিকে আলোচনা করিব ইনশাআল্লাহ তায়ালা। 'নজরবর কদম'-এর অর্থ সালেক অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের রাস্তায় গমনকারীর উপর ইহা ওয়াজিব এজন্য যে, সে গমন করবার সময় পা ব্যতীত অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করবে না এবং বসিবার সময় শুধু নিজের সম্মুকের দিকে দৃষ্টিপাত করবে কেননা বিভিন্ন প্রকারের নকশার দিকে এবং রঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা তার হালকে খারাপ করে দিবে এবং তার রাস্তা হতে দূরে সরাইয়া দিবে আর ইহা দেখা মানুষের শব্দ এবং কথাবার্তা শুনার হুকুমের অন্তর্গত এবং ইহা প্রাথমিক স্তরের লোকদের জন্য। কিন্তু শেষ স্তরের লোকদের জন্য ওয়াজিব হল সে তার হালের উপর চিন্তা এবং ধ্যান করবে যে, সে কোন নবীর অনুসরণ করে কেননা কোন কোন আউলিয়া মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদানুসরণ করে চলে যেহেতু তাঁর মধ্যে সমস্ত কামালিয়াত পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। আবার কোন কোন আউলিয়া মূসা আলাইহিস্ সালামের পদানুসরণ করে। সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি যে নবীর পদানুসরণ করিয়া চলবে তার মধ্যে সেই নবীর স্বভাব এবং চাল-চলন প্রভাবিত হইবে যেমন হযরত মূসা আলাইহিসসালাম-এর পদানুসরণ করে যে ব্যক্তি চলবে তার আল্লাহ তায়ালার উপর এরূপ তাওয়াক্কুল হবে যে, সামান্য কথাটুকু পবিত্র আল্লাহ তায়ালার নিকট জিজ্ঞেস করবে। আর যে ব্যক্তি হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর পদানুসরণ করবে তার আল্লাহ তায়ালার উপর এই পরিমাণ তাওয়াক্কুল হবে যে, বড় বড় প্রয়োজনের সময়ও কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না আর মনে করবে حسبی من سوالی علمه بحالی অর্থাৎ আমার জিজ্ঞেস ইহাই যথেষ্ট যে, আমার অবস্থা সম্বন্ধে আমার প্রভু ওয়াকিফহাল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যার পদানুসরণ এরূপ যখন এই অবস্থা জানিবে তখন তার কর্তব্য তার সমস্ত হালাত

Scanned by CamScanner

এবং সমস্ত আমল ও কাজ-কর্ম তাঁর হালের মোয়াফেক অনুযায়ী করবে। আর 'ছফর দর ওতন'-এর অর্থ মানুষের স্বভাবের মধ্যে যা মন্দ ও ত্রুটিযুক্ত উহা হতে ফেরেশতার চরিত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যা খুবই উৎকৃষ্ট ও ভাল। ভাল লোকের সৎচরিত্র ও চাল-চলনকে ফাজিলাহ বলা হয়ে থাকে এবং ত্রুটিপূর্ণ এবং মন্দ স্বভাব ও খারাপ চাল-চলনকে রাজিনা বলা হয়। সুতরাং সালেকের উপর ওয়াজিব নিজের দেহের অনুসন্ধানে থাকবে– তার মধ্যে সৃষ্টির মহব্বত অবশিষ্ট আছে কি না। কাজেই যখন জানতে পারবে যে, তার মধ্যে কি পরিমাণ মহব্বত অবশিষ্ট আছে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতি মহব্বত এইভাবে হবে যে–আল্লাহ তায়ালার মহব্বত এর উপর জয়ী হবে। আর ছেলে মেয়ের, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন, মোজতাহেদীন শরীয়ত, পীরানে তরীকত, ওলামা, ছোলাহা এবং নিজের মুর্শিদের মহব্বত যা আছে উহা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার মহব্বত উল্লেখিত সমস্ত মহব্বতের উপর জয়ী থাকবে। আর রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহব্বত যা আল্লাহ তায়ালার জামাল ও অনুগ্রহের আয়নাস্বরূপ প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লাহর সঙ্গে দোস্তী ও মহব্বত। সুতরাং যখন কোন সৃষ্টির মহব্বত আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের উপর জয়ী পাবে কিম্বা কোন মন্দ কাজের মহব্বত অন্তরে স্থান পাবে তা হলে প্রথম হতে তওবা করবে এবং মনে করবে এখনও তার মধ্যে অন্য মহব্বত আছে। অতঃপর সে বলবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ আমি নিজের মন হতে অমুক বস্তুকে সম্পূর্ণ-ভাবে দূরীভূত করেছি এবং এর স্থানে আল্লাহতায়ালার মহব্বত যথা-স্থানে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর অনুসন্ধান করা এজন্য বলা হয়েছে যে, অন্তরের মধ্যে মহব্বতের অনেক প্রকার রং অপ্রকাশ্য আছে উহা প্রকাশ করা সম্ভব নয় কিন্তু অত্যধিক অনুসন্ধান করে বের করা যেতে পারে। সালেকের উপর ইহাও ওয়াজিব যে–তার মধ্যে কি পরিমাণ হিংসা-বিদ্বেষ ও কিনা হাসাদ আছে কিংবা কারো উপর কোন সমালোচনা আছে কি-না। সুতরাং এ সমস্ত বিষয় যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তা হলে সে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ সর্বদা বলতে বলতে ঐ সমস্ত বিষয়গুলো দূর করবে।

'খালওয়াত দর আঞ্জুমান'-এর অর্থ সর্বাবস্থায় যেমন– পড়াইতে, কথাবার্তা বলতে, ক্রয়-বিক্রয়, খাওয়া-দাওয়া, হাঁটাচলা, বসা ইত্যাদি অবস্থায় অন্তরকে আল্লাহর দিকে মশগুল রাখবে। সুতরাং সালেকের উপর ওয়াজিব আল্লাহর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হাসিল করা। যেমন হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বলেছেন,

Scanned by CamScanner

আল্লাহ তায়ালার এই কালাম رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ। এই কথার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ "লোক ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের সময় আল্লাহর স্মরণ হতে কখনও গাফেল হবে না।" বরং সত্য কথা বলতে ফকিরের চাল-চলন এবং পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করে সর্বদা অন্তরকে আল্লাহর মধ্যে মশগুল রাখা–এর মধ্যে অধিকাংশ রিয়া এবং লোক দেখান ভাবের সন্দেহ থাকে। সুতরাং চাল-চলন হবে এলেমের চাল-চলন এবং সাধুতার। ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর মহব্বত এবং অন্তর সর্বদা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে থাককতে হবে। আর 'ইয়াদ করদ'-এর অর্থ আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করবে নফী এছবাতের সহিত অর্থাৎ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। -এর সাথে কিংবা শুধু এসবাতের সাথে অর্থাৎ اللّٰه। শব্দ দ্বারা স্মরণ করবার অর্থ, যে জিকির মোর্শেদের নিকট হতে শিক্ষা লাভ করেছে উহা সর্বদা বারবার পড়তে থাকবে, এমনকি অন্তর সর্বদা আল্লাহ তায়ালার হুজুরে হাজির থাকবে আল্লাহর মহব্বত এবং তাঁর সম্মানের কারণে। এজন্যই স্মরণকে অমনোযোগীর প্রতিরোধ বলা হয়েছে। আর "বাজগাশত"-এর অর্থ যখন জিকির করতে বসবে তখন জিকিরের প্রত্যেক বৈঠকে এক খন্ডের পরে তিনবার কিম্বা পাঁচবার মোনাজাতের দিকে প্রত্যাগমন করবে যেমন এক ঘণ্টা কিম্বা এক প্রহর জিকির করবে। আর "আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহ"র নিকট এই প্রকারে দোয়া করবে যেন নিজের সমস্ত মনের এবং অন্তরের ইচ্ছা প্রকার করতেছ–

يا رب انت مقصودى وتركت الدنيا والاخرة لك اتمم على نعمتك وارزقنى وصولك التام ـ

অর্থাৎ "হে খোদা! তুমিই আমার মকছুদ (উদ্দেশ্য) এবং তোমার সন্তুষ্টিই আমার মনের উদ্দেশ্য এবং তোমার জন্যই দুনিয়া এবং আখেরাতকে ত্যাগ করেছি। তুমি আমার উপর তোমার নেয়ামত ও অনুগ্রহ পুরা কর। উহা যেন আমার নসিবে পুরাপুরিই মিলে।" হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলবী (কুঃ রুঃ) 'কাউলুল জামীল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আমি আমার পিতা (কুঃ রুঃ)-কে বলতে শুনেছি জিকিরের মধ্যে ইহা বড় শর্ত, সুতরাং সালেকের জন্য ইহা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, সে উহা হতে অমনোযোগী থাকবে এজন্য যে, আমি যা কিছু লাভ করেছি ঐ মোনাজাতের বরকতেই লাভ করেছি। এই অধম পরীক্ষা করে দেখিয়াছে প্রাথমিক অবস্থায় লোক চক্ষু বন্ধু করিলে এই মোনাজাতের মধ্যে

Scanned by CamScanner

ধ্যান করা সহজ মনে হবে। হযরত মাওলানা শঅহ আবদুর আজিজ মোহদ্দেসে দেহলবী (কুঃ রুঃ) এ বিষয়ের উপর নোট লিখেছেন যা খুবই উপকারী। উহা হল—যখন জিকিরকারী কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ অন্তরের সহিত বলিবে। অতঃপর এইরূপে বলিবে যেমন উপরের দোয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে—ইলাহী তুমিই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, তোমার সন্তুষ্টিই আমার একমাত্র কাম্য অর্থাৎ এই জিকিরের দ্বারা তুমিই উদ্দেশ্য। এই কালেমা প্রত্যেক নেক ও বদ-ধারণাকে ধ্বংস করে দেয় তাতে সর্বদা ইখলাসকে তাজা করে জিকিরকে খালেস করে। তাতে বাতেন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সমস্ত কিছু হতে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর যদি জিকিরকারী এমন ইখলাস না পায় তবে উল্লেখিত দোয়াকে মোর্শেদের অনুকরণে আমল করতে থাকবে। তা হইলে মোর্শেদের বরকতে ইনশাল্লাহ ইখলাছ হাসিল হয়ে যাবে। পশ্চাদ্ধাবন হতে ইখলাছ হাসিল করা এজন্য জিকিরের মধ্যে বড় শর্ত সাব্যস্ত হয়েছে যে জিকিরকারীর দেলে ওয়াসওয়াসা আসে। আনন্দ চিত্তের জন্য অর্থাৎ তার জিকির করার জন্য যে আনন্দ হাসিল হয় এর উপর অপারগ হয়ে যায় উহাকেই জিকিরের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে। প্রকৃতপক্ষে তার জন্য ইহা বিষ হতেও ক্ষতিকারক। আর নেগাহদাস্তের অর্থ হল—অন্তরের ভীতি ও মনের ওয়াসওয়াসাকে দূর করবে এবং উহা অন্তর হতে বের করে ফেলবে। হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রঃ) বলেছেন—ছালেকের জন্য ইহা জরুরী এজন্য যে, ঐ ভয়-ভীতি যখন প্রথম আরম্ভ হয় তখনই উহাকে দমন করবে। কারণ যখন ঐ ভয়-ভীতি এবং খেয়াল প্রকাশ হয় তখনই মন ঐ দিকে উঁকি মারে এবং ঐ ভয়-ভীতি মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে ফলে উহাকে বের করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াইবে। সুতরাং এই হল ভয়-ভীতি এবং ওয়াসওয়াসা হতে মনকে খালি করবার প্রকৃত রাস্তা এবং হাসিল করবার পথ।

'ইয়াদ দাস্ত'-এর অর্থে আল্লাহ্‌পাকের জ্ঞাতের হাকিকতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা প্রত্যেকেই ইবাদত করে সেই দিকে মোতওয়াজ্জুহ হবে। এই মোতাওয়াজ্জুহ শব্দ হতে এবং সমস্ত ধ্যান-ধারণা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। সত্য বলতে গেলে এই বিষয় ঠিক হবে না কিন্তু সম্পূর্ণ ফানা এবং বাকার পরে অর্থাৎ ফানা এবং বাকার মকাম হাসিল করবার পর এই বিষয় ঠিক হতে পারে। সুতরাং ইহাই ইয়াদ দাস্ত। আর 'কুয়তে জবানী'-র অর্থ হুশ দরদম-এর মধ্যে লেখা হয়েছে। 'ওকুফে আদাদীর অর্থ নফী-এসবাতের জিকিরের মধ্যে তাদের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রাখবে। নফী এসবাতের জিকিরের পদ্ধতি

Scanned by CamScanner

নকশবন্দীয়া তরীকার বর্ণনার মধ্যে লিখিব। আর তাদের সংখ্যার মধ্যে বাতেনকে গরম করতে ও দেলের ইচ্ছাকে একত্র করতে এবং এশককে উত্তেজিত করতে আর নফসের ওয়াসওয়াসা এবং খেয়ালাতকে দূর করতে আশ্চর্য গুন ও স্বভাব আছে। আর 'ওকুফে কলবী'-র অর্থ কলবের দিকে তাওয়াজ্জুহ রাখা অর্থাৎ কলবকে যা আল্লাহ তায়ালা মানুষের বাম স্তনের নীচে রাখিয়াছে এর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হওয়া এবং এর ভালর জন্য চেষ্টা করা। হাদীস শরীফে প্রমাণ আছে, দেলের পরিষ্কার আল্লাহর জিকিরের দ্বারা হয়, অপর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হওয়ার মধ্যে এই হেকমত রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এই নিয়মে সৃষ্টি করেছেন যে, উদ্দেশ্য ও দিকের প্রতি এবং আওয়াজ শোনার দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হয়ে থাকে, এমনকি তার মনের মধ্যে কথার্বাতা ও ভয়-ভীতি ঘুরিতে ফিরিতে থাকে। সুতরাং এই মোতাওয়াজ্জুহ হওয়া এজন্য নির্দিষ্ট করেছেন যে, শুধু এক দেলের দিকে খেয়াল থাকবে এবং আরো অন্যান্য প্রকার ধ্যান-ধারণা বের হতে আসিতে না পারে। আর অনেক ধ্যান-ধারণা ছাড়িয়া একদিকে মোতাওয়াজ্জুহ হবার অভ্যাস এসে যাবে। তাতে ঐ সিঁড়ি হতে আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হবার কোঠায় পৌছে যাবে অর্থাৎ দেলের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হওয়া হতে শুধু আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হয়ে যাবে।'

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

নবম পরিচ্ছেদ

মোরাকাবার বর্ণনা

হযরত সূফীগণের পরিভাষায় মোরাকাবা বলে ধ্যান এবং কল্পনাকে যেমন ভূমিকার মধ্যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর 'কাওলুল জামীল' কিতাবের হাশিয়ার মধ্যে লেখক বলেছেন, মোরাকাবার হাকিকত হল, যে সমস্ত শক্তি দ্বারা অনুভূতিসম্পন্ন সমস্ত মুখ দিয়ে হক তায়ালার সিফতের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হয়ে যাবে কিম্বা দেহ হতে রুহ পৃথক হওয়ার অবস্থার দিকে কিম্বা এর মত অন্য কোন বস্তুর দিকে যেমন বুদ্ধি, ধারণা, খেয়াল এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ঐ মোতাওয়াজ্জুহ হওয়ার অনুগত হয়ে যাবে যে বস্তু বোধগম্য নয় সুতরাং বোধগম্য ব্যতীত জানা যাবে। আর মাহছুছ বলে ঐ বস্তুকে যা পঞ্চইন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রবণ-শক্তি, দর্শন-শক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, স্বাদগ্রহণ-শক্তি, ধরার শক্তি দ্বারা বুঝা যায়। আর গায়ের মাহছুছ যা এই পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝা যায় না। যেমন মৃত্যু ইন্দ্রিয় শক্তিদ্বারা বুঝা যায় না। যখন চক্ষু বন্ধ করে কেহ কল্পনা করে যে, আমার আত্মা বের হয়ে গেছে। চক্ষু এভাবেই রয়েছে এবং মুখ খোলা পড়ে রয়েছে তখন তার এক প্রকারের মৃত্যু বোধগম্য ব্যতীত জ্ঞাত হবে। যখন একথা বুঝে এসে গেল এবং খুব মনে গেঁথে নিল তখন সকর প্রকার মোরাকাবা করা ইনশাআল্লাহ সহজ বলে মনে হবে। তাই উহা আল্লাহ তায়ালার হুজুরী এবং নৈকট্য কিম্বা দেখার মোরাকাবা হোক। নফী এবং ইয়াদ দাস্তের কিম্বা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের কিম্বা পরমুখাপেক্ষী না হওয়ার ইত্যাদি সমস্ত কিছুর নিয়ম ইহাই। মোরাকাবার হাকিকতের এই বর্ণনা সমস্ত তরীকা অনুযায়ী যে তরীকার মোর্শেদ যে মোরাকাবা তালিম দিবে এর হাকিকত ইহাই। আর কোন মূর্খ লোক বলে থাকে যে, বস্তুর আকৃতি দেখা যায় নেই, কি করে এর কল্পনা আসিবে। সুতরাং এর জওয়াব হয়ে গেছে আর লোকের ধ্যান-ধারণা বোধগম্য বস্তুর মধ্যে আর ঐ মোরাকাবার মধ্যে যা আছে সুতরাং এর পার্থক্য পরিষ্কার প্রকাশ হয়ে গেছে। আর মোরাকাবার হাকিকত খুব বুঝে আসার জন্য ইমাম কাশিরীর কিতাবের বিষয়বস্তুই যথেষ্ট। ঐ রেসালার মধ্যে লিখিত আছে যে, ইবনে এমন (রাঃ) কোন এক সফরে ছিলেন। তিনি একটি ছেলেকে বকরী চড়াইতে দেখিলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি ইহার মধ্যে হতে একটি বিক্রয় করবে? তখন যে বলিল এই সমস্ত বকরী আমার নয়। তখন ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি তোমার মনিবকে বলিবে যে, এর মধ্য হতে একটি বকরী নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন বালকটি বলিল

Scanned by CamScanner

فاين الله। অর্থাৎ আল্লাহ কোথায় গেছেন? হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঐ কথা পুনঃপুনঃ বলতে লাগিলেন। উত্তরে ঐ বালকটি বলিল, অতঃপর আল্লাহ কোথায় গেছে। অর্থাৎ ঐ বালকটির যা আল্লাহ নিকট আছে এবং সঙ্গে মওজুদ হবার মোরাকাবা কামেল হাসিল হয়েছে, এই কারণে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তার কথার মধ্যে খুব প্রভাব বুঝা যেতেছিল এবং উহা বলার মধ্যে খুব স্বাদ পাইয়াছে আর এই স্বাদের কারণে এই কথা বারবার বলতে থাকতেন। ঐ রেসালার মধ্যে আছে কোন মাশায়েখ ছিলেন, তাঁর অনেক ছাত্র ও মুরিদ ছিল। তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তির প্রতি তিনি নির্দিষ্ট করে মোতাওয়াজ্জুহ হতেন এবং অন্য মুরিদ হতে তার উপর বেশী তাওয়াজ্জুহ দিতে থাকতেন। অতঃপর লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করল। তখন শেখ উত্তর দিল, এর কারণ আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করতেছি। তারপর তিনি প্রত্যেক মুরিদকে একটি করে চড়ুই পাখি দিলেন এবং প্রত্যেককে বলে দিলেন ইহাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যবেহ করবে যেখানে আর কোন লোকে না দেখে এবং সেই মুরিদকেও একটি চড়ুই পাখি দেয়া হল। তারপর সকলেই চলে গেল এবং সকলেই চড়ুই পাখি যবেহ করে শেখের নিকট ফিরিয়া এল। উক্ত মুরিদ জীবিত চড় ই নিয়ে এল। তখন শেখ তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি যবেহ কর নেই কেন? মুরদি উত্তর দিল—আপনি আমাকে আদেশ করেছেন—এমন জায়গায় উহাকে যবেহ করবে, যেখানে কোন লোকে না দেখতে পারে। সুতরাং আমি এমন জায়গা পাই নেই, যেখানে কেহ দেখিবে না। তখন শেখ বললেন—এই কারণেই আমি তার প্রতি বিশেষভাবে তাওয়াজ্জুহ করে থাকি।

উপকার ঃ এখন আমি 'কাউলুল জামীল' হতে একটি মোরাকাবা সম্বন্ধে লিখতেছি। এইভাবেই সমস্ত মোরাকাবাকে ধারণা করে নিবে। উহা এই–নাভির নীচে শ্বাসকে খুব সহজে বন্ধ করবে অর্থাৎ যেমন ধ্যান করিলে হয় তেমনভাবে শ্বাসকে খুব নরমভাবে বন্ধ করবে। তারপর নিজের সমস্ত অনুভূতি দ্বারা অর্থাৎ নিজের সমস্ত বুদ্ধি দ্বারা ঐ অর্থের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হবে যা শুধু একা এবং প্রাথমিক, যাকে প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর নাম বলিবার সময় ধ্যান করে। কিন্তু এমন লোক খুবই কম যে ঐ মোজাররদ ও বাছিত শব্দের অর্থকে ঐ শব্দ হতে খালি করতে পারে অর্থাৎ ঐ শব্দের অক্ষর এবং আওয়াজের খেয়াল বাকী থাকবে না বরং শুধু ঐ শব্দের অর্থের খেয়াল বাকী থাকবে অর্থাৎ জাতে পাকের খেয়াল বাকী থাকবে। তাতে তালেব এই কথার জন্য চেষ্টা করবে যে, ঐ বাছিত অর্থকে শব্দ হতে পৃথক করবে। এবং এই অর্থের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হবে। আলহামদুলিল্লাহ! এ অধমের জন্য এ মোরাকাবা অনেক সহজ হয়ে গেছে। এখন কোন কোন সময় শব্দ এবং অক্ষরের খেয়াল মুশকিল বুঝা যায়। আর কোন

Scanned by CamScanner

কোন লোক হতে এই প্রকারের অনুভূতি হতে পারে না, তা হলে এরূপ লোকদের দোয়া করবার আদেশ করে। আর দোয়া করবার নিয়ম এই যে, সর্বদা অন্তর আল্লাহ তায়ালার দিকে রেখে দোয়া করতে থাকবে এ বাক্যগুলো দ্বারা–

يا رب انت مقصودى قد نبررت اليك عن كل ما سواك ـ

অর্থাৎ "হে প্রভু! তুমিই আমার মাকছুদ। তুমি ব্যতীত অন্য সমস্ত বস্তু হতে আমি সম্পূর্ণ সম্পর্ক হীন হয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হলাম।" এরূপ মোনাজাত দ্বারা তাঁর নিকট দোয়া করবে। আর যদি কোন মাশায়েখ এরূপ ব্যক্তিকে আদেশ করে শুধু নিরালা এবং নির্জনের খেয়াল করবে। যেমন নফীর মধ্যে হয় কিংবা নিরালা শুধু সাদা নুরের খেয়াল করবে। তাতে এরূপ খেয়াল করতে করতে তালেব উল্লিখিত তাওয়াজ্জুর মধ্যে পৌছে যাবে অর্থাৎ এ বাছিদ অর্থকে শব্দ হতে পৃথক করে ঐ অর্থের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হয়ে যাবে। আর কোন কোন মাশায়েখ সালেককে আদর্শ করে নিজের দিলের উপর খেয়াল করবে এভাবে যে, তার উপর স্বর্ণাক্ষরে আল্লাহর নাম লেখা আছে। এই মোরাকাবার দ্বারা ইহাই উদ্দেশ্য যে, সমস্ত দিক হতে দিলের খেয়াল একত্র করে তাদের মধ্যে জাত পাকের খেয়াল বাকী থেকে যাবে। এই সমস্ত মোরাকাবার তরীকা হযরত নকশবন্দীয়া তরীকার অনুপাতে লেখা হয়েছে। আর সিরাতিল মোস্তাকিমের মধ্যে ওয়াহদানিয়েতের যে মোরাকাবা লেখা হয়েছে এর দ্বারা এই কথাই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় অর্থাৎ সমস্ত দিক হতে দেলের খেয়াল একত্র হয়ে ঐ জাত পাকের খেয়াল বাকি থেকে যায়। আর ওয়াহ্দানিয়েতের মোরাকাবার তরিকা জিকিরের পরিচ্ছেদে বুঝিতে পারবে।

উপকার: মোরাকাবা কোরআন শরীফের তেলাওয়াতের কিছু হেদায়েতের বর্ণনার মধ্যে বুঝা গেছে। এখন শেখ আবদুল হক (রঃ)-এর শরহে জযরী এবং তাফসীরে ফাতহুল আজিজের মোয়াফেক কিছু শোন। যখন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে তখন দিলের হুজুরীর সহিত তাজবিদের ফায়দা অনুযায়ী আওয়াজ পাতলা এবং সুন্দরের সহিত আরবের লেহানের সহিত কেরাত করবে, তাতে গাফিলতের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং দেলের মন্দ ধারণাসমূহ দূর হয়ে যাবে। এই অবস্থায় নিজের কান নিজের মুখের নিকট করবে এবং নিজের দিলকে নিজের কানের নিকট করবে। আর এই জায়গায় দুইটি অবস্থাঃ প্রথম এই খেয়াল করবে যে, আল্লাহ তায়ালার মুখামুখি দাঁড়িয়েছি এবং আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেছি আর ঐ পাক জাত এই কোরআন শরীফকে শ্রবণ করতেছে। তখন এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি অস্থিরতা প্রকাশ করা,

Scanned by CamScanner

কান্নাকাটি করা এবং ইখলাসের সহিত দোয়া করতে থাকবে। আর দ্বিতীয় অবস্থা এই–নিজের দেলের চক্ষু দ্বারা দেখবে যে, যেমন তার প্রভু নিজের দয়ার দ্বারা তার দিকে সম্বোধনকারী হিসেবে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেছে। আর এ ব্যক্তির অবস্থা এ জায়গায় লজ্জা এবং সম্মানের। আর এর উপর এক মর্যাদা আছে। উহা জানা খুবই কঠিন, হাঁ কোন কোন ক্বারীদের জন্য সহজ উপায় এই যে, কালামের মধ্যে আলোচনাকারীদের দিকে দেখবে, নিজের দিকে দেখবে না এবং নিজের কেরাতের দিকেও না। আর এ অধম যা জানতে পেরেছে তা হাক্কুল একিনের অবস্থা যা ফানা এবং বাকার পর হাসিল হয়। আর হাকিকত হাক্কুল এবং মকামের বর্ণনার মধ্যে আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ তায়ালা। আর এলমুল এল্‌ম কিতাবে লিখিয়াছে কোরআন শরীফের কেরাতের সর্বনিম্ন মর্যাদা এই যে, ক্বারী নিজের অন্তরে বুঝিবে যে, আমি আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে পড়তেছি আর দ্বিতীয় মর্যাদা এই যে, ক্বারী এরূপ মনে করবে যে, আল্লাহ তায়ালা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেছেন অর্থাৎ উহা আল্লাহ তায়ালার কালাম। আল্লাহ হতে শুনতেছে। তৃতীয় মর্যাদা এই যে, কালামকারীদেরকে এবং তার সিফত ও কার্যাবলীকে ক্বারী দেখবে। এই তৃতীয় মর্যাদা সিদ্দীকিনদের জন্য আর প্রথম এবং দ্বিতীয় মর্যাদা আসহাবুল ইয়ামিনদের জন্য।

উপকার ঃ সিদ্দীকিনদের বর্ণনা 'তা'আবরুফ' এর মধ্যে লিখিত আছে যে, ইবনে আতা বলেছেন, তিনটিরই উচ্চ সম্মান আছে আর এ তিনটির যা সর্বনিম্ন মর্যাদা তা সিদ্দীকিনদের উচ্চ মর্যাদা। সিদ্দীকিনদের যা সর্বনিম্ন মর্যাদা উহা শহীদদের উচ্চ মর্যাদার সমান আর শহীদদের যা সর্বনিম্ন মর্যাদা উহা সালেহীনদের উচ্চ মর্যাদা আর সালেহীনদের নিম্ন মর্যাদা মুমিনীনদের উচ্চ মর্যাদা। 'মানাযেল' এর অর্থ অবতীর্ণ হওয়া, মরতবা এবং মারাতেম-এর অর্থ আরোহণ করা এবং উন্নতি করা যা হোক সারকথা রসূলদের মর্যাদা অবতীর্ণ হওয়া এবং নবীগণদের উচ্চ মর্যাদায় আরোহণ করা। এভাবে সিদ্দীকীন, শোহাদা, সালেহীন এবং মুমিনদের মর্যাদার অবস্থা মনে কর।

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

দশ পরিচ্ছেদ

নেসবতের অর্থ ও উহা হাসিল করবার বর্ণনা এবং তিন প্রকারের তাজাল্লী-মোশাহেদা, ফানা, বাকা ও হাক্কুল একিন-এর হাকিকতের বর্ণনা

সমস্ত মাশায়েখগণের তরীকার আশ্ গালের পরিণতি ইহাই যে, উহা হতে হাইবাতে নাফসানিয়ে অর্থাৎ নফসের অবস্থা হাসিল করবে যাকে হযরত সূফীয়ায়ে কেরামগণ নেসবত বলে থাকে। যখন এই নেসবত হাসিল হয় তখন এর নূর ও শক্তি জোরে কাশফে মোশাহেদা মোআনিয়া হাসিল হয়। এর বর্ণনা হল—আল্লাহ সত্য মাবুদ। তাঁর জাতে মোকাদ্দছের খবর এবং নিদর্শনের জন্য এই বরকতময় শব্দ আল্লাহ্র নির্দিষ্ট আছে। কাজেই ঐ শব্দের অর্থ এবং এর বোধগম্যতা ঐ পবিত্র জাতই। সুতরাং এই 'মোবারক' শব্দ আল্লাহ বোধগম্য যা শুধু একাকী এবং প্রাথমিক। যখন তার দিকে মোতাওয়াজ্জুহ থাকিবার ক্ষমতা অর্থাৎ মকামে নাতেকা অর্থাৎ বলিবার ক্ষমতা হাসিল হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাকের সঙ্গে এক সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাবে এই সম্পর্ক স্থাপন হওয়া নফসে নাতেকার সিফত হয়ে যাবে এবং উহা হতে একেবারে পৃথক হবে না তাতে ঐ ক্ষমতাকে নেসবত বলে। আর এজন্য যে নেসবত বলে, একটি মিলন এবং সম্পর্ককে আর ঐ ক্ষমতা হাসিল হওয়া আল্লাহ জাল্লাশানুহুর এক সম্পর্ক স্থাপনের নাম আর এই ক্ষমতা নফসে নাতেকার হাসিল হয় এবং এর মধ্যে মিলিয়া যায় যেমন দর্শন করা, শ্রবণ করা ইত্যাদি সিফত মানুষের সঙ্গে লাগিয়া যায়। এই প্রকারে এই ক্ষমতা নফসে নাতেকার সিফত হয়ে যায় এবং এর মধ্যেই সর্বদা লাগিয়া থাকে। আর সূহ ইলাহি আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে একটি দুনিয়ার জন্য আদেশ মাত্র। তাঁর আদেশেই উহাকে প্রেরণ করা হয়ে থাকে এবং ঐ রূহ হতে মানুষ জীবিত হয় আর এর প্রকৃত হাকিকত আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আর সন্তুষ্টচিত্তে খাওয়া-দাওয়ার ফলে শক্তি সঞ্চিত হয় আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ-দুর্দশা হতে দুর্বলতা হয় উহাকে রূহ তারমী বলে। আর চিকিৎসা শাস্ত্রে এর চিকিৎসার বর্ণনা আছে। উহাকে রূহ নফসানী বলে। যেভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং রূহের শক্তি ইলাহির সিফত এর অনুযায়ী আছে এই প্রকারে রূহে তবীও রূহ এবং নফসে নাতেকার বর্ণনা একুশ নং পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। মানুষের চক্ষের দর্শনকে যেমন বাসারাত (দৃষ্টি) বলে সেইরূপ ঐ সিফত এবং শক্তিকে

Scanned by CamScanner

নফসে নাতেকার দৃষ্টি বলে। আর যখন নফসে নাতেকার এই বাসিরাত হাসিল হল এবং তাজাল্লী-সমূহ দেখিবার উপযুক্ত হল তখন তার এক অবস্থা ভয়-ভীতি স্বাদ ইত্যাদি হাসিল হল। অতএব হযরত সূফীগণ-উহাকে হাইবাতে নফসানিয়া নেসবাত ছাকিনাহ, নূর এবং বাসিরাত বলে। আর নেসবাতের প্রকৃত অবস্থা হল–নেসবাত এমন একটি অবস্থা; স্বাদ এবং হালাত যা নফসে নাতেকার মধ্যে প্রবেশ করে ফেরেশতাদের সাদৃশ্য হয়ে অর্থাৎ এই ব্যক্তি ফেরেশতাদের মত হয়ে যায় আর তাসবীহ এবং আল্লাহর জিকিরের মধ্যে ফেরেশতাদের মত স্বাদ পায় এবং যেমন ফেরেশতাদের অস্তিত্বের কোন বাধা নেই এরূপ তার শরীরের কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। যেমন হাক্কুল একিন-এর বর্ণনায় বুঝিয়াছ এবং ইহা খুব উচ্চ মর্যাদা কিম্বা এই স্বাদ নফসে নাতেকার মধ্যে প্রবেশ হয়ে যায় অর্থাৎ সিফতে ইলাহীর দিকে উঁকি মারিবার মত যেমন ওজদের বর্ণনার মধ্যে বুঝা গেছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হল—কোন কোন সময় বান্দার উপর এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় যে ঐ সময় আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য অর্থাৎ কার্যাকালী, সিফতে জাহের (পরিশোধ নিবার অধিকারী) এবং বিজয়ীকে উঁকি দিয়ে দেখিবার অবস্থা হয় এবং নিবিড় নিস্তব্ধ হয়ে যায় তার মনও শান্ত হয়ে যায়। এই অবস্থা কোন কোন সময় প্রত্যেক খাস ও সাধারণের উপরও হয়ে থাকে। এই কথার ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তায়ালা নিজের পবিত্র কালাম কোরআন মজিদের মধ্যে নিজের জাতকে নিজের সমস্ত সিফতের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, যেমন–নিজের জাত সম্বন্ধে এরশাদ ফরমায়েছেন—তাঁর মত ও অনুরূপ কোন বস্তুই নেই কিম্বা এরূপ ফরমায়েছেন —তাঁকে চক্ষু দেখতে পাবে না কিন্তু তিনি চক্ষুকে দেখতে পাবেন। অর্থাৎ মানুষের চক্ষের মধ্যে এমন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখতে পারে কিন্তু তিনি (আল্লাহ্) যা তোমাকে ইচ্ছা দেখাতে পারেন এজন্য যে, তিনি মেহেরবান কিম্বা তাঁর সিফতের (গুণাবলী) নামসমূহ যেমন রাজ্জাক (জীবিকা প্রদানকারী), তাওয়াব (তওবা কবুলকারী), রাহমান (দয়ালু), রাহীম (দয়াশীল), সামী (শ্রবণকারী), বাসির (দর্শনকারী), খাবীর (জ্ঞাত), আলীম (জ্ঞানী), কাদীর (ক্ষমতাশীল), মুহয়ী (জীবিত রাখার অধিকারী), মুমীত (মৃত্যুদানকারী) ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এইরূপে সমস্ত খাস এবং সাধারণ মোমেন আপন ইলেমের দলিল এবং তাহকিকাত দ্বারা তাঁর জাত এবং সিফতের সত্যকে যেমন উপলব্ধি করা প্রয়োজন, সেইরূপ উপলব্ধি করবে। আর এই মারেফাত অর্থাৎ উপলব্ধি করবার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহের স্থান নেই–ফেকায়ে আকবর-এর মধ্যে এই রূপই লিখেছে এবং ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব। আর মারেফাত এবং ঈমানকেই 'ইলমুল একিন' বলে। এই কথা সকলেই জানে যে, জানা এবং দেখা এবং প্রকাশ হওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে যেমন নিজের জীবন কিম্বা মৃত্যু কিম্বা বেদনা কিম্বা ক্ষুধা বা

Scanned by CamScanner

পিপাসার কথা. প্রত্যেকেরই জানা আছে কিন্তু এর হাকিকত (প্রকৃত অবস্থা) কেহই অবগত নয়। কিন্তু প্রতিশোধ ও জয়ীর সিফত কোন কোন সময় প্রত্যেক মুসলমানের জানা আছে। আর যখন সালেকের নফসে নাতেকার বাসিরাত হাসিল হয় তখন তার এমন যোগ্যতা হাসিল হয়ে যায় যে, তার উপর দেখার মত হয়ে যায় যেমন সে পবিত্র আল্লাহ তায়ালার কার্যাবলী দেখতেছে। এবং তার জামালী অর্থাৎ তাঁর দয়া এবং প্রতিশোধ এই উভয় প্রকার সিফত খুলে যাবে। এর পর তাঁর জাত প্রকাশ পাবে আর এই প্রকাশকে তাজাল্লী বলে। আর এই তাজাল্লী হতে যে ঈমান হাসিল হয় উহাকে 'আইনুল একিন' এবং 'হাক্কুল একিন' বলে এবং ইহাই আসল উদ্দেশ্য আর যেহেতু সিফতে জাবারুতী (প্রতিশোধ) কোন কোন সময় প্রকাশ পাওয়া সকলেরই বুঝে আসে এজন্য যা কিছু বাছিরাত হতে সালেক দর্শন করে উহাকে 'কাওলুল জামীল'-এর মধ্যে از تسم تطلع الی الهبروت। (প্রতিশোধের ক্ষমতার ইলেম হওয়া) বলেছেন। তাতে তাজাল্লীর কার্যাবলী সিফত এবং জাতকে সিফতে জাবারতী প্রকাশ হওয়ার উপর কিয়াস করবে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী যোগ্যতা খাস লোক ব্যতীত অন্য কাহারো ভাগ্যে হয় না। আর এই দর্শন বাসিরাত হতে এইভাবে হয় যেমন পরিষ্কার এবং হালকা পর্দার আড়াল হতে কোন ব্যক্তি কোন কিছু দেখে। এজন্য উহাকে দেখার মধ্যে সন্দেহ বলেছেন যেমন হাদীসে জিবরাঈলের মধ্যে এহসানের (ঈমান)।

বর্ণনার মধ্যে বলেছেন اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ অর্থাৎ তুমি এরূপ ভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত কর যেমন তুমি তাঁহাকে দেখতেছ। মোট-কথা এরূপ প্রকাশ হওয়ার সীমা নেই। আর এই প্রকাশ বুয়াদী এবং তাওয়ারেফ হতে আরম্ভ হয় যেমন এর বর্ণনায় বুঝা গেছে। আর তাঁর জাত ও সিফতের হাকিকতের মারেফত এবং তাঁর প্রকাশ যেমন প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন উহা কাহরো হাসিল হবে না বরং যে পরিমাণ পরিষ্কার হতে থাকবে একিনের মর্যাদা বাড়িতে থাকবে। আর 'ফেকায়ে আকবর-এর মধ্যে আছে সমস্ত মোমেন লোক মারেফত, একিন, তাওয়াক্কুল আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত এবং রেজা (সন্তুষ্টি) খাওফ (ভয়) রাজা (আকাঙ্ক্ষা) এবং ঈমানের মধ্যে সমান আর ঈমান ব্যতীত উল্লেখিত বিষয়ের মধ্যে পদ-মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে আর মর্যাদার মধ্যে তারতম্য রয়েছে। সুতরাং এই সম্পূর্ণ একিন হাসিল করবার জন্য নেসবত হাসিল হবার পথ অনুসন্ধান করে তাই সমস্ত মর্যাদা নেসবত হাসিল করবার উপর নির্ভর করে। আর নেসবত হওয়া বাধ্যতা, পবিত্রতা এবং জিকিরের উপর নির্ভর করে। কোরআন শরীফ তেলাওয়াত এবং মোরাকাবা জিকিরের মধ্যে সামিল। কেননা উহা অন্তরের জিকির যেমন 'কাওলুল জামীল' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। আর

Scanned by CamScanner

বাসিরাত হাসিল করবার রাস্তা হল–বান্দা বাধ্যতার অনুপাতে এবং পবিত্রতা ও জিকিরের মধ্যে সর্বদা লেগে থাকবে। তখন তার এক সিফত হাসিল হয় যা নফসে নাতেকার মধ্যে অবস্থিত থাকে অর্থাৎ ফেরেতাদের সিফতের অনুরূপ এক সিফত তার নফসে নাতেকার হাসিল হবে। এবং এক শক্তিশালী যোগ্যতা সিফতে ইলাহীর দিকে উঁকি মারিতে এবং মোতাওয়াজ্জুহ হওয়া তার হাসিল হয়। তখন তার নফসে নাতেকার মধ্যে ঐ উভয় প্রকার সিফত এবং নেসবত বদ্ধমূল হয়ে থাকে। এই তাওয়াজ্জুর মহবুত অভিজ্ঞতা হাসিল হয়। সুতরাং এই নেসবতের দুইটি শ্রেণী সাব্যস্ত হল। এক প্রকার ফেরেশতাদের সাদৃশ্য অন্য প্রকার প্রতিশোধের ক্ষমতার এলেম। আবার এ দুই প্রকারের মধ্যে অনেক প্রকারের নেসবত আছে। এর মধ্যে এক প্রকার নেসবত মহব্বত এবং এশ্‌ক যা আল্লাহ তায়ালার হুজুরীর স্মরণের সঙ্গে আরেফের দেলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার মহব্বত এবং এশ্‌ক বদ্ধমূল হয়ে যায়। যেহেতু বাসিরাতের উপর মহব্বত প্রকাশ পাইল এজন্য ইহাকে নেসবতে মহব্বত এবং এশ্‌ক বলা হয়ে থাকে। আর এশ্‌কের অর্থ সীমার বাইরে মহব্বত স্থাপন করা। আর এর মধ্যে এক প্রকার নেসবতে শেকেনী এবং নফসের মজুন হতে অসন্তুষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালার হুজুরীর স্মরনের সঙ্গে আরেফের নফস একেবারে পরাজিত হয়ে যায় এবং নফসের মূল্যের খেয়াল একেবারে মিটিয়া যায় উহাকে 'নফসে আহলে বাইত' বলে অর্থাৎ আহলে বাইতের এই অবস্থাই ছিল আর উহাকে ফানা এবং এরাদা বলে যা তাজাল্লীর জাত হতে হাসিল হয়, যেমন অতিসত্বর জানতে পারবে। আর এর মধ্যে এক নেসবত মোশাহেদা। উহাই হাসিল হবার উদ্দেশ্য বরং তাওয়াজ্জুহ হতে শুধুমাত্র এককত্বের দিকে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পবিত্র জাতের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হওয়া এর নাম নেসবতে মোশাহেদা। মোট-কথা আল্লাহ তায়ালার হুজুরীর অনেক প্রকারভেদ আছে। মহব্বতের কিম্বা নফসে শেকেনীর স্মরণের অর্থের সঙ্গে সুতরাং নফসে ইনসানীর মধ্যে যে রং নির্দিষ্ট মজবুত যোগ্যতায় অবস্থিত হয়ে যায় ঐ যোগ্যতাকে ঐ রংয়েরই নেসবত বলা হয়। নেসবত অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। একিন আর সাহেবে আসরার অর্থাৎ সালেক সমস্ত নেসবতকে পৃথক পৃথক জানে। সংক্ষিপ্তসার এই যে, বাসিরাতের উপর যে কথা প্রকাশ হয় এর মালাকা হয়ে যায়; তাতে ঐ বাসিরাত ঐ কথার নেসবত বলা হয় যেমন নেসবত জুহদ, তাওয়াক্কুল, তাকওয়া এবং রেযার তাজাল্লীর কার্যাবলী কিম্বা সিফত এবং জাতের নেসবতের সঙ্গে। যখন এই কথা বোধগম্য হল যে, বাসিরাত মোশাহেদা ইত্যাদি হাসিল হয়। মোটকথা ফরজ হতে আরম্ভ করে মোস্তাহাব পর্যন্ত বন্দেগী এবং পায়রবীর মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের পবিত্রতা এবং জিকিরের মধ্যে সর্বদা লাগিয়া থাকবে, যাতে বাসিরাত হাসিল হয়। এই তিন বিষয় হতে নফসে নাতেকার পবিত্রতা এবং তাজাল্লী অর্থাৎ পাক সাফ করা আর প্রত্যেক প্রকারের

Scanned by CamScanner

তাহরাত (পবিত্রতা) যা বলা হয়েছে এর অর্থ পবিত্রতা কয়েক প্রকারের আছে। প্রথমতঃ, নফসের পবিত্রতা হওয়া কুফর, শেরক এবং বাতেল আকিদা হতে এবং খারাপ নিয়ত হতে এবং খারাপ স্বভাব হতে যেমন কিনা রাখা এবং খারাপ নিয়ত হতে এবং খারাপ স্বভাব হতে যেমন কিনা রাখা এবং ভিতরগত মন্দতা, ধোকাবাজী এবং হিংসা-বিদ্বেষ, অহংহার ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, শরীরের পবিত্রতা এবং কাপড়ের পবিত্রতা নাজাসাত (নাপাকী) হতে যেমন রক্ত পুঁজ, পেশাব-পায়খানা, শরাব, মনি-মজি ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, শরীর পবিত্র হওয়া হদম (বে-অজু) এবং জানাবাত (গোসল ফরজ হওয়া) হতে অজু-গোসল করে। চতুর্থতঃ, শরীর পবিত্র হওয়া ফোজলাত (অতিরিক্ত বস্তু) হতে যা শরীরর মধ্যে অতিরিক্ত জমিয়া থাকে যেমন নাভির নীচের পশম, বোগলের পশম, নখ এবং শরীরের ময়লা ইত্যাদি। আর যার দাড়ি এবং মাথার চুর লম্বা হয়েছে তার জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে জুমার দিনে চুল ধোয়া ও চিরুনী দেয়া এবং আতর মাখান সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। পঞ্চম প্রকার, মালকে পবিত্র করা জাকাত ফেতরা দিয়ে এবং নিজের মালকে হারাম এবং মাকরুহ মালের সংমিশ্রণ হতে রক্ষা করা এর বর্ণনা ফেকার কিতাবে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে। এবং নিজের অবস্থার উপর চিন্তা করবে সে কি প্রকার চক্ষু খুলেছে এবং কেমন দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে অতঃপর কামালিয়তের জিকিরে লাগিয়া থাকবে। এইভাবে অনুগত্যতা, পবিত্রতা এবং জিকিরের মধ্যে সর্বদা লাগিয়া থাকবে এবং নিজের অবস্থার উপর ধ্যান করবে। এই বিষয় নিজের হালের উপর ধ্যান করা এই অধম নিজের অভিজ্ঞতা হতে লিখিয়াছে। ইহা খুবই কাজের জিনিস এবং নিজের মোর্শেদের নিকট নিজের হালের অবস্থা বর্ণনা করতে থাকবে এবং হিম্মত (সাহস)-কে উচ্চ করবে। 'হিম্মতে মরদান মদদে খোদা' প্রসিদ্ধ কথা আছে। আর যখন এরূপ বুঝিতে পারবে যে, এখন পর্যন্ত হৃদয় চক্ষু খুলে নেই তখন বুঝিবে যে, বাধ্যতা, পবিত্রতা এবং জিকিরের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথায় ত্রুটি হয়েছে; উহাকে সংশোধন করবে। এই দেশে বর্তমান সময়ে প্রথমতঃ পবিত্রতা অর্থাৎ নফসের পবিত্রতা হাসিল না করার দরুন দ্বিতীয়তঃ পবিত্রতা অর্থাৎ জাকাত না দেয়ার দরুন এবং মালকে পবিত্র না করার দরুন এই নেয়ামত হতে বঞ্চিত থাকতেছে অর্থাৎ যখন পর্যন্ত এই সমস্ত তারাত (পবিত্রতা) হাসিল না হবে তখন পর্যন্ত বঞ্চিত থাকবে এবং আনুগত্য ও জিকির লাভজনক হবে না। যেমন বলা হয়ে থাকে–যতক্ষণ পর্যন্ত বিড়ালকে কূপ হতে বের করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ষাট বালতি পানি ফেলিলে কোন লাভ হবে না। সুতরাং প্রথম প্রকারের তারাত (পবিত্রতা) হাসিল হওয়া না হওয়া তা আমানত, সালেক নিজেই চিন্তা এবং ইনসাফ করতে থাকবে। বিশেষ করে হিংসা-বিদ্বেষ এবং অহংকার মূর্খতার অন্ধকার হতে বাঁচিতে থাকবে। জেহলে মোরাক্কাব কি? যেমন তাসাউফের ইলেম হতে এবং এর পরিভাষার

Scanned by CamScanner

কথাবার্তা হতে কিংবা জিকিরের তরীকার অর্থ হতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। উহা শিক্ষা করবার এবং জানিবার দিকে মুখাপেক্ষী। কিন্তু কোন মুর্শিদের খলিফা এবং হাজার হাজার মানুষ তার মুরিদ। এমতাবস্থায় এমন ব্যক্তির অন্যের নিকট যেতে লজ্জা মনে হবে এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকারের দরুন এই কথা জানিবে যে, আমার এই সমস্ত কিছু জানা আছে যদিও কিতাবের লেখা কথা আমার জানা না থাকে, তাতে কি আসে যায়। আসল কথা মুর্শিদের তাওয়াজ্জুর দ্বারা আমি জানতে পারিব এবং আমার তাওয়াজ্জুর দ্বারা লোকেরা জানতে পারবে। আর ইহা বড় বিপদের কথা যে, জানি না এবং জানে– আমি জানি যে কথা কিতাবে নেই তার আসল কথা জানা আছে। আর পঞ্চম প্রকারের তারাত (পবিত্রতা) হাসিল হওয়া না হওয়া প্রকাশ্য, সুতরাং মুর্শিদ এই জায়গায় কখনও গাফলতী করবে না এবং যে প্রকারেই হোক মুরিদের কূপের বিড়াল বের করে ছাড়িবে। এর পথ এই– মালের ফরজ ওয়াজিব সদকাকে বল প্রয়োগ করে মুরিদের দ্বারা আদায় করবে। কিছু নফল খরচের মধ্যে পরীক্ষা করবে। যেমন মুসাফির দরিদ্রদিগকে কিছু না কিছু দিবে এবং কাকেও ঋণ দেয়াইবে কিম্বা মসজিদের খেদমত করবার মধ্যে খরচ করে পরীক্ষা করবে। যখন পরীক্ষার মধ্যে সম্পূর্ণ পাস হয়ে যাবে তখন তালিমের মধ্যে অন্তর দিয়ে মোতাওয়াজ্জুহ হবে। ইনশাআল্লাহ মুশকিল সহজ হয়ে যাবে, কেল্লা ফতেহ হবে। আর হাদীস দ্বারা প্রমাণ আছে যে, এই উম্মতের পরীক্ষা হল মাল। জামে তিরমিযিতে কাআব ইবনে ইয়াজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِى الْمَال ـ

অর্থাৎ "প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি পরীক্ষা রহিয়াছে আর আমার উম্মতের জন্য পরীক্ষা হল মাল।" মোটকথা উল্লিখিত তিন প্রকারের কথা দ্বারা নেসবত হাসিল হল। আলহামদুলিল্লাহ। আমি এই নেয়ামত পাইয়াছি। তোমরাও সাহসকে উচ্চ কর এবং হুশিয়ার হয়ে যাও, বঞ্চিত হবে না। অতএব, যার সংসর্গে এবং তালিমে এই নেয়ামত মিলিয়াছে এবং অন্তর চক্ষু খুলেছে তিনিই প্রতিভাশালী হয়েছেন। 'কাওলুল জামীল' এবং 'আওয়ারেফ'-এর সমস্ত বিষয়ই এক কিন্তু প্রত্যেকেরই বর্ণনা যার যার অনুপাতে। এখন এখানে তাফসীরে ফাতহুল আজীজের বিষয়বস্তু লিখিয়া কিছু আওয়ারাফের বিষয়বস্তু লিখিব। তা হলে আসল বিষয় বুঝে আসিবে। উহা এই– ঈমান দুই প্রকার। প্রথম ঈমানে তাকলিদী অর্থাৎ অনুগামী ঈমান অর্থাৎ নিজের মোমেন পিতা-মাতা ইত্যাদিকে দেখিয়া অনুসন্ধান ও দলিল ব্যতীত ঈমান আনয়ন করা। দ্বিতীয় প্রকার ঈশানে তাহকিকী অর্থাৎ অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে ঈমান লাভ করা হয়েছে। অতঃপর ঈমানে তাহকিকী দুই প্রকার, প্রথম ইছাতেদলালী অর্থাৎ দলিলের মাধ্যমে যে

Scanned by CamScanner

ঈমান গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় কাশফী অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার উপর ঈমানকে খুলে দিয়েছেন এবং তার অন্তরে ঈমানের আলো ঢালিয়া দিয়েছেন। অতঃপর ঈমানে ইছতেদলালী ও ঈমানে কাশফী–উভয় প্রকারের মধ্য হতে একটির হয়ত শেষ পরিণাম আছে অর্থাৎ এর একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। ঐ সীমা অতিক্রম করা যাবে না। অন্যটির সমাপ্তি নেই এবং এর কোন সীমাও নেই। অতঃপর এর মধ্যে যার পরিণাম আছে উহাকে 'ইলমুল ইয়াকিন' বলে। এই ইলেমের অনুসন্ধান যতটুক পর্যন্ত সাব্যস্ত আছে উহাই উহার সীমা। আর যে ঈমানের শেষ পরিণতি রাখে না বরং সীমাহীন অর্থাৎ যার যে পরিমাণ ঈমান পরিচ্ছন্ন হতে থাকবে এর সেই পরিমাণ ঈমানের আলো পরিচ্ছন্নতা হাসিল হবে এবং উন্নতি হতে থাকবে যেমন হার ও মকামের বর্ণনার মধ্যে বুঝা যাবে। সুতরাং এই প্রকারের ঈমান দুই প্রকার। প্রথমতঃ, হয়ত উহা মোশাহেদা যাকে আইনুল ইয়াকিন বলে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সিফতে জালাল এবং রহমত বান্দার উপর খুলে যায় এইভাবে যে, সে যেমন দেখতেছে। দ্বিতীয়তঃ, হয়ত উহা শুহুদে জাতী যাকে হাক্কুল ইয়াকিন বলে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার জাত পাককে ঈমানের চক্ষুতে দেখতেছে আর উহাকে মোআয়েনা বলে।

এখন 'আওয়ারেফ' কিতাবের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার শোন 'আওয়ারেফর বিংশ অধ্যায়ে আছে—বাসিরাতের উপর আল্লাহ তায়ালার কার্যাবলীর তাজাল্লী হওয়া অর্থাৎ কার্যাবলী খুলে যাওয়া এবং প্রকাশ হওয়া আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের প্রথম স্তর অর্থাৎ ঐ হালের লোকদের উপর আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের প্রথম স্তর অর্থাৎ ঐ হালের লোকদের উপর আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ খুলে যায়। অর্থাৎ প্রকৃত প্রভাবশালী জাতে পাক প্রত্যেক কাজে-কর্মে জায়গায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর এর পরের স্তরের মধ্যে উন্নতি হয়ে সিফতে তাজাল্লী হয়। আর এই সমস্ত তাজাল্লীর মধ্যে একিনের মরতবা এবং তাওহীদের মাকামের দিকে ইঙ্গিত করে উহা এক অন্য হতে বাড়িয়া রহিয়াছে এবং এক অন্য হতে অনেক পরিষ্কার। আর তাজাল্লীর অর্থ খুলে যাওয়া এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ হওয়া। তাজাল্লীর অর্থ আলো এবং চমক নয়। অতঃপর কার্যাবলীর তাজাল্লী যা হয়ে থাকে এর মধ্যে কামেল রেযা এবং তাসলিম হাসিল হয় অর্থাৎ যখন প্রত্যেক প্রভাব তার বুঝে আসে তখন প্রত্যেক হালের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকে এবং তার অন্তরের মধ্যে বদনামের চিন্তাও আসে না। তাজাল্লীর সিফত হতে আতঙ্ক এবং মহব্বত হাসিল হয়। দয়ার সিফত, যাকে সিফতে জামালী বলে, হতে মহব্বত হাসিল হয়। আর অন্তরের মধ্যে আলো, সন্তুষ্টি নরমী এবং গুনাহ এতে বাঁচিবার ক্ষমতা এবং চক্ষের শাক্তি হাসিল হয় আর ইহাই মোশাহেদা যাকে 'আইনুল ইয়াকিন' বলে। আইনুল ইয়াকিনের অর্থ সত্যকে দেখা। যার দ্বারা সন্দেহের অবকাশ খেয়ালের আধিক্য এবং ইন্দ্রিয়ের ভুল হবে

Scanned by CamScanner

না। আর এ কাজ চক্ষুর নয় বরং বাসিরাতের (দর্শনের) কাজ। আর ক্রোধের সিফত হতে, যাকে সিফতে জালালী বলে, ভয়-ভীতি, অস্থিরতা অন্তরের মধ্যে এমন সৃষ্টি হয় যে, এর প্রভাব দেহের মধ্য অনুভব করতে পারবে যেমন নামাযে কান্না আসা আর উহাকে কাশ্‌ফ বলা হয় আর ইহাও আইনুল ইয়াকিন। আর এই উভয় প্রকারকে কেহ কেহ মোশাহেদা বলে। আর কাশ্‌ফ এবং মোশাহেদার বর্ণনা অতিসত্বর দ্বাদশ অধ্যায়ে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্ তায়ালা। আর তাজাল্লী জাত হতে ফানা এবং বাকা হাসিল করা। কখনও উহাকে 'তরকুল ইখতিয়ার, বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার কাজের উপর ধীরস্থির থাকা ফানা। এই ফানা হতে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর জন্য ফানা হয়ে যাওয়া বান্দার ইচ্ছা এবং খাহেশে নফসানী হতে। আর বান্দার ইচ্ছা এবং খাহেশে নফসানীর মধ্যে হতে খুব সূক্ষ্মভাবে বান্দার ইচ্ছা এবং খাহেশ ফানা হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা রইচ্ছা বাকী আছে। আর এ ফানা প্রকাশ্য ফানা। কিন্তু অপ্রকাশ্য ফানার হাকিকত এই—আল্লাহ তায়ালার হুজরীর নূরের ঔজ্জ্বল্যের সময় তাজাল্লীর জাতের মধ্যে ওজুদীর প্রভাব অর্থাৎ ইলেম, কার্য, বোধ অনু-ভূতি খুবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর ওজুদের খেয়াল মোটেই বাকী থাকে না যেমন সূর্য উদিত হলে তারকারাজি দেখা যায় না। এরূপভাবে এই হালাতের মধ্যে শুধু আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বই দৃষ্টিতে থাকে। উহাকে ফানা ফিল্লাহ এবং বাকা বিল্লাহ বলে। বাকার হাকিকত ছাব্বিশ অধ্যায়ে বুঝিতে পারবে ইনাশাআল্লাহ। এরূপ সূফীগণের পরিভাষায় এই স্থান ইয়াকিনে। আর ইহাই শুহুদে জাতী যাকে হাক্কুল বলা হয় এবং উহাকে মোআয়েনাও বলা হয়। আর অধিকাংশ সূফী সিফত খুলে যাওয়াকে কাশফ বলে এবং জাত প্রকাশ হওয়াকে মোশাহেদা বলে। কিন্তু তাজাল্লী আসল রূপ ইহা আল্লাহর নিজের জাতে পাক প্রকাশ হবে। ইহা আখেরাত ছাড়া হয় না। ইহার স্থান যা মেরাজের রাত্রে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল অর্থাৎ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রাত্রে আল্লাহ্‌তায়ালা জাতকে নিজের চক্ষু দিয়ে পরিষ্কারভাবে দেখিয়াছিল যেমন মোমেনগণ নিজের চক্ষুর দ্বারা বেহেশতের মধ্যে আল্লাহকে দেখিবে আর যে, ঐ রাত্রে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আলমে মুলক ও মালাকুত হতে বাহিরে চলে গিয়াছিলেন। কাজেই এ দেখা আখেরাতের হুকুমের মধ্যেই ধরা যাবে। আর হযরত মূসা (আঃ)-কে এ স্থান হতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআন মজিদে বলা হয়েছে لَنْ تَرَانِى নিশ্চয় আমাকে দেখতে পারবে না।' 'আওয়ারেফ' লেখক বলতেছেন, আমি যা তাজাল্লীর বর্ণনা করতেছি এর মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে ইয়াকিন হাসিল হবার মরতবা এবং বাসিরত হতে দর্শনের।

Scanned by CamScanner

উপকার ঃ এই বর্ণনার দ্বারা ইহাই বোধগম্য হয়েছে যে, উল্লেখিত তাজাল্লী হাসিল হওয়া কামেল মোমেনের আসল উদ্দেশ্য এবং এরূপ ধারণা করা যে, পবিত্র আল্লাহ তায়ালার খোদ জাতের উপর দৃষ্টি পড়া মূর্খতা বৈ কিছু নয়। কেহ তাঁহাকে দেখতে পারবে পবিত্র আল্লাহ উহা হতে পাক, যদি অন্তরের চক্ষু দিয়েও হয়। আর এই তিন প্রকারের তাজাল্লী হতে ইয়াকিন এবং ঈশান-কামিল হয় এবং আল্লাহ পাকের আনুগত্যের মধ্যে স্বাদ পাওয়া যায়। আর তাঁর সমস্ত ইবাদত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের ইবাদতের সঙ্গে আদায় হয়। সুতরাং ইহার চেয়ে বড় ইবাদত আর কি হতে পারে। আর এ অবস্থায় সালেক নিজের হালের মধ্যে ধ্যান করে থাকবে। আমাদের নিকট তাজাল্লীর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে উহা কার্যাবলীর কিম্বা সিফতের জাতের। সুতরাং কামালের চিন্তায় থাকবে এবং ফানা এবং বাকার মাকামে পৌছিবার ইচ্ছা রাখবে। আর ঐ তাজাল্লীর বিষয়গুলো মুর্শিদ-এর নিকট হতে বুঝিয়া নিবে। আর মুর্শিদের বাসিরাতের উপর এই তাজাল্লী প্রকাশ পাইয়া থাকবে এর তালিম করা খুবই উপকার হবে। তা হলে এমন মুর্শিদকে বলা হবে যে, তাঁর নেসবত খুবই শক্তিশালী। এখন 'কওলুল জামীল'-এর বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার স্মরণ রাখা দরকার। উহা এই– যে ব্যক্তি নেসবতের উপর সর্বদা লাগিয়া থাকবে এর জন্য উচ্চ আহওয়াল এক এক সময়ে বারবার হতে থাকে। কাজেই সালেক ঐ হালাতসমূহকে গণিমত মনে করবে এবং আরো মনে করবে এই উল্লেখিত হালাতসমূহ আল্লাহর বাধ্যতা কবুল হওয়া আর আনুগত্যের প্রভাব নফসের মধ্য এবং অন্তরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবার নিদর্শন। উচ্চ হালাতের অবস্থা হতে একটি এই– পবিত্র আল্লাহতায়ালার অনুবর্তিতাকে আল্লাহ ব্যতীত যত আছে সমস্তের উপর হবে অর্থাৎ নিজে ঐ সমস্ত কাজকে অন্য হতে কম করিলে তার লজ্জা মনে হবে। উচ্চ হালাতের মধ্যে অন্য একটি এই– আল্লাহ তায়ালার ভয় সালেকের মধ্যে এমন জয়ী হবে যে, এ ভয়ের প্রভাব তার প্রকাশ্য শরীরে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশিত হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালাকে নির্জন স্থানে স্মরণ করিলে চক্ষু হতে অশ্রু নির্গত হবে কিম্বা নামাযের মধ্যে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর সিনা মোবারক হতে ক্রন্দনের কারণে ডেগের মত আওয়াজ শোনা যাইত। আর এর মধ্যে অন্য আরেকটি ভাল স্বপ্ন দেখা। আর ভাল স্বপ্ন হতে এই উদ্দেশ্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিবে কিম্বা বেহেশত ও দোযখ দেখিবে কিম্বা ভাল মানুষকে স্বপ্নে দেখিবে আর এই তিনটি দেখার পর বরকতময় স্থানসমূহ দেখা যেমন বায়তুল্লাহ শরীফ এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মসজিদ এবং

Scanned by CamScanner

বায়তুল মোকাদ্দাসকে স্বপ্নে দেখা। অতঃপর ভবিষ্যত আগত বস্তুসমূহ দেখা। অতঃপর ঐ সমস্ত বস্তু যা তার স্বপ্নের মোয়াফেক সংঘটিত হবে কিম্বা অতীত-কালের যে সমস্ত কাজ হয়েছে উহা ঠিক ঠিক তার দৃষ্টিতে পড়িবে কিম্বা নূরসমূহ দেখা কিম্বা স্বাদযুক্ত পাক পবিত্র বস্তুসমূহ দেখা যেমন স্বপ্নে দুধ, মধু কিম্বা ঘি পান করা দেখা। ফেরেশতাদিগকে দেখা এবং উহাদের মধ্যে সত্য অবয়ব আর দেলের খেয়াল আছে যা মোতাবেক সংঘটিত হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে যে, মোমেনের মুখের অবয়ব দেখিয়া ভয় কর এজন্য যে, সে আল্লাহ তায়ালার নূরের উসিলায় দেখে। ফারাছাতের অর্থ এই–কারো মধ্যে কোন আলামত দেখে কিংবা তার অবস্থা দেখে তার দেলের কথা ও বিষয় বুঝে নিবে। আর ঐ হালাতের মধ্যে দোয়া কবুল হওয়া–অর্থাৎ ঐ বস্তু প্রকাশ হওয়া যা নিজের অন্তরের চেষ্টার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করবে। সংক্ষিপ্তসার এই যে, উল্লেখিত হালাতসমূহ এবং এর মত যে সমস্ত সালাত আছে উহা ইঙ্গিত দিতেছে ঐ ব্যক্তির ঈমান শুদ্ধ হওয়ার উপর এবং তার ইবাদত কবুল হওয়ার উপর এবং তার অন্তরের বাধ্যতার আলোর প্রভাবের উপর। কাজেই সালেক এই কথাকে গণিমত মনে করবে। অতঃপর নেসবত হাসিল হওয়ার পর দ্বিতীয় মর্যাদায় আরোহণ উহা মোশাহেদা, ফানাফিল্লাহ এবং বাকাবিল্লাহ হাসিল হওয়া।

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

একাদশ পরিচ্ছেদ

হযরত মুর্শিদে বরহক আমীরুল মুমেনীন সাইয়্যেদ আহমুদ (কুঃ রূঃ) মোজাদ্দেদ হওয়ার নিদর্শন এবং তাঁর তরীকা মোহাম্মদীয়া নাম রাখার কারণ এবং গুরুত্ব ফায়দার বর্ণনা

এই সমস্ত বিষয়গুলো আমি চারটি ফায়দার মধ্যে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ তায়ালা।

প্রথম ফায়দা হযরত মুর্শিদে বরহক মোজাদ্দেদ হওয়ার নিদর্শন

মেশকাতে মাসাবীহর কিতাবুল ইলেম-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে– আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا رواه ابو داود ـ

অর্থাৎ পবিত্র আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় উম্মতের জন্য একজন লোক প্রেরণ করেন, যিনি নিজের দ্বীনকে সংস্কার ও পুন-জীবিত করেন (আবু দাউদ)। সুতরাং সত্য খবরদাতার সত্য খবর অনুযায়ী প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে একজন মোজাদ্দেদ হচ্ছে এবং দ্বীনকে নূতনভাবে জীবিত করতেছে (আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন)। এখন তেরশত হিজরীর মাথায় হযরত আমরিুল মুমেনীন সাইয়্যেদ আহমদ (রঃ) জন্মগ্রহন করেন এবং দ্বীনকে নূতন ও জীবিত করেন। এই বিষয়ে সমস্ত ওলামায়ে আখেরাত এবং আরেফীন লোক খুব ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন এবং লোকদের নিকট বর্ণনাও করে থাকেন তবুও কিছু নিদর্শন এখানে বর্ণনা করা খুবই প্রয়োজন, যাতে সাধারণ লোক এবং বিশেষ বিশেষ লোকেরা এই ব্যাপারে জানতে পারে। সুতরাং সাধারণ লোকদেরকে জ্ঞাত করাইবার জন্য এই কথার দিকে লক্ষ্য করাইতে হবে যে, হযরত মুর্শিদে বরহক এই দেশকে শিরক এবং কুফরীর রুহুম এবং কাফেরদের উৎসবে অংশগ্রহণ এবং বেদআত, ফেছক ও ফুজুর হতে লোকদিগকে পবিত্র করেছেন। আর প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবেই দেখতে পাইতেছে যে, হযরত সাইয়্যেদ সাহেব প্রকাশ

Scanned by CamScanner

হওয়ার সময় হতে আযান, নামায-রোযা, হজ্জ, যাকাত, ইত্যাদি আহকামে-শরীয়ত খুবই প্রচলিত হয়েছে। এবং জুমা এবং জামাআত এবং নামাযীদের সংখ্যাও অত্যধিক হয়েছে এবং গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে পুরাতন মসজিদগুলো আবাদ হয়েছে এবং বহু নূতন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। আর ছেলে জন্মগ্রহণ করিলে লোকেরা আকিকা এবং বিবাহ-শাদীতে ওলিমা করতে লাগলো। আর নাচ-গান, বাজি পোড়ান ইত্যাদি খারাপ রুছুম হতে এবং কুফরীর সাদৃশ্য হতে পুরাপুরিভাবে বাঁচিয়া থাকিত। তিনি প্রকাশ হওয়ার পূর্বে এই অবস্থা ছিল যে, যখন এই অধম পাঁচ ওয়াক্ত আযান দেয়া আরম্ভ করল তখন কোনো কোনো মূর্খ নাদান মুসলমান বলত যে, সকাল-সন্ধ্যায় আযান শুনি কিন্তু দিনের আযান কখনও শুনি না–এরূপ নূতন নূতন কথা বলত। আর মসজিদের অবস্থা এই ছিল যে, লোকেরা নাচ করাইত এবং হিন্দুদের বরযাত্রীদলে যেত এবং শরাব পান করত। এ দেশে এমন অন্ধকার নেমে এসেছিল যে, যাকে আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করত সে বেঁচে থাকতে পারিত। তাঁরা ছাড়া সমস্ত পুরুষ-স্ত্রীলোক সাধারণ লোক ও বিশেষ বিশেষ লোক আহলে সুন্নাত ও শিয়া এবং যা-দিগকে 'আরিফ' বলা হতো প্রকাশ্য শিরক ও কুফরীর রুছুমের শিকারে পরিণত হলো। এবং হিন্দুদের উৎসব, দশমী, হলী, দেয়ালী ইত্যাদিতে শরীক হত। হুলীর মধ্যে নাচ-গান দেখতে, আবীর উড়াইতে, রং ঢালিতে মুসলমানগণও অংশ গ্রহণ করত। দশমীর দিনে জঈ বৃক্ষ ব্রাহ্মণের নিকট পয়সা দিয়ে গ্রহন করত এবং উহাকে পাগড়ির মধ্যে রাখত এবং ঐ দিন সুন্দর সুন্দর কাপড় পরিয়া তাদের মেলায় যাইত ও দেয়ালীর মধ্যে হিন্দুদের মত বাড়ী-ঘরকে চুনকাম করাইত এবং মিঠাই-মন্ডা বিতরণ করত এবং ছেলের শ্বশুর বাড়ীতে দেয়ালীর উৎসবে মিঠাই এবং মাটির খেলনা পাঠাইত। আর বসন্তকালে আমের মুকুল ফুলদানিতে করে মালে মিরাসের মত করে নিয়ে আসিত এবং উহাকে শুভাশুভের নিদর্শন মনে করত ও উহাতে পয়সা দিত এমনকি কোনো কোনো জায়গায় শত শত লোকের গদিনশীন পীর-মুর্শিদ বসন্তের দিনে আসর জমাইত এবং ফুলদানি এবং জল রাখিবার মৃৎপাত্র সাজাইয়া, আল্লাহ জানে, কত প্রকার অশ্লীল বস্তু বানিয়ে গান-বাদ্য করত এবং ঐ মজলিসে আসিত। আর মুর্শিদ বাসন্তী কাপড় পরিধান করত এবং বাসন্তী ফরাস বিছাইত। এমনকি শুনিতে পাওয়া যায় যে, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল মোহাদ্দেসে দেহলবী (রঃ) ঐ লোকদিগকে এই কার রুছুম হতে নিষেধ করেছেন। ইহার উপর ঐ লোকেরা বসন্তের জায়েয হওয়া সম্বন্ধে কিতাবাদি লিখিয়াছে। অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, মানুষ অমনোযোগিতার শেষ সীমায় পৌছে গেল যে, কিছু মুসলমান হিন্দুদের উৎসব এবং বসন্তের জায়েয হওয়ার উপর খুব জোর দিল এবং বাকী ফাসেকী ও গুনাহর কাজ, শরাব, তাড়ি ইত্যাদি নেশার বস্তু পান করা, হারাম কাজে লিপ্ত থাকা যেমন

Scanned by CamScanner

প্রচলিত ছিল এর আলোচনা করা খারাপ মনে করত এবং ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করিলে হিন্দুদের মত ছটি (সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিনে যে সামাজিক কৃত্য করা হয়) করে এবং বিবাহ-শাদীতে যে সমস্ত অশ্লীল কাজ করে তা করত, যেমন নাচ, গান-বাদ্য, বাজি পোড়ান ইত্যাদি গর্হিত কাজ এবং ছিহরা (ফুল অথবা মোতির তৈল টোপর যা বর-কন্যার মাথায় পরান হয়) বাধা শরীয়তের জরুরী কাজ হতেও গুরুত্ব দিত। আর ছিহরা বাধার প্রতি এত ঝোঁক ছিল যে, ছিহরা না বাধার দরুন হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের প্রথম প্রকাশের সময় অনেক বিবাহের নেসবত ছুটিয়া গিয়াছিল। আর তারা কুফরীর সদৃশ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়া দাড়ি ঘুটাইয়া গোলমাল আরম্ভ করত। আর শিরকের মধ্যে যারা লিপ্ত ছিল, উহা ছিল ভীষন জুলুম। আর কুফরীর রেওয়াজের মধ্যে ছিল মেয়েলোকেরা চিবুকের অসুখের মধ্যে অনেক শিরক কাজ করত এবং কুফরীর কথাবার্তা বলিত এবং কুফরী গান গাইত যা বর্ণনার অতীত। এর সংক্ষিপ্তসার এই যে, আল্লাহ তায়ালা ও রসূলে মকবুল (সঃ) দ্বীনের ইমাম, ওলী-দরবেশ শহীদ সকল হতে ঐ ভূত এবং শয়তানকে চিবুকের জন্য নিজের খেয়ালমত বড় জানিত নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক (উহা হতে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি। এমনকি ঐ রোগের নামে কাফেরগণ যে তানজানা বানাত মেয়েলোকেরা দাঁতের দ্বারা জুতা কামড় দিয়ে ঐ তানজানার নিকট গমন করত আর মেয়েলোকেরা হিন্দুদের পূজার মত অছুতা করত। যারা এক বৎসর না করত যদি ছেলেমেয়ের অসুখ হইত কিম্বা চক্ষু উদিত হতো তবে তারা মনে করত এ অছুতা না করার দরুন এরূপ হয়েছে। তখন তারা খুব নরম কণ্ঠে অছুতা করবার ওয়াদা করত। আসলে ইহা জিনের পূজা কেননা ফারসীতে জিনকেই পরী বলে।

সুতরাং এখন চক্ষু উঠিয়ে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখ, আল্লাহ তায়ালা কতবড় দয়াবান যে, এই সমস্ত শির্‌ক কুফরী এবং জিন পূজারীকে ছাড়িয়া দিয়েছেন। এর কাকেও মলিন করেন নেই। এখন গ্রামবাসীগণের এমন ঈমান হাসিল হয়েছে যে, তারা সকলেই হাসে যে, পরীকে আমাদের মুর্শিদ মনে করা হচ্ছে। এই কথাকে শিয়া, সুন্নী উভয় লোক নিজের দিলে চিন্তা করবে এবং আল্লাহ তায়ালার শোকর করবে এবং হযরত সাইয়্যেদ সাহেবকে এই তেরশত হিজরী সনের মোজাদ্দেদ মনে করবে এবং তাঁর জন্য দোয়া করবে। প্রকৃতপক্ষে শিরক এবং কুফর হতে বিরত রাখার ব্যাপারে এই দেশের সমস্ত লোকের মুর্শিদ তিনিই। কেহ জানুক বা না জানুক, কেহ মানুক বা না মানুক। আর বিশেষ বিশেষ লোক-দিগকে জ্ঞাত করাইবার জন্য এই কথাই যথেষ্ট যে, মুর্শিদ বরহক প্রকাশ হওয়ার পূর্বে যাকে আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করেছে—এরূপ লোক খুবই নগণ্য। ইহা ব্যতীত আলেমদের এই অবস্থা ছিল যে, ফেকা, আকায়েদ, তাফসীর সমস্ত কিছুই পড়িত এবং পড়াইত কিন্তু সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা হতে

Scanned by CamScanner

সম্পূর্ণ বিরত ছিল। যার ফলে তাদের নিকট কেহই দ্বীনের মাসায়েল অনুসন্ধান করবার জন্য আসত না এবং কোন ফতোয়াও তাদের নিকট নিয়ে আসত না। এ কারণে এমন মূর্খতার অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িল যে, ঐ সমস্ত আলেমদের সময় মানুষের আমল এবং আকিদার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কাফন-দাফনের মাসআলাও জানিত না। কাফন-দাফন, গোসলের মধ্যে খুবই খারাপ কাজ করত। আর মূর্খতা এমনভাবে ছড়াইয়া গিয়াছিল যে, সুন্নী সুন্নী হতে, শিয়া শিয়া হতে এক বদনা পানি লইয়া মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিবার জন্য ফুঁক দেয়াইয়া লইত। আর অবস্থা অবিকল এরূপ হয়েছিল যে, যেমন লোকেরা কোনো কোনো দেশের কিসসা-কাহিনী বর্ণনা করে থাকে যে, সেখানকার লোকেরা নিজের পীর হতে যবেহ করবার নিয়ত, ফাতেহা ছুরির উপর এবং বাঁশের চুঙ্গার মধ্যে ফুঁক দেয়াইয়া রাখিত। ইহার কারণ লোকেরা নিজেদের আকিদা এবং মাযহাব হতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ঐ সময় পাকা সুন্নী লোক বলিত, "আমরা আল্লাহর বান্দা; মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত এবং আহলে বায়তের (রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিবার-পরিজনকে আহলে বায়ত বলে) প্রতি মহব্বত আছে। আর যখন কেহ জিজ্ঞেস করে চার বন্ধুকে (চার খলিফা) কি মনে কর, তখন সে বলিবে আমরা তাদিগকে ভালও বলি না, মন্দও বলি না। আর শিয়াগণ বহু গর্হিত ও অশ্লীল কিসসা কাহিনী বলিত, যার মধ্যে হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু আল্লাহ হওয়া (ইহা হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি) কিম্বা আল্লাহর ছেলে হওয়া উল্লেখ ছিল বলে বর্ণনা করা হইত। নামায-রোযার কোন চর্চা ছিল না। যে কেহ বড় আবেদ হইত মুখ-হাত ধুইয়া চাটাই বিছাইয়া মনকবতে (হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর পরিবারস্থগণ ও তাঁর শ্রেষ্ঠ সহচরগণ) পড়িত। আর যা কিছু পবিত্র আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করবার চাহিত সুতরাং ঐ মনকবতে হযরত আলীর নিকটে চাহিতেন। ইহা ছাড়া আরো অনেক প্রকারের শিরক এবং কুফরী কাজ প্রচলিত ছিল। কেহ কাকেও নিষেধ করবার মতো লোক ছিল না। যারা শিরক কাজ ও তাজিয়াদারী হতে বিরত থাকত তাদের এ অবস্থা ছিল যে, দুই এক ঘীট শরবত ইমামের চত্বরে পাঠিয়ে দিত। এখন ইনসাফ কর এবং নিজের অন্তরে চিন্তা কর যে, হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের প্রকাশের সময় হতে এখন পর্যন্ত কি হয়েছে এবং লোকেরা নিজের মাযহাব এবং আকায়েদ সম্বন্ধে কিরূপ ওয়াকিফহাল হয়েছে এবং কেমন কেমন দ্বীনি মাসায়েলের অনুসন্ধান করে এবং কেমন কেমন ফতোয়া দেখাবার জন্য আলেমদের নিকটে আসে এবং কত সত্য ফতোয়া অনুসন্ধানের সঙ্গে ঐ সময়ের আলেমগণ লিখিতেন। আলেমগণ কিতাবের বিষয়বস্তু নিয়ে খুব গবেষণা করতেন আর ইলমুল ইয়াকিন আইনুল ইয়াকিনে পরিণত হয়েছে। অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, হযরত আমীরুল মুমেনীন সাইয়্যেদ আহমদের এই খেদমতের প্রতিফলন স্বরূপ একচ্ছত্র হেদায়েতকারী

Scanned by CamScanner

নিজের অনেক বন্ধু-বান্ধবকে ওয়াজ করতে লাগিয়ে দিলেন এবং কেহ কেহ দ্বীনি কিতাবাদি লেখিতে আরম্ভ করলেন। কেহ উহা ছাপতে লাগলেন। এভাবে হেদায়েত জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল যে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে পৌছে গেল। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর যমানার নমুনা দৃষ্টিগোচর হতে লাগিল, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যামানার দ্বীনের প্রচার এভাবেই হত। কাজেই এ জনাবের তরীকায় বয়আত হওয়ার প্রভাব এই, পুরুষ-মেয়ে নির্বিশেষে সকল স্তরের লোকেরা যখন শুধু তওবা করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা তরীকাভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার পবিত্রতা হাসিল হয়ে যেত। যার ফলে শির্‌ক বেদআত হতেও পবিত্র ও পাক হয়ে যেত; এরূপভাবে পরিষ্কার ও পবিত্রতা জনাব সায়্যেদ সাহেব প্রকাশ হবার পূর্বে অন্য মুর্শিদদের ছিল না। সে সময় কেহ কোনো বেদআতে লিপ্ত ছিল, কেহ অন্য কোন কাজে লিপ্ত ছিল, এমনকি কোন কোন লোককে হাফেজ, কারী, মৌলভী এবং দরবেশ বলিত তারাও তাজিয়া দেখিয়া অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্রন্দন করত এবং এর সম্মানের জন্য দাঁড়িয়ে যেত। আর ঐ পুরাতন লোকদের মধ্যে যারা হযরত মুর্শিদের বরহক-এর তরীকাগ্রহণ না করবার জন্য বাতেনী নেয়ামত হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং প্রকাশ্যে এমন অপদস্থ হয়েছে যে, তাদের ভক্তদের মধ্যে যারা হযরত মুর্শিদের তরীকায় প্রবেশ করেছে তাদিগকে নসিহত (উপদেশ) করত এবং বুঝাত। এটাতো ছিল সাধারণ লোকদের অবস্থা। যারা শুধু তওবা করবার জন্য মুরিদ হইত তাদের উল্লেখিত উপকার হত। আশ্চর্য রকমের প্রভাব আল্লাহ তায়ালা এ তরীকায়ে মোহাম্মদীয়াকে দান করেছেন যে, সাধারণ লোকদের মধ্যে যারা এই তরীকায় প্রবেশ করত তারা একেবারে শির্‌ক, বেদআত এবং গর্হিত রুছুম হতে পবিত্র হয়ে যেত। আর বিশেষ লোকদের যে কি গর্হিত রুছুম হতে পবিত্র হয়ে অতীত। আর যে পুরুষ এ তরীকা গ্রহণ করত আর তার স্ত্রী যদি গ্রহণ করা করত তা হলে পুরুষের ভয়ে শিরক, বেদআতকে ছাড়িয়া দিত কিন্তু চুপে চুপে সমস্ত শিরক বেদাআত কাজ করত আর যদি সে নিজে এই তরীকায় প্রবেশ করত তবে সন্তুষ্টচিত্তে সমস্ত শিরক-বেদআত এবং অশ্লীল কাজ ছাড়িয়া দিত। আর যারা ছলুক ইলাল্লাহ (আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে বলে) এর নিয়তে এই তরীকার মধ্যে প্রবেশ করতো সে আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে সপ্তাহ কিম্বা দশ দিনে নিজের মকসুদে কিংবা এর কাছাকাছি চলে যেত এবং জিকির ও মোরাকাবার অবস্থা ভালভাবে বুঝে যেত। আর জনাব সাইয়্যেদ সাহেবের প্রকাশের পূর্বে অধিকাংশ মুর্শিদের নিকট লোকেরা বৎসরের পর বৎসর থাকিত কিন্তু শিরকে লিপ্ত থাকার দরুন নফ্‌সের পবিত্রতা হইত না। এজন্য তাদের সম্পর্ক স্থাপন হত না এবং আসল উদ্দেশ্য হতে বঞ্চিত থাকিত বরং খোদ মুর্শিদের অবস্থাও এরূপ ছিল। একটি আফ্‌সোসের কথা শোন। এই অধম হাজার

Scanned by CamScanner

হাজার লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে যারা জিকির ও শোগলের সঙ্গে লিপ্ত থাকত এবং তাদের নিকট খুব তাহ্‌ফিক এবং বিশ্বাসের সহিত জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু কেহই নিজের জিকির ও শোগলের পরিণাম বলতে পারে নেই এবং মোশাহেদার পদ্ধতিও তারা বলতে পারে নেই। তাদের অবস্থা ও বুঝিলাম যেমন এক ব্যক্তি তালাবের পানি ফেলতেছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল তুমি কি করছ? সে বলিল কিছু খোঁজ করতেছি। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল—কি খুঁজিতেছ? সে বলিল জানি না। আর হযরত সায়্যেদ সাহেবের তরীকাপন্থী যারা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে, তারা সকলেই জিকির ও শোগলের পরিণতি সম্বন্ধে ভালভাবেই ওয়াকিফহাল আছেন এবং উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি পৌছে যায়। এর কারণ, তাঁর তরীকায় প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই শিরক বেদাআত হতে পাক পবিত্র হয়ে যায়।

এখন এ স্থানে হযরত মুর্শিদে বরহক-এর তাকরির (বক্তৃতা) এবং সিরাতিল মুস্তাকিম লেখার সংক্ষিপ্তসারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখছি, যাতে উহা জানতে পেরে তালেব নিজের উদ্দেশ্যে পৌছে যেতে পারে। উদ্দেশ্যে পৌছতে যে কারণে দেরী হয় উহাকে জানিয়ে বাধা দিবে। উহা এই, তালেব সময় মূল্যবান মনে করে জিকির হতে যেমন আলেফ, বে হতে তাড়াতাড়ি চলে এর উপরের মাকামগুলির মধ্যে রূহের আছুদা হওয়ার অবস্থায় থামিয়া যাবে এবং উপরের মকাম নফী আর নফীন্নফীর শোগর হতে আরম্ভ হয় এবং নূরের পর্দা ছাড়িয়া মোশাহেদা পর্যন্ত পৌছবে এবং ফানা ও বাকার মকাম এবং হাক্কুল ইয়াকিন পর্যন্ত পৌছবে এইগুলিকে উপরের স্তর বলা হয়। আর এরূপ করবে না যে, মাস ভরে শুধু লতিফার মধ্যে পড়ে থেকে বুঝবে যে, আমার বড় নেয়ামত হস্তগত হয়েছে, আমার লতিফা খুব জারি হয়েছে। আর আমার মুর্শিদের খুব জোর তাওয়াজ্জুর দরুন আমার লতিফা জারি হয়েছে কেননা এই অজ্ঞ লোকদের লতিফা জারি থাকে পবিত্র আল্লাহ তায়ালার কুদরতে। শুধু একটি হেকমত এবং মোছলেহাত-এর কারণে এর বর্ণনা জিকিরের পরিচ্ছেদে হবে। তালেবকে এই কথা বুঝাবে যে, কামেল মুর্শিদের তাওয়াজ্জুর প্রভাবে লতিফা জারী হতেছে আর তাওয়াজ্জুর প্রভাব ব্যতীত জারী হয় না। যদি কোন ব্যক্তি কিতাবের বিষয়বস্তু বুঝে একা একা বসে লতিফার জিকির বুঝবার ইচ্ছা করে তা হলে নিঃসন্দেহে জারী হবে। কিম্বা কোন বেদাআতী কিম্বা অজ্ঞাত লোকের তাওয়াজ্জুহর মধ্যে বসে এবং লতিফাকে জিকিরকারী পায় তা হলে নিজের মুর্শিদকে কামেল হওয়ার বিশ্বাস চলে যাবে। কিম্বা কোন যোগীর তাওয়াজ্জুহ হতে কিম্বা কোন চিকিৎসা করার উপর লতিফা জারী হওয়া বুঝিবে তবে মহা-মুশকিল হবে এবং ইহা ধ্বংসের কারণ হবে والكذب يهلك (মিথ্যা ধ্বংসের কারণ) এই হাদীসের

Scanned by CamScanner

বিষয় সত্য বলে প্রমান হবে। মোটকথা, মুর্শিদের তাওয়াজ্জুর প্রয়োজন লতিফার জিকিরের মধ্যে বরকত কি পরিমাণ হয়। আর যে সকল মানুষ নিজের লতিফার হরকত হতে গাফেল, মুর্শিদের বুঝাইবার কারণে তার জিকিরের উপর জ্ঞান লাভ হয়। স্বাদ পায় এবং মুর্শিদের তাওয়াজ্জুর প্রভাব তার রূহের মধ্যে পৌছে এবং মহব্বত ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। হাঁ নফী এবং নফীন্নফী এবং নূরের পর্দা পার হবার মধ্যে এবং তাজাল্লী আফআল এবং সিফতের মোরাকাবার মধ্যে এবং ফানা ও বাকার মকামে এবং তাজাল্লী জাতের মোরাকাবার মধ্যে মুর্শিদ তাওয়াজ্জুহ এবং দোয়ার আর ঐ বিষয়বস্তুগুলো স্মরণ করবার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মুর্শিদের মধ্যে যে রকমের প্রভাব হয় ঐরূপ তালেবের উপকার হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখিত মকামের মধ্যে কোনো মুর্শিদের প্রভাব জানা না যায় এবং বিষয়গুলোকে স্মরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে 'কামেল' বলে বিশ্বাস করা সমীচীন হবে না বরং আসর উদ্দেশ্য যা মোশাহেদা হতে নিয়ে হাক্কুল ইয়াকিন পর্যন্ত এর স্মরণ করা এবং বুঝাইয়া দেয়া এবং তালেবকে বুঝাইবার পর দোয়া এবং আমার সঙ্গে তাওয়াজ্জুহ দেয়া তাকে তার মোশাহেদা হাসিল হয়ে যাবে কিম্বা নিয়ম-পদ্ধতি অনুসারে সামান্য তাজাল্লী শুরু হয়ে যাওয়া মুর্শিদের কামালিয়তের নিদর্শন। আর তালেব যতক্ষণ পর্যন্ত মোশাহেদার হাকিকত না বুঝিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাওয়াজ্জুর প্রভাব হবে না। সে কি বুঝিবে যে, মোশাহেদা কিরূপে হয়। মোটকথা, যে ব্যক্তি কামেল হবে না, সে অন্যকেও বুঝাইতে পারবে না আর তার তাওয়াজ্জুর মধ্যে প্রভাবও হবে না এবং তালেবও স্বাদ পাবে না। আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সোহবতের বরকতে সাহাবাগণের মোশাহেদা এবং হাক্কুল ইয়াকিন হাসিল ছিল এবং তাঁরা ফতোয়া এবং মাসআলা ওলামায়ে তাবেয়ীন হতে জিজ্ঞেস করতেন। ইয়াকিনের হাকিকতসমূহ এবং মায়েফাতের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ ওলামায়ে তাবেয়ীনদেরকে তালিম দিতেন। ইহা একুশ পরিচ্ছেদে জানতে পারবে। আর ঐ সমস্ত হাকিকত এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের বর্ণনা তাসাউফের কিতাবে হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ সমস্ত কথাবার্তা হযরত মুর্শিদে বরহক তালেবদের সম্মুখে দিবারাত্র বর্ণনা করতেন এবং তাঁর বর্ণনা হতে তালেবগণের অনেক উপকার হয়। তাঁর তালিম অধিকাংশ বর্ণনার দ্বারাই হয় এবং তাওয়াজ্জুহ দেয়ার ইঙ্গিত নিজের বন্ধু-বান্ধবকে দিতেন এবং তাদিগকে এই কাজের ইজাযত দিতেন। আর লোকেরা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু পাইয়া থাকতেন। মোটকথা, এই মারেফত এবং মোশাহেদার রহস্য বুঝাইয়া দেয়া মুর্শিদে কামেলের কাজ, যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভেদ বুঝে না আসিবে। জিকিরের এবং এশতেগালের ফল কিভাবে প্রকাশ পাবে যদি ঐ ভেদের বর্ণনা উপকারী না হয়? তা হলে সাহাবাগণও উহা বর্ণনা করত না এবং তাবেয়ীগণও শুনিত না। যাকে আল্লাহ তায়ালা মাকবুল বানিয়েছেন এবং পছন্দ করে নিয়েছেন তাদের

Scanned by CamScanner

ছাড়া অধিকাংশ দোকানদারদের, যাদের মুর্শিদ বলা হয়, তাদের এ অবস্থা ছিল যে সাহাবা, তাবেয়ীন এবং হযরত সূফীদের খেলাফ দিল। ইয়াকিনের হাকিকত অর্থাৎ মোশাহেদার হাকিকত এবং হাক্কুল ইয়াকিনের বর্ননা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল বরং লোকদিগকে বিপরীত বুঝিয়ে দিত যে, এখন এ যমানায় মোশাহেদা কাহার হাসিল হয়েছে এবং যেহেতু তাদের পীরের নাম ছিল এজন্য কোন শোগল এবং জিকির অসমাপ্ত কিংবা বেদআত মিশ্রিত বলে দিল এবং এর দ্বারা অন্তরের শান্তি হবে না বরং বিপরীত পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেত এবং নিজের মূর্খতা ও অজ্ঞাতাকে ঢাকবার জন্য বলে দিত যে, একথা কিতাবে নেই। একথা নিয়ে আলেমদের সঙ্গে বাহাস (তর্ক) করা ঠিক হবে না। আলেমগণ শরীয়তের মর্যাদা রাখতে গিয়ে অমুক ব্যক্তিকে কোড়া মারিয়েছে এবং অমুকের চামড়া খুলে ডুসী ভরে দিয়েছে। সুতরাং আলেমগণের কথাকে 'সত্য বলে বিশ্বাস করলাম' এরূপ বলে ক্ষান্ত হবে। তারা প্রকাশ্য শরীয়তের ক্ষমতাবান এবং নিজের হাল চালের উপর শক্ত থেকে এমনকি তাসাউফের কিতাবের বিষয়বস্তু শুনে কিংবা দেখে বলত যে, ইহা ইলমে তাসাউফ। ইহার দ্বারা কি হয়? ইহা এমন গণ্ডগোলের কথা যার কোন ঔষধ নেই। যারা তার মুরিদ ও বিশ্বাসী হত, তারা ঐ মূর্খতার মধ্যে পড়িয়া মরিত এবং চুপ থাকিত। কিন্তু নিজের কথাকে সত্য বলে জানিত। এভাবে নানা প্রকার ঝগড়া ফাসাদের কথাবার্তা বলিত যেমন কিছু ভূমিকার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তালেবদিগকে বৎসর ভরে একই জিকিরের উপর চালাতেন এবং এর সমাপ্তি বলিবে না যে, পরিশেষে উহা হতে কি হাসিল হবে, এমন কি অধিকাংশ লোকের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, মারেফতের কথা বর্ণনার অতীত। মারেফাতের কথা এবং তাসাউফের ইলেমের সমস্ত বর্ণনা শুধু তাওয়াজ্জুহ দিলে হাসিল হয়। আর এই ইতেকাদ (বিশ্বাস) এর মধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা আছে। একটি এই—তাসাউফের কিতাবে যা মারেফত, মোশাহেদা এবং হাক্কুল ইয়াকিনের বর্ণনা এবং এর উপদেশে পরিপূর্ণ সমস্তই বেকার সাব্যস্ত হবে। দ্বিতীয় এই—কোরআন শরীফের চৌদ্দ পারা সূরায়ে নহল-এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজের নবীকে লোকদিগকে প্রভুর রাস্তার দিকে আহ্বান করতে আদেশে করেছেন। সুতরাং এর মধ্যে এই কথা এরশাদ করেছেন যে, লোকদিগকে পাকা কথা দ্বারা বুঝাইয়া নিজ প্রভু-পরওয়ারদেগারের দিকে আহ্বান কর এবং উপদেশ দান কর। ঐ আয়াত একুশ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হবে। তৃতীয় এই—যদি মোশাহেদার হাকিকত না বুঝিয়া কোন শোগলের মধ্যে মশগুল থাকিত, তা হলে যখন কোন তাওহীদি সিফতের আশ্চর্যজনক রহস্যগুলি দেখিত, তখন বুঝিত যে, আমার মোশাহেদা হাসিল হয়েছে। আর মুর্শিদে বরহক এমন তরীকার প্রচলন করেছেন যে, একদিনের মধ্যেই লতিফার জিকির হতে আরম্ভ করে নফী-পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে এবং মোশাহেদার বিষয়বস্তু ভালভাবে স্মরণে এনে দিবে। এজন্য

Scanned by CamScanner

তার খলিফা এবং বন্ধু-বান্ধুবদের মধ্যে আজ পর্যন্ত এই তরীকাই প্রচলিত রহিয়াছে। এই অধমকে আরেফে রাব্বানী হযরত মওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলবী (কুঃ রুঃ) জৌনপুর শহরে জামে মসজিদে নকশবন্দিরা তরীকার তাওয়াজ্জুহ দিয়ে দুই ঘন্টার মধ্যে নফী পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়েছিলেন। আর হযরত মুর্শিদে বরহক বেরিলির মসজিদে আঠার দিন পর্যন্ত তরীকতের রহস্যসমূহ এই অধমকে বুঝাইয়াছিলেন। এর বরকতে এই ফকির এমন পদ্ধতি গ্রহণ করলেন যে, চার দিনের মধ্যে তালেবের নূরের পর্দা ভালভাবে অতিক্রম করতে লাগিলাম। আর দশ দিনের মধ্যে এমন হলাম, যেমন দুধ ছাড়ান ছেলের মত। এবং মুর্শিদের নিকট হতে পৃথক হতে কোন ভয়-ভীতি রইল না। হাঁ, যদি কোন ব্যক্তি অবিশ্বাসী হয়, তার কথা ভিন্ন। অতএব, বিশেষ লোকেরা এই সমস্ত আলামতের দ্বারা হযরত মুর্শিদ বরহককে চিনতে পেরেছে। এ প্রকারের বর্ণ না নেই তাঁর মোজাদ্দেদ হওয়ার নিদর্শনের পরিচয় লাভে যথেষ্ট।

দ্বিতীয় ফায়দা হযরত মুর্শিদের তরীকার নাম মোহাম্মদীয়া রাখার কারণের বর্ণনা

তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া নাম রাখার কারণ এই যে, কোনো কোনো আউলিয়া কোনো কোনো নবীর অনুকরণশীল যেমন অষ্টম পরিচ্ছেদের মধ্যে 'নজর বরকদম'-এর মধ্যে বর্ণনার দ্বারা বুঝা গেছে। সুতরাং আমার মুর্শিদে বরহত হযরত মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর অনুসারী ছিলেন এজন্য নিজের তরীকার নাম মোহাম্মদীয়া রাখিয়াছেন। আর কলিকাতায় মৌলভী গোলাম ছোবহান মরহুম হযরত মুর্শিদে বরহক-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, আপনি নিজের তরীকার নাম তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া কেন রাখিয়াছেন। মুর্শিদে বরহক এর জওয়াব দিয়েছিলেন উহা ছিল 'নজর বরকদম'-এর ব্যাখ্যা। ঐ জওয়াবের বক্তৃতা হযরত সাইয়্যেদ মোহাম্মদ জাহের সাহেব লিখিয়া দিয়েছিলেন। সাইয়্যেদ মোহাম্মদ জাহের সাহেব মুর্শিদে বরহকের নিকটতম এবং খলিফা ছিলেন ঐ সময় তিনিও সাইয়্যেদ সাহেবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। ঐ বক্তৃতা এই ছিল– মুর্শিদ সাহেব বলেছেন এরূপ মনে কর যেমন এক বাদশাহ ছিল কোন শহরে। ঐ বাদশাহর নানা প্রকার কারিগরি এবং শিল্পের প্রতি খুব আগ্রহ–এ কারণে ঐ শহরের যত শিল্পকার আছে সকলেই নিজ নিজ কারিগরি ও শিল্পকার্য দ্বারা বাদশাহকে সন্তুষ্ট করে এবং ইহার দ্বারা রাষ্ট্রীয় নৈকট্য লাভ করে। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যে, একটি মাত্র কারিগরি জানে আবার অন্য ব্যক্তি আছে যে দুইটি কারিগরি জানে আবার কেহ এমনও আছে যে তিনটি কারিগরি জানে। এইভাবে প্রত্যেককেই নিজের কারিগরির অনুপাতে বাদশাহর নৈকট্য লাভ করে। তাদের মধ্যে সকলেই বাদশাহর প্রিয়পাত্র। তাঁদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন মনে

Scanned by CamScanner

করেন—তিনি সমস্ত প্রকার কারিগরি ও শিল্পকাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং সে বাদশাহর নিকটতম প্রিয় ব্যক্তি। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি প্রবন্ধকারীর মধ্যে অদ্বিতীয় এবং তীরন্দাজীর মধ্যে খুবই পটু ও ঘোড়ায় চড়িতে পাকা, পালোয়ানী এবং কুস্তিগিরির মধ্যে খুবই দক্ষ। আর অদ্বিতীয় যোদ্ধা, যুদ্ধের ময়দানে শত্রু হতে পলাইয়া যাওয়া কাহাকে বলে সে জানে না। আর সে মিস্ত্রী কাজ এবং লোহার কাজ বেশ ভাল জানে। এরূপভাবে সে যত প্রকার কারিগরি আছে সমস্তের মধ্যে যথেষ্ট যোগ্যতা রাখে। আর সে ব্যক্তি সর্বদাই বাদশাহর নিকটে থাকে যাতে বাদশাহর প্রয়োজন মত তার দ্বারা যে সময় যে কাজের দরকার সে কাজ করাতে পারে। অতএব, ইহা হতে বুঝে নিবে আমাদের যত ধর্মীয় নেতা বা পরিচালক তরীকতপন্থী অতিবাহিত হয়েছেন! যেমন হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী (রঃ), হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জীলানী (রঃ), হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রঃ)–তাঁরা সকলেই ছিলেন আমাদের ধর্মীয় নেতা বা পরিচালক। আর এই সমস্ত বুযর্গদের তরীকায়ই আমি বয়াত গ্রহণ করেছি। আর আমি এই দাবী করতেছি না যে, আমি তাঁদের চেয়ে শেষ্ঠ কিন্তু আমাকে তাঁদের তরীকায় চলার দরুন আল্লাহ পাক এমন যোগ্যতা দিয়েছেন, যার দরুন জিকির এবং শোগলের মধ্যে মশগুল থাকছি এবং নফ্‌সের সভ্যতা ও আখলাকের (চরিত্রের) সভ্যতা ও ভদ্রতাও আমার হাসিল আছে। এরূপ ভাবে ইহা ছাড়া আরো কোন কথা যা আল্লাহ তাবারাকতায়ালা নিজ পয়গম্বর মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বিশেষ করে দান করেছেন তা হতে এই অধম বান্দাকে সামান্য কিছু দান করেছেন–উহা হল জিহাদের হুকুম ও হও (শরীয়তের নির্দিষ্ট হুকুম) জারী এবং কিসাস (প্রতিশোধ গ্রহণের আইন) চালু এবং শিরক এবং বেদআতের প্রতিরোধ করা ইত্যাদি। পবিত্র আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে নিজের মধ্যে এই সমস্ত কাজ চালু করবার যোগ্যতা এবং ক্ষমতা দান করেছেন যার বলে আমি অন্যের এমন ধারণা ইচ্ছা পোষণ করতেছি যে, কাফেরদের মোকাবেলায় ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধের অস্ত্র–তলোয়ার, তীর, নেজা, কামান বন্দুকে ইত্যাদি নিয়ে যুদ্ধের পোশাক পরিধান করে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর আওয়াজ উচ্চ করবার মানসে ঐ কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব এবং আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় নিজের হাতে পরিখা খনন করিব এবং কুঠার নিয়ে লাকড়ি কাটিতে পারি এবং হুদুদ ও কিসাস করিব এবং কুঠার নিয়ে লাকড়ি কাটিতে পারি এবং হুদুদ ও কিসাস জারী করতে পারিব। অতএব এই বিশেষ নেয়ামতের বদৌলতে আনন্দিত মনে নিজের তরীকার নাম 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া' রাখিয়াছেন কেননা মোহাম্মাদুর রাসূলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সমস্ত কাজকে নিজ হাতে আদায় করেছেন; কিতাবে দেখিয়া লও।

Scanned by CamScanner

সুতরাং এই সমস্ত কাজের দিকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এবং সময়ের অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম এবং আমার অন্তর এই সমস্ত কাজকে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া বলতেছে। আমি উপরে উল্লেখিত কার্যসমূহকে উত্তম সহচর বলে মনে করতেছি; আর যে সমস্ত তরীকত পন্থী ছিলেন তাদের অন্য প্রকারের নেয়ামত মিলিয়াছিল। তাঁদের ঐ সমস্ত কাজের চাহিদা ছিল না। আর ঐ বুযর্গদের মধ্যে কেহই এই কাজ আদায় করে নেই। তাঁরা জিকির শোগল আযীযী-এন্ কেসায়ী এবং নফসের বিপরীত ও নির্জনতা অবলম্বনকে খোদা তায়ালার সন্তুষ্টির কারন জানিত। এই অধম বান্দা তাঁদের তরীকার মধ্যে বায়আত হয়েছি এবং তাঁদের তাসাউফে আমাকে এই পর্যন্ত পৌছাইয়াছে। আর তাঁদের এক মোহগ্রস্ত ফানা এবং এশক ও মনোযোগ জয়ী ছিল। এই কারণে, যেমন– যদি কোন ব্যক্তি কোন চোরকে ধরিয়া খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (কুঃ রঃ)-এর নিকট লইয়া যাইয়া বলিত যে, এই ব্যক্তি চুরি করেছে, তার হাত কাটার আদেশ হয়েছে, তার হাত কেটে দিন। তখন তিনি বলতেন বাবা! এই কাজ আমার নয়। এই কাজ ইমামদের। আমি তার চেয়ে নিকৃষ্ট। সুতরাং আমার হাত কাটিয়া লও, তাকে ছাড়িয়া দাও। কিম্বা যদি কোন অপরাধীকে হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর নিকট নিয়ে গিয়া বলতেন—তাকে দোররা মারুন। তাকে একশত দোররা মারার আদেশ হয়েছে। তখন তিনিও এই কথাই বলতেন যে, বাবা! আমি তার চেয়ে নিকৃষ্ট সুতরাং আমার পিঠে একশত দোররা মার তাকে ছাড়িয়া দাও। কেননা তাঁরা এই সমস্ত কাজের মধ্যে কামালিয়াতে পৌছে গিয়াছিলেন এবং দ্বীনের পথপ্রদর্শক ছিলেন। الاشارة العاقل تكفيه হাফেজ শিরাজি বলেন–

انك ست اهل بشارت كراشارت + نكتبا يش بسے مرم اسرار كجلت -

মোটকথা, জনাব সাইয়্যেদ সাহেবের ওয়াজের দ্বারা লোক খুবই উপকৃত হলেন এবং জনাব মৌলভী গোলাম ছোবহান সঙ্গে সঙ্গে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের হাতে বায়আত হলেন। অতএব এই বর্ণনার দ্বারা তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া নাম রাখার জন্য যথেষ্ট। আর উল্লেখিত কাজগুলিকে নুতন এবং সজীব করে দেয়াও তাঁর মোজাদ্দেদ হওয়ার নিদর্শন। আর যে কথার মহব্বত ও আনন্দের জন্য নিজের তরীকার নাম মোহাম্মদীয়া রাখিয়াছেন সেই কথা আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দান করেছেন। আর এই কাজে জনাব সাইয়্যেদ সাহেব কামালিয়তে পৌছেছেন (আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর রহমত ও বরকত নাযিল করুন)। এই অধমের জেহাদের ময়দানে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নেই কিন্তু তাঁদের লাকড়ি ফাড়া নিজের চক্ষেই দেখিয়াছিল। হাজার হাজার লোক এখন পর্যন্ত তাঁর দর্শনকারী বিদ্যমান আছে। তাঁর আকৃতি দেখিয়া মনে হইত সাহাবাগণও এরূপ ছিলেন এবং মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতিবিম্ব এরূপই হতেন।

Scanned by CamScanner

আর তাঁর কামালিয়াতের কারণে ঐ সময় অধিকাংশ আল্লাহর আউলিয়াগণ তরীকার মধ্যে প্রবেশ করে এবং বরকতস্বরূপ নূতন বায়আত হয়। আর তাঁর সাক্ষ্য পাওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ঐসকল লোক তাঁর নিকট বয়আত হওয়া হতে মাহরুম (বঞ্চিত) রহিয়াছে, যারা শিয়া বেদআতী নামে অবিশষ্ট। তাঁর অপ্রাকৃতিক ব্যাপার এবং কারামাতসমূহ লেখার আবশ্যক নেই বললেই চলে। ইহা হতে আর কি বড় কারামত হতে পারে যে, জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় ধীরস্থির রহিয়াছেন। আর তাঁর সঙ্গীগণ উপস্থিত থেকে ধীরস্থির রহিয়াছেন এবং মোজাদ্দেদ (রঃ)-এর খেদমত উত্তমরূপে আদায় করেছেন। কোন কোন লোক হিংসার বশীভূত হয়ে বলিত যে, শিখদের সঙ্গে জেহাদ করতে গেছেন, সেখানে আবার কি কারামাত প্রকাশ করবেন, (আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি)। এই কথা তাদের ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক বটে। জেহাদ করবার চেয়ে আর বড় কারামত কি হতে পারে। জয়-পরাজয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। আল্লাহ্‌র আদেশ বান্দার উপর জেহাদ করা, জয়ী হবার এবং পরাজয় বরণ করবার আদেশ নয়। ইহা ওছওছা। ইহার অধিক বাড়িলে খুবই খারাপ। মুমেনদের কর্তব্য এই প্রকারের ওছওছাকে দমন করবার তদবির করবে, এত বড় উচ্চ সাহসী, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ জেহাদ প্রতিষ্ঠাকারী সুন্নতের অনুকরণীয় দরবেশ-কামেল, শহীদে আকবার, আওলাদে-রসূল, মুর্শিদে কামেল হতে এরূপ অবিশ্বাসী হওয়া এবং তাঁর সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ রাখা সমীচীন নয়। আর মোহাম্মদীয়া তরীকার এশগালের হাকিকত পুরাতন তরীকার এশগালকে নিজের হালের উপর রাখিয়া এর মধ্যে এমন কিছু মোরাকাবা অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে, এর দ্বারা তরীকতের ছুলুক সহজ হয়ে গেছে এবং মকসুদ তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। শেষের প্রভাব প্রারম্ভের উপর পতিত হয় যেমন নকশাবন্দিয়া তরীকা অনুযায়ী লতিফার জিকিরের মধ্যে বুঝাইয়া দিয়েছি যে, লতিফাসমূহের নড়াচড়া আল্লাহ পাকের নামের স্মরণের দ্বারা মিলিত হয়ে যাওয়ায় ঐ নড়াচড়ার সঙ্গে এই লতিফা আল্লাহ আল্লাহ বলতেছে আর ঐ জিকিরের সময় ঐ পবিত্র নামের নাম পাঠকারীগণ অন্তরের মহব্বত এবং হুজুরী সৃষ্টি করবে। তাতে এই মোরাকাবা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, যা প্রথমে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে, উহাতে মোশাহেদার প্রভাব প্রথম হতে আরম্ভ হয়–যেমন কোন জায়গায় বৃষ্টি বর্ষিত হয় আর যে জায়গায় বৃষ্টি হয় নেই সেখানকার লোকেরা বৃষ্টির ঠান্ডা বাতাস পেয়ে বলতে থাকে হয়ত কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। আর জনাব মোজাদ্দেদ (রঃ) সিরাতুল মোস্তাকিম-এর মধ্যে হাদীসের বিষয়-বস্তু এবং কোরআন শরীফের সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় আয়াতের বিষয়বস্তু মোতাবেক এমন মোরাকাবার বর্ণনা করেছেন যে, যার দ্বারা সাধারণতঃ প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ লোক ও সাধারণ লোক খুব তাড়াতাড়ি উপকার পাবে। আর তাঁর খলিফাদেরও জনাবের তাকরির (বৃক্তৃতা) আদেশ এবং সিরাতিল মোস্তাকিমের বিষয়বস্তু হতে

Scanned by CamScanner

এমন বিষয় হাসিল হয়েছে যে, কম অবসর লোকের জন্য যেমন, দোকানদার, ব্যবসায়ী, কৃষক, সৈন্য এবং বাদশাহ, আমীর ও প্রশাসকদের সামান্য সময়ের মধ্যেই উপকার হয়। আর ঐ সমস্ত কথাবার্তা 'সিরাতিল মোস্তাকিমের' জায়গায় জায়গায় বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। আর এ কথাকেও মোহাম্মদীর প্রতিবিম্ব মনে করতে হবে যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর তালিমের অবস্থা এই রূপই ছিল আর এ কারণেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কয়েক বৎসর সংসর্গে অবস্থানকারী আর সামান্য সময় সংসর্গে অবস্থানকারী সকলকেই সাহাবা বলা হয়ে থাকে। এ কারণে সকলকেই আমাদের অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। এখন একটি বড় রকমের কথা মনে রাখতে হবে যে, এই তরীকায়ে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে যেহেতু পরিষ্কারভাবে এখলাস (আল্লাহর সন্তুষ্টি) পরিপূর্ণ আর নফসের উপর এখলাস বড় কঠিন জিনিস, কেননা, এখলাসের মধ্যে নফসের কোন অংশ নেই। এই তরীকাপন্থীগণ নফসের বিপরীত এবং শরীয়ত মোতাবেক কাজ করতে দিবারাত্র ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং সম্পূর্ণ বানান, কথাবার্তা ও চানচলনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। আর দুনিয়াদার লোক বিশেষ করে এ দেশের এবং এই যমানার লোক বানোয়াটী এবং ধোকাবাজির মধ্যে সেরা। এই তরীকা পন্থীদিগকে আল্লাহ পাক এ সমস্ত বানোয়াটী এবং ধোকাবাজি হতে রক্ষা করেছেন। এই কারণে এই তরীকার কামেল লোকদিগকে চিনিতে পারা যায় না বরং ঐ সমস্ত কামেল লোকগণ সততা এবং এখলাসের দরুন নিজকে নিজেই চিনিতে পারে ন এবং নিজের ক্ষতিকে রোধ করবার তদবিরে দিব্যরাত্র চেষ্টা করতে থাকে। আর এই অবস্থাই ছিল সাহাবায়ে কিরামদের। এ যমানার লোকেরা যদি সাহাবাগণকে দেখতে পেত তা হলে তাঁদের চাল-চলন দেখে লোকদের আতঙ্ক সৃষ্টি হত এবং তাঁহাদিগ হতে নসিহত গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত।

তৃতীয় ফায়দায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারের বর্ণনা

এই কথাগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে অন্তরের কান দিয়ে শোন ঃ মুর্শিদের পরিচিত এবং মুর্শিদের দ্বারা কি উপকার হয় উহা সাতাইশ পরিচ্ছেদে বুঝিতে পারবে ইনশাআল্লাহ্। এইস্থানে ঐ পরিচ্ছেদের কোন কোন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখতেছি। উহা এই-ছুলুকের তরীকা এইভাবেই জারি আছে যে, লোকেরা নিজের মুর্শিদ হতে ইলেম ও আহওয়াল শিখে এবং উহা অন্যকেও শিক্ষা দেয়। যে প্রকারে তাঁদের নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে সাহাবাদের মাধ্যমে পৌছেছে। আর মুরিদকে ছাহেব বলা হয় অর্থাৎ সংসর্গ গ্রহণকারী। যার সংসর্গ গ্রহণ করেছে তাঁকে মাছলুব বলে, তিনিই মুর্শিদ। যেমন জন্মের মধ্যে স্বভাবগতভাবে ছেলের মধ্যে পিতার অংশ, এরূপভাবে

Scanned by CamScanner

তাৎপর্য পূর্ণ ও বাতেনী জন্মের মধ্যে মুরিদের মধ্যে মুর্শিদের অংশ। যেমন প্রথম জন্ম হতে মুরিদের আলমে মূলক হতে প্রকাশ্য সম্পর্ক স্থাপন হয়। এরূপভাবে দ্বিতীয় জন্ম হতে মুরিদির আলমে দুনিয়ার মালাকুত অর্থাৎ বাতেনী রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়। আর মুর্শিদে কামেলের দৃষ্টিই ঔষধ এবং তাঁহার কালাম শেফা (আরোগ্য)। সুতরাং মুর্শিদ মুরিদের তালিমের জন্য তাসাউফের ইলেমের যে সমস্ত কথা বার্তা বর্ণনা করেন ঐ সময় তার উপর রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন। তখন এই অবস্থায় তার অন্তরের ইচ্ছা এরূপ হয় যে, এই কথাসমূহ ঐ তালেবের হাসিল হয়ে যাবে। আর যা আমার রূহের হাসিল আছে সুতরাং তার রূহেরও হাসিল হয়ে যাবে। অতএব এর নামই তাওয়াজ্জুহ। আর এই প্রকারের তাওয়াজ্জুহ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এবং মুজতাহেদীনে শরীয়ত ও তরীকতের এই দয়াপ্রাপ্ত উম্মতের জন্য এরূপই সাব্যস্ত হয়েছে। আর প্রকাশ্যে উহা বুঝাবার প্রয়োজন নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এরশাদ এবং ঐ হাদীসকে সাহাবা, তাবেয়ীন প্রমুখ বর্ণনাকারীদের আপসে বর্ণনা করা এবং ধর্মীয় পরিচালকদের গবেষণা করা এবং উসূলে ফেকা, তাফসীর, হাদীস, তাসাউফ এবং ফেকার কিতাবসমূহ রচনা করা এই বিষয়ের দলিল। আর চক্ষু বন্ধ করে তাওয়াজ্জুহ দেয়া যা তরীকতের বুযর্গদের কোন কোন সময় হয়ে থাকে, সুতরাং রূহকে ইহাও প্রথম প্রকারের তাওয়াহজ্জুহ শাখা। আর মুর্শিদ তার মোসলেহাতের জন্য চক্ষু বন্ধ করে লয়, যাকে নিজের তালেবের রূহের সঙ্গে মিলাবে; যেমন সপ্তম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে ঐ উল্লেখিত কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এজন্য ইহা দ্বিতীয় প্রকারের বেদআত নহে। কিন্তু এই তাওয়াজ্জুহর পূর্বে মারেফতের হাকিকত এবং মূলতত্ত্ব এর উপদেশের বর্ণনার প্রয়োজন, কেননা উহা আসল এবং একিনী। আর অবশিষ্ট্যগুলো এর অধীনস্থ। আর যে ব্যক্তি একিনের হাকিকত ও মারেফতের সূক্ষ্মতত্ত্ব এর বর্ণনা হতে অজ্ঞ তার তাওয়াজ্জুর দ্বারা কি উপকার, তার রূহের মারেফতের স্বাদ এবং এলমে খোদ হাসিল হয় নেই। তার রূহ হতে অন্য লোকের রূহের মধ্যে কি প্রভাব বিস্তার হবে। আর কোন কোন লোকেরা এই কথা বলে থাকে যে, মুর্শিদে কামেল এক সময়ে কোন কথা বলে দেয়, যার ফলে মুরিদ নিজের মাকসুদে পৌছে যায়। আর এই কথার উপর তার বিশ্বাস আছে যে, এমন কোন কোন গুপ্ত এবং রহস্যের কথা আছে যা কোন কিতাবেও নেই এবং কাহারও জানার সুযোগ নেই, হ্যাঁ মুর্শিদে কামেল এক সময় কথার দ্বারা তাকে পথে উঠিয়ে দেয়। সুতরাং সত্য কথা বলতে গেলে কিন্তু ঐ কথা কিতাবের বাহিরে নয়। কিতাবের কথাবার্তা সময় এবং অবস্থা বুঝিয়া কামেল লোকেরা বলে দেয় তাতে সমস্ত রোগ ভাল হয়ে যায়। কেননা মুর্শিদ কামেলের কালামই শেফা (রোগমুক্তি)। এই সমস্ত কথ¯ার্তা এজন্য বলা হল যাতে

Scanned by CamScanner

লোকেরা নিজের ধারণার বশবর্তী হয়ে মুর্শিদে কামেলকে ছাড়িয়া অ-মুর্শিদ কামেলের ফান্দে ফাঁসিয়া না যায়, কেননা এই যুগে দ্বীনের বাদশাহ নেই। আর দ্বীনের মধ্যে নানা প্রকার ফাসাদ প্রকাশ পেয়েছে। তালেবগণ তাসাউফের নির্ভরযোগ্য কিতাব অনুসারে সুলুক গ্রহণ করেছে। আর অশ্লীল কথাবার্তা এবং কিস্ সা-কাহিনী এবং মূর্খদের কথাবার্তা মানিবে না। আর এই কুমন্ত্রণার ধারণার মধ্যে যখন এমন মুর্শিদে কামেল যাকে নিজের ধারণার মধ্যে ধরিয়া নিয়েছে উহা পাবে। তখন তার হতে বিনা পরিশ্রম এবং মোজাহেদার সমস্ত মকামাত উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। এবং মুর্শিদে কামেলের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। আর ইলমে তাসাউফের বর্ণনা হতে এবং স্মরণ করা হতে বঞ্চিত হবে না। যেমন মূর্খ লোক আল্লাহ তায়ালার শক্তিতে যখন ফরয এবং মোস্তাহাব ইবাদত আদায় করতে আরম্ভ করে তখন ফেকহী (ফেকাহ শাস্ত্রবিদ) আলেমের নিকট এসে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং নফল যেমন তাজাজ্জুদ, এশরাক, চাশত ইত্যাদি এবং ফরজ ও নফল রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মাসআলা অনুসন্ধান করে। তাদের ইবাদত কবুলের উপযুক্ত হয়। আর আলেমের নিকট গিয়া অনুসন্ধান না করিলে তাদের ইবাদত খারাপ হয়ে যাবে। এরূপভাবে যখন ছুলুক ইলাল্লাহর জন্য জিকির এবং শোগল আরম্ভ করবে, তখন এলমে তাসাউফের অভিজ্ঞ আলেমের নিকট জরুরীভাবে বসিয়া ছুলুক ইলাল্লাহর মাসআলা অনুসন্ধান করবে। আর আমি বহু পরীক্ষা করে দেখিয়াছি যে, অজ্ঞ মুর্শিদের নিকট অনেকদিন পর্যন্ত লোকেরা উঠাবাসা করে। তখন তাদের অবস্থার অনুসন্ধান করতে থাকে তখন তাকে যেমন তেমন পাওয়া যায় বরং প্রথম হতেও তাদের অবস্থা খুবই খারাপ দেখা যায় এবং অহংকার ও মূর্খতার মধ্যে ডুবে থাকতে দেখা যায়।

মোটকথা, এই সমস্ত বিষয় এই অধম যা কিছু লিখিয়াছি তা শুধু সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ও মুমিনদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে লিখিয়াছি, কেননা অধিকাংশ লোকের মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রহিয়াছে যে, যিনি মুর্শিদে কামেল হবেন তিনি এলমে তাসাউফ শিখান এবং জানা ব্যতীত এবং ইলমে জাওয়ারেহ এবং মোরাকাবা ব্যতীত এক সময়ের মধ্যে মাকসূদে পৌছাইয়া দিতে পারেন এবং এলমে তাসাউফের সমস্ত বিষয়বস্তু শিক্ষা দিতে পারেন। অবস্থা এই যে, ঐ এলমের বিষয়বস্তু পড়াইতে ও শিখাইতে যদি বুঝে এসে যায়, তবে সোনায় সোহাগা। অতঃপর ঐ ধারণার কারণ ধারণাকারী মুর্শিদের অন্বেষণে লেগে থাকে। কোথাও কোন পাগল যে বকবক করতেছে তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে যায়। আর কোথাও ঐ ব্যক্তি কোন কিছু বলে না তার বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। আবার কোথাও কোন লোকের যে শুধু এক প্রকারের তালিম দিতে থাকে এবং নিজের একাগ্রচিত্তে এবং আদবের সহিত নামায আদায় করে না ও

Scanned by CamScanner

ইলমে তাসাউফ এবং কোরআন হাদীস সম্বন্ধে সাধারণতঃ বর্ণনা করতে পারে না তার বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। সত্য কথা বলতে গেলে এরূপ লোকদের নিকট হতে কিছুই পাওয়া যায় না যেমন তেমন অবস্থায় থাকে কিন্তু তারপরও নিজের ধারণা বশবর্তী হয়ে এমন লোকদের প্রতিও বিশ্বাসী হয়ে পড়ে এবং সত্য লোকদের সংসর্গ হতে দূরে সরিয়া পড়ে, যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা পাক কালাম মজিদে এগার পারায় সূরায়ে তওবার মধ্যে এরশাদ করেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং সত্যবাদীদের সংসর্গে থাক।" আর এলমে তাসাউফ শ্রবণ করা এবং শিক্ষা করা সাধারণতঃ মনে না চাওয়া ইহা মারাত্মক ক্ষতিকর ব্যাধি। অধিকাংশ লোক এ ব্যাধি সম্বন্ধে জানে না। সুতরাং এই অধম দ্বীনী ভাইদের মহব্বতের কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ ফারদা বর্ণনা করে আল্লাহর রাস্তায় ধাবিত হবার পথ তরতিবের সঙ্গে খুব সহজ করে বর্ণনা করিব ইনশাআল্লাহ। আর ঐ গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা অন্তরের কান দিয়ে শ্রবণ কর। আমি এ স্থানে আইনুল এলমের সংক্ষিপ্তসার লিখতেছি। এর সব বিষয় লিখিলে কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে। তাই আইনুল ইলমের কথা শোন, যেমন আল্লাহ পাক সাতাইশ পারায় যারিয়াতের মধ্যে এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ -

অর্থাৎ "আমি জিন এবং মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" আর এই ইবাদত যা আয়াতের মধ্যে ফরমায়েছেন, তা কয়েক প্রকার। প্রথম, নামায-যার সম্বন্ধে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ বান্দার তাওহীদ কবুল করবার পর এমন ফরয সৃষ্টি করেন নেই যা নামায হতে অত্যধিক মহব্বতের হবে। দ্বিতীয় প্রকার-কোরআন শরীফের কিরআত অর্থাৎ কোরআন মজিদ পড়া। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি তিনি যিনি নিজে কোরআন শিক্ষা করেছেন এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তৃতীয় প্রকার সালাত, অর্থাৎ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পড়া। এই ব্যাপারে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়াদা করেছেন যে, দরূদ পাঠকারীদের আখেরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সংসর্গ লাভ হবে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের দিন দরূদ পাঠকারীদের শাফায়াত করবেন। চতুর্থ প্রকার- বর্ণিত জিকির অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জিকির ও ফিকির করা সম্বন্ধে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিয়াম (রাঃ) হতে

Scanned by CamScanner

হাদীস বর্ণিত আছে যেমন কালেমায়ে তাওহীদ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং এসমে জাত অর্থাৎ الله শব্দ এবং এর মত আরো শব্দ জিকিরের সম্বন্ধে অনেক ফজিলত কোরআন-হাদীসে উল্লেখ আছে। আর পঞ্চম প্রকার– দোয়া, এর ফজিলত সম্বন্ধে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ ـ

অর্থাৎ "দোয়া সমস্ত ইবাদতের মগজ।" কেননা ইবাদতের হাকিকত এবং এর সার প্রকার হয় নিজেকে হেয়তা অপদস্থ মনে করার মধ্যে অর্থাৎ নিজেকে অপদস্থ মনে করা এবং আল্লাহর বড়ত্বকে প্রকাশ করা, এই দুইটি বিষয় দোয়ার মধ্যেই বেশ সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। আর ষষ্ঠ প্রকার– তাফাক্কুর (ধ্যান) অর্থাৎ আল্লাহর ধ্যান ধারণা এবং মোরাকাবা করা যেমন আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের চৌদ্দ পারায় সুরায়ে আল-ইমরানের মধ্যে করেছেন ঃ

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ তায়ালার আকাশ এবং জমিনের সৃষ্টির মধ্যে ধ্যান চিন্তা করে।" আর হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

تنكر ساعة خير من عبادة ستين سنة ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ও কারিগরির মধ্যে উপদেশ ও নিদর্শনের দৃষ্টিতে এক ঘণ্টা ধ্যান ও চিন্তা করা ষাট বৎসর নফল ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ" অর্থাৎ এক ঘণ্টা আল্লাহর ধ্যান ও চিন্তা করা ও আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট জীব ও কারিগরির মধ্যে ধ্যান ও খেয়াল করে তার সৃষ্টিকর্তাকে ও শিল্পীকে জানা ষাট বৎসরের ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ধ্যান ও চিন্তা করা এবং আল্লাহ তায়ালার মারেফতের তলব করা এবং ফিকিরের সহিত ঐ সমস্ত জিনিস ও বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্পিপাত করা এবং যার মধ্যে দৃষ্টি ও ধ্যান করিলে আল্লাহ তায়ালার মারেফাত ও পরিচয় পাওয়া যায় উহাতে উদ্দেশ্য হাসিল হবে। ঐ সমস্ত বিষয় সুন্দরভাবে বুঝে আসবার জন্য এক তাকরির (বক্তৃতা) স্মরণ রাখা নেহায়েত জরুরী। আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা খুবই জরুরী যার দরুন আইনুল ইলমের সমস্ত বিষয় সহজে বুঝে আসবে। তাফাক্কুর (ধ্যান)-এর হাকিকত এমন ইলেমের তলব ও অন্বেষণ করা যা জানা খুবই জরুরী। ঐ এলেম অনুভূতির বস্তু হতে হাসিল হয় না। সুতরাং এরূপ এলেম ও জ্ঞান হাসিল হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু যখন আরো অন্য বিষয় যাকে খুবই চিনে এর মধ্যে সংযোজন করবে এবং এর মধ্যে খুবই ধ্যান খেয়াল করবে তাতে এক তৃতীয় বস্তু যাকে জানা তার উদ্দেশ্য সুতরাং এই উভয় বিষয়ে চিন্তা করিলে হাসিল হবে। যেভাবে স্ত্রী-পুরুষ হতে সন্তান জন্ম

Scanned by CamScanner

হয়। আর ঐ উভয় বিষয়কে মোকদ্দমা বলা হয় আর তৃতীয় বিষয় হল যা উভয় মোকদ্দমা হতে সৃষ্টি হয় তাকে নতিজা বলা হয়। আর প্রত্যেক প্রকারের মতলুব জানার জন্য এর উপযুক্ত দুটি আমল এবং মোকাদ্দমা নির্দিষ্ট আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দুটি আমল এবং মোকদ্দমার ইলেম হাসিল না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ তৃতীয় মতলুব প্রকাশ হবে না। আর যে ব্যক্তি এই দুইটি আমল এবং মোকদ্দমাকে মিলান জানে না, সেই ব্যক্তি ধ্যান এবং চিন্তা দ্বারা নিজের আমর মতলুব জানতে পারবে না। যেমন যে ব্যক্তির পুঁজি নেই সে কেমন করে ব্যবসা করবে? এখন উভয় আমল মোকদ্দমা মিলান, নিজের মতলুব জানার উদাহরণ নিজে শ্রবণ কর, যেমন কোন ব্যক্তি এই বিষয় জানতে চাইল যে, আখেরাত দুনিয়া হতে উত্তম তবে এই বিষয় জানতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুইটি বিষয়ের ইলেম হাসিল না করবে। একটি স্থায়ী অস্থায়ী হতে উত্তম, দ্বিতীয় হল আখেরাত স্থায়ী এবং দুনিয়া অস্থায়ী। যখন এই উভয় আসল বিষয় জানতে পারল তখন ঐ তৃতীয় প্রকারের এলেম যা আখেরাত দুনিয়া হতে উত্তম নিশ্চয়ই সৃষ্টি হয়ে যাবে। অতএব, এই উভয় প্রকার আমলের বিষয় অন্তরে হাসিল করা এবং এই উভয় বিষয় হতে তৃতীয় অন্য একটি বিষয় সৃষ্টি হওয়া এই সমস্তের সমষ্টিকে ধ্যান, চিন্তা, তদবির এবং বিশ্বাস ও আস্থা বলা হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় বিষয় হাসিল হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত উহাকে মোজাকেরাহ বলা হয়ে থাকে। লেখক নিজের কথার মধ্যে ঐ দিকেই ইশারা করেন, যা ঐ কথার মধ্যে প্রথম তাফাক্কুরের কথা, তাজাক্কুর-এর মধ্য হতে তাফাক্কুর (ধ্যান)-এর সৃষ্টি হয়। আর তাজাক্কুর ঐ বস্তু যা অন্তরে উহা জানা হতে দুইটি বিষয় উপস্থিত হয় যা তৃতীয় বিষয়ে মতলুব মোকদ্দমা ও আমল এবং ঐ উভয় হতে তৃতীয় বিষয় মতলুব সৃষ্টি হয়। তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে উভয় মোকদ্দমা প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত তৃতীয় বিষয় সৃষ্টি হয় নেই ততক্ষণ পর্যন্ত তাফাক্কুর বলা হয়। আর যখন ঐ বিষয় মোকদ্দমার ফল বের হল এবং তৃতীয় বিষয় সৃষ্টি হল তখন উহাকে তাফাক্কুর বলা হবে। আর তাফাক্কুর-এর ফয়দা এবং ফল যা তাজাক্কুর এবং তাফাক্কুরের পরে হাসিল হয় উহা তিন প্রকার– এলেম, হাল এবং আমল। প্রথমে এলেম হাসিল হয়। তার পর উপর হতে হাল এবং আমল হাসিল হয়। আর ঐ ইলেম কি? যা মারেফাত হাসিল হয়। আর মারেফতের অর্থ জানা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান হাসিল করা এই বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া এবং জানা উহাকে ইলেম বলে। আর ঐ মারেফত ও জ্ঞান হাসিল হওয়াতে হালের সৃষ্টি হয়। আর হাল কি জিনিস? যা ঐ মারেফতের নূর দেলের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবে আর ঐ নূর হাসিল হওয়ার দরুন দেলের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে। হালের দ্বারা আমলের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই হাল আমলের কারণ হয়ে থাকে। আর ঐ আমল কি যা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কলবের খেদমত করা অর্থাৎ মারেফতের নূর প্রভাব বিস্তার করবার দরুন যখন

Scanned by CamScanner

কলবের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল, তখন আমল করতে চাইল তখন অঙ্গগুলি এর অনুসরণ করল এবং অঙ্গ হতে আমল প্রকাশ হল তাতে আমল হালের অনুবর্তী হল এবং হাল মারেফতের অনুবর্তী হল; মারেফাত তাফাক্কুরের অনুবর্তী। অতএব তাফাক্কুর আমল এবং সমস্ত নেকের চাবি সাব্যস্ত হল। আর তাফাক্কুর প্রকাশ হবার স্থান দ্বীনের কাজের মধ্যে। আর তাফাক্কুরের দুই অবস্থা–হয়ত তাফাক্কুর মোআমেলা (লেনদেন ইত্যাদি) অর্থাৎ জাহেরী এবং বাতেনী আমলসমূহের মধ্যে জারি হবে আর ঐ আমল সালেকের নফসের সিফত এবং তার কাজ কর্ম ও আমলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। সুতরাং তাফাক্কুরের হক অর্থাৎ এর নিয়ম পদ্ধতি মোআমেলার মধ্যে এইভাবে হবে যে, প্রথমে তাফাক্কুর (ধ্যান) দ্বারা আরম্ভ করবে। প্রকাশ্য গুনাহের মধ্যে আর এই তাফাক্কুর তিন প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকার এইভাবে তাফাক্কুর ধ্যান ও চিন্তা করবে যে, এই কাজ শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়, হারাম কিম্বা মাকরুহ-এর মধ্যে পড়ে কি না। দ্বিতীয় এই প্রকারে যে, যখন বুঝিতে পারবে যে, এই কাজ শরীয়তের দ্বারা হারাম কিম্বা মাকরুহ সাব্যস্ত হয়েছে আর এই সমস্ত কথা ফেকার কিতাব হতে সাব্যস্ত হয়েছে, নিজের বুদ্ধি ও ধারণার ইহাতে কোন স্থান নেই। তখন তাফাক্কুর ও ধ্যান করবে যে, এই গুনাহ আমার মধ্যে পাওয়া যায় কি না। আর তৃতীয় প্রকার যখন বুঝিতে পারবে যে, এই গুনাহ পূর্বে আমার দ্বারা ঘংঘটিত হয়েছে কিম্বা এখন কার্যতঃ এই গুনার মধ্যে আবদ্ধ আছে কিম্বা ভবিষ্যতে এই গুনাহ হয়ে যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাফাক্কুর এবং ধ্যান করবে যে, নিজের উপর হতে এই গুনাহকে সরাইবার কি ব্যবস্থা আছে এবং এই গুনাহ হতে উদ্ধারের কি পথ আছে এবং এই গুনাহ হতে কিভাবে বাঁচিয়া থাকা যাবে। যেমন চিন্তা করবে নিজের জিহ্বা ও কানের মধ্যে এবং বলিবে এই সমস্ত মিথ্যা, গীবত, অত্যাচার-জুলুম, আত্মঅংহকার, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইত্যাদির মধ্যে নিপতিত আছে এবং এই সমস্ত কথা আল্লাহ তায়ালার অপছন্দনীয় কাজ যার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি বুঝা যায়। এরূপ চিন্তা করবে যে, এই সমস্ত গুনাহ হতে বিরত থাকা নির্জনবাস ও একাকী থাকা ব্যতীত এবং সালেহীন, নেককার এবং পরহেজগারদের সংসর্গ ব্যতীত সম্ভব নয়। যদি কোন সময় আমার দ্বারা এ সমস্ত কাজ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তবে এই সমস্ত লোকেরা ইহার প্রতি ঘৃণা করবে এবং আমাকে এই কাজ হতে বিরত রাখবে। সোবহানাল্লাহ! মুর্শিদ এবং নেককার লোকদের যথেষ্ট প্রভাব থাকে। এরূপ তাওয়াজ্জুহ (প্রভাব) হতে বঞ্চিত হওয়া মোটেই উচিত নয় এবং তাঁদের সংসর্গকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। আর অনভিজ্ঞ এবং অন্যান্য লোকদের-মুর্শিদ হতে তাওয়াজ্জুহ নিয়ে বিশ্বাস করল যে, তার লতিফা জারি হয়েছে। অতঃপর মুর্শিদ কিম্বা মুরিদ বনিয়া গেল এবং মিথ্যা এবং আত্ম-অহংকার ইত্যাদির মধ্যে নিপতিত হল তাতে কি লাভ হল। এই প্রকার নিজের পেটের

Scanned by CamScanner

কাজের দিকে চিন্তা করবে যে উহা আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ হারাম খানা-পিনার মধ্যেও নিপতিত হয়েছে কিনা? যদি কোন সময় উহাকে হারাম লোকমা খাওয়ার মধ্যে নিবদ্ধ পাও তবে ইহা জানিবে যে, হারাম লোকমা খাওয়ায় সমস্ত এবাদত নষ্ট এবং বরবাদ হয়ে যায়। এজন্যই হালাল খাদ্য সমস্ত ইবাদতের মূল। আর বান্দার কাপড়ের আট ভাগের এক অংশে যদি এক দেরহাম পরিমাণ হারাম কিছু লাগিয়া যায় তবে আল্লাহ তায়ালা তার নামায কবুল করবে না। অতঃপর ধ্যান করবে তার খানা-পিনা এবং তার উপার্জন কোথা হতে এবং হালালের রাস্তা কি এবং হালাল উপার্জন খাওয়া ও হারাম উপার্জন হতে বাঁচিবার কি পথ আছে যাতে আমি ঐ পথকে গ্রহণ করতে পারি এই সমস্ত কথা ফেকার কিতাব হতে জানা যাবে। আর এই ধ্যান এবং চিন্তা নিজের অবস্থার উপর করবে অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণে লাগিয়া যাবে না কেননা ইহা সম্পূর্ণ হারাম। এরূপভাবে নিজের শরীরের সমস্ত কিছু অন্বেষণ করবে এবং নিজের দেহকে গুনাহ হতে বাঁচাইয়া রাখবে। অতঃপর প্রকাশ্য গুনাহর উপর চিন্তা ও ধ্যান করবার পর প্রত্যেক প্রকারের প্রকাশ্য অনুবর্তীতার দিকে চিন্তা করবে যে, এই অনুবর্তিতা ভাল কি না অর্থাৎ শরীয়তের মধ্যে ইহা অপছন্দ এবং শরীয়তে ইহা সাব্যস্ত আছে কি-না। ফরজ ইবাদতকে সর্বাবস্থায় আদায় করতেই হবে। কিন্তু ফরয আদায় করবার মধ্যে যা মোস্তাহাব আমল আছে যেমন, তাজাজ্জুদ, এশরাক, জিকির ইত্যাদির মধ্যে ধ্যান করবে। অতঃপর যখন সাব্যস্ত হবে যে, এই আমল মানদুব (ভাল) তখন চিন্তা করবে যে, এই মানদুব কি আমার ক্ষমতার মধ্যে আছে অর্থাৎ উহা আদায় করতে এবং আমলকে ক্ষতি হতে রক্ষা করবার ক্ষমতা ও শক্তি আমার মধ্যে আছে কিনা। অতঃপর যখন বুঝিতে পারবে যে, উহা আদায় করবার ক্ষমতা আমার মধ্যে বিদ্যমান আছে তখন যে যে অঙ্গ ইবাদতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এর প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে ধ্যান ও খেয়াল করবে যে, উহা হাসিল করতে ও কার্যে পরিণত করতে কি ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ ধ্যান ও চিন্তা করবে যে, জবানকে জিকির, ওয়াজ, তালিম এবং মুসলমানদিগকে ভাল উপদেশ দিয়ে শক্তি এবং আরাম পৌছাইবার জন্য সৃষ্টি করেছেন আর আমি অমুক জিকির করবার উপর শক্তিশালী এবং অমুক কথা বলবার ক্ষমতা রাখি যা দ্বারা মুসলমানদের শান্তি এবং আরাম মিলবে। কেননা সৎ ও নেক কথা সদকার চেয়েও ভাল। চক্ষুকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, উহাকে আল্লাহ তায়ালার অনুবর্তিতার মধ্যে লাগাও যেমন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত ইত্যাদি এবং আলেমদিগকে সম্মানের চক্ষে এবং ফাসেক-ফাজেরদিগকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবে। আমি যে কাজের ও কথার উপর ক্ষমতা রাখি তা কেন ছাড়িয়া দিব? এবং চক্ষের হক কেন আদায় করিব না। আর কানকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে অত্যাচারিতের প্রার্থনা শুনিবে এবং তাকে সাহায্য করবে এবং কেরাত, আল্লাহর জিকির ও ওয়াজ

Scanned by CamScanner

শুনিবে। সুতরাং আমি কানকে কেন বেকার রাখিব এবং নেয়ামতের কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবনা। এই প্রকারে নিজের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ধ্যান ও চিন্তা করবে বরং নিজের মাল-আছবাব, সন্তান খাট-পালঙ্ক এবং খাদেমদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকবে যার ফলে, এক ঘন্টার ফিকির ধ্যান ও চিন্তার মধ্যে তার সমস্ত আমল ঠিক হয়ে যাবে। এই করণেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ঘন্টার তাফাক্কুর ও ধ্যান ষাট বৎসরের নফল ইবাদতের চেয়েও ভাল। কেননা এর লাভ অনেক সময় পর্যন্ত বাকী থাকবে। অতঃপর যখন গুনাহ এবং জাহেরী ইবাদতের তাফাক্কুর এবং ধ্যান হতে নিষ্কৃতি পাইল তখন এভাবে তাফাক্কুর ও ধ্যান করবে, বাতেনী গুনাহর মধ্যে যা মানুষের মন্দ স্বভাব এবং ধ্বংসকারী উহাকে নাওয়াযেল বলা হয়ে থাকে। এর প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবে এবং চিন্তা-ভাবনা করবে। আর আভ্যন্তরিক অনুবর্তিতার মধ্যে যা মানুষের নেক চরিত্র এবং যা মানুষকে মুক্তি দানকারী এবং ধ্বংস হতে রক্ষাকারী উহাকে ফাযায়েল বলে। এর বর্ণনা ইনশাআল্লাহ চব্বিশ নম্বর অধ্যায়ে আলোচনা হবে উহাকে মকাআত বলে যেমন তওবা, দ্বীনদারী; পরহেজগারী, জোহদ, ছবর বা ধৈর্য ইত্যাদি– ঐগুলি হাসিল করবার রাস্তা অন্বেষণ করবে। দশটি খারাপ চরিত্র মানুষের ধ্বংসকরী। সুতরাং এর মধ্যে হারাম, গীবত এবং মিথ্যা প্রকাশ্য গুনাহ বাকীগুলি অপ্রকাশ্য গুনাহ। আর নেক চরিত্রগুলি মানুষের যা প্রকাশ্য ইবাদত উহাকে প্রকাশ্য ইবাদত বলা হয়। আর যা অপ্রকাশ্য যেমন—তওবা, ছবর, শুকুর ইত্যাদি। উহাকে বাতেনী বা অপ্রকাশ্য বলে। আর আইনুল ইলেমের ফারসী শরাহ্‌র মধ্যে শেখ ফখরউদ্দীন মুহিবুল্লাহ (আল্লাহ তাকে পাক-পবিত্র রাখুন) বলতেছেন, বাতেনী গুনাহ এবং অনুবর্তিতার মূল আমলের মধ্যে বিশটি জিনিস আছে। আর বাতেনী গুনাহের চিকিৎসা যথাস্থানে তাসাউফের কিতাবে বিশেষ করে সিরাতিল মুস্তাকিম-এর মধ্যে বিদ্যমান আছে। আর তাফাক্কুর মোকাশেফার মধ্যে জারী হয়। আর মোকাশেফা যা সিফত ও হাকায়েকে ইলাহির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এবং মোকায়েফা অর্থ পবিত্র আল্লাহ তায়ালার তাওহিদ খুলে যাওয়া। আর মোকাশেফার বাকী অর্থ পঁচিশ অধ্যায়ের একিনের বর্ণনার মধ্যে আসিবে ইনশাআল্লাহ তায়ালা। আর ঐ পবিত্র আল্লাহ তায়ালার উচ্চ সিফতের দিকে ধ্যান করবে। আর সিফতের অর্থ ঐ সিফাত যা পবিত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য সাব্যস্ত আছে যেমন হায়াত, ইলেম, কুদরত, এরাদা, শ্রবণ, দর্শন, কালাম ইত্যাদি। আর মালাকুত অর্থাৎ আশ্চর্যজনক বস্তু-সমূহ ও অদ্ভুত বস্তুসমূহের মধ্যে আসমান ও জমিনের মধ্যে ধ্যান করবে যে, এই সমস্ত তাঁর কুদরত এবং প্রভুত্বের নিদর্শন। এর নিদর্শন যা কিছু আকাশের মধ্যে আছে, যেমন–সূর্য-চন্দ্র-তারকা আর যা কিছু জমিনের মধ্যে আছে, যেমন– পাহাড়, বন-জঙ্গল, শহর, নদী ও জাওহারের খনি এবং নানা প্রকারের শস্য, শাক-সবজি ও পশু-পাখি। আর যা কিছু আকাশ এবং

Scanned by CamScanner

জমিনের মধ্যস্থলে অবস্থিত যেমন–বাদল, বৃষ্টি, বিজলী, বরফ ইত্যাদি। আর অন্যান্য নিদর্শনগুলিও সমস্তই তাঁর কুদরতের প্রকাশমান নিদর্শন। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ধ্যান ও চিন্তা করে এর কারিগর ও সৃষ্টিকর্তাকে চিনিতে পারবে, এই সমস্ত কিছু তাঁর সৃষ্টির প্রমাণ ও দলিল। কেননা পবিত্র ও পাক জাত ব্যতীত সমস্ত জিনিসই তাঁর সৃষ্ট জীব এবং তাঁর আশ্চর্য বস্তু-সমূহের ও অদ্ভূত বস্তুসমূহের মধ্যে শামিল। আকাশ ও পাতালে এবং এর মধ্যস্থিত এমন বস্তু নেই যে, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান করে না। তাঁর পবিত্র নামের জিকির ব্যতীত তাঁর মারেফাতের রাস্তা কেহই পাইতে পারে না, কেননা তাঁর মখলুকাতের মারেফাত ও পরিচয় পাওয়া ক্ষমতার বাহিরে কিছু এই পরিমাণ যে, তাঁর পবিত্র নামের জিকির করবে এবং জিকির করবার সময় ঐ নামের দিকে আকলকে ফিরাইবে এবং তাঁর খেয়াল ও ধ্যান অন্তরে গাঁথিয়া নিবে। দিলের জিকির ও জবানের জিকির উভয়ই জিকিরের মধ্যে শামিল। উভয় প্রকার জিকিরের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার জাতেপাকের দিকে বুদ্ধি মনোযোগ দেয়। তখন ঐ জাতে পাক হাজির হয় যেমন ভূমিকার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইহাই মাশহুদে জাতী এবং হাক্কুল এয়াকিন। আর হাদীসে এরশাদ হয়েছে যে, তোমরা জাত উজ্জ্বল ও রৌশন আর মানুষের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল কাজেই তাঁর জাতকে জানা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে ইহাতে জ্ঞান শূন্য ও পেরেশান হয়ে পড়িবে যেমন লেখক (রঃ) ফরমায়েছেন যে, মানুষের আকল পবিত্র আল্লাহ তায়লাকে জানতে সম্পূর্ণ অক্ষম যেমন চামড়া দিনের আলো দেখতে অক্ষম। কেননা তার চক্ষের দর্শন শক্তি দুর্বল, সূর্যের আলো ধারণ করা তার পক্ষে অসম্ভব। আর হাকিকতের অবস্থা জানা অর্থাৎ পবিত্র আল্লাহ তায়ালার সিফত ('কুন) হওয়া এ রূপই। তাফাক্কুরের রাস্তা ঐ এটা নয় কেননা তার সিফাতের কুন মানুষের নাগালের বাহিরে। সুতরাং তাঁহাকে বুঝা মানুষের কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু বিশেষ লোকদের কোন সময় হয়ে থাকে। তাদের ও তাঁর সিফতে কুন অর্থাৎ ভেদ সর্বদা সূর্যের দিকে তাকাইতে পারে না; যেমন তাজাল্লী ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের এসতেদায়ের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। আর বিশেষ লোকেরা হাকিকতসমূহ অর্থাৎ সিফতের ভেদ ইত্যাদি সাধারণ লোকের নিকট প্রকাশ করেন না। কিন্তু তাদের জ্ঞানের ক্ষমতা অনুসারে এর অতিরিক্ত বর্ণনা করা নিষেধ আছে, আদেশ দেয়া হয়নি। কেননা অধিকাংশ সাধারণ লোকের বুদ্ধি ঐ রহস্যকে বুঝিতে পারবে না। এই জন্যই নবীদের মধ্য হতে কোন কোন নবীর নিকট ওহী আসিত যে, আমার বান্দাদের নিকট আমার সিফত সম্বন্ধে এমন সংবাদ দিও না যাকে তারা অস্বীকার করে বসে। তাদের নিকট এমন কথা বলিবে যা তাদের বুঝে আসে।

Scanned by CamScanner

যখন বুঝা গেল যে, মানুষের সৃষ্টি ইবাদত ও মারেফাতের জন্য। আর ইবাদতের প্রকারভেদও জানা হয়েছে। তা হলে এখন জরুরী যে, বান্দা সর্বদা ইবাদতের মধ্যে লাগিয়া থাকবে। প্রকাশ্যে নামাজ, তেলাওয়াত, দরূদ, জিকির এবং দোয়া আর বাতেনে তাফাক্কুর (ধ্যান) এবং মোকাশেফা তাতে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইবাদতের কারণে তার আল্লাহ তায়ালার মহব্বত হাসিল হবে। এজন্য যে, মহব্বত খুবই জরুরী এবং আমল উদ্দেশ্য বরং সমস্ত মকসুদ ঐ মহব্বতই। এই সমস্ত বর্ণনা আইনুল ইলম-এর মধ্যে মোস্তাহাব, ইবাদতসমূহের বর্ণনায় শুরু করা হয়েছে, যেমন এশরাক, তাজ্জুদ এবং সালাতুত তাসবীহ ইত্যাদি। আর 'আওয়ারেফ' কিতাবে তেত্রিশ অধ্যায় হতে পঞ্চাশ অধ্যায় পর্যন্ত পবিত্রতার আদব নামাজের অবস্থা এবং নামাজের আদব আর রোজার ফজিলত এবং আদব, খানা-পিনা ও পোশাকের আদব এবং কেয়ামুল লাইল অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলত এবং রাত্র জাগরিত থাকিবার রীতিনীতি অন্যান্য মোস্তাহাব ইবাদত ইত্যাদির বর্ণনা এই সমস্ত কিছুকে মোআমেলা বলা হয়। সুতরাং কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এ সমস্ত কথা লিখিলাম না কেননা এই সমস্ত বিষয় ফেকার কিতাব হতে এবং অধিকাংশ রেসালা হতে জানা যায়। আর প্রথম সুলুক ইলাল্লাহর কোন কথার উপর আরম্ভ করবে এবং কি কি গ্রহণ করবে এ বিষয়গুলো বাদায়াত এবং নাহায়াত-এর মধ্যে বর্ণনা করে আহলে তরিকতের শোগল এবং জিকিরের তরিকা বর্ণনা করিব ইনশাআল্লাহ এবং এর মধ্যে মোসাব্বাআতে আশার-এর বর্ণনা হবে। আর আহলে তরিকতের সুলুক মোশাহেদা পর্যন্ত সমাপ্ত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় সুলুক লিখিব এর মধ্যে একটি উল্লেখিত ঘটনা খুব সুন্দর করে ইঙ্গিতবহ করে লিখিব। তৃতীয় ফায়দা হেদায়াত ও নেহায়াত এর বর্ণনার মধ্যে। অতঃপর প্রথমে যে জিনিস মুরিদের গ্রহণ করতে হয় আর সে জিনিস হতে সুলুক আরম্ভ হয়, এর বর্ণনা সংক্ষিপ্তভাবে 'আওয়ারেফ' এর বিষয়বস্তু হতে লিখিব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে। প্রথমতঃ শুরুতে যে জিনিস গ্রহণ করা হয় তাকে' বাদায়াত বলে। আর শেষে যে মকাম হাসিল হয় উহাকে নেহায়াত বলে। এর সংক্ষিপ্তসার 'আওয়ারেফ'-এর মধ্যে সনদের সহিত লেখা হয়েছে। আলকামা ইবনে ওক্কাছ বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন–আমি হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصقبها ما الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه -

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমল নিয়তের উপরই নির্ভর করে অর্থাৎ আমলের সওয়াব মানুষের নিয়ত অনুপাতে পাওয়া যায় এবং তার আমলের নিশ্চয়তা নিয়মের উপর নির্ভর করে। আর মানুষ যা নিয়ত করে উহাই পায়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের রাস্তায় ঘর হতে বের হবার নিয়ত করে সে উহাই পায় কিংবা যেই ব্যক্তি দুনিয়া হাসিলের জন্য বের হয় সে দুনিয়াকেই পাবে, আর যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করবার উদ্দেশ্যে বের হয় সে উহাকেই পায়।" এই হাদীসকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। সুতরাং নিয়ত আমলের শুরু এবং নিয়তের অনুপাতে আমলের ফলাফল হয়ে থাকে। আর সূফীদের তরীকায় প্রবেশ করবার প্রথমে মুরিদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজ এই যে, নিজের কাজ-কর্ম তাঁদের মত করে নিবে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য লাভ করবার উদ্দেশ্যে তাঁদের জামাতে বসিবে। সূফীদের তরীকায় প্রবেশলাভ করা এবং তাদের রাস্তায় হিজরত করা মুরিদের কর্তব্য। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে— মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে হিজরত করে এবং ঐ বস্তুকে ছাড়িয়া দেয় যা হতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা পঞ্চম পারায় সূরায়ে নেছার মধ্যে করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া আল্লাহ ও তার রসূলের পথে বের হয়, অতঃপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার জন্য সওয়াব আল্লাহর নিকট নির্ধারিত রহিয়াছে।" সুতরাং মুরিদের কর্তব্য সূফী সম্প্রদায়ের তরীকার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কেননা যদি মুরিদ তাঁদের তরীকার শেষ পর্যায়ে পৌছতে পারেন তবে মনজিলে মকছুদে পৌছে গেছেন বুঝিতে হবে। আর যদি ঐ সূফী সম্প্রদায়ের শেষ পর্যায়ে পৌছিবার পূর্বে তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর নিকট পাবে। হযরত জাফর খলদী ফরমায়েছেন—আমি হযরত জোনায়েদ বোগদাদীকে বলতে শুনিয়াছি, শেষ পর্যায়ে পৌছতে নিষেধকারী ও বাধাদানকারী অধিকাংশ সময় শুধু ফাসাদের কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং মুরিদ ঐ তরীকার সুলুকের প্রথমে মুখাপেক্ষী থাকে নিয়ত মজবুত করবার। আর নিয়ত মজবুত করা এবং নিয়ত পাক-পবিত্র করা প্রবৃত্তির তাড়না হতে এবং ঐ জিনিস হতে যার মধ্যে নফসের জন্য দুনিয়ার স্বাদ পাওয়া যায়। তা হলে উহাকে পাক করবার কারণে তার ঘর হতে বের হওয়া এবং হিজরত করা খালেস আল্লাহ তায়ালার জন্যই হয়েছে। হযরত ইবনে আবদুল্লাহ্ ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ)-এর নিকট লিখিয়াছিলেন, হে ওমর! তুমি জেনে রাখ আল্লাহ্র সাহায্য

Scanned by CamScanner

বান্দার জন্য তার নিয়তের অনুপাতে হয়। সুতরাং যার নিয়ত পুরা হয়েছে তার জন্য আল্লাহর সাহায্যও পুরা হয়েছে। আর যার নিয়তের মধ্যে ত্রুটি আছে তার নিয়তের ত্রুটির দরুন আল্লাহ্‌র সাহায্যও তার জন্য ঐরূপই হবে। কোনো কোনো সালেহীন নিজের ভাইয়ের নিকট লিখিয়াছেন "নিজের আমলের মধ্যে নিয়তকে খালেস কর" অর্থাৎ রিয়া (লোক দেখান) সামা (লোকে শুনিবে) অর্থাৎ ঐ আমলকে লোকে দেখবে ও শুনবে এরূপ খেয়াল হতে তোমার নিয়ত পাক-পবিত্র হতে হবে, তা হলে তোমার কম আমলই যথেষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি নিয়ত ভাল করবার পথ না জানে, তবে সে এমন মানুষের সংসর্গ গ্রহণ করবে যে তাকে নিয়ত পরিষ্কার করবার তালিম দেবে। আরবের পরিভাষায় 'বিশেষ করে' সূফীদের পরিভাষায় বলা হয়ে থাকে "এ'তেকাদের সঙ্গে অমুকের সংসর্গ আমার ভাগ্যে জুটিয়াছে" মুরিদের তার সংসর্গের দ্বারা উপকার হয়েছে। এই অর্থের দিকে লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসর্গে থাকা ব্যক্তিকে সাহাবা বলা হইত। যেমন এ'তেকাদের (বিশ্বাস) কারণে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট কিছুক্ষণ ও কিছুদিন এবং দীর্ঘ সময় কিম্বা জীবনভর তাঁর সংসর্গে ও বরকতে যাদের উপকার হইত এরূপভাবে ঐ মুর্শিদের সংসর্গে যিনি তাবেদারির কারণে রসূলের নায়েব (প্রতিনিধি) মুরিদের উপকার হয়। আর এই তালিম মুর্শিদের সোহবত (সংসর্গ) ব্যতীত শুধু কিতাব পড়িয়া হাসিল হয় না। কেননা কিতাব নিজের বিষয়বস্তু বলে দিবে এর নিয়তের ভাল-মন্দের কোন খবর দিবে না। তার বুঝের কোন তায়াক্কা নেই। তার নিয়ত খারাপই হবে। আর সে বুঝিবে যে, আমার নিয়ত খালেস আছে। আর ইহাও আছে, মুর্শিদ ব্যতীত অন্য কোন লোক যদি কোন কথা বলে ও নসিহত করে তবে মানুষ রাগিয়া যায় আর হঠধর্মী করতে থাকে এবং মুর্শিদের কথাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে। আর এই কথা সকলের নিকট পরিষ্কার, যার জন্য মুর্শিদের সংসর্গ গ্রহণ করবার জন্য বলা হয়ে থাকে। আর ইহাও আছে যে, মুর্শিদ কিতাবের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল আছে এবং আমলকারীও দূরদর্শী। তিনি সেই অনুপাতে আমলের তালিম দিবেন। এই কথার দ্বারা ঐ ব্যক্তিদের সন্দেহ নিরসন হল যারা বলিত তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ, আকায়েদ, তাসাউফের কিতাব সমস্ত কিছু বিদ্যমান আছে, তা সত্ত্বেও কিরূপ কথা যার জন্য মুর্শিদের প্রয়োজন আছে। সহল ইবনে আবদুল্লাহ তাসতরী (রঃ) বলেছেন, প্রথম অবস্থায় মুরিদকে যে জিনিসের আদেশ করা হবে উহা হল, মন্দ কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা এবং গুনাহর কাজ হতে বিরত থাকা। কিছু পূর্বেই ফায়েদায়ে আজিমার মধ্যে তা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর ভাল কাজের দিকে প্রত্যাবর্তন করা অর্থাৎ ফাজায়েলকে গ্রহণ করা আর এই ফাজায়েলের বর্ণনা পঁচিশ অধ্যায়ের মধ্যে হবে। আর উহাকে মাকামাতও বলা হয়, যেমন—তাওবাহ, নেক কাজ,

Scanned by CamScanner

পরহেযগারী, জোহদ, সবুর, দারিদ্রতা, শোকর, ভয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর হুকুমের প্রতি সন্তুষ্টি, বিনয়, একাগ্রচিত্ত, এখলাছ, একিন (বিশ্বাস) জিকির। রযিলা বলা হয় মন্দ চরিত্রকে আর ফযিলা বলা হয় নেক চরিত্রকে। রাযায়েল ও ফাজায়েল এর বহু বচন। এর পর আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করবার জন্য একাকী হয়ে যাওয়া অর্থাৎ যে জিকিরের কারণে আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাকে ছেড়ে একাকী হয়ে যাবে। তারপর তাওয়াক্কুফ ফির রিশাদ" অর্থাৎ সত্যপথ পাওয়ার জন্য বিলম্ব করবে অর্থাৎ যখন পর্যন্ত কোন মাসআলার মধ্যে সত্য পথ না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করবে। এবং পথ প্রদর্শকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। যখন সেই মাসআলা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে, তখন এর উপর আমল করবে। তারপর দৃঢ়স্থির ও অটল থাকিবার আদেশ দেয়া যাবে অর্থাৎ সমস্ত কাজে কর্মে অটল থাকবে। আর যে জিনিসকে আল্লাহ্‌র জন্য গ্রহণ করবে উহাকে ধরে রাখবে। আর যে জিনিসকে আল্লাহ্‌র জন্য গ্রহণ করবে তাকে ধরে রাখবে। আর যে জিনিসকে আল্লাহ্‌র জন্য ছেড়ে দিবে তা হতে বিরত থাকবে। এ অবস্থা এরূপভাবে হাসিল হয়–নিজের নফস এবং তবিয়তের বক্রতা হতে বের হয়ে আসবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নফস এবং তবিয়তের অধীনস্থ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইছতেকামাত দৃঢ়স্থিরতা হবে না। যেমন কোন একটি কাজ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করতে চাইল কিন্তু প্রবৃত্তি তা করতে চাইল না সুতরাং সে উহা করল না। আর একটি কাজ আল্লাহ্‌র জন্য ছেড়ে দেয়া পছন্দ করল কিন্তু প্রবৃত্তি উহা করতে চাইল সুতরাং উহা সে করল। বহু দিনের অর্জিত ধন ও খোদা-ভীতি নষ্ট করল। এজন্য বুজর্গগণ বলেছেন ইছতেকামাতের (দ্বীনর হুকুমের প্রতি অটল) মর্যাদাকারামতের (অলৌকিক ক্ষমতা) উর্ধ্বে। আর আল্লাহ তায়ালা নিজের প্রিয় রসূলকে দ্বীনের উপর অটল থাকবার আদেশ দিয়েছেন, যেমন একুশ নম্বর অধ্যায়ের মধ্যে বুঝা যাবে ইনশাআল্লাহ তায়ালা।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যে হক (সত্য) কথা তার উপর প্রকাশ করে দিয়েছেন উহা আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট জীবের মধ্যে বর্ণনা করবে। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা সূরায়ে 'আদ্‌দাহরে' মধ্যে ফরমায়েছেন ঃ

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ـ

অর্থাৎ প্রভুর নেয়ামতসমূহ বর্ণনা কর।" তারপর 'কুবর' (নৈকট্য)-এর অর্থ বুঝাবে। 'তাআরুফ' কিতাবে আছে 'সরী সকতী' এর নিকট জিজ্ঞেস করা হল 'কুরব'-এর অর্থ কি? তিনি উত্তর করলেন 'কুরব'-এর অর্থ আজ্ঞানুবর্তী। আর তিনি ছাড়া অন্যান্য লোকেরা বলেছেন, 'কুরব' হল এর উপর গর্ব করবে এবং তার সম্মুখে নিজেকে হীন মনে করবে যেমন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালাম পাকে

Scanned by CamScanner

এরশাদ করেছেন ঃ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ অর্থাৎ "সেজদা কর এবং নৈকট্য লাভ কর।" যেহেতু সেজদা করার অর্থ নিজে হীন হয়ে যাওয়া এবং এর দ্বারা নৈকট্য লাভ করা যায়। আর নৈকট্য লাভ করবার জন্য গর্ব করা যায়। দ্বিতীয় অর্থ হল নিজের দেহকে গাফেল রাখবে না যেমন আল্লাহ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ـ

অর্থাৎ "তুমি ছুঁড়ে ফেলনি যখন ছুঁড়ে ফেলতেছিলে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ছুঁড়েছিল" (নবম পারা সূরা-আনফাল)।

আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণের সম্বন্ধে ঐ আয়াতের প্রথমে ইরশাদ ফরমায়েছেন ঃ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ـ

অর্থাৎ "তোমরা তাদিগকে কতল (নিহত) করনি কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদিগকে নিহত করেছেন।"

'আওয়ারেফ' কিতাবের একষট্টি অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, আবু ইয়াকুব মুন্সী বলেছেন—যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নৈকট্যের সঙ্গে আমাকে খেয়াল করবে যে, আমি নৈকট্যের মধ্যে আছি ততক্ষণ পর্যন্ত নৈকট্য লাভ হয় নেই। এমনকি গায়েব হয়ে যাবে নৈকট্য হতে নৈকট্যের কারণে। অতঃপর যখন নৈকট্যের কারণে নৈকট্য চলে যায়, তখন ইহা কুবর (নৈকট্য)। এর পর মোনাজাত–উহা এই, বান্দা নিজের প্রভুর নিকট বিনয়ী ও নম্রতার সঙ্গে মোনাজাত করবে যেমন কোন ব্যক্তি কারোও সঙ্গে কানে কানে কথা বলে সেইরূপ ভাবে বান্দা আপন প্রভুকে নিকট মনে করে তাঁর নিকট মোনাজাত করবে। তারপর আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে দুস্তি ও ইখলাস রাখা, পরিষ্কার রাখা ও পরিষ্কার হয়ে যাওয়া। তারপর দাওয়ালাত অর্থাৎ বেলায়েতের মর্যাদা। বেলায়েতের অর্থ বিশ অধ্যায়ে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ তায়ালা। আর রেযা এবং তাছলিম অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর সমস্ত আদেশকে মান্য করা এর অর্থ হল তাফবীয এবং তাওয়াক্কুল অর্থাৎ সমস্ত কাজ-কর্ম তাঁর উপর ন্যস্ত করা এবং তাঁর উপরই ভরসা করা, তার হাল (অবস্থা) হয়ে যাবে। তারপর রেযা, তাছলিম, তাফরিয, তাওয়াক্কুলের নেয়ামত দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা এহসান মনে করবে নিজের মারেফাত দেয়ার জন্য অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাকে আপন মারেফাত দান করবে। তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট তার স্থান ঐ ব্যক্তিদের স্থানের মত হবে, যে ব্যক্তি নিজের শক্তি ও ক্ষমতার উপর অসন্তুষ্ট অর্থাৎ নিজের শক্তি ও ক্ষমতার উপর মোটেই ভরসা রাখে না। আর ইহা আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মকাম, এর পর আর কোন মকাম নেই।

Scanned by CamScanner

আল্লাহ্‌র পথে পথ চলা ব্যক্তির জন্য উহা খুবই আকৃতি বিশিষ্ট জায়গা। এই সমস্ত যা কিছু বলা সমস্তই সহল ইবনে আবদুল্লাহর কালাম। হেদায়েত ও নেহায়েত-এর মধ্যে যা কিছু হয় সবই এর মধ্যে একত্রিভূত আছে। আর যখন মুরিদ সত্যবাদিতা ও সৎ চরিত্রকে মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরিবে তখন মাকামে পৌছবে। আর তার দুই বস্তু দ্বারা সত্যবাদিতা ও ইখলাস প্রতিষ্ঠিত হবে—এক, শরীয়তের হুকুমের তাবেদারি; দুই, সৃষ্ট বস্তু হতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখা এবং তাদের উপর ভরসা না করা। আর যত প্রকার বিপদ আহলে বাইয়াত-এর উপর আসে উহা সমস্ত সৃষ্ট জীবের উপর তাদের বাড়াবাড়ির দরুনই আসে। আমাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস পৌছেছে। হুজুর (সঃ) এরশাদ করেছেন, মানুষের ঈমান কামেল ও পরিপূর্ণ হবে না এমনকি মানুষ তার নিকট লেদা ও গোবরের মত হয়ে যাবে। এই কথার মধ্যে সৃষ্ট বস্তু হতে দৃষ্টি ফিরান সম্বন্ধে ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং তাদের মধ্য হতে বের হয়ে আমার কথা এবং তাদের অভ্যাস ও রুসমের আবদ্ধতা হতে বাঁচিয়া থাকার দিকেও ইঙ্গিত রহিয়াছে।

আহমদ ইবনে খাজরাবিয়া বলেছেন, যে ব্যক্তি এই কথাকে পছন্দ করেন যে, সর্বদা আল্লাহ তায়ালা তার সঙ্গী হবে, তার কর্তব্য সত্যবাদিতাকে জরুরীভাবে গ্রহণ কর। কেননা এই কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদীদের সঙ্গে আছেন। আর হাদীসেও বারবার উল্লেখ হয়েছে রসূলে-খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন—সত্যবাদিতা নেকের দিকে পথ দেখায়, আর নেক বেহেশতের দিকে পথ দেখায়। এখন যে কথা ও কাজ হতে সত্যবাদিতা হাসিল হয় লেখক উহাকে বর্ণনা করবেন। আর ছেদ্‌ক-এর অর্থ সত্যবাদিতা অর্থাৎ সমস্ত কাজের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার জন্য সত্য নিয়ত রাখা। মুরিদের জন্য জরুরী ধন-দৌলত ও মান-সম্মান ও উচ্চপদের লোভ-লালসা হতে ফিরিয়া আসা এবং সৃষ্টি জীব হতে দূরে থাকা এবং তাদের দিক হতে সৃষ্টি ফিরাইয়া রাখা ও তাদের উপর ভরসা ছাড়িয়া দেয়া এবং নিজের সুলুকের নিয়তকে মজবুত ও সরল করবে। আঁর নফসের মারেফাতের হক ওয়াজিব ঐ ব্যক্তি আদায় করতে পারবে না, যার দুনিয়াতে কোন প্রয়োজন বাকী আছে। এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস অন্বেষণ করবার এবং তার জিম্মায় তাকওয়া হাসিল হবার কোন জিনিস অন্বেষণ করবার এবং তার জিম্মায় তাকওয়া হাসিল হবার কোন জিনিস বাকী রহিয়াছে। যায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, দু'টি স্বভাব আছে যা তোমার ছেদকে কামেল হয়ে থাকে। আর ঐ দুইটি এই যে, তোমার সকাল হবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য এবং কোন পাপের ইচ্ছা পোষণ করবে না ও তোমার সন্ধ্যা হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং কোন পাপের ইচ্ছা পোষণ করবে না—ইহাই প্রকৃত যোহদ এবং প্রকৃত পরহেযগারী। আর যখন যোহদ ও

Scanned by CamScanner

তাকওয়ায় নিজকে দৃঢ় করতে পারবে, তখন তার উপর নফসের হাল খুলে যাবে। এবং নফস নিজের পর্দা হতে বাহিরে আসিবে। আর সালেক নফসের হরকত করবার পদ্ধতি এবং নফসের অপ্রকাশ্য প্রবৃত্তি এবং তার গুপ্ত মকর ও হিলা এবং তাকে ধোকা দেয়া সম্বন্ধে বুঝিয়া যাবে। আর যে ব্যক্তি ছেদকের উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিশ্চয়ই সে মজবুত দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জুন্নুন (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার একটি তলোয়ার আছে। উহা জমিনের উপর রাখিলে জমিনকে কাটিয়া ফেলে। উহা কি? উহা আর কিছু নয় ছেদ্‌ক (সত্যবাদিতা)। আর সত্যবাদিতার বর্ণনায় বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল বংশে এক আবেদ ছিল। তাঁহাকে কোন এক সম্রাজ্ঞী নিজের দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য ফুসলাইত অর্থাৎ খারাপ কাজ করবার জন্য ডাকিত। তখন আবেদ বলিল, আমার জন্য খালি বাড়ীতে পানি রাখবে। আমি গোসল করে পাক-সাফ হইব। তারপর ঐ আবেদ ঐ মহলের কোন এক উচ্চস্থানে উঠিয়া উহা হতে পড়িয়া গেলে। তখন আল্লাহ তায়ালা বাতাসের নির্ধারিত ফেরেশতাকে আদেশ দিলেন আমার বান্দাকে থামাইয়া রাখ। তখন ফেরেশতা তাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং মাটিতে আস্তে করে রেখে দিলেন। অতঃপর শয়তান ইবলিসকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে ধোকা দেওনি কেন? ইবলিস বলিল, আমার ঐ ব্যক্তির উপর ক্ষমতা নেই যে নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় বশীভূত নয় অর্থাৎ তার কথামত চলে না এবং নিজকে আল্লাহ্‌র পথে সোপর্দ করে দিয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুরিদের কর্তব্য প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিয়ত করতে হবে, এমনকি তার খাওয়া পরা ও পোশাক-পরিচ্ছদে। আল্লাহ্‌র জন্য পোশাক পরিবে, আল্লাহ্‌র জন্য শয়ন করবে। কেননা যখন এই সমস্ত জিনিস আল্লাহ্‌র জন্য হবে তখন নফস নাফরমানী করবে না। আর যা কিছু নফস হতে আল্লাহ্‌র জন্য মোআমেলা এবং ইখলাস চাহিবে সমস্তই মানিয়ে নিবে এবং কবুল হবে। আর যখন নফসের ফায়দার কোন বস্তু মধ্য হতে কোন বস্তু নফসকে পৌছাইবে আর যদি ঐ ফায়দা পৌছান আল্লাহ্‌র জন্য না হয় এবং নেক নিয়তের উপর না হয়, তা হলে এই ফায়দা পৌছান অর্থাৎ খানা-পিনা, শয়ন ইত্যাদি ঐ মুরিদের জন্য বিপদস্বরূপ হবে। নিশ্চয়ই হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য খোশবু লাগাবে কেয়ামতের দিন তার এ খোশবু মেশ্‌ক-আম্বর হতেও অত্যধিক সুগন্ধময় হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্য খোশবু লাগাবে কেয়ামতের দিন তার এই খোশবু মৃতের দুর্গন্ধ হতেও বেশী দুর্গন্ধযুক্ত হবে। বর্ণিত আছে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলতেন, আমার থলিকে মেশক দ্বারা খোশবুদার কর এজন্য যে, অন্য লোকেরা আমার সঙ্গে মোসাহাফা করবে এবং হাতকে চুম্বন করবে। আর নিশ্চয়ই সাহাবায়ে কিরাম নামাযের জন্য ভাল কাপড়-চোপড় পরবে। আর নিশ্চয়ই সাহাবায়ে কিরাম নামাযের জন্য ভাল কাপড়-চোপড় বানাতেন এবং

Scanned by CamScanner

নিজের নেক নিয়তের কারণে ভাল কাপড় পরার জন্য দয়াময় আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অন্বেষণ করতেন। সুতরাং মুরিদের কর্তব্য নিজের সমস্ত কথাবার্তা ও কাজ-কর্মের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা এবং নিজের নফসকে ছাড়িয়া না দেয়া, যে কোন কাজ করবে এবং যে কোন কথা বলিবে শুধু পবিত্র ও বরকতময় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য বলিবে এবং দৃঢ়স্থির থাকবে নিজের মুর্শিদের সাথিদের মধ্যে। আর ঐ ব্যক্তিকে এরূপ দেখিয়াছি প্রত্যেক লোকমার (গ্রাস) মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির নিয়ত করে এবং নিজের মুখেও এই কথা স্বীকার করে যে, আমি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য এই লোকমা খাইতেছি। আর মুখের কথায় কোনই কাজ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে ঐ কাজের নিয়ত না হয় কেননা নিয়ত অন্তরের কাজ। আর যবান এবং ভাষা অন্তরের নিয়তের বর্ণনা করে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত যবানের কথার উপর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য দিলের ইচ্ছা সংযুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিয়ত হবে না। এক ব্যক্তি নিজের চিরুণী দ্বারা চুল আঁচড়াইবার সময় নিজের স্ত্রীকে ডাকিলেন এবং বললেন শলাকা লও। শলাকা এজন্য চাইলেন যে, এর দ্বারা মাথায় সিতা করবেন। তখন তার স্ত্রী বলিল, আয়না লও। তখন লোকটি চুপ হয়ে গেল এবং আয়না আনবার আদেশ দিতে দেরী করলেন এবং কিছুক্ষণ পর বললেন হাঁ, এর কারণ কি? তখন পুরুষ লোকটি বললেন, আমি তাকে বলেছি শলাকা লও আর শলাকার নিয়ত আমার দেলে ছিল। যখন সে বলিল আয়না আন তখন আমার অন্তরে আয়নার নিয়ত ছিল না। এজন্য আমি থামিয়া গেলাম, এমনকি আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে আয়নার নিয়তকে উপস্থিত করে দিলেন, তখন আমি হাঁ বলেছি। আর যে প্রাথমিক অবস্থায় নিজের নিয়তসমূহকে মজবুত করে না; নিজের দলের লোকদিগকে এবং বন্ধু-বান্ধবদিগকে এবং নিজের জীবন দিয়ে সাহায্যকারীদিগকে ছাড়িয়া একা থাকাকে শক্ত করে গ্রহণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রাথমিক অবস্থা শক্তিশালী হবে না। আর বারবার বলা হয়ে থাকে সত্যবাদিতার ত্রুটির আলামত হল সকল প্রকার লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থার লোকদের সংসর্গে থাকা কিম্বা একা থাকা ভাল। আর নানা প্রকারের লোকদের সংসর্গে তার নিয়ত খারাপ হয়ে যায়। তার ওপর (সৎপথ প্রদর্শকদের) নানা প্রকারের লোকদের সঙ্গে মেলামেশায় কোন ক্ষতি হয় না। বরং প্রত্যেক প্রকারের লোক হেদায়েত পাইতে থাকবে। আর মুরিদের কর্তব্য লোকদের কথায় কান না দেয়া, অর্থাৎ সকল প্রকারের লোকদের সকল কথা শুনিবে না যার ফলে তার বাতেন পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তার উপর প্রভাব বিস্তার লাভ করবে বিভিন্ন ধরনের কথার দ্বারা। আর যে ব্যক্তি নিজের যোহদ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত নয় অর্থাৎ

Scanned by CamScanner

দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার কামাল ও তাকওয়ার হাকিকতের উপর নিজের দৃঢ়তা নেই সে ব্যক্তি নিজের হাকিকত সম্বন্ধে বুঝতে পারবে না অর্থাৎ তাতে বুঝতে পারবে না যে, আমাকে ইবাদত ও তাকওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর ইহাই আমার হাকিকত।

সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর মোলাকাত হতে বঞ্চিত থাকবে, তবে বুঝিতে হবে তার উদ্দেশ্যকে নষ্ট করবার জন্য বঞ্চিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি নিজের কথাবার্তা ও কাজ-কর্মে প্রয়োজনের গুরুত্ব দেয় না সে ব্যক্তি খাওয়া-পরা ও নিদ্রা ইত্যাদিতে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট মনে করবার উপর ক্ষমতাশালী হবে না। আর যখন প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করবে, তখন তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষার দেয়াল একের পর এক ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং অন্তরে যে নেক আকাঙ্ক্ষাকে মজবুত গিরা দিয়ে বাধিয়া রাখিয়াছে উহা একের পর এক খুলে যেতে থাকবে। এই অধম খাকসার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখিয়াছে যে, যখন মানুষ অপ্রয়োজনীয় কাজে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার পূর্বেকার পরহেযগারী ও তাকওয়া চলে যেতে থাকে। মোটকথা যখন মানুষের দ্বারা কোন অনর্থক কাজ হয়ে পড়ে ততক্ষণাৎ তওবা করবে এবং ঐ অনর্থক কাজের দিকে আর যাবে না। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতায় আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করবে না সে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছার ক্ষমতার বাহিরে সৃষ্টির ইবাদত করবে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার ইবাদত এবং ফরমাবরদারী যা অত্যাবশ্যক উহা যখন ছাড়িয়া দিবে এবং খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কালাতিপাত করবার বস্তুসমূহের উপর প্রয়োজনমত ধৈর্যধারণ করবে না, তখন সে অনর্থক কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়িবে এবং ধৈর্যধারণ করবে না, তখন সে অনর্থক কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়িবে এবং সৃষ্ট বস্তুকে তোষামোদ খোষামোদ করতে থাকবে। আর এই রকম বান্দার উপর সহজসাধ্য ও নরম কাজ কঠিন হতে কঠিন হয়ে পড়িবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে অর্থাৎ যে কাজ নফসের জন্য সহজ হত উহা কঠিন হয়ে পড়িবে। আর শরীয়তের সীমা হতে বের হয়ে খোলাখুলি যা ইচ্ছা তাই করতে থাকবে। কাজেই যেইরূপ শরীয়ত ছাড়া লোক ধ্বংস হয়েছে সেইরূপ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আজাবে পতিত হবে। আর শিক্ষানবিশ মুরিদের কর্তব্য কোন দুনিয়েদার লোকের সঙ্গে পরিচয় না করা। কেননা এরূপ লোকদের সঙ্গে মেলামেশা হওয়া মুরিদের জন্য বিষতুল্য। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, দুনিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট ঘৃণিত বস্তু, সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোন একটি রশিকে মজবুত করে ধরবে, ঐ রশি তাকে আগুনের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। আর ঐ দুনিয়ার রশির মধ্যে দুনিয়া অন্বেষণকারী এবং দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্টকারীই সবচেয়ে মারাত্মক অর্থাৎ উহাদের আগুনে টানিয়ে নিয়ে যাবার মত আর কোন

Scanned by CamScanner

বস্তু নেই। আর যে ব্যক্তি ঐগুলিকে চিনবে সে দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাবে এবং দুনিয়া পাবার আকাঙ্ক্ষা পোষন করবে কিম্বা উহাকে অস্বীকার করবে এবং পরহেয করবে। শিক্ষানবিশ মুরিদগণ এমন ফকিরদের সংসর্গে বসিবে না যারা তাহাজ্জুদের নামায এবং নফল রোযার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে না। কেননা এমন ফকিরদের সংসর্গে শিক্ষানবিশ মুরিদকে ঐরকম খারাপ আছর করবে যা দুনিয়াদার লোকের সংসর্গে বসিলে হয়। এ রকমের ফকিরগণ অধিকাংশ সময় ইশারা ইঙ্গিতে এরূপ বলে থাকে যা জাহেরী আমল ও ইবাদত যা আবেদগণের কাজ। সুতরাং ঐ মকাম হতে সে উপরে চলে গেছে অর্থাৎ তাদের জন্য জাহেরী আমল ও ইবাদতের প্রয়োজন নেই। ফকিরের উদ্দেশ্য শুধু ফরয নামায আদায় করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে ইহাই যথেষ্ট। সুতরাং মুরিদের অবশ্য কর্তব্য এমন ফকিরদের কোন কথায় কান লাগাইবে না এজন্য যে, আমি এই সমস্ত কাজ করেছি এবং পরীক্ষা করে দেখিয়াছি এবং ফকির ও সালেহীগণের সংসর্গে বসিয়াছি। আর যারা এরূপ কথা বলে এবং শুধু ফরয ইবাদতের আদেশ দেয় এবং অতিরিক্ত নফল অর্থাৎ ফরয ব্যতীত যে সমস্ত ইবাদত সুন্নত, নফল আছে এর আদেশ দেয় না, এই সমস্ত লোকদিগকে পায়রবীর (অনুসরণের) মধ্যে আহওয়ালের মধ্যে ভাল থাকা সত্ত্বেও ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল পাইয়াছি। সুতরাং বান্দার জন্য অবশ্য কর্তব্য সমস্ত ফরয ইবাদত ও নফল ইবাদতকে মজবুত করে ধরিবে এই কারণে যে, ফরয এবং নফল ইবাদতকে মজবুত করে ধরিলে তার কদম ধীরস্থির থাকবে। আর বান্দা জুমআর দিনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। আর জুমআর দিনকে বিশেষ করে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করবে। জুমআর দিনকে নিজের নফসের আহওয়াল এবং প্রয়োজনের সঙ্গে একত্র করবে না আর জামে মসজিদের দিকে সকালে সকালেই যাবে সূর্য উদয়ের পূর্বে। আর জুমআর নামাযের সময় নিকটবর্তী হলেই যদি সম্ভব হয় গোসল করবে, উহা খুব ভাল। অতঃপর নামায, কান্নাকাটি, দোয়া, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত ইত্যাদি বিভিন্ন ইবাদতের মধ্যে ত্রুটি এবং অলসতা ছাড়া মশগুল হবে। অতঃপর জুমআর নামায আদায় করবে। আর আসরের নামাযের ফরয আদায় করা পর্যন্ত এতেকাফের নিয়তে জুমআর মসজিদে বসিয়া থাকবে। আর বাকী দিন তাসবিহ-সোবহানাল্লাহ, এস্তেগফার—আসতাগ্‌ফিরুল্লাহ, পড়িতে থাকবে এবং নবী আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করতে থাকবে এজন্য যে, বান্দা এই আমলের দ্বারা ঐ জুমআর পূর্ণ সপ্তাহের বরকত পাইতে থাকবে। নিশ্চয়ই সাদেকীনদের (সত্যবাদী) মধ্যে কোন কোন লোক এমন ছিলেন যে, নিজের আহওয়াল, কথাবার্তা এবং কাজ-কর্মকে সমস্ত সপ্তাহ-ব্যাপী নিয়ন্ত্রণে রাখে যাতে ঐ কাজের ফল এবং ফায়দা জুমআর দিনে পাবে, কেননা জুমআ প্রত্যেক সত্যবাদীর জন্য অত্যধিক সওয়াবের মা, তাতে যে সমস্ত বরকত জুমআর দিনে

Scanned by CamScanner

পাবে, উহা কষ্টিপাথর সাব্যস্ত হল—এর দ্বারা বিগত সপ্তাহের কাজ-কর্ম এবং ফলকে কেমন করে ওজন দিবে এবং অবস্থা জানিবে এই প্রকারে যে, যখন সমস্ত সপ্তাহ সহীহ সাল্লামত ও সুস্থ অবস্থায় কাটিল তখন জুমআর দিনে যা কিছু অন্ধকার, মলিনতা, দুঃখ-কষ্ট এবং অন্তরের প্রশস্ততার ত্রুটি এবং অন্তরের সন্তুষ্টির অভাব পাবে, তখন বুঝিবে এবং ওজন করে বুঝিবে ইহা এজন্য হয়েছে যা সপ্তাহের মধ্যে নিজের আমলকে নষ্ট করেছে। আর মানুষকে দেখাইবার জন্য এবং মানুষের নিকট পদমর্যাদা বাড়াইবার জন্য কাপড় পরিধান করবে না; চাই ঐ কাপড় খুব ভালই হোক কিম্বা যারা অল্প থানা ও অল্প কাপড়ের উপর সন্তুষ্ট থাকে তাদের মতই হোক। তা হলে লোকেরা তাকে যাহেদ (দুনিয়া বর্জনকারী) মনে করবে এজন্য যে, ভাল পোশাক লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে পরিধান করবার মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়না আছে আর মোটা কাপড় পরিধানের মধ্যে রিয়া (লোক দেখান মনোভাব) আছে। তবে কাপড় পরিধান করবে শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির নিয়তে অর্থাৎ মোটা কাপড় হোক কিম্বা উত্তম কাপড় হোক সকল প্রকারের পোশাকের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কাম্য হতে হবে। 'আওয়ারেফ' লেখক বলেছেন, আমরা জানতে পারিয়াছি হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) একরাত্রে উল্টা জামা পরিধান করেছিলেন কিন্তু উহা তিনি জানতে পারেন নেই, দিন হয়ে গেল, কোন কোন লোক তাঁকে ইহা জ্ঞাত করাইলেন, তখন তিনি মনে করলেন জামা খুলে সোজা করে পরিবেন কিন্তু বিরত রহিলেন এবং বললেন, আমি ইহা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিধান করতে পারি না। কাজেই মানুষের কর্তব্য এই কথাকে বুঝিবে এবং এর উপর নিজের সমস্ত আমলকে ধারণা করবে। আর শিক্ষানবিশদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন তার জন্য কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের জন্য কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে নিবে অর্থাৎ দিবারাত্রির মধ্যে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের জন্য কিছু সময় নির্দিষ্ট করে নিবে। আর যে ব্যক্তি কোরআন শরীফকে হেফজ করেছে, সে যেন কোরআন শরীফের সপ্তম অংশ হতে কম হোক বেশী হোক যা সম্ভব পড়িবে। আর ঐ ব্যক্তির কথা শুনবে না, যে বলে এক জিকির সর্বদা করা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের চেয়ে উত্তম এজন্য যে, কোরআন শরীফ হতে এবং এর তেলাওয়াত হতে যা নামাযের মধ্যে এবং নামায ছাড়া তেলাওয়াত করবে যে বস্তুর আশা-আকাঙ্ক্ষা করবে, আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতায় উহা সমস্তই পাবে। আর মাশায়েখদের মধ্যে কোন কোন মাশায়েখ এরূপ কাজকে গ্রহণ এবং পছন্দ করতেন যে, মুরিদ সর্বদা একই জিকির করতে থাকবে এজন্য যে, মুরিদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এক জায়গায় একত্র হবে অর্থাৎ অন্তরের অস্থিরতা দূর হবার জন্য ঔষধের মত বিবেচনা করেছেন। যে ব্যক্তি সর্বদা খালি ঘরে তেলাওয়াত করবে আর ঐ একাকী তেলাওয়াতকে খুব মজবুত করে ধরিবে

Scanned by CamScanner

তাতে যে ফায়দা তার এক জিকিরের দ্বারা হবে, উহা হতে তেলাওয়াত এবং নামায বেশী উপকার দিবে। অতঃপর যখন কোন সময় কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের মধ্যে মন না বসে, তখন সহজের জন্য নফসের দ্বারা জিকিরের কাজ নিবে এবং নফসকে তেলাওয়াত হতে জিকিরের দিকে আকৃষ্ট করবে। এজন্য যে, জিকির করা নফসের জন্য খুব সহজ। আর শিক্ষানবিশদের এই কথা অবশ্য জানিয়ে রাখা দরকার যে, দেলের কাজের বিশ্বাস ও সমাদর হয়। সুতরাং তেলাওয়াত, নামায এবং জিকিরের মধ্যে যে আমল অন্তর এবং জবানকে একত্র ও মোয়াফেক (অনুরূপ) করবে না, সে আমল যেরূপ চাহিবে সেরূপ হিসাব করবার উপযুক্ত হবে না, কেননা ঐ আমল ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। আর ওয়াসওয়াসা এবং হাদীসে আনফাস অর্থাৎ মনের কল্পনা ও অভিপ্রায়কে নিকৃষ্ট ও ছোট মনে করবে না, কেননা উহাকে নিকৃষ্ট ও ছোট মনে করা মনোনিবেশ করবে যে, তার তেলাওয়াতের মধ্যে কোরআনের অর্থ তার বাতেনের মধ্যে মনের কল্পনার জায়গায় হয়ে যাবে যেমন, তেলাওয়াত যখন জবানের উপর হয় তখন জবান তেলাওয়াতের মধ্যে মশগুল হয়ে থাকে এবং তেলাওয়াতের মধ্যে অন্য কোন কালাম (কথা) মিলান হয় না। সুতরাং এই প্রকারে কোরআনের অর্থ অন্তরে থাকবে এর মধ্যে মনের কল্পনাকে মিলাইবে না। আর যদি আজমী হয় অর্থাৎ আরব ব্যতীত অন্য দেশের হয়—যে কোরআনের অর্থ বুঝে না, তা হলে মোরাকাবা তার বাতেনের পোশাক হবে। এই প্রকারে আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টি ঐ বান্দার প্রতি হবে। সুতরাং বান্দার বাতেন মনের কল্পনা ব্যতীত ঐ দৃষ্টি দেখিবার মধ্যে লিপ্ত থাকবে তা হলে নিশ্চয়ই সে এই মোরাকাবা সর্বদা করিলে আরবাবে (মালিক) মোশাহেদার মধ্যে হয়ে যাবে যেমন মুকাদ্দামা (ভূমিকা) ও নবম অধ্যায়ে বুঝা গেছে। আর মোশাহেদার হাকিকত দ্বাদশ অধ্যায়ে জানতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

এই অধম অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখিয়াছে যে, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবার সময় বিশেষ করে নামাযের মধ্যে নিঃসন্দেহে মোশাহেদা হয়ে থাকে। আর যখন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা কিম্বা তাঁর নিকট প্রার্থনা করবার বিষয় আসে যেমন- مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ" বিচার দিবসের প্রভু" اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ অর্থাৎ "আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" ইহাতে নিঃসন্দেহে অতি সহজে এবং আনন্দের সহিত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বুঝা যায়, আল্লাহ সম্মুখে আছেন। আর যখন আল্লাহ তায়ালার কোন আদেশ করবার বিষয় আসে যেমন ঃ

Scanned by CamScanner

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ـ

অর্থাৎ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট খাঁটি অন্তরে তওবা কর।" ইহা দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এর আদেশ দিতেছেন। আর এই আদেশকে আল্লাহ হতে শুনিতেছি। নিজের আওয়াজ এবং জবানের হুকুম সাধারণভাবে হুশ থাকার কথা নয়। মনে প্রাণে ঐ হুকুমকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করে যায়।। আর যখন আল্লাহ তায়ালার খবর দিবার বিষয় আসে, যেমন- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ তায়ালা তওবাকারীকে ভালবাসেন।" তখন খুবই আনন্দ আসে এবং বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এ খবর শুনাচ্ছেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের অতি নিকটে বোঝা যায়। এই-রূপভাবে সমস্ত কোরআনের তেলাওয়াতের অবস্থা। আর যারা কোরআনের অর্থ বুঝে না তাদের উপরে উল্লেখিত মোরাকাবার কারণে মোশাহেদা লাভ হবে এবং ঐ পবিত্র আল্লাহ তায়ালা অতি নিকেট বোঝা যাবে। একাদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ফায়দার মধ্যে কম সময়ের লোকদের জন্য এই সময়ের মধ্যে ফায়দা হবার বিষয় উল্লেখ হয়েছে ইহাও ঐ রকমই বিষয়। মালেক (রঃ) বলেছেন, যখন সিদ্দিকীনদের (সত্যবাদী) অন্তর কোরআন শ্রবণ করে তখন সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং আখেরাতের দিকে মন আকৃষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং মুরিদের কর্তব্য এই মূলনীতিকে অর্থাৎ কোরআনের তেলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতের কাজ করবে এবং এই কথার মধ্যে সাহায্য করবে। আল্লাহ্‌র নিকট সর্বদা মোহতাজ (মুখাপেক্ষী) থাকবে, কেননা ইহার দ্বারা তার পা দৃঢ় থাকবে। সহল (রঃ) বলেছেন, প্রার্থনা করা ও দরিদ্রতাকে জরুরী করে লইবার পরিমাপের উপর অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবার এবং মুখাপেক্ষী থাকিবার পরিমাপের উপর পরীক্ষাকে বুঝিতে পারবে। আর নিজের মারেফাত এবং বোঝার পরিমাপের উর আল্লাহ তায়ালার নিকট তার মুখাপেক্ষী থাকার কথা নয় অর্থাৎ যে পরিমাণ আল্লাহ তায়ালাকে এবং পরীক্ষাকে বুঝিতে পারবে এবং সমস্ত মসিবত ও মাকরুহাত এবং নেয়ামত দেয়াকে তার আজমায়েশ জানে ঐ পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে তাকে সর্বদা আল্লাহতায়ালার হয়ে থাকা আসল এবং মূল সমস্ত নেকীর। আর সূফীগণের সমস্ত সূক্ষ্ম ইলেমের চাবি আর দারিদ্র্যকে যে ব্যক্তি প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জরুরী করে লইয়াছে যে ব্যক্তি এখন একা একা কোন কাজের গতি করবে না এবং কোন কথাও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির বাহিরে বলিবে না। আর ঐ কাজ-কর্ম ও কথাবার্তা যার মধ্যে আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষিতা নেই আর যে কাজ-কর্ম ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হতে ও তাঁর নিকট মুখাপেক্ষী হতে সম্পূর্ণ খালি এর মধ্যে কোন প্রকারের মঙ্গল নেই।

Scanned by CamScanner

এই কথা আমি ভালরূপেই জ্ঞাত আছি এবং অনুসন্ধান করে দেখিয়াছি। সহল (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির ব্যতীত শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করে সে যেন নিজের হালকে নষ্ট করল। আর যে হালকে নষ্ট করল তার সবচেয়ে ছোট ক্ষতি হল, যে বস্তু তাকে যে কাজে কোন উপকার দিবে না এমন কাজে পতিত হল। আর যে বস্তু তার উপকার হইত সে উহাকে পরিত্যাগ করল। হযরত জোনায়েদ (রঃ) বলেছেন, যদি কোন সাদেক অর্থাৎ সত্য নিয়তকারী হাজার বৎসর আল্লাহর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ থেকে পুনরায় এক মুহূর্ত আল্লাহর দিক হতে মুখ ফিরায়, নিঃসন্দেহে এক মুহূর্ত মুখ ফিরানোর অমঙ্গল ঐ হাজার বৎসর মোতাওয়াজ্জুহ থাকার মঙ্গল হতে অনেক খারাপ। এই সমস্ত কথাবার্তা যা বর্ণনা করা হল, শিক্ষানবিশ ঐ সমস্ত কথাবার্তাকে মজবুত করে ধরিবার জন্য মুখাপেক্ষী। আর শিক্ষা সমাপ্তকারী ঐ সমস্ত কথাবার্তার আলেম এবং এর হাকিকতের উপর আমলকারী, তা হলে শিক্ষানবিশ সাদেক এবং শিক্ষা সমাপ্তকারী সিদ্দীক। আবদুল্লাহ ফারশী বলেছেন, সাদেক ঐ ব্যক্তি যার জাহের (প্রকাশ্য জীবন) সরল সোজা সঠিক এবং মজবুত। এবং তার বাতেন কোন সময় নফসের তাড়নার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। আর সাদেকের নিদর্শন এই– কোন কোন আজ্ঞানুবর্তিতার মধ্যে স্বাদ পায় আবার কোন কোনটার মধ্যে স্বাদ পায় না। যখন জিকিরের মধ্যে মশগুল হয় তখন তার রূহ আলোকিত হয়। আর যখন নফসের খাহেশের মধ্যে মশগুল হয়, তখন জিকিরের স্বাদ এবং আলোতে রূহের উপর পর্দা পড়িয়া যায়। আর সাদেক ঐ ব্যক্তি যার জাহের খুব মজবুত হয় এবং তার বাতেন আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করে হালের পরিবর্তনের সঙ্গে যেমন কোন সময় অস্থিরতা, পেরেশানী, অশ্রুঝরা এবং ভয়-ভীতি জয়ী হয়, আবার কোন সময় চক্ষের শান্তি, অন্তরের আলো এবং খুশী হাসিল হয়। আর এই হালের পরিবর্তন আরবাবে কুলুব অর্থাৎ জ্ঞানীদের জন্য যাদের উপর পবিত্র আল্লাহ তায়ালার সিফত খোলা হয় 'তারাই মোশাহেদাকরী—সর্বদা উপস্থিতির সমুদ্রে ডুবে থাকে। যেমন ষষ্ঠ অধ্যায়ে বোঝা গেছে। আর মোশাহেদাকারীকে শিক্ষা সমাপ্তকারী বলা হয়। অতঃপর সম্মুখে যত অগ্রসর হবে তাদের খানা-পিনা, উঠা-বসা, শয়ন, আল্লাহ তায়ালার জিকির, স্মরণ ইত্যাদিতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না। আর সিদ্দীক নিজের নফসকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিসূচক কাজের মধ্যে লাগিয়া থাকতে দেখতে চায়। আর নবুয়তের আহওয়াতের অতি নিকটবর্তী সিদ্দীকিয়াত। আবু ইয়াযিদ (রঃ) বলেছেন সিদ্দীকিনদের মর্যাদার শেষ পর্যায় নবীদের মর্যাদার প্রথম অবস্থা যেমন নবম অধ্যায়ের শেষের দিকে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 'আওয়ারেফ' লেখক বলতেছেন, নিঃসন্দেহে জেনে রাখ শিক্ষা সমাপ্তকারীদের জাহের এবং বাতেন আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পথে সরল-সোজা এবং মজবুত ও দৃঢ়স্থির। তাঁদের রূহ নফসের অন্ধকার হতে মুক্ত, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য

Scanned by CamScanner

লাভের পথে চলে। তাঁদের নফস অনুগত, বাধ্য, সৎ এবং অনুকূল্যকারী অন্তরের সঙ্গে যে বস্তু অন্তরে গ্রহণ করে সে বস্তু গ্রহণ করে, আর তাঁদের রূহ মকামে আলার (উচ্চস্থানে) মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জুহ থাকে। লোভ-লালসা, প্রবৃত্তির তাড়নার শিখা তাদের মধ্যে নির্বাপিত। তাদের বাতেনের মধ্যে খোলা এলেম অর্থাৎ প্রকাশ্য এলেম মিলিয়া গেছে এবং আখেরাত পরিষ্কার হয়ে গেছে যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-সমক্ষে করেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করেন এমন ব্যক্তিকে দেখতে যিনি জমির উপর চলেন, তা হলে যেন আবুবকরের দিকে দেখে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এ এরশাদের মধ্যে ঐ হালের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যার কারণে তাঁর উপর প্রকাশ্য ও খোলা এলেম বর্ণিত হয়েছে। ঐ পরিষ্কার এলেম যার দিকে সাধারণ মুমিনগণ পৌছতে পারে নেই, হ্যাঁ মৃত্যুর পরে অর্থাৎ আখেরাতের সমস্ত হাল অবস্থা যেমন মৃত্যুর পরে সাধারণ মুমিনগণের উপর প্রকাশ পায় এরূপভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর জীবিত অবস্থায়ই খুলে গেছে এবং মৃত ব্যক্তির মত দুনিয়ার সম্পর্ক তাঁর নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়াছিল যেমন আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকের ছাব্বিশ পারায় সূরায়ে ক্বাফ-এর মধ্যে করেছেন ঃ

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ـ

অর্থাৎ "অতএব তোমা হতে তোমার অন্ধকার দূরীভূত করে দিলাম সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি তেজোদ্দীপ্ত।" সুতরাং শিক্ষা-সমাপ্তকারীর প্রবৃত্তির তাড়না মরিয়া গিয়াচে এবং তাদের রূহ প্রবৃত্তির তাড়না হতে মুক্তি পাইয়াছে।

ফায়দা ঃ এ করুণাপ্রাপ্ত উম্মতের মধ্যে নাম নির্দিষ্ট করে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে সিদ্দীক বলা সাব্যস্ত হয়েছে। এমনকি শিয়া মাযহাবের বিশ্বস্ত কিতাবেও ইহা সাব্যস্ত আছে। অতএব, শিয়া এছনা আশারিয়া মাযহাবের গ্রহণযোগ্য কিতাব 'কাশ্‌ফুল গাম্মা'-এর মধ্যে যা আলী এবনে ঈসা আবদাবেলীর রচনার মধ্যে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

سئل الامام ابو خعفر عليه السلام عن حلية السيف هل يجوز فقال نعم قد حلى ابو بكرن الصديق سيفه فقال الراوى القول هكذا فوثب الامام عن مكانه فقال نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله قوله فى الدنيا والاخرة ـ

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ ইমাম জাফর সাদেকের পিতা ইমাম মোহাম্মদ বাকের (আঃ)-কে তলোয়ারের অলংকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ইহা কি জায়েয? তদুত্তরে ইমাম মোহাম্মদ বাকের (আঃ) জায়েয এবং দুরস্ত বলেছেন। তিনি আরো বললেন, নিঃসন্দেহে হযরত সিদ্দীক (রাঃ) নিজের তলোয়ারকে অলংকার দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন। তখন বর্ণনাকারী বললেন, আপনিও কি এরূপ বলেন অর্থাৎ আপনিও তাঁহাকে সিদ্দীক বলেন? তখন ইমাম নিজের জায়গা হতে তীরবেগে উঠিলেন এবং বলতে লাগিলেন। হাঁ আমি বলতেছি সিদ্দীক, হাঁ আমি বলতেছি সিদ্দীক, হাঁ আমি বলতেছি সিদ্দীক। সুতরাং যে ব্যক্তি আবুবকর সিদ্দীককে সিদ্দীক বলিবে না 'হে আল্লাহ! তার কথাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সত্য করো না।' এ রেওয়ায়েতের দ্বারা সাব্যস্ত হল ইমাম মোহাম্মদ বাকের (আঃ) আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে নিজের নেতা এবং ইমাম বলে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর কাজ-কর্মকে ফেকহী মাসহাবের মূল বলে বিশ্বাস করতেন এবং ইহাও সাব্যস্ত হল, এরূপ মাযহাবের লোক এই সত্য ইমামের সময়ও কোন কোন জায়গায় ছিল যারা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর প্রতি খারাপ ধারনা রাখিত আর হযরত ইমাম সাহেবও এইরূপ মাযহাবীদের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন এবং এরূপ মাযহাবীদের প্রতি অন্তর হতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এ কারণে যখন তিনি জানতে পারিলেন এই ভ্রান্ত মাযহাবের লোক খুব রাগান্বিত হলেন এমনকি নিজের জায়গা হতে তীব্রবেগে উঠে দাঁড়ালেন এবং এরূপ মাযহাবীদের সম্বন্ধে যারা হযরত আবুবকর সিদ্দীককে সিদ্দীক বলে না তাদের জন্য বদ্‌দোয়া করলেন।

ফায়দাঃ শিয়া মাযহাবের বিশ্বস্ত কিতাবে উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, হযরত আবুবকর সিদ্দীককে সিদ্দীক না জানা এবং তাঁর সিদ্দীকিয়াতের (সত্যবাদিতার) স্বীকার না করা হযরত ইমাম মোহাম্মদ বাকের (আঃ)-এর বিরোধিতা করা। আর যে মোমেন বার ইমামের সঙ্গে মহব্বত রাখে এবং তাঁহাদিগকে দ্বীনে মোহাম্মদীর নেতা বলে বিশ্বাস করে, নিজের বিশ্বাসকে ঠিক করতে এবং নিজের মাযহাবের উপর দৃঢ়চিত্ত থাকতে এবং বার ইমামের বিশ্বাস ও মাযহাব সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে এবং হক (সত্য) মাযহাবের মধ্যে নানা প্রকার সন্দেহ দূর করতে এই এক হাদীসই যথেষ্ট। ইমানের হাদীসের সম্মুখে মিত্যা কিস্‌সা কাহিনী এবং কাহারও মিথ্যা অপবাদ ও মিথ্যা কথা কি বিশ্বাস যোগ্য?

Scanned by CamScanner

ইয়াহ্‌হিয়া ইবনে মায়াজের নিকট লোকেরা আরেফের সিফত (গুণাবলী) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন-আরেফ সেই ব্যক্তি যিনি লোকের সঙ্গেও আছেন এবং পৃথকও আছেন। অর্থাৎ প্রথমে সকলের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়াছিল পরে মোশাহেদার মধ্যে ডুবে এমন অবস্থা হয়ে গেল যেন কোন সময় তার সঙ্গে কাহারও পরিচয় ছিল না। ইহা ঐ তাজাল্লীর অবস্থার বর্ণনা যা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, যারা আরবাবে-নেহায়াত (শিক্ষা সমাপ্ত লোক) তারা আল্লাহর নিকটবর্তী নিজের হাকিকতের সঙ্গে মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করবার কারণে বিরত রাখা হয়েছে অর্থাৎ তাদের এমন নৈকট্যের মকাম হাসিল হয়েছে যে, যদি মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট না থাকিত তবে ভালবাসার আনন্দে তাঁদের রূহ আল্লাহ তায়ালার নিকট পৌছে যাইত। আল্লাহ তায়ালা নিজের সৃষ্টির মধ্যে তাদিগকে লস্কর (সৈন্য) নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁদের দ্বারা আহলে এরাদাত এবং বিশ্বাসীদিগকে টানিয়ে নিতেছেন, তাঁদের কালামের পিয়াস মিটাইতেছেন এবং তাঁদের দৃষ্টি শেফা দ্বারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত রোগ বিদূরীত করতেছেন। তাঁদের প্রকাশ্য অবস্থা ভাল শরীয়তের হুকুমের দ্বারা অর্থাৎ শরীয়তের হুকুমের উপর এমন কায়েম এবং দৃঢ়স্থির—সমস্ত শরীয়তের বিরোধী কাজ হতে নিরাপদ থাকে আর তাদের বাতেন পরিপূর্ণ আলেমের দ্বারা। যুন্নুন (রঃ) বলেছেন, আরেফের তিনটি চিহ্ন—প্রথম, তাঁর মারেফাতের নূর তাঁর পরহেযগারির নূরকে বিদূরীত করবে না অর্থাৎ কোন কোন জাহেল এবং ধোকাবাজ রোযা-নামায ছাড়িয়া দেয় এবং গাঞ্জা, ভাং ইত্যাদি নেশার বস্তু পান করবার মধ্যে অভ্যস্ত কিম্বা শরীয়তের বিপরীত কাপড় চোপড় পরিধান করে কিম্বা বেদআতের মধ্যে আবদ্ধ, তাকওয়া এবং পরহেযগারি করে না কিম্বা মূর্খ লোকেরা বুঝে যে, সে মারেফাতের মধ্যে ডুবে আছেন। তাদিগের রোযা, নামায, হারাম হালাল, তাকওয়া পবিত্রতার হুঁশ নেই সুতরাং ইহা মিথ্যা আরেফের নিদর্শনের বিপরীত। দ্বিতীয়, এমন ইলমে বাতেনের বিশ্বাসী হবে না যার দ্বারা শরীয়তের প্রকাশ্য হুকুম-আহকাম পালন করতে অপারগ হবে। তৃতীয়, আল্লাহ তায়ালার অত্যধিক নেয়ামত ও বুযর্গী দেয়ার দরুন আল্লাহ তায়ালা হারামের উপর নিজের নিষেধের পর্দা লটকিয়ে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন–এ পর্দা কেহ অতিক্রম করিও না এবং হারামের মধ্যে পতিত হইও না সুতরাং মাল-দৌলত, সুন্দর স্বাস্থ্য, শক্তি-ক্ষমতা, সম্মান-প্রতিপত্তি বুযুর্গী লাভ করে আল্লাহকে ভুলে হারামের মধ্যে

Scanned by CamScanner

পতিত হবে না। আর হারাম কাজ হতে বিরত থাকা, আল্লাহকে ভয় করা আরেফের নিদর্শন। আর আরেফ, মোশাহেদাকারী আর ফানা ও বাকার মকামওয়ালা এই সমস্ত শিক্ষা সমাপ্তকারী। সুতরাং সমাপ্তকারীরা যখন নেয়ামত অত্যধিক পরিমাণে পায় তখন উবুদিয়েতের (দাসত্বের) হক বেশী আদায় করে। আর যখন দুনিয়া বেশী পরিমাণে পায় তখন অধিক নৈকট্য লাভ করে। আর যখন সম্মান-প্রতিপত্তি বেশী পায় তখন নম্রতা ও বিনয়ী অর্থাৎ নিজেকে ছোট মনে করে এবং নরম দিল বেশী হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকের ষষ্ঠ পারায় সূরায়ে মায়েদার মধ্যে এরশাদ করেছেন ঃ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "মুমিনদের উপর নরম দিল, কাফেরদের উপর কঠিন দিল।" আর যখন ঐ সমস্ত লোকেরা প্রবৃত্তির তাড়নার কোন কিছুকে পায়, তখন তাদের মধ্য হতে নির্মল ও পরিষ্কার কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পায় এবং প্রবৃত্তির তাড়নার বস্তুকেই গ্রহন করে একবার নফসের উপর বিনয় ব্যবহার করবার জন্য। কেননা নফস তার সঙ্গী উহা ঐ বালকের মত যার উপর কোন বস্তু দ্বারা নম্রতা ও মেহেরবানী করা হয় এবং তাকে কোন বস্তু উপঢৌকন দেয়া হয়, এই কারণে যে, ঐ বালক তার হুকুমের অধীন এবং তারই হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে এবং তার উপর দয়া ও মেহেরবানী করা হয়। আবার ঐ সমস্ত লোকেরা নফসকে প্রবৃত্তির তাড়না হতে বাধা দেয় আম্বিয়া আলাইহেসাল্লামগণের পায়রবী (অনুসরণ) করবার জন্য, এই কারণে যে, তাঁরা দুনিয়ার খাহেশ কম করবার পথ অবলম্বন করেছেন।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'য়াজ (রঃ) বলেছেন, দুনিয়া বিয়ের কনে, যে ব্যক্তি তাকে চায়, সে তাকে মাথা আচড়াইয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া পরিত্যাগকারী এবং দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় না তা হতে দুনিয়া ঐ বরের মুখকে কাল করে এবং তার চুলকে মাথা হতে উঠিয়ে ফেলে এবং তার কাপড়কে ছিঁড়িয়া ফেলে। আর যে ব্যক্তি আরেফ বিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহকে চিনে সে নিজের মাওলার (প্রভু) মধ্যে ডুবে আছে ঐ কনের দিকে মোটেই তাকাইবে না। তুমি একথা ভালরূপেই জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে শিক্ষা সমাপ্তকারী নিজের কামালে হাল হওয়া সত্ত্বেও নফসকে শাসন করা ও হেফাজত করা এবং তাকে প্রবৃত্তির তাড়না হতে নিষেধ করা হতে, অত্যধিক উপার্জন হতে, রাত্রের নামায এবং নানা প্রকারের নেক কাজে অংশ নেওয়া হতে অমনোযোগী হয় না। এ কথার সত্যতা

Scanned by CamScanner

যাচাই করতে অনেক লোকই ভুল করে থাকে এবং ধারণা করে সমাপ্তকারী অতিরিক্ত নফল ইত্যাদি হতে অমনোযোগী হয়ে থাকে। সুতরাং সমাপ্তকারীর কোন ভয়ের কারণ নেই। স্বাদ এবং খায়েশ অর্থাৎ স্বাদের বস্তুসমূহ এবং খাহেশের অভ্যাস করে লওয়া, সর্বদা ভাল খাওয়া-পরা ইত্যাদি স্বাদে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এর মধ্যে সমাপ্তকারীর কোন ভয়ের কারণ নেই। এরূপ ধারণা করা অপরাধ। এ রাস্তায় অপরাধ নয় একথা আরেফ তার মারেফাত হতে পর্দায় ফেলে দেয়া হয়েছে। এবং তার মারেফাত চলে যাবে। কিন্তু এই পথে অপরাধ যে, এই কথা আরেফের মারেফাত অধিক হওয়া হতে বিরত থাকবে। সুতরাং এক দল যখন দেখিল বিস্বাদ এবং প্রবৃত্তির তাড়নার বস্তুসমূহ তাদের মধ্যে অলসতা আলামত ছাড়ে না অর্থাৎ ঐ সমস্ত বস্তু হতে তাদের মধ্যে আসে না এবং এ সমস্ত বস্তু তাদের উপর পর্দা ফেলে দেয় না, তখন ঐ সমস্ত বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং অভ্যস্ত হয়েছে। আর ফরজগুলিকে আদায় করবার উপর যথেষ্ট করে এবং খাওয়া-দাওয়ার বস্তুসমূহের মধ্যে প্রশস্ততা করে। অর্থাৎ তাদিগকে হালে দাবিয়ে রাখিয়াছে এবং নেশাখোরদেন মত বেহুশ ও পাগল করে দিয়েছে। আর হালের নূরের মধ্যে তাদের বন্দী থাকা এবং হালের নূর হতে সম্পূর্ণ খালাস পাইয়া হকের নূরের দিকে তাদের আসিতে হবে। আর যে ব্যক্তি হালের নূর হতে খালাস পেয়ে হকের নূরের দিকে পৌছবে, তবে মাতলামীর অবশিষ্টতা বের হয়ে যাবে এবং তার নফস বান্দা হিসাবে থাকবার মকামে সাধারণ মোমেনদের মধ্য হতে এক সাধারণ মোমেনের মত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য তালাশ করতে থাকবে নামায রোযা এবং অন্যান্য সমস্ত নেকীর দ্বারা, এমনকি রাস্তা হতে কষ্টদায়ক রাস্তাসমূহ দূর করবার দ্বারাও যেমন—কাঁটা, ইট-পাথর রাস্তা হতে সরাইয়া দেয়া। আর অহংকার করে না। আর এই কথায় লজ্জাবোধ করে না যে, সাধারণ মোমেনের আকৃতিতে পূনরায় ফিরিয়া আসিবে, প্রত্যেক প্রকারের নেক কাজ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি উপকার করবার মনোবৃত্তি প্রকাশ করার মধ্যে অর্থাৎ প্রথম সাধারণ মোমেনদের আকৃতিতে ছিল যখন সুলুক ইল্লাল্লাহর (আল্লাহর রাস্তায় ধাবিত) পথ গ্রহণ করল এবং সূফীগণের দলভুক্ত হল, তখন বিশেষ মোমেনগণের আকৃতি এবং চাল-চলন গ্রহণ করেছিল। এখন যখন মোন্তাহী (সমাপ্তকারী) হল তখন দ্বিতীয়বার সাধারণ মোমেনদের আকৃতি গ্রহণ এবং নেকী ও আত্মীয়-স্বজনকে উপকার করবার মনোবৃত্তি প্রকাশ করতে অহংকার বোধ করবে না। এবং ইহার মধ্যে কোন লজ্জাবোধ করবে না। কেননা এখন বানাওট

Scanned by CamScanner

সম্পূর্ণ চলে গেছে এবং লোকদেরকে দেখাবার ও শুনাবার জন্য নেক কাজ করার মনোভাব বিদূরীত হয়েছে। এবং সম্পূর্ণ আমল শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে আরম্ভ করিলে এখলাসের মর্যাদা হাসিল হয়েছে। সুতরাং এমন ব্যক্তি শাহওয়াত অর্থাৎ নফসের তাড়নার বস্তুসমূহকে এক সময় গ্রহণ করত নফসের উপর নরমী করবার জন্য, কেননা তার নফস পাক-পবিত্র তাবেদার এবং অনুসরণকারী, কারণ নফস তার নিকট বন্দী। আবার এক সময় প্রবৃত্তির তাড়নায় কাজ করতে নফসকে নিষেধ করত এই-জন্য যে ইহার মধ্যে নফসের জন্য মঙ্গল রহিয়াছে। এই কথাকে বালকের অবস্থার উপর সর্বদা ঠিক ঠিক ধারণা কর, কেননা বালকের মনের চাহিদার বস্তুকে এক সময় দিতে আর এক সময় নিষেধ করার মধ্যে যদি ন্যায়পরায়ণতার সীমা অতিক্রম করে তবে তার মন খারাপ হয়ে যাবে, কেননা মানুষের স্বভাব পরিবর্তন করা হয় ইলেমের বিচারের দ্বারা অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ ইলেম যে সময় যে প্রকারে হুকুম দিবে সে প্রকারে নিজের স্বভাবকে ঠিক করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজের নফসকে শিক্ষা ও উপদেশ দিবে আর আন্দাজ করে উপদেশ দিলে নফস আরো খারাপ হয়ে যাবে। সুতরাং ইলেমের সামনের বিষয় গুপ্ত, এর গুপ্ততার কারণে এবং একথা না জানার কারণে মোস্তাহী মানুষের উপর নফ্‌সের প্রভাব শাহ্‌ওয়াত এবং স্বাদের মধ্যে ডুবে থাকার মধ্যে প্রবেশ করে। এবং উহা এ প্রকারে নিরর্থক গল্প হয়ে পড়ে আর এ নিরর্থক গল্প হয়ে পড়বার দরুন মারেফাত অধিক হওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ যে মোস্তাহী ইলেমের শাসনের বিষয় জানে না তার এ অবস্থা হয় যেমন উপরে অল্পক্ষণ পূর্বে বুঝিতে পারিয়াছ, তবে মোস্তাহী ইচ্ছার মালিক হল লেনদেনের মধ্যে অর্থাৎ একবার নফসের উপর নরমী করবার জন্য এক বস্তুকে গ্রহণ করা হল আর দ্বিতীয়বার নফসের শাসনের জন্য ঐ বস্তুকে ছেড়ে দেয়া হল কারণ তার শাসনের ইলেম হাসিল হওয়ার দরুন এখতিয়ার এবং পছন্দ করা হাসিল হয়েছে। আর যখন এই কথা সাব্যস্ত হল, তখন মোস্তাহীর জন্য অতি প্রয়োজন এ কারণে যে, মোস্তাহী একবার আমলকে কাজে পরিণত করে সাদেকীনদের মত, আর একবার নফল আমলকে ছাড়িয়া দেয় নফসের উপর নম্রতার দরুন এবং একবার শাহ্‌ওয়াত গ্রহণ করে নফসের উপর নরমী করবার উদ্দেশ্যে আর একবার শাহ্‌ওয়াত ছাড়িয়া দেয় ইলেমের শাসনের সৌন্দর্যের জন্য নফসের হালকে তালাশ করবার জন্য। আর মোস্তাহী এই সমস্ত কাজে ইচ্ছাধীন। সুতরাং যে মোস্তাহী আনন্দকে ছাড়িয়া দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে সে যাহেদ এবং তারেক (যাহেদের

Scanned by CamScanner

অর্থ দুনিয়ের প্রতি বিতৃষ্ণাকারী)। আর যে ব্যক্তি আনন্দকে লইতে অভ্যস্ত সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট। আর মোত্তাহী উভয়কে লইতে এবং ছাড়িতে পারে। আর ইহা নেহায়েত মধ্যাবস্থা এফরাত এবং তাফরিতের মধ্যে যে রাস্তা আছে এর উপর দাঁড়ান। এফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম করা অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যে দ্বীনের কাজ সাব্যস্ত হয়েছে এর উপর বাড়াবাড়ি করা। আর তাফরিতের অর্থ ত্রুটি করা অর্থাৎ দ্বীনের আহকাম ও আমলকে পালন করবার মধ্যে ত্রুটি করা। সুতরাং মোত্তাহী বাড়াবাড়িও করে না এবং ত্রুটিও করে না বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি শেষ সীমায় পৌছেছে ঐ প্রকারের বস্তুকে যা প্রথমাবস্থায় যোহদের অবস্থায় গ্রহণ করেছিল পুনরায় উহা গ্রহণ করে যেমন—নফসের খাহেশের বস্তুসমূহ প্রাথমিক অবস্থায় যোহদের পথে ছাড়িয়া দিয়েছিল, এখন শেষ সীমায় পৌছে পুনরায় ঐ সমস্ত বস্তুসমূহকে নফসের উপর নম্রতার দরুন গ্রহণ করে। তা হলে ইহা তার ঐ বস্তুসমূহকে গ্রহণ করা যোহদের মধ্যে গণ্য অর্থাৎ তার অন্তর হতে দুনিয়ার খাহেশ এমনভাবে চলে গিয়াছিল এবং উহাকে এমন নিকৃষ্ট মনে করেছিল যে, উহাকে ত্যাগ করতে যোহদ করতে হয়েছিল। অর্থাৎ এরূপ মনে করল যে, উহাকে ত্যাগ করতে যদি ইচ্ছা করি তবে উহাও কোন বস্তু বলে মনে হবে যেহেতু ইহা কোন বস্তুই না। আর যে ব্যক্তি যোহদের মধ্যে আত্মনির্ভর করে তার নিকট দুনিয়া হওয়া না হওয়া সমান। সে যদি দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে তবে আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর হুকুমেই। আর যদি দুনিয়াকে গ্রহণ করে তবে আল্লাহর জন্যই এবং তাঁর হুকুমেই, নিজের ইচ্ছায় নয়। এরূপ ব্যক্তি ইচ্ছাকে ছাড়তে নিজের হালের দাবানের নীচে দাবে না যেমন—নফ্সের খাহেশের বস্তুসমূহকে ছেড়ে দেয়া গ্রহণ করা তার হাল হয়েছে। সুতরাং এ ইচ্ছাকে ছাড়িতে নিজের হালের অধীনস্থ নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। আর এ ব্যক্তির নিজের ইচ্ছাকে ত্যাগ করা আল্লাহ তায়ালার কাজের মধ্যে দাঁড়াল। আর আল্লাহ তায়ালার কাজের মধ্যে দাঁড়ান তার হাল হয়ে গেল। তাহলে সে এই হালের মধ্যে বাধা। অর্থাৎ সে দুনিয়া এবং খাহেশে নফসানী ত্যাগ করবার জন্য বাধ্য। এরূপভাবে নিজের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ অর্থাৎ দুনিয়া হতে এ পরিণাম স্বাদ গ্রহণকারী যেরূপ তার ভাগ্য লেখা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালার কাজ-কর্ম ও মর্জি এবং কারখানাকে সে দেখছে, তাই নিতে বাধ্য। সারমর্ম এটাই যে—যেমন যাহেদ পরিত্যাগ করবার জন্য বাধ্য অর্থাৎ তার দুনিয়ার স্বাদ পরিত্যাগ করবার খেয়াল লেগে আছে, এরূপভাবে

Scanned by CamScanner

নিজের ইচ্ছাকে পরিত্যাগকারী পবিত্র আল্লাহ তায়ালার কারখানাকে মনে করে এর মোবাহ এবং হালালকে গ্রহণ করতে বাধ্য অর্থাৎ তাকে গ্রহণ করবার খেয়ালে সে লেগে গ্রহণ করতে বাধ্য অর্থাৎ তাকে গ্রহণ করবার খেয়ালে সে লেগে আছে এবং জানে যে, দুনিয়ার পবিত্র এবং পরিষ্কার স্বাদযুক্ত বস্তুসমূহকে গ্রহণ করতে দেলের দ্বারা প্রকৃত কৃতজ্ঞতা আদায় হয় না। আর যখন নেহায়েত ধীরস্থির হয় তখন গ্রহণ করতে ও ত্যাগ করতে বাধ্য হয় না বরং পরিত্যাগ করা হয় কোন এক সময়। আর তার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছা হতে হবে। এ প্রকারে তার নফল নামায রোযা এক সময় আদায় করে আর এক সময় নফ্‌সকে ছেড়ে দেয় এজন্য যে উহা ইচ্ছাধীন করা হয়েছে। আর ইচ্ছার মধ্যে উভয় অবস্থা ঠিক এবং দুরস্ত আছে অর্থাৎ নফল ইবাদত আদায় করতে ও পরিত্যাগ করতে এবং মোবাহ কাজ করতে ও না করতে এ সমস্ত ব্যাপারে শরীয়ত সকলকে অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সাহেবে নেহায়েত তাকে সময় এবং সুযোগ মনে করে। আর তা তার সময় এবং সুযোগ মনে করে গ্রহণ করা ও পরিত্যাগ করা উভয়ই সহীহ এবং দুরস্ত আছে। আর নেহায়েত, অর্থাৎ সুলুক-এর মধ্যে তার চেয়ে বড় কোন মর্যাদা ও হাল নেই। আর যে হাল ধীরস্থির, মজবুত সরল-সোজা রাস্তার উপর হয় ঐ হাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হালের অনুরূপ। আর এ প্রকারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতের কিছু অংশের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতেন্ এবং সমস্ত রাত ভরে দাঁড়িয়ে থাকতেন না এবং কোন কোন অংশে রোযা রাখতেন এবং রমযান ব্যতীত সমস্ত মাস রোযা রাখতেন না। আর মনের চাহিদার জিনিসগুলি গ্রহণ করতেন। আর যখন এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মুখে বললেন, আমি গোস্ত না খাওয়ার জন্য ইচ্ছা করেছি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, গোস্ত খাও যেহেতু আমি গোস্ত খাই এবং গোস্তকে ভালবাসি। আর আমি যদি নিজের প্রভুর নিকট সওয়াল করতাম যে, আমাকে প্রত্যেক দিন গোস্ত খাওয়াও তা হলে নিশ্চয়ই প্রত্যেক দিন আমাকে খাওয়াত। আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এরশাদ তোমার জন্য দলিল এই কথার উপর যে, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কথার মধ্যে অর্থাৎ গোস্ত খাওয়ার মধ্যে ইচ্ছাধীন ছিলেন খাওয়া না খাওয়ার মধ্যে। নিঃসন্দেহে এক সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ দেখা দিল যে, যখন তাদেরকে বলা হয় রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরূপ করেছেন তখন তারা উত্তর দেয়, রসূলে খোদা

Scanned by CamScanner

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শরীয়তের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আর তারা এই কথার উপর ভিত্তি করে বলে যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম শরীয়তের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তিনি খুব উচ্চস্থানে ছিলেন, তিনি যা করতেন এর মত কে করতে পারবে? তাঁর কাজের অনুসরণ করা আমাদের উপর জরুরী না, এরূপ কথা বর্ণনা সম্পূর্ণ মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কথা এবং কাজকর্ম দ্বারা সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ যে কাজ ও কথার মধ্যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাণী মওজুদ আছে ঐ কথার মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার বাহিরে কোন কাজ বেশীও করবে না ও কমও করবে না। কেননা, রুখসুত (অনুমতি)-এর অর্থ সহজের জন্য অনুমতি দেয়া। সুতরাং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের খাতিরে সহজ করবার জন্য তাদিগকে দ্বীন-দুনিয়ার মঙ্গলের কথা-বার্তা বলেছেন, এর মধ্যে কম করলে উপকার হতে বঞ্চিত হবে আর বেশী করলে বেদ'আতের মধ্যে পতিত হবে। আর আজিমাত (সংকল্প) যাহা আছে সুতরাং তাঁর কাজের অনুসরণ করা। আর রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাওল (বাণী) সহজপ্রার্থীদের জন্য। আর তাঁর কাজ আজিমাত (সঙ্কল্প)-ওয়ালাদের জন্য। যারা মারেফাতের ইলেম এবং একিন (বিশ্বাস) হওয়ার জন্য অতিরিক্ত ইবাদতসমূহ অর্থাৎ নফল নামায-রোযা আদায় করে তাদের জন্য। অতঃপর মোস্তাহীগণ রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অবস্থার সাদৃশ। সৃষ্টি বস্তুকে সত্যের দিকে আহ্বান করে। আর যে বস্তু রসূলে খোদা (সঃ) ইচ্ছা করতেন, মোস্তাহীন জন্য সে সমস্ত বস্তুতে ইচ্ছা পোষণ করা কিছুতেই ঠিক হবে না। সুতরাং রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায-রোযা যা অতিরিক্ত অর্থাৎ নফল ছিল, এর মধ্যে দুই অবস্থা ছিল—হয়ত এজন্য যে, লোকেরা ইহার মধ্যে তাঁর অনুসরণ করবে কিম্বা মারেফাতের ইলেমের বৃদ্ধির জন্য ছিল। সুতরাং যদি ঐ নামায-রোযা এই জন্য হইত যে, লোকেরা এর মধ্যে তাঁর পায়রবী করবে, তা হলে মোস্তাহীও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণকারী হইত। সুতরাং তার জন্যও উচিত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেয়াম সিয়ামের (নামায-রোযা) মত তারা পালন করবে। সত্যকথা বলতে এই– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোস্তাহাব ইবাদত এজন্য করতেন না যে, লোকেরা তার অনুসরণ করবে, বরং মোস্তাহাব ইবাদত হতে

Scanned by CamScanner

মারেফাতের ইলেমের বৃদ্ধি পাইত। হাকিকত এবং হাক্কুল একিন হাসিল হইত। হাকিকত ও হাক্কুল একিন হযরত (সঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। যেমন—ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আর উহা ঐ কথাই যা আমরা কিছুক্ষণ পূর্বে উপরে স্বভাবকে সৌন্দর্যমন্ডিত করবার বর্ণনার উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ এ সমস্ত মোস্তাহাব ইবাদতের দ্বারা স্বভাব সুন্দর হয় এবং একিনের সমৃদ্ধি হয়। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পাকের চৌদ্দ পারায় সূরায়ে 'হিজর'-এর মধ্যে নিজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ـ

অর্থাৎ "তোমরা প্রভুর ইবাদত করতে থাক, এমনকি তোমার নিকট একিন পৌছিবে।" ইহা এজন্য নিজের রসূলকে ফরমাইয়াছেন যে, হযরত মোস্তাহাব ইবাদতসমূহ আদায় করে আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করতেন এবং দয়ালু আল্লাহর দরজায় কড়াঘাত করতেন, যার কারণে তাঁর মারেফাত এবং একিনের বৃদ্ধি হল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহতায়ালার নিকট হতে বেশী পাওয়ায় মুখাপেক্ষী ছিলেন আর এই চাওয়ার ব্যাপারে অমনোযোগী হতেন না। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই অতিরিক্ত কেয়াম, সিয়াম (নামায-রোযা) এবং দয়ালু আল্লাহর দরজায় কড়াঘাতও বেশী পাওয়ার মুখাপেক্ষী থাকার মধ্যে এক বিরাট রহস্য আছে। উহা এই–আঁ-হযরত (সঃ)-এর নফস জিনসিয়াতের (একজাতিত্ব) সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার দরুন অর্থাৎ সায়্যেদুল বাশারের নফস-নফিস হতে আদম সন্তান হওয়ার দরুন সমস্ত নবীগণ আদম (আঃ) হতে এক জাতিত্বের সম্বন্ধ রাখে। এই কারণে দৃষ্টিতে সত্যের দিকে আহ্বান করতেন। আর যদি এক জাতিত্বের সম্পর্ক না থাকিত, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত লোকেরা পৌছতে পারত না এবং তাঁর নিকট হতে কোন উপকার হাসিল করতে পারত না। আর হযরত এবং তাঁর তাবেদারি ও অনুসরণকারীদের মধ্যে এক ভালবাসার সম্পর্ক এবং মিল রয়েছে। যেমন তাঁর অনুসরণকারীদের রূহের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক এবং আনুকূল্যের সম্বন্ধ রয়েছে। মহব্বতের সম্পর্ক ও আনুকূল্যের সম্বন্ধ এ প্রকারে হয়েছে যে, অনুসরণকারীদের নফস এখন আনুকূল্য করেছে অর্থাৎ দুনিয়াতে পায়রবীর কারণে আনুকূল্য করেছে যেন সমস্ত রূহ প্রথমে আলমে আরওয়াহর (আত্মার জগত) মধ্যে আনুকূল্য করেছে এবং প্রত্যেক রূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Scanned by CamScanner

ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নফসের সঙ্গে নির্দিষ্ট আনুকূল্যে ছিল। আর আপসে শান্তি পাওয়া এবং রূহ ও নফসের মধ্যে মিলিয়া যাওয়া সাব্যস্ত আছে যেমন বাইশ অধ্যায়ে ইনশাল্লাহ বুঝিতে পারবে অর্থাৎ প্রত্যেক রূহের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূহের সঙ্গে এক নির্দিষ্ট সম্পর্ক প্রথম হতে হাসিল হয়েছিল।

অতঃপর যখন অনুসরণকারীদের নফ্‌স রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নফসের সঙ্গে আনুকূল্য করল, তখন ঐ দিক হতে নফস এবং রূহের মধ্যে যেহেতু আনুকূল্য এবং মিল রয়েছে এ কারণে রূহ নফ্‌সের তাবেদারির দিকে ঝুঁকেছে এবং ইহার মধ্যে মিলে গেল। এদিকে আনুকূল্য ও মিলের কারণে এ তাবেদার নফ্‌স রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাবেদারি এবং অনুসরনের নেয়ামতের জন্য হয়েছে, রূহের দিকে ঝুঁকিয়াছে এবং মিলিয়া গেছে। তবে হযরতের পবিত্র নফসের সঙ্গে রূহের পুরাতন সম্পর্ক স্থাপন হল তাতে নফসের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করল। আর নফসের এখন পায়রবীর যে সম্পর্ক স্থাপন হল, উহাতে রূহের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করল, তখন পায়রবী এবং অনুসরণ লোকদের রূহও নফসের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণকারী হয়ে গেল।

হযরত জোনায়েদ (রঃ)-এর নিকট লোকেরা নেহায়েত (সমাপ্তি) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, যা নেহায়েত পুনরায় হেদায়েত আসে। জোনায়েদ (রঃ)-এর এ কথার কোন কোন লোকেরা ব্যাখ্যা করেছেন, সালেক প্রথম নিজের কাজে মূর্খতার মধ্যে ছিলেন, পরে মারেফাতের মধ্যে পৌছিলেন। অতঃপর যখন শেষ সীমায় পৌছিলেন তখন পুনরায় পেরেশান এবং মূর্খতার দিকে লইয়া গেল অর্থাৎ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। নিজের মারেফাতের মধ্যে মূর্খ এবং বোকা মনে করতে লাগিলেন। আর এই অবস্থা ছোট বালকের মত, যেমন, প্রথমে মূর্খ এবং বোকা থাকে পরে বালেগ হলে বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ হয়। পুনরায় মূর্খ হয় অর্থাৎ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, পুনরায় বৃদ্ধির মধ্যে ত্রুটি থেকে যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে সতর পারায় সূরায়ে হজ্জে-এর মধ্যে এরশাদ করেছেন ঃ

وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ـ

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি বৃদ্ধাবস্থায় পৌছে যায়, তাতে সে বুদ্ধিমান হওয়ার পরে বোকা হয়ে যায়।" কোন কোন সূফী বলেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তায়ালাকে সবচেয়ে ভাল চিনিতে পারে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর মারেফাতের মধ্যে অত্যধিক পেরেশান থাকে। সত্যকথা, জোনায়েদ (রঃ)-এর কথার এই অর্থ হবে যা আমি কিছুক্ষণ পূর্বে বর্ণনা করেছি-সালেক প্রথম আমল হতে আরম্ভ করে পরে আহওয়াল পর্যন্ত পৌছে। অতঃপর তার আমল এবং আহওয়াল উভয়ই মিলে। আর এই অবস্থা উদ্দেশ্যের শেষ সীমায় পৌছান লোকদের জন্য হয়ে থাকে যার বর্ণনা চৌদ্দ অধ্যায়ে হবে ইনশাআল্লাহ তায়ালা। তার রূহ আল্লাহর দরগায় এবং হুযুরের দিকে টানিতে থাকে এবং কলবের দ্বারা অনুসরণ করাইতে চায় আর কলব (দিল) নফস হতে পায়রবী করাইতে ইচ্ছা করে আবার নফস দেহ হতে পায়রবী করাইতে ইচ্ছা করে। তখন এই ব্যক্তি নিজের রূহ, দেল, নফস এবং দেহ সম্পূর্ণ আল্লাহর হুকুম এবং ইবাদতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এবং আল্লাহর সম্মুখে নিজের সমস্ত অঙ্গ দিয়ে সেজদা করে যেমন- হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমার জন্য আমার দিলের কাল অংশও সেজদা করে এবং আমার খেয়ালও। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকের তেরপারা সূরায়ে রা'দ এর মধ্যে করেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ـ

অর্থাৎ, "আকাশ ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্টচিত্তে এবং অসন্তুষ্টচিত্তে সেজদা করে থাকে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পরছায়া পতিত হয় জমিনের উপর।" আর তরজমায়ে হিন্দীতে এর ফায়দা এরূপ লিখিয়াছেন, যে আল্লাহর উপর একিন (বিশ্বাস) করেছে সে সন্তুষ্টচিত্তে মাথা নত করে তার হুকুমের উপর আর যে ব্যক্তি একিন করেনি অবশেষে তার উপরও আল্লাহর হুকুম জারি হবে। আর পরছায়া সকাল এবং সন্ধ্যায় জমিনের উপর পতিত হয় ইহাই তাদের সেজদা। 'আওয়ারেফ' লেখক বলেছেন- ظلال (যেলাল) অর্থাৎ পরছায়া দেহসমূহ রূহ সেজদা করিরে সেও সেজদা করে। আর এই অবস্থার মধ্যে মহব্বতের রূহ তাদের সমস্ত টুকরা এবং অংশের মধ্যে জারি হয়, তখন স্বাদ ও আনন্দ পায়। আল্লাহর জিকির ও তাঁর কালামের তেলাওয়াতের

Scanned by CamScanner

মধ্যে মহব্বত হয়। মহব্বতের কারণে আল্লাহ তাকে মহব্বত করে এবং নিজের সৃষ্টির নিকটও তাকে বন্ধু বানিয়ে দেয়। তাদের উপর নিজের নেয়ামতকে দেয়া এবং দয়া করবার দরুন এই বিষয়ের উপর প্রমাণ দিবার জন্য 'আওয়ারেফ' লেখকের সনদসহ এই হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হল। হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে–হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى خبرازئيل ان الله تعالى قد احب فلانا حبه فحبه جبرئيل ثم ينادى جبرائيل فى السماء ان الله تعالى قد احب فلانا فاحبه فيحبها عل السماء فيوضع له القبول فى الارض ـ

অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাবারাকাতায়ালা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিব্‌রাঈলকে ডাকিয়া বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অমুককে ভালবাসেন। সুতরাং আমিও তাঁহাকে ভালবাসি। তখন জিবরাঈলও তাকে ভালবাসেন। অতঃপর জিবরাঈল আকাশের মধ্যে উচ্চস্বরে বলে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অমুককে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাঁহাকে ভালবাস। তখন আকাশবাসিন্দা তাকে ভালবাসেন। অতঃপর তাঁর জন্য জমিনে কবুল রাখা হয় অর্থাৎ জমিনের লোকদের মধ্যে সে মাকবুল হয়ে যায়।" আওয়ারেফের বিষয় সমাপ্ত হল। বাদাইয়াত ও নেহাইয়াতের হাকিকত এই বিষয় দ্বারা খুব ভালভাবেই বুঝা যাবে।

ফায়দা ঃ এখন একটি খুব উপকারী বিষয় মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। উহা শিক্ষানবিশদের মধ্যে খুবই প্রয়োজন যা বাদাইয়াত ও নেহাইয়াতের আওয়ারেফের মধ্যে লেখা আছে, ঐ সমস্ত বিষয়ের হেফাজত করবে। আর আমল, শোগল এবং জিকির-আজকারকে ঐ কথার হেফাজতের দ্বারা পালন করবে এবং নিজের হালের উপর চিন্তা করবে যে, আমার দ্বারা এ সমস্ত বিষয়ের হেফাজত হচ্ছে না, হয় না। আর নেহাইয়াত (শেষসীমায়) এর মকামে পৌছেছি কিংবা শিক্ষানবিশ রহিয়াছি আর যে এশগাল কোন কোন তরীকতের ইমামগণ মোশাহেদা হাসিল হবার সহজ উপায় হিসাবে নিজের গবেষণা দ্বারা নির্দিষ্ট

Scanned by CamScanner

করেছেন। যেমন ছয় লতিফার জিকির এবং শ্বাস আটকাইয়া আটকাইয়া নফী এছবাতের জিকির, আর দায়রার মধ্যে ভ্রমণ এবং যরর-এর সঙ্গে আল্লাহ পাকের নামের জিকির, উহা জিকিরের অধ্যায়ে জানা যাবে ইনশাআল্লাহ তায়ালা। সুতরাং এই সমস্ত যেহেতু মোশাহেদা; একিন এবং ঈমানে হাকিকী হাসিল হবার হাতিয়ার এবং ওসিলা এজন্য জায়েয, বেদআত নয়। তের অধ্যায়ে এই বিষয়ের হাকিকত জানা যাবে ইনশাল্লাহ তায়ালা। সালেকের উচিত ঐ আশগালকে আসল মাকছুদ মোশাহেদা হাসিল করবার হাতিয়ার এবং ওসিলা বুঝিয়া এর মধ্যে লিপ্ত হওয়া। আর যদি কোন ব্যক্তি উল্লেখিত আশগালকে আসল মাকছুদ ইতেকাদ করে এবং মোশাহেদা হাসিল হবার খাহেশ না রাখে এবং এর হাকিকত জিজ্ঞেস না করে এবং শুধু ঐ আশগালের উপর যথেষ্ট করে, যেমন–লতিফাসমূহ জারি হতে এবং এর মধ্যে দিল লাগাবার জন্য যথেষ্ট মনে করে এবং এর উপর গৌরব বোধ করে এবং নিজের দেহকে কামেল ও মুর্শিদের মরতবা মনে করে, তা হলে এই ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ এবং শয়তানের ধোকায় পতিত হয়েছে এবং ফেতনা-ফাসাদে আবদ্ধ হয়েছে। আর যদি কোন ব্যক্তি ঐ আশগালের মধ্যে মাশগুল না হয়ে মোশাহেদার হাকিকত খুব ভালভাবে বুঝিয়া হুজুরি দেল এবং মোরাকাবার সঙ্গে নামায, তেলাওয়াত এবং বর্ণিত জিকির-আজকারে লিপ্ত হয় যেমন, সোবাহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং মোছাববেআতে আশার, দরূদ এবং দোয়ার মধ্যে মাশগুল থাকবে এবং উল্লেখিত মোরাকাবার কারণে মোশাহেদা পর্যন্ত পৌছে যাবে তা হলে এমন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কামেল, বরং এরূপ ব্যক্তি মোশাহেদা হাসিল হবার পূর্বেই ঐ প্রথম ব্যক্তি হতে শ্রেষ্ঠ কেননা সে সুন্নত মোয়াফেক সুলুক আরম্ভ করেছে। আর সুন্নতের উপর আমল করবার সওয়াবের পাওনাদার প্রথম হতেই হয়েছে। আর উল্লেখিত এশগাল মোশাহেদা হাসিল হবার, নামায, তেলাওয়াত, দরুদ, জিকির এবং দোয়ার মধ্যে স্বাদ পাইবার হাতিয়ার। তা হলে যখন তার এই কথার হাতিয়ার বিশ্বাস করে এর মধ্যে মাশগুল থাকবে, তখন পর্যন্ত উল্লেখিত এশগাল নেক আমলের ওসিলায় গণনা করা হবে। আর তাদের সওয়াব পাইবার আশা থাকবে। আর যখন তাদের আসল মাকছুদ ইতেকাদ করবে, তখন ঐ এশগাল বেদআতের মধ্যে গণনা করা হবে। আর এই বিষয়সমূহ ঐ লোকদিগকে সাবধান করবার জন্য লেখা হয়েছে যারা অজ্ঞতার দরুন ঐ উল্লেখিত এশগালকে আসল মাকছুদ মনে করে। এবং জমাআত এবং তেলাওয়াত হতে উত্তম জানে। আর এই শোগলের মধ্যে মশগুল

Scanned by CamScanner

থাকিবার কারণে মসজিদ, জুমআ এবং জামাআতে হাজির হয় না। এবং ফেকহী মাসআলা এবং তাসাউফের অনুসন্ধান করে না ও ওয়াজ নসিহত শুনে না। এবং আখেরাতের আলেমদের নিকট যেতে এবং তাদের দ্বারা তরীকতের মাসআলা-সমূহ অনুসন্ধান করতে লজ্জা বোধ করে এবং তাদিগকে অবজ্ঞা করে। বরং কোন সময় মূর্খতার কারণে তাদিগকে অবজ্ঞার কথা বলে ফেলে যদিও এরূপ মুর্খলোক গণনার যোগ্য নয়। কিন্তু যেহেতু হেদায়েত সাধারণভাবে হওয়া চাই এজন্য এ বিষয় বর্ণনা হল তাতে এ লোকেরা সাবধান হয়ে যাবে এবং অন্য লোকেরাও তাদের এতেকাদ (বিশ্বাস) হতে নিরাপদে থাকবে। অতঃপর আর এক বিষং মনে রাখবে–যখন মোশাহেদা হাসিল হবে কখন এর উপর যথেষ্ট মনে করে বসিয়া থাকবে না। যেমন—কিছু পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের অত্যধিক চাওশা এবং দয়ালুর দরজায় কড়াঘাত করবার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা এখন প্রথম সুলুক সমাপ্ত হল। আর মোশাহেদা যা প্রথম সুলুক অর্থাৎ বাদাইয়াতের আসল মাকছুদ এবং শেষ সীমায় আছে। আর এখনই দ্বিতীয় সুলুক অর্থাৎ নেহায়াতকে অতিক্রম করা বাকী আছে। আর দ্বিতীয় সুলুক অর্থাৎ নেহায়াতের আসল মাকছুদ রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্পূর্ণ এত্তেবা (তাবেদারি) হাসিল হওয়া রূহ, নফস, দেল এবং দেহ দ্বারা যেমন অতি অল্পক্ষণ পূর্বে বুঝা গেছে। আর দ্বিতীয় সুলুককে পবিত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য এত্তেবা এবং আজিমতের উপর আমল করা এবং লাগিয়া থাকা। আর যখন দ্বিতীয় সুলুক শেষ হয়ে যাবে তখন বান্দা পবিত্র ও পাক জাত আল্লাহর দোস্ত হয়ে থাকবে এবং পবিত্র ও পাক আল্লাহ তায়ালার মাকবুল হয়ে থাকবে।

আর যে যে ফযিলত আরবাবুন নেহায়াত উহা উপরে কিছুক্ষণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যখন সবই হাসিল হবে, তখন মানুষ কামেল হবে এবং মুর্শিদীর মর্যাদা পাবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে তার খেদমত সোপর্দ করা হবে যেমন আউলিয়ায়ে আজম হযরত গাউসুল আযম হযরত খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী, খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী, হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী, হযরত শেখ আহমদ মোজাদ্দেদ আলফেসানী প্রমুখ (আল্লাহ তাঁদের গুপ্ত রহস্যকে পবিত্র করুন)।

এখন একটি কার্যকরী বিষয় এখানে জ্ঞাত হওয়া দরকার। যেহেতু তাসাউফের কিতাবসমূহে উভয় সুলুক পৃথক পৃথক বর্ণনা করা হয়নি এ কারণে

Scanned by CamScanner

মানুষের পার্থক্য বোধগম্য হচ্ছে না। কিন্তু 'আওয়ারেফ' লেখক একই পরিচ্ছেদের মধ্যে বাদাইয়াত (শিক্ষানবিশী) এবং নেহাইয়াত (শিক্ষা সমাপ্তি) উভয়ের বর্ণনা করেছেন, ইহাতে উভয় সুলুক সম্বন্ধে জ্ঞাত করানো হয়েছে। তারপরও কেহ কেহ উভয় ছুলুককে পৃথক পৃথক মনে করেন না। এইজন্য 'সিরাতিল মোস্তাকিম' কিতাবে উভয় সুলুককে ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছেন। উভয় কিতাবের বিষয়বস্তু দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় সুলুক সমাপ্ত হলে মানুষ কামেল হয়ে যায়। শুধু প্রথম সুলুক সমাপ্ত হলে অর্থাৎ এত্তেবা (অনুসরণ) ব্যতীত শুধু মোশাহেদা হাসিল হলে মানুষ কামেল হতে পারে না।

কেননা মোশাহেদা বেদআতী, ফাসেক বরং কাফেরদেরও মোরাকাবা করিলে হাসিল হয়। কিন্তু তাদের মোশাহেদা ইত্তেবা না করবার দরুন ঐরূপ হয়, যেইরূপ চোরের বাদশাকে দেখা অর্থাৎ চোর বাদশাকে এই কারণে দেখে যে, সে বাদশার আইন মানে না এবং বাদশার দরবার হতে তার শাস্তির আদেশ হয়, পক্ষান্তরে বাদশার অনুগত এবং তার মর্জি মাফিক যে কাজ করে সে বাদশার সাক্ষাতে উপহার ও পুরস্কার পায়। কোন কাজ এবং দায়িত্ব তাকে সোপর্দ করা হয়ে থাকে। যখন এই কথা ভালরূপে বুঝে এল, তা হলে এখন যে ব্যক্তি মোশাহেদা পর্যন্ত পৌছতে পারেনি এবং রাস্তার অর্ধপথে ঝুলিয়া রহিয়াছে তাকে কোথায় গণনা করা হবে। হ্যাঁ এতটুকু যে সে মোশাহেদার রাস্তায় আছে। সুতরাং যখন ঐ বিষয় হেফাযত করবার কথা যা মোবতাদীর (শিক্ষানবিশ) জন্য বাদাইয়াতের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে, সুলুক গ্রহণ করবে এবং কোন শোগলে মাশগুল হবে। আর যে ব্যক্তি এই সমস্ত বিষয়কে হেফাযত না করে কোন শোগলকে গ্রহণ করেছে তা হলে সে সোজা রাস্তার উপর নয় এবং সুলুকের রাস্তার মোবতাদীও নয়।

এই বিষয়গুলো সালেক খুব স্মরণ রাখবে এবং নিজের হালের মধ্যে ইখলাসের সহিত ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখিবে এবং খুব চিন্তা করবে ও অনুসন্ধান করবে যে, আমি কি সুলুকের রাস্তার মোবতাদী না অন্য কিছু। অতঃপর যদি মোবতাদী হই তবে মোশাহেদা পর্যন্ত পৌছতে পারিয়াছি কিম্বা পারিনি এবং আমার প্রথম সুলুক সমাপ্ত হয়েছে কিম্বা হয়নি। যদি প্রথম সুলুক সমাপ্ত হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় সুলুক আমি আরম্ভ করেছি কিংবা করিনি। আর যদি দ্বিতীয় সুলুক আরম্ভ করে থাকি, তবে এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছি কিম্বা হই নেই। আর

Scanned by CamScanner

এই কথার দিকেও চিন্তা করবে যে, হালাত এবং মাকামাত তাসাউফের কিতাবে ব্যাখ্যার সহিত উল্লেখ আছে। এর মধ্যে কিছু আমার হাসিল হয়েছে কিম্বা হয় নেই। আর আমি ঐগুলি হাসিল করবার চেষ্টায় আছি কিম্বা নেই। আর এই সমস্ত হালাত এবং মাকামাত ব্যতীত অন্য কথা যা শুনা যায় এবং কিতাবের বাহিরে আছে এর সহিত কোন উদ্দেশ্য রাখবে না।

কেননা সালেকের হালের মধ্যে যত রকম খারাবি আসে, উহা শুধু কিতাবের বাইরের শুনানো কিস্‌সা-কাহিনীর ধ্যানে থাকবার জন্য আসে। আর কিতাবের প্রথমে আবুল খাবিব সোহরাওয়ার্দী (রঃ)-এর লিখিত কিতাবে যত মিথ্যা দাবীদারদের সম্বন্ধে বর্ণনা হয়েছে যদিও তারা দিন-রাত কোন শোগলের মধ্যে মশগুল থাকে এবং সুন্দর সুন্দর কথা বলে, তাদের কথায় কখনও কান দিবে না এবং তাদের সংসর্গ হতে সর্বদা দূরে থাকবে।

আর এই মিথ্যাবাদীদের মধ্যে দুই প্রকার লোক আছে, এক প্রকার চিত্তবিষাদ রোগে আক্রান্ত এবং নিজে অলি ও কুতুব হয়েছে এরূপ ধারণা মনে পোষণ করে এবং উহাকে সত্য মনে করে মানুষের নিকট বর্ণনা করে। আর তাকে এরূপ মনে করে যে, আমা হতে নানা প্রকার অপ্রাকৃতিক ব্যাপার ও অলৌকিকতা প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয় প্রকারের লোক অত্যধিক হুঁশিয়ার, চালাক এবং ধোকাবাজ হয়ে থাকে। যখন তাদের নিকট মানুষ একত্র হয় এবং নিজেদের প্রয়োজন বর্ণনা করতে থাকে, তখন নিজের পাগলামীর মধ্যে খুব হুঁশিয়ারীর সহিত এমন কথা বলে যে, সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনের জওয়াব বুঝিয়া নেয়। এই উভয় প্রকারে যারা বিশ্বাসী হয় তারাও চিত্তবিষাদ রোগে আক্রান্ত।

ফায়দা ঃ এখন প্রথম সুলুক এবং দ্বিতীয় সুলুকের হাকিকত বুঝে আসার জন্য একটি উদাহরণ আমি লিখতেছি। উহা এই—যেমন এক কাজী যাদা বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর শহরে বসবাসকারী। দিল্লীর বাদশার দরবার হতে মাসে হাজার টাকা নিষ্কর সম্পত্তি পাইয়া নিজের দেশে বেশ আরামে বসবাস করছিল। এক অত্যাচারী শত্রু নানা প্রকার ধোকাবাজী করে তার সমস্ত নিষ্কর সম্পত্তি অধিকার করে কাজী-যাদাকে বেদখল করে দিল এবং নানা প্রকার কৃত্রিম ও জাল মোকদ্দমা করে কাজী-যাদাকে একেবারে গরীব বানিয়ে দিল, এমনকি সে খাওয়া-পরার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে গেল। যে ব্যক্তি হাটে-বাজারে

Scanned by CamScanner

রাস্তায় হাতী-ঘোড়া ইত্যাদির উপর সওয়ার হয়ে চলাফেরা করত, এখন খালি পায়ে বের হয়। অবশেষে এমন অবস্থা হল যে, ঐ অত্যাচারী শত্রু কাজী-যাদাকে নিজের বাড়ী হতে বের করে দিবার ব্যবস্থা করল। তখন সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজের উন্নতি এবং নিজের দিন ফিরিবার এবং নিজের সম্মান বাঁচাইবার জন্য নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-বান্ধবদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞেস করল। তখন সকল বুদ্ধিমান লোকেরা বলিল, তোমার মঙ্গলের কোন পথই দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, যদি তুমি দিল্লীর বাদশার নিকট পৌছতে পার, তবে তোমার মঙ্গল হতে পারে। কাজী-যাদা বলিল, আমিতো কখনও বিদেশ ভ্রমণ করিনি এবং দিল্লীর রাস্তাও আমার জানা নেই, বাদশার দরবারে কিভাবে উপস্থিত হব? তখন লোকেরা বলল, তুমি এমন লোক খোঁজ কর যে দিল্লী গেছে এবং বাদশার দরবারে পৌছেছে এবং বাদশার দরবারের আদব-কায়দা সম্বন্ধে ভাল জানে, এবং সেখানকার উযীর-নাযিরদের সঙ্গে যার ভাল জানাশুনা আছে। সুতরাং তুমি এমন ব্যক্তিকে নিজের ওস্তাত বানাও এবং তার সঙ্গে বাদশার দরবারে চলে যাও।

অবশেষে কাজী-যাদার এমন এক ব্যক্তি মিলিল, যে সর্বদা বাদশার দরবারে উপস্থিত হইত এবং বাংলাদেশের তোহফা হাদিয়া বাদশার দরবারে পৌছাইত।

কাজী-যাদা নিজের সমস্ত দুঃখের অবস্থা ও নিজের মনের ইচ্ছা ঐ ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করল এবং বলিল, আমি আপনাকে আমার ওস্তাদ এবং পথপ্রদর্শক নির্দিষ্ট করলাম। আপনি আমাকে বাদশার দরবারে পৌছাইয়া দিবেন এবং এমন পথ বলে দিবেন যাতে আমি বাদশার দৃষ্টিতে প্রিয় হতে পারি এবং বাদশার দরবার হতে ইজ্জত, সম্মান ও মাল দৌলত পাইতে পারি এবং নিজের মনের মাকসুদে পৌছতে পারি। তখন ঐ ওস্তাদ বলল, আমি তোমাকে আমার শাগরিদ বানালাম, আমি এখন যে সমস্ত কথা বলিব তুমি সেইগুলো মেনে চলবে এবং সে সফরকে ভদ্রতার সঙ্গে পুরা করবে।

অতএব, তুমি সফরের আসবাবপত্র—আটা, ডাল, চাউল, নিমক, তেল, ঘি, হলুদ, মরিচ, ধনিয়ে, রসুন, পেঁয়াজ, লাকড়ি, কুড়াল, সুঁই-সূতা, চাকু, কাচি ইত্যাদি আবশ্যকীয় বস্তু তৈয়ার কর এবং একটি নৌকা তৈরি কর। অতঃপর কাজী-যাদা এ সমস্ত আসবাবপত্র যোগাড় করে ওস্তাদকে বললেন, আমার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। এখন নৌকা ছাড়িতে পারেন। ওস্তাদ উত্তর দিল, মিঞা কিছু খবর রাখ? এখনও তুমি সফর করবার উপযুক্ত হও নেই। যদি তুমি নৌকা

Scanned by CamScanner

ভাসাইয়া দাও এবং যাদের তোমার উপর কোন কর্জ আছে তারা এসে নৌকা আটকাইয়া দেয় তাহলে তোমার এ পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। সুতরাং তুমি প্রথমে এই শহরের যারা পাওনাদার আছে তাদের নিকট হতে বিদায় লও এবং দিল্লী যাইবার অনুমতি লও। তারপর কাজী-যাদা সকলের নিকট হতে বিদায় লইয়া ওস্তাদকে বললেন, এখন নৌকা ভাসাও। পুনরায় ওস্তাদ বললেন, মিঞা কিছু খবর রাখ? এখনও তুমি সফরের উপযুক্ত হওনি। যাও তোমার ঘরের সকলের নিকট হতে বিদায় নিয়ে আস তবে নৌকা খুলিবে।

অতঃপর কাজী-যাদা নিজের ঘরে গেল এবং সকলের নিকট হতে বিদায় লইয়া একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু কোলে করে লইয়া এল এবং ওস্তাদকে বলিল এখন নৌকা ভাসাও। অতঃপরও ওস্তাদ বললেন, মিঞা কিছু খবর রাখ? এখন কিছু সময় পরেই এই দুগ্ধপোষ্য শিশু দুধের জন্য কান্নাকাটি আরম্ভ করে দেবে পরে তোমার পুনরায় আসিতে হবে। কাজেই ইহাকেও বিদায় করে আসে।

তারপর কাজী-যাদা এই শিশুকে বিদায় করে এল। তখন ওস্তাদ বললেন হ্যাঁ, এখন তুমি সফরের উপযুক্ত হয়েছ। কাজী-যাদা আসবাবপত্র তৈয়ার করে সকলকে বিদায় দিবার পর সফরের উপযুক্ত হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সফর আরম্ভ হয় নেই। পরে যখন ওস্তাদ নৌকা খুলে দিল তখন সফর আরম্ভ হল। অতঃপর যখন নৌকা রওয়ানা হল তখন মুহূর্তে জাহাঙ্গীরনগর শহর দূর হতে লাগিল এবং দিল্লী নিকটবর্তী হতে লাগিল। শত শত শহর অতিক্রম হচ্ছিল। পরে কোন সময় সুন্দর শহর আর এর উচ্চ উচ্চ দালান-কোঠা দেখিয়া কাজী-যাদা ওস্তাদকে বলিল, ইহা কি দিল্লী? ওস্তাদ উত্তর দিল, মিঞা ইহাতো অমুক শহর, দিল্লী আরো অনেক দূর। দিল্লী সৌন্দর্য আরো বেশী। কোন কোন সময় এমন হয়, যখন দিল্লী যাইবার রাস্তা অতিক্রম করবার সময় রাস্তা ডানে বামে যে কত বাজার কিম্বা শহর আশ্চর্য ও সুন্দর দৃষ্টিগোচর হয়, কাজী-যাদা নৌকা হতে বাহিরে এসে এর আশ্চর্য বস্তুসমূহ এবং তামাশা দেখতে ছিল। যখন খুব দেরী হয়ে গেল, তখন ওস্তাদ কাজী-যাদাকে ডাকিয়া বলিল, মিঞা এই সমস্ত কল্পনা ও তামাশা হতে বিরত থাক। এরূপ ভ্রমণ তামাশায় দিল্লী পৌছতে বিরত রাখিব। কাজেই এরূপ ভ্রমণ তামাশায় মাতিয়া থাকিলে দিল্লী হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকবে। যদি দিল্লী যাবার বাসনা রাখ, তবে অনেক দিন পর ভুলতে ভুলতে দিল্লী পৌছে যাবে। মোটকথা কাজী-যাদাকে ওস্তাদ ডেকে আনল এবং দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

Scanned by CamScanner

শহরের পর শহর, ঘর-বাড়ী অতিক্রম করে যেতে যেতে একদিন দিল্লী শহরের জামে-মসজিদের মিনার দৃষ্টিগোচর হল। ওস্তাদ বলিল, দেখ, দিল্লীর মিনার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। একথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর মিনার দেখে কাজী-যাদা আনন্দের আতিশয্যে মনে মনে বলতে লাগিল, আলহামদুলিল্লাহ। দিল্লী দিল্লী শুনতেছিলাম কিন্তু এখন নিজ চক্ষেই দেখছি এবং অনেক দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরা হল। এখন বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমি স্বপ্ন দেখতেছি না জাগ্রত অবস্থায় দিল্লীর মিনার দেখতেছি।

অতঃপর যখন দিল্লী শহরে নৌকা পৌছিল এবং ওস্তাদ বলতে লাগিল, এখন দিল্লী শহরের ভিতরে প্রবেশ করল। তখন আনন্দে কাজী-যাদা অনিচ্ছাকৃতভাবে বলে উঠিল, হে আল্লাহ! ইহা কি স্বপ্ন না জাগ্রত। অবশেষে ওস্তাদ এক বাড়ীতে অবস্থান করে কাজী-যাদাকে সঙ্গে করে বাদশাহের দরবারের দিকে রওয়ানা হল। আর রাস্তার মধ্যে বাদশাহের উটশালা, হাতীশালা, আস্তাবল যা মিলিল কাজী-যাদাকে বলতে লাগিল। আর কাজী-যাদার এই সমস্ত নিদর্শন দেখিয়া বাদশাহী দরবারের নিকটবর্তী হয়ে বিশ্বাস জন্মিল এবং অন্তরেও নেহায়েত আনন্দ এবং সান্ত্বনা পাইল। এমনকি রাজ-দরবারের নিকট পৌছিল।

ওস্তাদ নিজের পুরানো দেখা সাক্ষাত এবং বন্ধুত্বের খাতিরে কাজী-যাদাকে দারওয়ানের হাতে সোপর্দ করে দিল এবং বলিল, ভাই এই তোমার ভাতিজা। যখন সে উপস্থিত হবে তখন তাকে যেন দরবারে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। অতঃপর ওস্তাদ সেখান হতে কাজী-যাদাকে সঙ্গে লইয়া দেওয়ানে খাসে পৌছিল। সেখানে দেখিল নানা রঙ্গের সুন্দর পাথর বসানো তখ্ত জাওয়াহেরাতের কারুকার্যখচিত ফরাস বিছানো আছে এবং পরিষ্কার সাদা তাকিয়া মসনদের মধ্যে পাতিয়া রাখিয়াছে। এবং সমস্ত রাজ কর্মচারী মন্ত্রিবর্গ আদবের সহিত চুপচাপ হুমুমের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। এই সমস্ত কিছু দেখিয়া কাজী-যাদার অন্তরে মুহূর্তে বাদশার দর্শন ভাগ্যে হতে পারে। অবশেষে পবিত্র ছায়া আগমন করলেন এবং সকলের সালাম গ্রহণ করলেন। আর কাজী-যাদারও ভাগ্যে দর্শন লাভ হল এবং বাদশাহী সালামে সম্মানিত হল এবং কিছু সময় পর্যন্ত সে আত্মহারা রইল। খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে মনে মনে বলতে লাগিল, হে আল্লাহ! এ নৈকট্য সত্য সত্যই আমার লাভ হয়েছে না স্বপ্ন দেখতেছি। মোটকথা যখন তার জ্ঞানবুদ্ধি ঠিক হল, তখন ওস্তাদ বলতে লাগিল, মিঞা। আমিতো এই পর্যন্ত তোমাকে

Scanned by CamScanner

পৌছাইয়া দিয়েছি। তোমার এক মঞ্জিল সমাপ্ত হল কিন্তু তোমার মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা শুধু শাহী দরবার দেখিয়া পুরা হবে না। এখন আমি তোমাকে দ্বিতীয় আরেকটি মঞ্জিলের যে কথা শিক্ষা দিব উহা পালন করিলে তোমার মনের আশা পূরণ হবে। সাবধান ঐ মকামে উপস্থিত হয়ে বাদশাহর চেহারার দিকে কিছু সময় তাকাইয়া থাকবে। বাদশার চেহারা দেখিয়া তাঁর সন্তুষ্টিও অসন্তুষ্টি বুঝে নিবে। আর ঐ কাজগুলো ভালভাবে বুঝে নিবে কোন্ কোন্ কাজে বাদশাহর খুশী এবং দুঃখ হয়। তারপর খুশী এবং দুঃখের বেশী বা কর্মের অবস্থা ভালরূপে বুঝিয়া রাখবে। আর বাদশা সন্তুষ্ট হবার সমস্ত ছোট বড় কাজ সন্তুষ্টচিত্তে করবে এবং দুঃখ হবার সমস্ত ছোট-বড় কাজে কারো নিকট যাবে না। আর কাঁচা রসুন ও কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে এবং ময়লাযুক্ত কাপড় পরিধান করে কখনও বাদশার দরবারে গমন করবে না, কেননা বাদশাহ হয়ত দুর্গন্ধ পাইয়া কিম্বা ময়লা কাপড় দেখিয়া বেয়াদব ও বেতমিজ মনে করে দরবার হতে বের করে দিবে। পরে আর কোন কাজের থাকবে না এবং নিজের দেশে ফিরিয়া যাবারও উপায় থাকবে না, উপরন্তু অপমানিত ও অপদস্থ হবে।

অতঃপর দরবারের সমস্ত রাজ-কর্মচারী বড় বড় মর্যাদাসম্পন্ন লোক প্রধান মন্ত্রী হতে আরম্ভ করে বখশী, নাযির, মোহাররক পর্যন্ত এবং নীচ পদমর্যাদার লোক– নকি, (দলপতি) চোবদার (দূত) হতে আরম্ভ করে খেদমতগার, খানসামা, বাবুর্চি, দারোয়ান পর্যন্ত সকলের সঙ্গে দেখাশুনা রাখবে এবং সকলের সঙ্গে দুস্তি-মহব্বত এবং ভাইয়ের মত সম্পর্ক রাখবে। এবং সকলকে এমন সন্তুষ্ট রাখবে যেন সময়মত সকলে তোমার জন্য সুপারিশ করে। এবং শহরের সকল প্রজা কিম্বা যত মুদী, তেলী, শস্য-ব্যবসায়ীদিগকে খুশী রাখবে। আর উচ্চ হতে নীচ পর্যন্ত এমন চাল চালিবে না যেন বাদশার দরবারে তোমার বিরুদ্ধে কোন নালিশ হয়, তাতে তোমার উপকারতো দূরের কথা নিজের মনের আশাও পূরণ হবে না এবং সমস্ত পরিশ্রম পন্ড হয়ে যাবে।

মোটকথা, এরূপ অনেক কথাবার্তা ওস্তাদ কাজী-যাদাকে বুঝিয়ে দিল। কাজী-যাদাও ওস্তাদের সকল হুকুম মেনে নিল এবং বাদশার চেহারার দিকে লক্ষ্য রাখতে আরম্ভ করল। কেহ এসে সংবাদ দিল, জাঁহাপনা আপনার রথের গরু মারা গেছে। বাদশাহ সামান্য চিন্তিত হল। ঐ সময়ের চেহারার অবস্থা কাজী-যাদা চিনে রাখল। কেহ এসে সংবাদ দিল, হে পীর মুর্শিদ। হুজুরের সওয়ারীর ঘোড়া

Scanned by CamScanner

মারা গেছে। বাদশার প্রথম দুঃখ হতে এবারের দুঃখ আরো একটু বেশী হল। এ দুঃখের চেহারাকেও কাজী-যাদা চিনে রাখল। তারপর আবার কেহ এসে সংবাদ দিল, বাদশাহ কারামাত অমুক ইন্তেকাল করেছে। এবারও আগের দুঃখ হতে কিছু বেশী দুঃখ হল। কাজী-যাদা বাদশাহর এ দুঃখের চেহারাও চিনে রাখল। তারপর কেহ এসে সংবাদ দিল, শাহানশাহ হুজুরের প্রধান মন্ত্রীর আজ ইন্তেকাল হয়েছে। বাদশার সমস্ত দুঃখ হতে অত্যধিক দুঃখ হল। এই দুঃখের চেহারাও কাজী-যাদা চিনে রাখল। এখন ছোট বড় চার প্রকারের দুঃখ হল। স্মরণ রাখবে কেহ এসে সংবাদ দিল, জাঁহাপনা অমুক নামকরা চোর আজ ধরা পড়িয়াছে। বাদশার সামান্য কিছু আনন্দ হল। এ আনন্দকে কাজী-যাদা চিনে রাখল। আবার কেহ সংবাদ দিল, পীর মুর্শিদ হাজার যুবক ডাকাতের দল যারা অমুখ জঙ্গলে ও পাহাড়ে লুকিয়ে থাকত আর ব্যবসায়ী ও প্রজাদের মাল-আসবাব লুটতরাজ করত সবই আজ ধরা পড়েছে। বাদশাহর একটু বেশী আনন্দ হল। এ আনন্দের চেহারাকেও কাজী-যাদা চিনে রাখল। আবার কেহ খবর দিল, শাহানশাহে সোলায়মান জাহ! আজ অমুক শত্রুদলের পরাজয় হয়েছে। শাহী সাহসী সৈন্যদল তাদিগকে তাড়াইয়া তাদের সীমানা পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়েছে। বাদশার প্রথম আনন্দ হতে এবার অনেক বেশী আনন্দ হল। এই আনন্দের চেহারা কাজী-যাদা চিনে রাখল। পুনরায় সংবাদ দিল বাদশাহ সালামত আলেমে আলীশান আজ হুজুরের অমুক শত্রুদল যারা হুজুরের অর্ধেক দেশ দখল করে রাখিয়াছে তাদের পরাজয় হয়েছে, আর তাদিগকে বন্দী করে হুজুরের দরবারে নীত হতেছে। তাদের সমস্ত দেশে প্রশাসক এবং প্রাদেশিক গভর্নর বানান হয়েছে। বাদশাহ পূর্বের তিন সংবাদ হতে এই সংবাদে অত্যধিক আনন্দিত হল। এই আনন্দের চেহারাও কাজীজাদা চিনে রাখল এবং নেহায়েত সৌন্দর্য ও পবিত্রতার সঙ্গে বাদশাহের দরবারে হাজির হত এবং সময় বুঝে সমস্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করত এবং প্রত্যেককে এমন সন্তুষ্ট করত যে, সকলেই তার উপস্থিতি এবং খোশ-মেজাজে কৃতজ্ঞ হয়ে সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন যে, সময় বুঝিয়া কাজী-যাদার জন্য ভাল কথা বলবে। আর সমস্ত দরবারী, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ দারওয়ান, খেদমতগার, বাবুর্চি, সকলের সঙ্গে এমন ভাই ভাই সম্বন্ধ হল যে, সকলেই তার উপকারে পাগল হয়ে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় রইল। অবশেষে একদিন বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন—বৎস! এই ব্যক্তি কে? যিনি কোন সময়ই নিজের কোন ইচ্ছা প্রকাশ করে না। এ কথা শুনেই প্রধান মন্ত্রী বললেন,

Scanned by CamScanner

জাঁহাপনা! এ ব্যক্তি বাংলাদেশের কাজী-যাদা নিষ্কর সম্পত্তির ভোগদখলকারী, আলেম ব্যক্তি দ্বীনদার, নেহায়েত কার্য-নির্বাহক, হুশিয়ার এবং চরিত্রবান লোক। এরূপ ভাল লোক শাহী দরবারে কখনও দেখিনি। প্রধান মন্ত্রীর একথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সকল রাজন্যবর্গ এই কথাই বলে উঠিল।

অতঃপর যখন বাদশাহ বায়ু উপভোগ করতে সওয়ার হতে লাগলেন তখন সওয়ারী থামাইয়া বললেন, পানা সালামত! আজ যার সম্বন্ধে দরবারে আলোচনা হল—এমন ভাল লোক শাহী-দরবারে আর কোন সময় আসে নেই। বাদশাহ যখন ঘোড়ায় সওয়ার হলেন তখন খেদমতগার, বাবুর্চি সকলে একত্র হয়ে বলতে লাগিলেন, যার সম্বন্ধে আজ দরবারে আলোচনা হল, এমন সুন্দর এবং যোগ্য ব্যক্তি ও জীবন-উৎসর্গকারী কখনও দেখে নেই। যখন বাদশাহ সকলের মুখ হতে কাজী-যাদার উত্তর স্বভাব এবং প্রশংসা শুনিলেন, তখন কাজী-যাদার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং কাজী-যাদা বাদশাহর দৃষ্টিতে খুবই প্রিয়পাত্র হয়ে গেলেন। তখন কাজী-যাদাকে বাদশার অন্ত-পুরবাসে ডাকিয়া তার সমস্ত অবস্থা শুনিলেন এবং তার উপর খুব দয়াপরবশ হয়ে তাকে কার্য-নির্বাহক করে এবং বিশ্বাসী মনে করে ঐ নিষ্কর সম্পত্তিও অতিরিক্ত দিয়ে দিলেন এবং বাংলাদেশের প্রদেশও তাকে সোপর্দ করলেন।

মোটকথা কাজী-যাদা উভয় মঞ্জিলে কৃতকার্য লাভ করলেন, তার মনের আশা পূর্ণ হল এবং শাহী পদমর্যাদা তাকে দেয়া হল। আর ঐ শত্রুর মুখ কাল হয়ে গেল এবং কাজী-যাদার নিষ্কর সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ জানে কোথায় পালিয়ে গেল।

এখন এই উদাহরণ হতে তরীকত পন্থীদের উভয় সুলুক গ্রহণ করে চলিবার রাস্তা এবং মুর্শিদ গ্রহণ করবার এবং নকশবন্দিয়া তরীকার জিকির ও মোরাকাবার বর্ণনার দ্বারা আমি ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছি যে, সমস্ত মুসলমানদের জন্য আদম আলাইহে ওয়াসাল্লামের মত নিষ্কর সম্পত্তি এবং মিরাস বেহেশতের মধ্যে অংশ আছে। শয়তান ধোকা এবং ফেরেব দিয়ে এমন করাইতে চায় যাতে সে ঐ স্থানের উপযুক্ত না থাকে। তারপর ধোকা দিয়ে আসল ঈমানকে নষ্ট করে ফেলে। সুতরাং এর চিকিৎসা মুর্শিদ গ্রহণ করা এবং উভয় সুলুক সুন্নতের পায়রবীর সঙ্গে পুরাপুরি অতিক্রম করা। আর ছয় লতিফাকে পৃথক পৃথক জিকির করা এবং একের মধ্যে মিলানো ও শ্বাস বন্ধ করে নফী-এসবাতের

Scanned by CamScanner

জিকির করা এবং ছোলতানুজ জিকির করা—এই সমস্ত সফরের আসবাব হলুদ, রসুন, ধনিয়া, পেঁয়াজ ব্যতীত সফর করবার মত। সমস্ত পৃথিবীতে নফীর মোরাকাবা শহরের লোক ছাড়া বিদায় নিয়ে গেছে। আর নিজের দেহের নফীর মোরাকাবা ঘরের লোক ব্যতীত বিদায় পথে। আর নফীন্নফীর মোরাকাবা ঐ বালকের বিদায়ের মত। আর নূরের পর্দা অতিক্রম করা নৌকা ব্যতীত সফর করা, যেমন, কোন সুন্দর শহর দেখিয়া কাজী-যাদা বুঝিয়াছিল ইহাই দিল্লীর শহর। পরে ওস্তাদ বুঝাইয়া দিলেন এখনও দিল্লী বহু দূর। এরূপভাবে নূরের পর্দা ভ্রমণ করতে যখন কোন সময় এমন নূর দৃষ্টিগোচর হয়, যাকে মোবতাদী (শিক্ষানবিশ) মনে করে এই নূর জাতী নূর এবং আমার মোবতাদী মোশাহেদা হাসিল হয়েছে।

অতঃপর মুর্শিদ বুঝাইয়া দেয় আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। এই কথায় তাঁর নূর কাহার দৃষ্টি পড়বে। আর নূরের পর্দার ভ্রমণ ছাড়িয়া তাওহীদে সিফাতীর মধ্যে মশগুল হওয়া এবং দূরবর্তী শহরে ভ্রমণ করা এবং সেখানকার অবস্থাপূর্ণ ঘটনাবলী জানা, দিল্লীর রাস্তার ডানে বামে সুন্দর সুন্দর বাজার এবং আশ্চর্যজনক শহরের চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহ দেখতে এবং তামাশা দেখতে এবং এই রাস্তা মোশাহেদা হতে বঞ্চিত থাকতে কিম্বা মোশাহেদা হাসিল হওয়ার মধ্যে দেরীর আবশ্যক। আর তাওহীদে সিফাতির অর্থ অতিসত্বর নকশবন্দিয়া তরীকার আশগালের বর্ণনায় বুঝা যাবে ইনশাআল্লাহ।

অতঃপর নূরের পর্দা অতিক্রম করতে করতে নেছবতে বিরুনী পর্যন্ত পৌছা বাদশার তখ্ত দেখা ব্যতীত। তারপর মোশাহেদা হাসিল হওয়া বাদশার দিদার ব্যতীত এক মঞ্জিল সমাপ্ত করা। আর প্রকৃতপক্ষে মোশাহেদা ঈমানে হাকিকী যেমন সেখানে ওস্তাদ প্রথম মঞ্জিল সমাপ্ত করবার পর দিলের মাকসুদ (আশা) হাসিল করবার জন্য দ্বিতীয় মঞ্জিলের কথা শিক্ষা দিয়েছিল। এরূপভাবে এখানে মোশাহেদা হাসিল হবার পর দ্বিতীয় সুলুক আরম্ভ হল। ইহাকে সুলুকে সানী, সায়ের ফিল্লাহ এবং নেহাইয়াত বলে। আর প্রকৃত পক্ষে ইহা তাকওয়া (ভয়) গ্রহণ করা। আর সেখানে যেমন বাদশার চেহারার উপর লক্ষ্য রাখিবার দরুন বাদশার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি চিনে নেবার কথা বলা হয়েছিল। এরূপভাবে এখানেও মোশাহেদাকারী মোশাহেদার মধ্যে ডুবে থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তালিম (শিক্ষা) তাঁর পায়রবীর তাকিদে রূহ, নফস, দেল এবং

Scanned by CamScanner

দেহ দ্বারা করা হয়। এবং পবিত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি এবং রাগের কাজ জানতে হয়। আর ঐ সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি চিনিবার বর্ণনা কোরআন হাদীস হতে বের করে ফেকাহর মধ্যে ভালভাবে একত্র করেছে। সেখানে কাঁচা রসুন, পেঁয়াজ খেয়ে এবং ময়লাযুক্ত কাপড় পরিধান করে দরবারে যেতে নিষেধ করেছেন। এইখানেও কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন খাইয়া মসজিদে যাওয়া এবং নামায পড়া নিষেধ এবং হারাম উপার্জনের দ্বারা কাপড় পরিধান করা এবং পুরুষের রেশমী কাপড় পরা নিষেধ আছে নামায মাকরুহ হবার কারণে। অতঃপর সেখানে চার প্রকারের ছোট বড় দুঃখ বর্ণনা করেছেন। এখানেও পবিত্র আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির কাজ চার প্রকার মাকরুহ, হারাম, শেরক এবং কুফরী। সেখানে এক হতে একটি বৃদ্ধি করে ছোট-বড় চার প্রকারের খুশী বর্ণনা করেছেন। আর এখানে পবিত্র আল্লাহ তায়ালার খুশীর কাজ চারটি—মোস্তাহাব, সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, ওয়াজিব, ফরজ একটি হতে একটি বড়। তা হলে পবিত্র আল্লাহ তায়ালাকে কমও অসন্তুষ্ট করবে না এবং বেশীও না এবং মাকরুহ, হারাম, শেরক এবং কুফরীর নিকটবর্তী হবে না। আর পবিত্র আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাঁর ছোট খুশী ও বড় খুশী সবই পালন করবে এবং মোস্তাহাব, সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, ওয়াজিব, ফরজ আদায় করবে। আর সেখানে দরবারের সমস্ত উচ্চপদস্থ লোক, প্রধান মন্ত্রী হতে আরম্ভ করে সহিস পর্যন্ত মোলাকাত, বন্ধুত্ব এবং সকলকে সন্তুষ্ট করতে বলা হয়েছে। এখানে প্রকৃত বাদশাহ মালেকুল মুলক-এর দরবারের শ্রেষ্ঠ আরকানে দৌলত পাঁচ ওয়াক্ত নামায উহাকে এমন হেফাযতের শ্রেষ্ঠ আরকানে দৌলত পাঁচ ওয়াক্ত নামায উহাকে এমন হেফাযতের সহিত আদায় করবে যে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে নামায তার জন্য সুপারিশ করবে। নামাযকে কষ্ট দিবে না এবং উহাকে লেংড়া, খোড়া করবে না, যাতে নামায আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে তার মুখকে কাল না করে আর এর আরকান, শরায়েত, ওয়াজিবাত এবং সুন্নতসমূহকে খারাপ করবে না, জামাআত হওয়া সত্ত্বেও একা একা নামায পড়বে না, মসজিদ থাকা সত্ত্বেও ঘরে নামায পড়িবে না এরূপভাবে সমস্ত ফারায়েজে ইসলামকে ধারণ করবে, যেমন–রোযা, যাকাত, হজ্জ, অজু, গোসল, তাইম্মুম ইত্যাদি এই প্রকার সুন্নতসমূহ মোস্তাহাবসমূহকে ধারণ করবে, যেমন–তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশ্‌ত এবং তিলাওয়াতে কোরআন মজিদ, যেমন মেসওয়াক এবং অজুর পরে দোয়া পড়া এবং আজানের পরে কোন কোন দোয়া পড়া ইত্যাদি। আর সেখানে শহরের

Scanned by CamScanner

সমস্ত প্রজাকে সন্তুষ্ট রাখতে এবং তাদের সহিত কোন প্রকার মন্দ চাল না চালিতে বর্ণনা করেছেন। এখানেও প্রত্যেক প্রকারের মাসায়েখ–ক্রয়-বিক্রয় রেহান, বিবাহ, খোর-পোষ, তালাক ইত্যাদি হুকুমের উপর আমল করবে এবং কোন প্রকার মাসআলার বিপরীত করবে না। যখন এ প্রকারে দ্বিতীয় সুলুককে সৌন্দর্যের সঙ্গে সমাপ্ত করবে, সমস্ত নেক আমল তার জন্য শোকরিয়াকারী হবে। তখন আল্লাহ তায়ালার মাকবুল এবং খাছ্ বান্দা হয়ে যাবে। তখন তাকে খেদমতসমূহ সোপর্দ করা হবে এবং শয়তানের তার উপর ক্ষমতা হবে না যেমন—আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদে পনের পারায় সূরায়ে বনী ইসরাইল এর মধ্যে করেছেন ঃ

اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ ۔

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহ যে আমার বান্দা হবে তাঁর উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না।" এর প্রকৃত হাকিকত এই যে, মোশাহেদা আমলে ঈমানে হাকিকী এবং সুলুকে সানী (দ্বিতীয় সুলুক) তাকওয়া এবং এত্তেবায়ে (অনুসরণ) সুন্নত হল। আর এই উভয় বিষয় হাসিল হলে মানুষ ওলী হয়ে যায় যেমন আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদের এগার পারায় সূরায়ে ইউনুছ-এর মধ্যে ওলীদের পরিচয় সম্বন্ধে এরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ۔

অর্থাৎ, "যারা ঈমান এনেছে এবং পরহেয করতে থাকবে।"

বাদাইয়াত এবং নেহাইয়াতের বর্ণনার দ্বারা এবং এই উদাহরণ দ্বারা উভয় সুলুকের অবস্থা বেশ ভালভাবেই বুঝা গেছে। এখন কিছু জিকিরের বর্ণনা শোন।

www.islamiclife.wapsite.me
Scanned by CamScanner

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জিকিরের ফযীলত, প্রভাব, উপকার এবং জিকিরের অন্যান্য পদ্ধতি, মোশাহেদার হাকিকত, উহা হাসিল হওয়া না হওয়ার পরিচয় এবং উহা লাভ করবার পদ্ধতি

জিকিরের ফযীলত

জিকিরের ফযীলত সম্বন্ধে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। উহা হতে এই দুইটি হাদীস এইখানে লিখছি। মেশকাত শরীফের 'বাবু জিকরিল্লাহে আজ্জা ওয়া জাল্লা ওয়াত্‌তাকার্‌রুবা ইলাইহে'-এর পরিচ্ছেদ আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে– তিনি বলেছেন ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر مثل الحى والميت ـ متفق عليه ـ

অর্থাৎ, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঐ ব্যক্তির উদাহরণ, যে নিজে আল্লাহর স্মরণ করে এবং ঐ ব্যক্তি যে স্মরণ করে না মৃত ও জীবিতের মত" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির এবং স্মরণ করে তার উদাহরণ জীবিতের মত কেননা জিকির জীবিতের মর্যাদা রাখে। এর দ্বারা রূহানিয়েতের প্রভাব প্রকাশ হয়। রূহানিয়াতের প্রভাব এই মারেফাত, স্বাদ, আনন্দ-উৎসাহ, মহব্বত প্রকাশ থাকে যে, এই সমস্ত আছর (প্রভাব) জীবিতদের মধ্যে হয়ে থাকে। যেমন জীবিতের মধ্যে দেহের প্রভাব এবং কাজ-কর্ম খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি প্রকাশ পায়। আর যে ব্যক্তি জিকির করে না তার ঐ সমস্ত প্রভাব এবং রুহানিয়াত প্রকাশ পায় না। তা হলে সে কিরূপে জীবিত বরং মৃতের মত (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)। আর এই অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول انا مع عبدى اذا ذكرنى وتحركت فى شفتاه ـ

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ, "হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি আমার বান্দার সঙ্গে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাকে স্মরণ করে এবং তার উভয় ঠোঁট আমার নামের সঙ্গে নড়াচড়া করে।" আর এই হাদীসের পরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لكل شئ صقالة وصقالة القلوب ذكر الله تعالى وما من شئ انحى من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا الجهاد فى سبيل الله قال ولا ان يضرب لسيفه حتى ينقطع ـ

অর্থাৎ, "হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক বস্তুর জন্যই ঘর্ষণ-যন্ত্র বা শান আছে। আর দিলের শান হল আল্লাহ্‌র জিকির এবং আল্লাহর জিকির ছাড়া অন্য কোন বস্তু আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করতে পারে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কি আল্লাহর জিকিরের সমতুল্য নয়? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন– না, আল্লাহর জিকিরের সমতুল্য হয় এই কাজ, যে মোজাহিদ নিজের তলোয়ার দিয়ে এমন যুদ্ধ করতে থাকবে যে, তার তলোয়ার ভাঙ্গিয়া যায়।" জিকিরের ফযীলত এবং উপকার সম্বন্ধে অগণিত হাদীস বর্ণিত আছে। নমুনাস্বরূপ এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল। জিকিরের দ্বারা আল্লাহ বান্দার নিকটে উপস্থিত হওয়া বোঝা গেল। আর হাদীসের দ্বারাও ইহাও সাব্যস্ত হল যে, জিকিরের দ্বারা দিলের শান হয়ে যায় এবং দিল পরিষ্কার হয়ে যায়।

জিকিরের প্রভাবের বর্ণনা

জিকিরের প্রভাব সম্বন্ধে আল্লাহর কালাম ও রসূলের হাদীস শোন। আল্লাহ পাক কোরআন মজিদের পঁচিশ পারায় সূরায়ে যোখরুফ-এর মধ্যে করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ـ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ـ

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি দয়ালু আল্লাহর জিকির হতে চক্ষু ফিরাইয়া রাখে, আমি তার উপর একটি শয়তান নির্দিষ্ট করে দেই। শয়তান তার সঙ্গী হয়ে থাকে এবং তাকে আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা দিতে থাকে। আর সে মনে করে আমি সরল-সোজা পথের উপর আছি।" আর মেশকাত শরিফে "বাবু জিকরুল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা ওয়াত্তাকাররাবু ইলাইহে" এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

الشيطان خاثم على قلب ابن ادم فاذا ذكر الله خنس واذا غفل وسوس -

অর্থাৎ, "শয়তান মানুষের দেলে বসিবার স্থান করে নেয়, সুতরাং মানুষ যখন আল্লাহর জিকির করে তখন শয়তান পালাইয়া যায় এবং তা হতে দূরে সরিয়া পড়ে। আর যখন আল্লাহর জিকির হতে গাফেল (অমনোযোগী) পায় তখন ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) দিতে থাকে।" সুতরাং যারা 'সুলুক ইলাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় চলিবার ইচ্ছা পোষণ করে, তাদের মধ্যে আল্লাহর জিকির গ্রহণ করা উচিত। জিকির দুই প্রকার—জিকরে লেসানী অর্থাৎ জবানে জিকির গ্রহণ করা, জিকরে কালবী অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহর জিকির করা এবং উহাকেই মোরাকাবা বলে। উভয় প্রকারের জিকির দ্বারাই আল্লাহর রাস্তা পাওয়া যায়। আর জিকিরের তরীকার কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই যে প্রকারেই জিকির করবে আল্লাহর রাস্তা পাবে। আর জিকিরের মধ্যে যে যর্‌ব নির্দিষ্ট আছে এবং আল্লাহর নাম খুব শক্তভাবে উচ্চারণ করা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জিকিরের স্থান ছয় লতিফা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রতঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখতে যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এর মধ্যে এই হেকমত রহিয়াছে যে, মানুষের দেহকে এরূপভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, ঐ ছয় লতিফার দিকে মোতাওয়াজ্জুহ থাকে অর্থাৎ পশ্চিম, পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ, উপর নীচে কিম্বা গুণাগুণ দেখতে থাকে এবং আওয়াজের দিকে কান লাগিয়ে শুনিবার জন্য মোতাওয়াজ্জুহ থাকে এবং তার মনে নানা কথাবার্তা ও ধ্যান-ধারণা ঘোরাফিরা করে। সুতরাং তরীকতের মোজতাহেদগণ জিকিরের এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নির্দিষ্ট করেছেন। নিজের দেহ এবং জাত ব্যতীত অন্যদিকে মোতাওয়াজ্জুহ হওয়া হতে বাধা দেয় যাতে জিকিরের সময় নিজের জিকিরের স্থান ব্যতীত জিকিরকারী অন্য কোন দিকে মোতাওয়াজ্জুহ না হয়। নানাহ রকমের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-কল্পনা

Scanned by CamScanner

এবং কুমন্ত্রণা যা অন্তরের বাহির হতে আসে উহাকে বাধা দিবার জন্য। আর এই কথা দিনের মত উজ্জ্বল যে, যখন জিকিরকারী জিকিরের মধ্যে মশগুল হবে এবং লতিফাসমূহের জিকির জানার মধ্যে কিম্বা দম বন্ধ করে নফী-ইবাদতের জিকির করতে এবং যর্‌ব করতে ও একাকিত্বের দিকে হিসাব রাখতে কিম্বা জানু ও কলব ইত্যাদির মধ্যে জিকিরের যর্‌ব করতে মশগুল হবে, তখন অন্য খেয়াল (ধারণা) কোথা হতে আসিবে। সুতরাং এই নিয়ম পদ্ধতি এজন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তাতে আস্তে আস্তে, পর্যায়ক্রমে নিজের জাতের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হওয়া ছাড়িয়া দিয়ে আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হবার প্রাসাদে আরোহণ করবে অর্থাৎ যখন শত শত শব্দসমূহ, সমস্ত দিক এবং নানা প্রকারের কল্পনা জল্পনা চিন্তা-ভাবনাকে ছাড়িয়া শুধু এক নিজের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হবার প্রকৃতি এসে গেল, তখন আস্তে আস্তে উহাকে ছাড়িয়া শুধু আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হওয়া সহজ হয়ে যাবে। এই কথা 'কাওলুল জমিল' কিতাবের ভূমিকার মধ্যে তাফসীরে ফাত্‌হুল আজিজ হতে فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ -এর তাফসীরে লেখা আছে। এর মত যে, ব্যক্তি জবান দেল কিম্বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা জিকির করবে এবং নিজের জীবন যাত্রার কাজে মশগুল থাকবে, তা হলে জিকিরকারীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা পাবে। সোবহানাল্লাহ! দ্বীনের মধ্যে কত সহজসাধ্য কাজ। এখন এই অবস্থায় সমস্ত মুসলমান যে হুকুম-আহকাম পালন করে এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে সকলেই জাকের (জিকিরকারী) বলে গণ্য হবে। আর যারা শরীয়তের খেলাফ তারা ফাসেক এবং বেদআতী গাফেল বলে গণ্য হবে। যদিও দিবা-রাত্র জিকির এবং শোগলে লিপ্ত থাকে।

ফায়দা ঃ চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দিয়া ইত্যাদি আশগাল দ্বারা এ উদ্দেশ্য যে, ঐ মাল্‌কা (নৈপুণ্য) যাকে নেসবত (সম্বন্ধ) বাছিরত (অন্তর্দৃষ্টি) সাকিনা (শান্তি) বলা হয় হাসিল হয়ে যাবে আর এ মাল্‌কা মোশাহেদা পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। কাজেই ঐ আশ্‌গালে সর্বদা লাগিয়া থাকবে এবং সর্বদা এর মধ্যে ডুবে থাকবে। যাতে এর কারণে নফসে নাতেফা (বাকশক্তি) খুব মাল্‌কা হাসিল করবে। মোটকথা যে শোগলকে গ্রহণ করবে উহা পরিত্যাগ করবে না, সর্বদা লাগিয়া থাকবে। নিঃসন্দেহে সাকিনা এবং মোশাহেদা হাছেল হবে, কেননা সত্যবাদী সংবাদদাতা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

Scanned by CamScanner

لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم ـ

অর্থাৎ, "যখন কোন জামাত বা সম্প্রদায়ের লোক আল্লাহর জিকির করতে আরম্ভ করে, তখন ফেরেশতারা তাদিগকে ঘিরিয়া লয় এবং তাদের চতুর্দিকে দন্ডায়মান থাকে এবং আল্লাহর রহমত তাদিগকে ঢাকিয়া লয় এবং তাদের উপর সাকিনাহ (শান্তি, রহমত) অবতীর্ণ করা হয়। অর্থাৎ বাতেনী শান্তি, দেলের শান্তি ও সন্তোষ, স্থিরতা এবং এর কারণে দুনিয়ার খাহেশ এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ভয় অন্তর হতে উঠিয়া যায়। আল্লাহর হুজুরী হাসিল হয় ও পরিষ্কার নূরানিয়াত প্রকাশ পায়। আর সাকিনাহ একটি বস্তু আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু হতে এর মধ্যে আরাম, শান্তি এবং রহমত আছে এর সঙ্গে ফেরেশতা আছে। কখনও একটি বাদলের আকৃতি হয় ঐ সময় নূরানিয়াত, আরাম হুজুরে কাল্‌ব (অন্তরের একাগ্রচিত্ততা) দিলের শান্তি এবং ইবাদতের মধ্যে যে স্বাদ পাওয়া যায় উহা সাকিনার প্রভাব। আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে নিকটস্থ ফেরেশতাদের নিকট আলোচনা করে অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা তাঁর নিকটস্থ মোকাররব (প্রিয়) ফেরেশতাদের নিকট তাদের প্রশংসা করে এবং গৌরব বোধ করে, কেননা ফেরেশতারা এরূপ দাবী করত যে, আমরা তোমার গুণগান প্রশংসা এবং পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি। আর মানুষেরা রক্তপাত ফাসাদ করবে। সুতরাং তাদের উপর মানুষের ফজীলত মর্যাদা এবং কারামত প্রকাশ করে।" মুসলিম শরীফে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর মেশকাত শরীফের বাবু জিকরুল্লাহ আজ্জা জাল্লা ওয়াত্তাকাররুবু ইলাহে-এর প্রথম পরিচ্ছেদে হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) এবং হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের তরজমা আসাআতুল লোমআত শরহে মেশকাত হতে লেখা হয়েছে।

ফায়দা ঃ এখন খুব উপকারী একটি বিষয় শোন, উপরে আমি মোরাকাবা সম্বন্ধে যা কিছু লিখেছি ঐ প্রকারে মোরাকাবা করতে থাকবে। পবিত্র আল্লাহতায়ালা নিজের দিকে টেনে নিবে এবং হুযুরী ও মোশাহেদা হাসিল হবে। মোশাহেদার স্বাদ ও মজা কেহ কাকেও বুঝাইতে পারবে না। এই কথা পরিষ্কার যে, যে ব্যক্তি কোন সময় লবণ, চিনি, কিম্বা দুধের সাদ গ্রহণ করে নেই, তাকে

Scanned by CamScanner

দলীল, যুক্তি প্রমাণ দিয়ে ঐ জিনিসের স্বাদ কেহ বুঝাইতে পারবে না। কিন্তু যে স্বাদ গ্রহণ করেছে সে অতি সহজেই বুঝিয়া যাবে যদিও তার নিকট কোন যুক্তি-প্রমাণ না দেয়া হয়। কিম্বা যখন অন্ধ ব্যক্তি তার সম্মুখের কোন লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তখন তার লোকটির সম্মুখে অবস্থান, সম্বোধিত ব্যক্তি তার সামনে হওয়া সম্বন্ধে পুরাপুরি একিন (বিশ্বাস) মজবুত হয়ে যায়, যদিও তাকে অন্য কেহ যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে না বোঝায়। আর যখণ মোমেন اِيَّاكَ نَعْبُدُ বলিবার সময় অন্ধের মত একিন হলেও তার জন্য যথেষ্ট বরং اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ইহাই মোশহেদা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝিবে তার মোশাহেদা হাসিল হয় নেই। বুঝাইবার জন্য এই উদাহরণ দেয়া হল। যখন মোশাহেদা হাসিল হবে, তখন উহা হতে বেশী স্বাদ পাবে। মোটকথা গন্ডগোল করবে না ও সন্দেহজনক কাজের নিকটেও যাবে না বরং পূর্ব হতে যেমন শুনেছে যে পবিত্র আল্লাহ অদ্বিতীয়, সন্দেহাতীত, তাঁর কোন সাদৃশ্য নেই, কোন উদাহরণ নেই এবং রং, রূপ, আকৃতি, মুখাবয়ব, দিক ইত্যাদি হতে পাক-পবিত্র। তাঁর জাতের ভেদ আকলের (বুদ্ধি) বুঝবার বাহিরে আর শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চক্ষু ব্যতীত কাহারো চক্ষু এই দুনিয়ার জীবনে তাঁহাকে দেখতে পারবে না, এরূপভাবে শুধু এই জাতের যা আল্লাহ শব্দ দ্বারা বুঝে আসে মোরাকাবা করতে থাকবে, যাকে প্রত্যেক লোকই আল্লাহ শব্দ দ্বারা বুঝিয়া যায়। যেমন ঐ সাহসীর একত্ব প্রত্যেক মোমেনের দলিল ব্যতীত বুঝে এসে গেছে এবং তাঁর তাওহীদের (একাত্বের) স্বাদ দেলে হাসিল আছে যদিও তাঁর তাওহীদের দলিল অগণিত আছে কিন্তু মোমেন ঐ দলিলের মুখাপেক্ষী নয় আর অঙ্গীকারের দিবসে ওয়াদা, প্রশ্ন-উত্তরের স্বাদে ডুবে আছে অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার সত্যিকার আশেকের অবস্থা এই যে, আল্লাহতায়ালার কালাম اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের প্রভু নই?) আযলের (আদি) দিবস হতে আজ পর্যন্ত এরূপই তাদের দেহ-মনের কোণে অবস্থিত আছে। এবং এখন পর্যন্ত قَالُوْا بَلٰى (হাঁ তুমিই প্রভু)-এই ফরিয়াদের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। এ অবস্থাই মোশাহেদার। সারকথা মহান আল্লাহ পাকের স্বভাব– তাঁর স্মরণকারীর দিকে অবতীর্ণ হয় এবং তাদের খুব নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং তাঁর সাহায্যে পথ পরিপূর্ণ করে দেয়। অতঃপর অন্য জিনিসের জায়গা বাকী থাকে না। আর বাতেনী লতিফা-সমূহ অর্থাৎ কল্‌ব, রূহ এবং আকল ইত্যাদির উপর জয়ী হয় এবং উহাদিগকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে

Scanned by CamScanner

করে লয় অর্থাৎ এর বাতেনে আল্লাহতায়ালার নূর লুক্কায়িত থাকে তখন তার শুধু আল্লাহ ছাড়া কিছুই দৃষ্টিতে আসে না। আর এই প্রকৃত নৈকট্যের কারণে আল্লাহতায়ালা মানুষের রূহে রূহে হুকুম গ্রহণ করে। আর যে সম্পর্ক রূহের দেহের আছে ঐরূপ সম্পর্ক তাজাল্লির রূহের সঙ্গে হয় রূহ এর নিকটে হওয়া বুঝিতে পারে যেইরূপভাবে নফস এবং দেহ রূহকে চিনিতে পারে। ইহা সত্ত্বেও যে, শ্রবণ-শক্তি, দর্শন শক্তি, ঘ্রাণ শক্তি, আস্বাদন শক্তি, ধরার শক্তি হতে রূহের বোধগম্য হয় না অর্থাৎ রূহকে না কেহ দেখতে পায়, না কেহ শুনিতে পায় না কেহ ঘ্রাণ লইতে পারে না কেহ অস্বাদন করতে পারে না ধরিতে পারে, কিন্তু নিজের রূহ নিকটে সঙ্গে অবস্থিত এবং উপস্থিত হওয়ার একিন এবং এর আন্তরিক মহব্বত প্রত্যেকের হাসিল আছে। অতএব, এরূপভাবে রূহ আল্লাহ্ তায়ালাকে চিনতে পারে। মোটকথা মোরাকাবাকে জরুরী মনে করে গ্রহণ করবে এবং উহা হতে অমনোযোগী হবে না যেমন পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা হয়েছে। এরূপভাবে নিজের অবস্থার উপর চিন্তা করবে। আর এই সমস্ত বর্ণনা যা এই অধম করেছে উহা উপকার হতে খালি নয়। এর মধ্যে ধ্যান করলে মোশাহেদার হাকিকত নিশ্চয়ই বুঝে আসবে এবং মোশাহেদা হাসিল হবার পথ খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ফায়দা ঃ 'কাওলুল' জামিল কিতাবের মধ্যে শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহে ফরমাইয়াছেন যে, এখন কেহই এরূপ ধারণা করবে না যে, এই উল্লেখিত আশগাল ব্যতীত এই নেসবত (সম্বন্ধ) হাসিল হবে না এবং এরূপ জেনে রাখবে যে, এই আশগাল ও ঐ নেসবতকে হাসিল করবার পদ্ধতির মধ্যে হতে এক পদ্ধতি হবে এই নেছবতকে হাসিল করা। এই আশগালের মধ্যে পথ সংক্ষেপিত এবং বিলুপ্ত নয় বরং উহা হাসিল হবার আরো পথ আছে। সাহাবা তাবেঈন (রাঃ) এই নেছবত এবং সাকিনাকে অন্য আরো পথে হাসিল করত। সাহাবা এবং তাবেঈনদের সুলুক এর তরীকা এ জামাআতের নামায ব্যতীত নফল নামাযসমূহ এবং তাসবিহাতের মধ্যে একা একা স্থানে সর্বদা মশগুল থাকিত একাগ্রচিত্তে, নম্রতা এবং হুযুরীর শর্তের রক্ষণাবেক্ষণসহ। মোটকথা সাহাবা, তাবেঈনগণের দ্বারা হুযুরীর শর্ত খুব ভালভাবে আদায় হইত এবং তাঁরা সর্বদা পবিত্রতার সঙ্গে থাকতেন। এবং সমস্ত স্বাদ ও মজা বিনষ্টকারী মৃত্যুর কথা সর্বদা স্মরণ রাখতেন। আর আল্লাহতায়ালা তাঁর আজ্ঞাবর্তী বান্দাদের জন্য সাওয়াব এবং না-ফরমান বান্দাদের জন্য যে আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এর কথা সর্বদা মনে রাখতেন, এ কারণে স্বাদ ও আরাম হতে পৃথক থাকতেন এবং তাঁদের অন্তর

Scanned by CamScanner

হতে এ সমস্ত আনন্দ ও স্বাদ দূর হয়ে যেত এবং সর্বদা আল্লাহর কিতাবের তেলাওয়াত করতেন ও এর মধ্যে ধ্যান করতেন এবং ওয়াজকারীর কথাবার্তা শুনতেন। আর যে হাদীসের দ্বারা দিল নরম হয় উহা শুনিতেন। মোটকথা এ সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সব সময় দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত লিপ্ত থাকিত, তাতে তাঁদের আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্কের অভিজ্ঞতা এবং নফসানীর অবস্থা যেমন নেসবত, দর্শন, সাকিনা এবং নূর হাসিল হইত যাতে নিজের অবশিষ্ট জীবন ভরে এর রক্ষণাবেক্ষণ করে। আর ঐ নেসবত হাসিল হবার জন্য পরিশ্রম এবং চেষ্টা করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের মাশায়েখগণের তরীকা চলে এসেছে। এর মধ্যে সন্দেহ নেই যে, যদিও এই নেসবতের রঙ্গ এবং তা হাসিল করবার তরীকা বিভিন্ন প্রকারের। এ পর্যন্ত যা বর্ণনা করা হল উহা কাওলুল জামিলের বিষয়বস্তু। আর যখন এইকথা বুঝে এসে গেল, তা হলে এখন ঐ নেসবতকে হাসিল করবার জন্য উল্লেখিত আশগালের সঙ্গে সাহাবা তাবেঈনগণের উল্লেখিত নিয়ম-পদ্ধতির সঙ্গে পরিশ্রম এবং চেষ্টা করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পায়রবীর মধ্যে গণ্য।

ফায়দা ঃ একটি নিয়ম-পদ্ধতি জিকিরের মাশায়েখগণের তরীকার সাদৃশ্য আওয়ারেফ কিতাবের পঞ্চাশ পরিচ্ছেদের সারমর্ম লিখতেছি। তা এ ফজরের নামাযের পরে যে স্থানে নামায পড়েছে ঐ স্থানে কেবলাদিকে মুখ করে বসে থাকবে। আর যদি ঐ স্থান হতে সরে এক নির্জন স্থানে বসলে তার দ্বীনের কোন ফায়দা হয় তবে ঐ স্থান হতে সরে এক নির্জন স্থানে বসিবে যাতে কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলবার অবকাশ না হয় এবং কোন দিকে দেখবার সুযোগ না হয়, কেননা ঐ সময় আরামে চুপচাপ বসতে এবং কথাবার্তা না বলবার মধ্যে পরিষ্কার খোলাখুলি প্রভাব আছে। আর এ প্রভাবকে লেনদেনকারী এবং দেলওয়ালা লোক বুঝতে পারে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর এরূপ অভ্যাস ছিল। আওয়ারেফের মধ্যে এর পর কোরআন শরীফের নানা জায়গার কিছু আয়াত পৃথক পৃথক লিখেছে তা পড়বে। তারপর সোবহানাল্লাহ, আলহামদু-লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার লিখেছে। যেহেতু এই আয়াতসমূহ পড়া জরুরী নয় আর প্রত্যেকের জন্য তা পড়া সম্ভবও নয়। আর আসল উদ্দেশ্য ঐ সময় তেলাওয়াত এবং আল্লাহর জিকির করা। অতঃপর নিজের নামাযের স্থানে কিম্বা নিজের স্থানে যেখানে সম্ভব হয় কেবলাদিকে মুখে করে বসে পড়বে সোবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার এবং একবার নিম্নলিখিত দোয়া পড়বে এবং একশতকে পুরা করবে।

Scanned by CamScanner

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারিকা লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন কাদির।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই তাঁর কোন শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই। তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। সমস্ত কিছুর উপর তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

তারপর কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের মধ্যে হেফজ হোক কিংবা কিতাব দেখে হোক কিম্বা যে প্রকারের জিকির হোক এর মধ্যে মশগুল থাকবে কোন প্রকার ভুলত্রুটি করবে না এবং নিদ্রা যাবে না, কেননা ঐ সময় নিদ্রা যাওয়া নিশ্চয়ই মাকরুহ। আর যদি নিদ্রা অত্যধিক পরিমাণে বেশী হয়ে যায় তবে নিজের মছল্লার (জায়নামায) মধ্যে কেবলার দিকে মুখ করে কয়েক পা পিছনে সরিবে। কেননা এ সময় সোজাসুজি কেবলার দিকে মুখ করবার মধ্যে এবং কথাবার্তা না বলিবার মধ্যে নিদ্রা না যাওয়ার মধ্যে এবং সোজাসুজি জিকির করবার মধ্যে খুব আছর (প্রভাব) আছে এবং খুব বরকত আছে। 'আওয়ারেফ' লেখক লিখিতেছেন—আমি আলহামদু লিল্লাহের এই প্রভাব এবং বরকত পাইয়াছি এবং আল্লাহর অন্বেষণকারীগণকে আমি ওসিয়ত করতেছি। যে ব্যক্তি জিকিরে কালবী এবং জিকিরে লেসানীকে এই সময়ে একত্র করে, এর মধ্যে অনেক প্রভাব আছে এবং খুব প্রকাশ পাবে। এই অধম এই সময় উল্লেখিত তাসবিহর পরে কিছু মাছনুন দোয়া এবং চার কুল পড়িয়া নকশবন্দিয়া তরীকার শোগল করতে থাকে। অতঃপর সূর্য উদিত হবার নিকটবর্তী সময় ছাব আতে আশারা পড়ে এর মধ্যে জিকিরে কালবী ও জিকিরে লেসানী একত্র হয়ে যায়। আর এই সময় যেহেতু দিনের প্রথম। আর দিনের মধ্যে বিপদ-আপদ ইত্যাদি আসার ধারণা থাকে। যদি দিনের প্রথম ভাগে সেই দিকে লক্ষ্য করে ঠিক এবং মজবুত থাকে তা হলে সে দিনের ভিত্তিকে ঠিক এবং মজবুত করল, কাজেই দিনের সমস্ত সময়গুলো ঐ ভিত্তির উপর ঠিক হয়ে যাবে। আর যখন সূর্য উদিত হবার সময় নিকটবর্তী হয়, তখন মোছাব্বেআত আশার পড়া আরম্ভ করে দিবে। আর মোছাব্বেআতে আশার হযরত খিযির (আঃ)-এর তালিম। তিনি ইব্রাহিম তাইমী (রঃ) যিনি ওলামায়ে তাবেঈনদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর হযরত খিযির (আঃ) বলেছেন, আমি উহা রাসূল সাল্লাল্লাহু

Scanned by CamScanner

আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে শিখেছি। যে ব্যক্তি উহাকে সর্বদা পড়িবে সে ব্যক্তি অন্যান্য দোয়া ও জিকিরের মধ্যে যে ফায়দা পাইত এর সমস্ত এই মোছাব্বেআতে আশার এর মধ্যে পাবে। মোছাব্বেআতে আশার দশটি জিনিস এর প্রত্যেকটি সাত সাত বার করে পড়িতে হবে, উহা এই–সূরায়ে ফাতেহা সাতবার কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক সাতবার; কুল আউজু বিরাব্বিন নাছে সাতবার, কুলহু আল্লাহু আহাদ সাতবার, কুল ইয়া আয়্যুউহাল কাফেরুন সাতবার, আয়াতুল কুরসি সাতবার, সোব্হানাল্লাহে ওয়াল হামদু লিল্লাহে ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার সাতবার, আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদীন ওয়া আলা আলে মোহাম্মাদীন সাতবার, আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী ওয়ালে ওয়ালেদাইয়া ওয়ালিল মুনিনীনা ওয়াল মোমেনাতে সাতবার।

আর اللهم افعل بى ،بهم حلا واخلا فى الدين والدنيا والاخرة ما انت له اهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له اهل انك غفور حليم خواد كريم بر روؤف رحيم -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাফ্ আল বি ওয়া বিহিম আ'জেলান ওয়া আ'জেলান ফিদ্দিনে ওয়াদ্দুনিয়ে ওয়াল আখেরাতে মা আনতালাহু আহলুন ওয়ালা তাফ্আ'ল বিনা ইয়া মাওলানা না নাহ্নু লাহু আহ্লুন ইন্নাকা গাফুরুর হালিমুন জাওয়াদুন কারিমুন বার্রুর রাউফুর রাহিম।

অর্থ, "হে আল্লাহ! তুমি আমার সঙ্গে এবং আমার পিতামাতার সঙ্গে আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি হোক কিম্বা দেরিতে হউক দুনিয়া এবং আখেরাতে এমন কাজ কর তারা যে কাজের উপযুক্ত। হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রতি এমন কাজ করো না যার আমরা অনুপযুক্ত। তুমি ক্ষমাকারী, ধৈর্যশীল, আধ্যাত্মিক দাতা; দয়ালু, দানশীল এবং পরম দয়ালু।

হযরত ইব্রাহীম তাইমী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে হতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত খিজির আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে শিক্ষার পর যখন মোসাব্বোআতে আশার পড়িলেন, তখন স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি বেহেশতে গেছেন, সেখানে ফেরেশতা ও নবীগণকে দেখিলেন এবং বেহেস্তের খানা খাইলেন। বর্ণিত আছে তিনি চার মাস পর্যন্ত কোন খানা খাননি কিংবা লোকেরা এরূপ বলেছে যে, তাঁর খানা না খাওয়ার কারণ সম্ভবতঃ বেহেশতের খানা খাওয়া। অতঃপর যখন মোসাব্বোআতে আশার হতে অবসর হলেন, তখন সোবহানাল্লাহ এবং আসতাগ্ফিরুল্লাহ পড়িতেন এবং তেলাওয়াতের মধ্যে দীর্ঘ সময় লিপ্ত থাকতেন

Scanned by CamScanner

এমনকি এক নেজা পর্যন্ত সূর্য উপরে উঠিয়া যাইত। এবং ঐ জায়গা উঠিবার পূর্বে দুই রাকাআত নামায পড়িতেন। বাকী পাঁচ ওয়াক্তের দোয়া এবং তাসবীহ যা আওয়ারেফ কিতাবে আছে যদি আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দেয় তবে ইনশাআল্লাহ পরে কোন রেসালার মধ্যে পৃথকভাবে লিখিব। সকাল সন্ধ্যায় জিকিরের মধ্যে এই পর্যন্তই যথেষ্ট। অতঃপর যখন দিন শেষ হতে আরম্ভ করল, তখন রাত্রের অভ্যর্থনার জন্য অজুর মাধ্যমে প্রস্তুত হয়ে যাবে আর সূর্যাস্তের পূর্বেই মোসাব্বোআতে আশার পড়িবে এবং তাসবিহ ও এস্তেগফার পড়তে থাকবে। এমন সময় পড়িতে আরম্ভ করবে যে মোসাব্বেআতে আশার পড়িয়া তাসবীহ, এস্তেগফার-এর মধ্যে মশগুল হবে এবং এখনও সূর্য বাকী আছে। এবং সূর্য অস্ত যাবার সময় والشمس এবং والليل কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউজু বেরাব্বিন নাস পড়িবে। আর যে প্রকারে আল্লাহ তায়ালার জিকিরের দ্বারা দিনের অভ্যর্থনা করেছে সেরূপ রাত্রেও অভ্যর্থনা করবে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকের সূরায়ে ফোরকান-এর মধ্যে এরশাদ করেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ـ

অর্থঃ ঐ জাতে পাক যিনি রাত-দিনকে পরিবর্তনশীল করে সৃষ্টি করেছেন ঐ লোকদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করবার ইচ্ছা রাখে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার কামনা রাখে। সুতরাং যেইরূপভাবে রাত দিনের পিছনে আগমন করে এবং দিন রাতের পেছনে আগমন করে এই রূপভাবে বান্দার কর্তব্য যে, আল্লাহ্‌র জিকির এবং শোকরের মধ্যে রাতকে দিন এবং দিনকে রাত করে যে জিনিস দিনে নষ্ট হয়েছে এর পরিবর্তে রাতে আদায় করবে এবং যে জিনিস রাতে নষ্ট হয়েছে উহা দিনে পূরণ করবে। আর দিনের মধ্যভাগে নেককাজ করতে শৈথিল্য করবে না এবং রাত্র-দিনের মধ্যস্থলে কোন বস্তু গোলমাল করবে না। আর কত জিকির আছে সমস্ত আমল দিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শোকরের আমল হলে অন্তরের সঙ্গে জিকিরে মশগুল হবে। এবং হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ভাল কাজ করবে। শোকরগুজারীর জন্য যথাসম্ভব প্রত্যেক দিন সদকা-খায়রাত ছাড়িবে না। এই সমস্ত বিষয় আওয়ারেফের পঞ্চাশ পরিচ্ছেদের বর্ণনা। এখন নমুনা স্বরূপ হযরত সূফীগণের তরীকার মধ্য হতে তরীকায়ে নকশবন্দিয়ার শোগল লিখছি। অবশিষ্ট যার ইচ্ছা হয় তিনি রফিকুস সালেকিন' এবং 'সিরাতুল মোস্তাকিম' হতে অন্যান্য শোগলের তরীকা জেনে নিবে, আর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের আশ্‌গাল

Scanned by CamScanner

এবং মোসাব্বেআতে আহারের সনদ যেহেতু হাদীস হতে বের করা হয়েছে এজন্য ইহাকে প্রথম লিখিয়াছি। আর মোশহেদার হাকিকত সুন্দরভাবে উপরে উল্লেখ করেছি কিন্তু আরো বেশী বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ইহার মধ্যে আশাগালের সহিত মোশাহেদার বিষয় রফিকুস সালেকীন-এর মধ্যে যা লিখেছে তা উল্লেখ করছি।

নকশবন্দিয়া তরীকার আশ্‌গালের বর্ণনা

মানুষের মধ্যে ছয়টি লতিফা আছে। এর মকামগুলো জানা আবশ্যক, কোন লতিফার মকাম (স্থান) কোথায়। সুতরাং এই লতিফাগুলোর বর্ণনা শোন। **প্রথম লতিফা** কল্‌ব (দিল)। এর স্থান বাম স্তনের নীচে। **দ্বিতীয় লতিফা** রূহ, এর স্থান ডাল স্তনের নীচে। **তৃতীয় লতিফা** ছের, এর স্থান উভয় স্তনের মধ্যস্থলে যা বুকের পেঁচের মধ্যে অবস্থিত, যাকে হিন্দীতে ধুগধুগী বলে। **চতুর্থ লতিফা** নফস, এর স্থান নাভী। **পঞ্চম লতিফা** খফী, এর স্থান কপালে যেখানে মাথার চুল শেষ হয়েছে এবং কপাল আরম্ভ হয়েছে এবং সেজদা করবার কারণে ঐ স্থানে চিহ্ন হয়ে গেছে। **ষষ্ঠ লতিফা** আখ্‌ফা, এর স্থান মাথার তালু অর্থাৎ মাথার উপরিভাগ যেই জায়গায় শিশু, ছেলে-মেয়েদের লাফাইতে থাকে।

ফায়দা ঃ এই ছয় লতিফাকে উল্লেখিত তরতিবের (নিয়ম-পদ্ধতি) সঙ্গে ইসমে জাত অর্থাৎ আল্লাহ শব্দের জিকির দ্বারা সুন্দরভাবে জিকির করবে যে, এর জিকির নিজের দেহে বুঝিতে পারে। আর শিক্ষাদানকারী নিজের লতিফার মধ্যে ঐ জিকিরকে জয়ী করবে, নিজের দিলের বড় ইচ্ছায় শিক্ষাকারীর লতিফার মধ্যে ঐ জিকির ঢালিয়া দিবার ইচ্ছা করবে। আর ইহার মধ্যে শুধু আল্লাহর করুণায় দোয়া আশা করবে। এবং নিজের দিলের ইচ্ছার শক্তিতে তাওয়াজ্জুহ করবে আর তাওয়াজ্জুহের পুরাপুরি বর্ণনা সপ্তম পরিচ্ছেদে জ্ঞাত হয়েছে। এর তাওয়াজ্জুহর সবচেয়ে কম প্রভাব এই যে, তালেবের (শিক্ষার্থী) লতিফার মধ্যে হাতের শিরার মত ধুকধুক শব্দ বুঝিতে পারবে। এমন নয় যে, হাত রাখিলে বুঝিতে পারবে বরং এরূপভাবে যে, যখন তালেব (শিক্ষার্থী) নিজের লতিফার দিকে দৃষ্টি করবে অর্থাৎ ধ্যান করলে বুঝতে পারবে বরং সম্মুখে এ অবস্থা হবে যে, অন্য কাজের মধ্যে মশগুল হবার অবস্থায় ঐ লতিফা মানুষকে নিজের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ করবে এবং তাকে ছাড়বে না যেন লতিফার দিক হতে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হয়ে যায়। কাজেই যখন ঐ ধুকধুক শব্দ বুঝিতে পারবে, তখন মনে করবে লতিফা আল্লাহর পবিত্র নাম জিকির করতেছে এবং ঐ ধুকধুকের সঙ্গে আল্লাহ, আল্লাহ বলতেছে আর তালেব ঐ জিকিরের অবস্থায় যে পাক নামের জিকির করতেছে

Scanned by CamScanner

আর তালেব ঐ জিকিরের অবস্থায় যে পাক নামের জিকির করতেছে ঐ নামের সঙ্গে দিলের মহব্বত এবং হুযুরী সৃষ্টি করবে। তারপর ঐ লতিফার দ্বারা একবারে দ্বারা পৃথক পৃথক মোশ্‌ক করে পুনরায় সমস্ত লতিফার দ্বারা একবারে জিকির করবে যে, একই সময়ে ঐ সমস্তের জিকির বুঝিতে পারবে। এবং লতিফাসমূহের জিকিরকে খুব মজবুত ও শক্ত করবে। আর ঐ জিকিরের মজবুতীর লক্ষণ এই যে, যখন ইচ্ছা করবে তখনই ঐ জিকিরে মশগুল হতে পারবে। আর শিক্ষাদানকারী যদি উহা হতে বেশী মজবুত করতে বলে, তবে তার কথা গ্রহণ করবে অর্থাৎ এখন খুব শক্ত করে ঐ জিকিরকে মজবুত করবে আর বাকী প্রত্যেক লতিফার জন্য যা পৃথক পৃথক নূর আছে এর বর্ণনা এখন প্রয়োজন নেই। যখন নূরের পর্দার মকামে পৌছবে, তখন বিনা পরিশ্রমে যে লতিফায় যে রঙ্গের নূর চাহিবে উহাই দেখতে পাবে। মোটকথা মঙ্গল ইহাই যে, ছোট ছোট মর্যাদা যেমন দেখতে পাবে। মোটকথা মঙ্গল ইহাই যে, ছোট ছোট মর্যাদা যেমন আলেফ, বে ইত্যাদি প্রয়োজনমত মোশ্‌ক করে সময়কে মূল্যবান মনে করে তাড়াতাড়ি অতিক্রম করে যাবে। বড় বড় মকামে নিজের শক্তি এবং যোগ্যতা অনুসারে এবং রূহের পরিতৃপ্তি হবার উপযুক্ত হবে উহা খুব উচ্চস্থান সুলতানুল জিকিরের পরে আছে।

ফায়দা ঃ অতঃপর ঐ ছয় লতিফার জিকিরের পর শ্বাস বন্ধ করে নফী এসবাতের জিকির করবে, নফীর অর্থ কিছুই নেই মনে করবে এবং এসবাতের অর্থ মওজুদ (উপস্থিত) মনে করবে তা হলে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর মধ্যে যেহেতু আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুকে নেই এবং লয়প্রাপ্ত মনে করবে এবং আল্লাহ তায়ালাকে উপস্থিত এবং সর্বদা আছে মনে করবে, এজন্য এই জিকিরকে নফী-এসবাতের জিকির বলে। সুতরাং শ্বাস বন্ধ করে নফী এসবতের তরীকা এই আদবের সহিত কেবলার দিকে মুখ করে দুই জানু হয়ে বসিয়া নিজের শ্বাসকে বন্ধ করে জবানকে তালুতে জড়াইয়া لا কে নফসে লতিফা হতে টানিবে এবং লতিফায়ে ছের-এর উপর সামান্য থামিয়া লতিফায়ে খফীর উপর পৌছবে। সেখানেও সামান্য থামিয়া লতিফায়ে আখফার উপর পৌছবে। আসল কথা এই যে, لا -কে টানা লতিফায়ে নফস হতে লতিফায়ে আখফা পর্যন্ত হরকতে খেয়ালী, যা শুধু খেয়াল টানা হয় আর টানবার মধ্যে লতিফায়ে ছের এবং খফীকে শুধু লক্ষ্য করা দরকার যে, অমুখ মকামে পৌছবে যার মধ্যে ঐ স্থানের স্মরণ থাকে। বেশী থামবার প্রয়োজন নেই বরং এ স্থান হতে তাড়াতাড়ি সরে পড়া

Scanned by CamScanner

দরকার। অতঃপর ﻱ কে আখফা পর্যন্ত পৌছাইবার হাতিয়ারকে আখফা হতে টেনে লতিফায়ে রূহের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হয়ে ﷲ। ﻱ।-কে লতিফায়ে রূহ হতে টেনে কলবের মধ্যে যরব করবে অর্থাৎ খেয়াল হতে কলবের মধ্যে মারিবে। আর এই টানা এবং যরব করা শুধু খেয়ালের দ্বারা হয় এর মধ্যে কোন অঙ্গের উপর এমনকি মাথা, মুখ, জবান এবং ঠোঁটের উপর প্রকাশ্যভাবে কোন প্রকার আলোড়ন হবে না। এই জিকিরকে স্তরে স্তরে করবে যেমন একবার, তিনবার, পাঁচবার, আর ইহার উপর ধারণা করবে। একবার জিকির করে শ্বাস নিবে পরে যখন শ্বাস থামিবে, তখন দ্বিতীয়বার করবে। আর যখন শ্বাস বন্ধ করবার অভ্যাস যথেষ্ট সহ্য হয়ে যাবে, তখন জিকিরের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। বৃদ্ধির কম সংখ্যা একুশবার। যখন একুশবার পর্যন্ত পৌছবে সর্বদা এর মোর্শক করবে, তখন এক উপবেশনে শত শত বার করতে পারবে। এই জিকির হতে এর লতিফাসমূহের মধ্যে তাপ এবং পরিচ্ছন্নতা প্রকাশ পাবে। আর এই জিকির হতে এমন বুঝিতে পারবে যে একটি বৃত্তাকার অগ্নিশিখা। সে এর সমস্ত লতিফাসমূহকে ঘিরিয়া অগ্নির রেখার দিকে ঐ অগ্নিশিখা বাড়িতে থাকবে।

ফায়দা ঃ নফী-এসবাতের মোশ্‌ক করবার পর সুলতানুজ জিকির করবে। এর বর্ণনা এই যে, মানুষের প্রত্যেক অংশ অর্থাৎ প্রত্যেক টুকরার মধ্যে একটি একাকিত্ব সাব্যস্ত আছে যে, প্রত্যেক টুকরা পৃথত পৃথক আছে এবং এর একাকিত্বের নিদর্শন এই যে, চিনিবার জন্য প্রত্যেকটির নাম ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট আছে। এজন্য প্রত্যেকের জন্য একটি জবান নির্দিষ্ট আছে যেমন আল্লাহ পাক তাবারাকা ওয়াতায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ -

অর্থ ঃ এমন কোন বস্তু নেই যারা তাঁর গুণ-কীর্তন ও সৌন্দর্য বর্ণনা করে না কিন্তু তোমরা তাদের বর্ণনা বুঝ না। মানুষের ঐ সমস্ত টুকরা আল্লাহর জিকির করে কিন্তু মানুষের বুঝে আসে না। সুতরাং সুলতানুজ জিকির এর হাকিকত এই যে, নিজের সমস্ত টুকরা টুকরা জিকির এর নিয়ম-পদ্ধতি জিজ্ঞেস করে বুঝিয়া নিবে এবং জিকিরের উপর সাবধান থাকবে। এর পথ এই যে, নিজের সমস্ত দেহের যে জায়গাকে ছয় লতিফার মত মনে করবে। এ আর এই কথা পরিষ্কার যে, মানুষের দৃষ্টিতে ছয় লতিফা এবং সমস্ত শরীর সমান সমান। যখন লতিফার মকাম হতে জিকিরকে চিনিয়েছে এবং এর অবস্থার উপর সংবাদ পাইয়াছে।

Scanned by CamScanner

তখন এ নিয়মে সমস্ত দেহ হতে জিকির করবে। আর শিক্ষাদানকারীর কর্তব্য নিজে সুলতানুজ জিকির করে যেই প্রকারে তালেমের লতিফার মধ্যে জিকির করবার বর্ণনা উপরে হয়েছে এই প্রকারের ঐ জিকিরকেও তালেবের সমস্ত দেহের মধ্যে ঢালিবার ইচ্ছা করবে। এর প্রভাব এই যে, কখনও সমস্ত শরীরে কম্পন প্রকাশ পাবে এমন কি তার হাত, পা কিম্বা অন্য অঙ্গ তার ইচ্ছা ব্যতীত নিজ জায়গাতে মিলিয়া যাবে। আর যখনও কাঁপুনির মত গতি-ভঙ্গি প্রকাশ পাবে। আবার কখনও প্রবাহমান ফিরিবার অবস্থায় বুঝিতে পারবে কিম্বা এমন বুঝিতে পারবে যে, তার সমস্ত শরীরে পিঁপড়ায় কাটিতেছে তখন এক প্রকার ঠাণ্ডা এবং হালকা তার সমস্ত শরীরে বুঝিতে পারবে। আর কখনও এমন ঠাণ্ডা জিকিরকারীর শরীরে সহ্য হবে যে, খুব গরমের সময় তার ঠাণ্ডা মনে হবে এবং এমন হালকা হয়ে যাবে যে, যেমন তার শরীর হতে ময়লা দূর করা হয়েছে, যেমন কোন ব্যক্তি হাম্মামখানায় গোসল করছে কিন্তু প্রাকাশ্য গোসলে এই হালকাপনা শুধু তার চামড়ায় বোঝা যাবে আর সুলতানুজ জিকিরের মধ্যে ভিতর হতে পরিষ্কার বোঝা যাবে। আর প্রাকৃতিক বিপরীত অর্থাৎ কারামত-এই প্রকারের মধে হতে আছে–যেমন কাহারও শরীর খুব জোরে ফড়কায় এই অবস্থায় তার সমস্ত শরীর কাবুর মধ্যে থাকবে না এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে ফড়কাইবে। আর সাধারণ কারামত– সমস্ত শরীর, দেয়াল, পাথর খড়কুটার মধ্য হতে জিকির জেহের-এর আওয়াজ নিঃসন্দেহে সুলতানুজ জিকিরকারীর কানে শুনিবে। আর তার সঙ্গীগণের শ্রবণ করা এই কারমাতের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা। আর কখনও এমন নূর সুলতানুজ জিকিরকারী বুঝতে পারবে।

ফায়দা ঃ তালেবের মধ্যে লতিফাসমূহের জিকির এবং সুলতানুজ জিকির ইত্যাদি হাছেল হবার জ্ঞান লাভ করবার পদ্ধতি শিক্ষাদানকারী শিক্ষা দিবার জন্য এরূপ করবে যে, শিক্ষাদানকারী যেই জিকির করছে তা হতে নিজের শরীরকে সম্পূর্ণ খালি করে তালেবের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হবে। ঐ সময় যা কিছু নিজের মধ্যে পাবে তা জানবে যে, তা বোঝা যাচ্ছে সুতরাং এটা তালেবের শেষের বিপরীত আর যা কিছু শিক্ষাদানকারীর মধ্যে প্রকাশ পাবে, উহাই তালেবের মধ্যে আছে। সমস্ত শোগল যে পরিমাণ এবং যেমন আছে এর প্রতিবিম্ব শিক্ষাদানকারীর উপর পড়বে।

ফায়দা ঃ যেই প্রকার উল্লেখ হয়েছে যখন ঐ প্রকার সুলতানুজ জিকির আয়ত্তের মধ্যে আসে এবং যখন ইচ্ছা করবে, তখন বিনাদ্বিধায় প্রকাশ হয়, তখন নফীর শোগল করবে এবং নফীর শোগলের সঙ্গে স্মৃতিচিহ্ন লাগিয়ে রাখবে।

Scanned by CamScanner

শোগলে ইয়াদদাস্ত (স্মৃতিচিহ্ন) এর হাকিকত এই যে, সর্বদা জাত পাকের দিকে মোতাওয়াজ্জুহ থাকা। সব সময় উঠিতে বসিতে খাইতে পান করতে এবং কষ্ট দুঃখ ও সুখের সম্মুখীন হলে এইভাবে কাজ করবে যাতে ঐ মোতাওয়াজ্জুহ হওয়ার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক না হয় যেমন কোন বস্তুর মহব্বত কিম্বা কোন বস্তুর বন্দোবস্ত কাহারও অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। তা হলে দুনিয়ার জরুরী প্রয়োজন এবং কাজের ঠিক সময়ে ঐ জিনিস এবং কাজের মধ্যে অন্তর লাগিয়া থাকে। আর যার সামান্য মাত্র বুদ্ধি আছে তার এই কথা ভালভাবেই জানা আছে। ইয়াদদাস্তের হাকিকত ভাল ভাবেই বুঝে এসেছে স্বরণ রাখবে। এখন নফীর বর্ণনা শোন। আল্লাহ তায়ালা পাক কালাম মজিদে আঠার পারার সূরায়ে নূরের মধ্যে এরশাদ করেছেন ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

"আল্লাহ তায়ালা আছমান জমিনের আলো।" সুতরাং এই ইঙ্গিত অনুসারে আনোয়ারে এলাহি প্রত্যেক জায়গায় অবস্থিত আছে যেমন প্রত্যেক জায়গায় আল্লাহ তায়ালার বিদ্যমান থাকা এবং তাঁর অস্তিত্ব সাব্যস্ত আছে। কেননা নূরসমূহ তাঁর জাতে পাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে। আর তাঁর অজুদের (অস্তিত্বের) জন্য জরুরী যেখানে তাঁর জাতে পাক মজুদ আছে সেখানে সব জায়গায় তাঁর নূর বিদ্যমান আছে। আর যেই প্রকারে তাঁর পবিত্র জাত সমস্ত কিছুকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আর নূরসমূহ সব জায়গায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিন্তু অনুভূতি শক্তির সাহায্যে সমস্ত কিছু চিনিতে পারে। ঐ কারণে মলিন ও অপবিত্র এবং অন্ধকার বস্তুসমূহ যা আকাশ ও পাতালে তাদের ধারণা এর মধ্যে ভরপুর ঐ নূরসমূহ বুঝিতে অপারগ এবং কোন বস্তু তার মধ্যে আড় পড়ে। আর এরূপ নয় যে, এর নূর অনুপস্থিত এবং দূরে। আর তার জাতে পাকের সঙ্গে মিলনের জন্য নূরের পর্দাসমূহ অতিক্রম করা জরুরী। যখন ঐ আনোয়ারের পর্দা খুলে যাবে জাতে পাকের মিলন হবে। আর ঐ পর্দাসমূহ অতিক্রম করা তার পরিচয় ব্যতীত অনেক লোকের দ্বারা ইহা হয় না। এবং অনেক উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পর্ক লোক, যা নূরসমূহ ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের সঙ্গে মিলন হাসিল হয়। সুতরাং এই কথা দ্বারা অনেক লোকের ঐ পর্দাকে অতিক্রম করতে এবং নূরসমূহের প্রকাশের যে প্রয়োজন উহা দূর হয় না; বরং তাদের ঐ পর্দা অতিক্রম করবার প্রয়োজন অবশিষ্ট থেকে যায়। আর ঐ নূরসমূহের জানা ব্যতীত পর্দাকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়; এজন্য উহাকে জানিবার জন্য নিজের বোধশক্তিকে উল্লেখিত ধ্যান-ধারণা হতে পাক-পবিত্র করতে হবে। যাতে আল্লাহর নূরসমূহ বোধগম্যের

Scanned by CamScanner

মধ্যে এসে যায়। তা হলে তার বোধশক্তি উল্লেখিত ধ্যান-ধারণা অবস্থা হতে পরিষ্কার হয়ে যাবে। যাহোক নূর তো প্রত্যেক জায়গায়ই অবস্থিত। বিনা পরিশ্রমে ও বিনা কষ্টে বুঝিয়া নিতে পারবে। আর বোধ-শক্তিকে পাক-পবিত্র করবার পদ্ধতি এই যে, শোগলে নফী করবে। শোগলে নফীর সারমর্ম হল, সমস্ত কিছুকে অস্তিত্বহীন মনে করা নিজের খেয়াল হতে যদিও হাকিকতে (প্রকৃতপক্ষে) কোন বস্তুই অস্তিত্বহীন নয়। আর হাকিকতে সমস্ত বস্তুকে অস্তিত্ব মনে করা বাতেল ধারণা এবং মিথ্যা কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা যে বস্তু অবস্থিত আছে সুতরাং প্রকৃত মজুদ আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতায়ালা অবস্থিত আছেন বলেই ঐ গুলি অবস্থিত আছে। আর প্রত্যেক বস্তুরই আল্লাহর পবিত্র অস্তিত্বের সঙ্গে এক অস্তিত্বের বিশেষ সম্পর্ক লাগিয়া রহিয়াছে। কাজেই কোন অবস্থিত বস্তুর হাকিকতে নফী (অস্তিত্বহীন) হতে পারে না। আর এই কথার ধারণা করবার অর্থ সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে বিরোধিতা করা আর সমস্ত বস্তুর সত্য সত্য নফী করবার উদ্দেশ্যেও নয়, কি জন্য হবে। উদ্দেশ্য নিজের বোধশক্তি পরিষ্কার করিলে–যার মধ্যে বুদ্ধি শক্তি থাকে, যখন উহা পরিষ্কার হল, তখন উদ্দেশ্য হাসিল হবে। সত্য সত্য নফীর দ্বারা কোন কাজ নেই যদিও নফী সমস্ত পৃথিবীর জন্য এক মুশকিল কথা বোঝা যায় কিন্তু এখানে নফীর দুটি মর্যাদা– একটি নিজের নফী দ্বিতীয়টি সমস্ত পৃথিবীর নফী। সুতরাং সমস্ত পৃথিবীর নফী কোন কঠিন নয়, কেননা নফী সমস্ত পৃথিবীর আর নফী এক অংশের সমান সমান। মানুষকে একটি মশার পলক হতে নিজের খেয়ালকে শূন্য করা এবং আকাশ হতে নিজের খেয়ালকে শূন্য করা এক সমান, হাঁ, নিজের দেহের নফী নিশ্চয়ই কঠিন ব্যাপার। এজন্য নফীকে দ্বিতীয়বার নির্দিষ্ট করতে হবে। প্রথম নিজের নফী। দ্বিতীয় সমস্ত পৃথিবীর নফী। সমস্ত আলমের নফী সহজ হওয়া এবং নিজের নফী কঠিন হওয়ার কারণ এই যে, বোধ-শক্তি নিজে জানে যে, আমি আছি সর্বদা পরিপূর্ণ এবং নিজে ছাড়া অন্যের পরিচয় এর মধ্যে কোন সময় এসে যায়, তা হলে সমস্ত পৃথিবীর নফীর মধ্যে একটি বস্তু নিজের বোধশক্তির মধ্যে আসতে নিষেধ করে এবং নিজের নফীর মধ্যে যে বস্তু বোধশক্তির মধ্যেও আছে উহাকে বের করতে হয় আর যে বস্তু বোধ শক্তির মধ্য বের হয়ে আসে উহাকে নিজের বোধশক্তির মধ্যে আসিতে দিবে না এবং যে বস্তু বোধশক্তির মধ্যে পরিপূর্ণ এর মধ্য হতে বের করতে যে পার্থক্য আছে উহা বেশ পরিষ্কার। প্রথমটি দ্বিতীয়টি হতে খুব সহজ কিম্বা উভয়টির পার্থক্য এরূপ বুঝিতে হবে যে, বৃষ্টি হচ্ছে এর মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়ান আছে তার শরীরে বৃষ্টির বিন্দু পড়িতেছে তা হলে ঐ ব্যক্তির বৃষ্টির নফী (অস্বীকার) নিশ্চয়ই মুশকিল বোঝা যাবে। আর অন্য এক ব্যক্তি এমন যে, সে কোন কোন সময় বৃষ্টি

Scanned by CamScanner

দেখিয়াছে এই সময় তার উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয় নাই তাহলে এই ব্যক্তির বৃষ্টির নফী নিশ্চয়ই খুব সহজ হবে। এই কারণেই নিজের নফী করবার মধ্যে শরীরের নিম্নাংশের নফী এবং ঐ জায়গার নফী যেখানে সে বসিয়া আছে খুব কঠিন হবে। আর কখনও নিজের মাথার নফী যে, পরিচয় এবং পার্থক্যের স্থানে ঐ মুশকিলই বোঝা যাবে। আর কোন কোন ব্যক্তি শ্বাস লইতে এবং শ্বাস আসিতে যেতে খুব সাবধান থাকে। এবং গলা ও বুকের নফী খুব কঠিন হয়। আসল কথা এই যে, যে বস্তুর উপর, খুব বেশী খবর থাকে এর নফীও খুব কঠিন হয়ে থাকে। যাহোক প্রথম সমস্ত পৃথিবীর নফী করে তারপর নিজের দেহের নফী করবে আর যে স্থানের নফী খুব মুশকিল বোঝা যায় ঐ স্থান হতে নফী আরম্ভ করবে ঐ অঙ্গের নফী হতে সমস্ত দেহের একবার নফী হবে। আর নফী হাসিল করবার মধ্যে নফীকারী কামেল তাওয়াজ্জুহ আসল –ঐ ব্যক্তি নিজের নফী করে নিজের দিলের ইচ্ছায় মোতাওয়াজ্জুহ হয়ে তালেবের মধ্যে নফী ঢাবিবে। আর এই কাজ দ্বারা মোবতাদীর (শিক্ষানবিশ) উপর নফীর প্রভাব প্রকাশ হবার আরম্ভে বিভিন্ন প্রকারে হয়ে থাকে। কখনও সীনা আর পেটের স্থানে প্রথমে খালি মনে হবে, যেমন ঐ স্থানে কোন কিছু নেই আবার কোন সময় নিজের দেহকে মাথা ছাড়া এবং কোন সময় উভয় হাত ব্যতীত মনে হবে আবার কোন সময় খেয়াল করবে যে, আমি ছোট হয়ে গিয়াছি আবার কোন সময় খেয়াল করবে, আমার শরীর লম্বা এবং পাতলা হয়ে গেছে যেমন একটি গোস্তের বাঁশ উহা শ্বাসে শ্বাসে লম্বা এবং হালকা হয়ে যায়। আর নফীর তাস্াববুরের (ধ্যান) খুব সহজ পদ্ধতি এই–নিজের সিনা এবং পেটের মধ্যে এক শূন্যতা খেয়াল (কল্পনা) করবে এই প্রকারে যে, যেমন একটি বন্দুকের গুলী একদিক হতে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে শরীরের ঐ স্থানকে খালি করে দিয়েছে এবং একটি ছিদ্র করে বের হয়ে গেছে পরে ঐ ছিদ্র আস্তে আস্তে খুব চওড়া এবং প্রশস্ত করবে এমনকি সমস্ত শরীর পূর্ণ হয়ে যাবে। আর নফীর অবস্থার মধ্যে সবচেয়ে মুশকিল অবস্থা এই–একটি অদৃশ্য বাতেনী-বস্তু-এর লয়প্রাপ্ত অদৃশ্য জগত হতে এর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ হয়ে একেবারে তার শরীরকে ব্যাকুল করে দিল, যেমন, শক্ত পাথর নরম পাত্রের উপর পড়িয়া উহাকে টুকরা টুকরা করে ভাঙ্গিয়া বিক্ষিপ্ত করে দিল অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যখন নফীর শোগল আরম্ভ করবে, তখন জাতে পাকে মহব্বতের জোশ এবং মোশাহেদার আনন্দের মধ্যে এমন ভাবে ডুবে এবং বেহুঁশ হয়ে যাবে এবং ঐ জাতে পাক ব্যতীত তার ধ্যানে ও চিন্তায় আর কোন কিছু থাকবে না সমস্ত কিছু ফানা (বিলুপ্ত) হয়ে যাবে। স্বইচ্ছায় তার শরীর একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর নফীকারী যেহেতু মোবতাদী (শিক্ষানবিশ) এজন্য এই অবস্থা তার জন্য মুশকিল

Scanned by CamScanner

কেননা এই অবস্থা ফানা এবং বাকার (অবস্থিত থাকা) স্থান যেমন রাহাতে রূহ (রূহের শান্তি)-এর মধ্যে নিজ স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে আবার কখনও এরূপভাবে কল্পনা করতে পারবে–তার জীবন বাহিরে বাহির হয়ে নিজ (অস্তিত্বহীনতা) হয়ে গেছে এবং শরীর জীবনশূন্য এবং দেল অবশিষ্ট থাকতে পারে না। সুতরাং উহাও জীবনশূন্য হয়ে মিশিয়া গেছে যদিও ঐ কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট এই সমস্ত বর্ণনা করা অপকারকে সম্প্রসারণ করা। কিন্তু এমনও অনেক হয়ে থাকে যে, তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকেও শুধু মোজমাল নফী বলে দিলে নফীর সুরতের ধারণা করা খুবই মুশকিল। আবার কখনও অনেক সুরতের অবস্থা জানা থাকিলে স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন এবং গাফেল মানুষেরও ঐ সমস্ত ব্যতীত অন্য কোন অবস্থা বুঝিতে পারবে।

সারমর্ম এই যে, নফীর কয়েক প্রকার অবস্থা জানিয়ে রাখা উপকার হতে খালি নয়। মোটকথা যে নিয়ম পদ্ধতির সঙ্গে নফীর আরম্ভ প্রকাশ হয়েছে উহাকে সুন্দরভাবে নিজের কল্পনার মধ্যে স্থান দিয়ে উহা বেশী হবার চেষ্টা করবে এবং ধ্যানের সঙ্গে উহাকে পড়িবে এমনকি সমস্ত শরীর নফী হয়ে যাবে। আর যে সময় নফী করা কঠিন মনে হয় এবং এর খেয়াল (ধারণা) সঠিক না হলে তখন لَا مَوْجُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ। لَا فَاعِلَ اِلَّا اللّٰهُ। উচ্চারণঃ লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ, লা ফায়েলা ইল্লাল্লাহ। অর্থাৎ, "আল্লাহ ব্যতীত কেহ বিদ্যমান নেই। আল্লাহ ব্যতীত কেহ কর্মকর্তা নেই।" এই উভয় শব্দের নিজস্ব অর্থ বুঝিয়া নিজের কল্পনার শক্তিতে ঐ অঙ্গ কিম্বা ঐ জায়গায় যেখানে নফী কঠিন মনে হয় সমস্ত জায়গায় যব্‌র করবে ইনশাআল্লাহ তায়ালা এই শোগল নফীর জন্য যথেষ্ট হবে। এই দুইটি শব্দের অর্থ হল আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছু মজুদ নেই অর্থাৎ যত কিছু মজুত আছে উহা সমস্ত কিছু অস্তিত্বহীন ছিল এবং পুনরায় অস্তিত্বহীন হবে, তা হলে উহাদের উপস্থিত থাকা গ্রহণযোগ্য নয়। আর আল্লাহ ব্যতীত কেহ কাজ-কর্মকারী নেই। আর নফীর পরে কখনও একটি শূন্যতা বিরাজ করে এই কথার উপর এই ধারণা করতেছে যে, যদি তলোয়ারের আঘাতও তার শরীরে লাগে তা হলে তার শরীরে তলোয়ার থামিবে না বরং ইহার আঘাত যে প্রকারে খালি জায়গায় অতিক্রম করে সেই প্রকারে তার শরীরের মধ্যখানে খালি জায়গায় অতিক্রম করবে। আর কখনও প্রতারণার মত অন্ধকার তার চতুর্দিকে একটি চমকিত যেমন পাতলা বৃত্তাকার নূরানী হয়ত প্রকাশ পাইল কিন্তু ঐ বৃত্তাকার নূরানী ময়লা অন্ধকারে মিশ্রিত হয় যেই প্রকারে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মাথা ধোয়া মিশ্রিত হওয়ার কারণে অনেক অন্ধকার এবং ময়লা দেখা যায়। আর

Scanned by CamScanner

ঐ বৃত্তাকার নূরানীও একা একা বোঝা যায় না বরং অন্ধকারের সঙ্গে মিলিত হয়ে বুঝা যায়। আর দৃষ্টিকে খুব নিবদ্ধ করে এর দিকে মোতাওয়াজ্জুহ করবে, তবে ঐ সময় ঐ নূর অস্তিত্বহীন হয়ে যায় এবং অন্ধকার ব্যতীত আর কিছু বুঝা যায় না। মোটকথা ঐ অন্ধকারকে নূরে নফী বলা হয়। আর ঐ নফীর শোগলকে সুন্দরভাবে সর্বদা মোশ্‌ক করা উচিৎ তাতে তলোয়ারের শোগল অন্য কোন বড় খেয়াল হতে যেমন আবর্জনা আছে ঐ শোগল দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এবং এই রাস্তায় আগমনকারীদের অধিকাংশ সময় ঐ শোগলের প্রয়োজন হয়।

ফায়দা ঃ যখন নিজস্ব নফী এবং সমস্ত পৃথিবীর নফী তালেবের আয়ত্তে আসে তখন নফীন্নফী এবং ফানাউল ফানা আরম্ভ করবে অর্থাৎ যে ধারণায় নিজ অস্তিত্বের নফী এবং সমস্ত মাওজুদাত (প্রাণী সকল)-এর নফী করতেছে এবং অস্তিত্বহীন মনে করতেছে। উহাকেও নফী এবং অস্তিত্বহীন খেয়াল করবে। এবং যেহেতু নফীন্নফী শুধু অস্তিত্বহীন এর নিদর্শন শুধু গাফলত এবং বেহুশী এবং শুধু বেকার হয়ে যায় বোধশক্তি এমনকি যদি ঐ শোগলকে সর্বদা রীতি-মত করে, তবে তার শরীর অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে এবং এর কোন নিদর্শন অবশিষ্ট থাকবে না অর্থাৎ উহাকে খেয়ালের মধ্যে এমন বুঝে আসিবে, না হয়ত হাকিকত শরীর অতিত্বহীন হয়ে যাবে। আর যদিও এই গাফলত (অমনোযোগিতা)-এর অবস্থা তালেবের খুশী না হয় কিন্তু ভবিষ্যতে কাজে আসিবে উহাকে নামহীন মনে করবে না বরং ঐ শোগলকে করতে থাকবে। আর নফীন্নফীর অসন্তুষ্টি বুঝিবার কারণ এই যে, ঐ শোগলের মধ্যে অনুভব ও বোধশক্তিকে দূর করতে হবে। আর যখন অনুভব ও বোধ শক্তি অবিশিষ্ট থাকবে না; তখন কিছু বোঝা যাবে না। আর মানুষের আন্তরিকতা অনুভব ও বোধশক্তির কারণে যদিও নফীর শোগলে ও প্রত্যেক বস্তুকে নিজ অনুভব হতে দূরে রাখে কিন্তু তার খেয়ালে পরিচ্ছনতা বাকী থাকে আন্তরিকতার কারণে যেমন পরিষ্কার স্বভাবের লোকদিগের পরিষ্কার ময়দানের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক থাকে এই-রূপভাবে নফীর সঙ্গেও এক প্রকার আন্তরিক সম্পর্ক থাকে, পাক্ষান্তরে নফীন্নফীর ঐ মকামে সম্পর্কের ঠিকানা বাকী থাকবে না।

ফায়দা ঃ নফী সমাপ্ত হবার পর ছালেকের জন্য জরুরী হল, তার জন্য দুইটি অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। হয়ত তাওহীদ পরিষ্কার প্রকাশ পাবে যার বর্ণনা আমি সম্মুখে করিব ইনশাল্লাহ তায়ালা। হয়ত যখন নূরের পর্দা অর্থাৎ রঙ-বেরঙের নূরসমূহ দৃষ্টিগোচর হবে আর ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা তালেবের মনোবাঞ্ছা পাওয়ার রাস্তা। আর ঐ নূরসমূহ আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের পর্দা।

Scanned by CamScanner

অতএব, ঐ পর্দাগুলিকে অতিক্রম করতে আরম্ভ করবে। আর উহা অতিক্রম করবার সময় নির্দিষ্ট নয়। যদি আল্লাহর মেহেরবানী অবস্থার অনুকূলে হয়; তবে এক মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার পর্দা অতিক্রম হতে পারে। কিন্তু ছালেকের এক পর্দা হতে দ্বিতীয় পর্দার মধ্যে যাইবার জন্য এই সমস্ত নির্দিষ্ট আছে যে, ঐ নূর হতে প্রত্যেকের অর্থাৎ যে রঙের নূর দৃষ্টিতে পড়িবে উহাকে নিজের খেয়ালের শক্তিদ্বারা এই পরিমাণ প্রশস্ত করবে যে, ঐ নূর সমস্ত পৃথিবীকে ঘেরাও করে বাধ্যতা হতে মকাম হতে লা মকামের ময়দানে বুঝতে পারবে অর্থাৎ বুঝিতে পারবে যে, যমিন আছমান ইত্যাদিতে শুধু নূর নূর। ইহার পর এই নূর হতে অন্য নূরের মধ্যে যাইবার জন্য নিজের মধ্যে হিম্মত ও ইচ্ছা করে আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই দরখাস্ত করে নিজের খেয়ালের দৃষ্টিতে ঐ নূরের মধ্যে এই সীমা পর্যন্ত চিন্তা করবে এমনকি তৃতীয় দৃষ্টি পড়িবে। আর নূরসমূহ অতিক্রম করবার মধ্যে ছামাদিয়েত (পরমুখাপেক্ষী নহেন) এর মোরাকাবা সর্বদা করতে থাকবে এর বর্ণনা ইনশাআল্লাহ করিব। এইরূপে নূরসমূহ অতিক্রম করতে থাকবে। এমনকি শেষ পর্দা পর্যন্ত পৌছবে। উহা একটি হালকা পাতলা পর্দা উহাকে নেছবতে বেরঙ্গী বলে। যদিও ঐ পর্দাকে সমুদ্রের পানির সহিত তুলনা দেয়া হয়, যা আবর্জনা; বালু এবং মাটির সঙ্গে ময়লা হওয়া হতে পরিষ্কার কিন্তু খুব ধ্যান করিলে বুঝা যাবে যে, এর উপমা দেয়ার উপযুক্ত কোন বস্তু খেয়ালে আসে না। অতঃপর নেছবতে বেরঙ্গী অতিক্রম করবার পর জাতে পাকের মারেফাত হাছেল হবে এবং প্রসিদ্ধ ছুলুক সমাপ্ত হবে। আর মাকামে ছায়ের ফিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তায় ভ্রমণ) অর্থাৎ ছুলুকে ছানী সম্মুখে আসিবে এবং ইহার মধ্যে অনেক ভাল হালত এবং আশ্চর্যজনক স্থান সমূহ হাছেল হবে। আর যে মোর্শেদের হুজুরে তালেম ছায়ের ফিল্লাহর মধ্যে উন্নতি করবে উহাই মোর্শেদ তাকে ঐ মাকামসমূহের হাকিকত হতে হুঁশিয়ার করবে অর্থাৎ আমলসমূহ এবং নফলসমূহের মাছায়েল এবং ছুন্নতের পায়রবী করবার পথ বুঝাবে। আর মোছামেরাহ ইত্যাদি কথাবার্তার হাকিকত বুঝাবে। আর বেরঙ্গী পর্দার নিকট হতে অতিক্রম করবার হাকিকত এই যে, উহাকে সর্বদা ধ্যান করতে করতে যখন উহাও অতিক্রম হয়ে যাবে, তখন জাতে পাকের মারেফাত হাছেল হবে অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তায়ালাকে চিনিতে পারবে যেমন সে আল্লাহ তায়ালাকে দেখতেছে, তার অন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে ও ঈমানের স্বাদ এবং মজা পাবে এবং প্রকৃত একিন তার হাছেল হবে এবং ইহাই মোশাহেদার প্রকৃত হাকিকত। আর মোশাহেদা অনুসন্ধানী ঈমানের মধ্য হতে এবং উহাকে আইনুল একিন (প্রকৃত বিশ্বাস) বলা হয়ে থাকে আর আইনুল একিনের অর্থ আইনে

Scanned by CamScanner

একিনীর অস্তিত্ব অর্থাৎ আসল একিন। এই সমস্ত কথাবার্তার সারমর্ম হল, বান্দা এবং আল্লাহ তায়ালার মধ্যে যে পর্দা বিদ্যমান আছে, ঐ সমস্ত পর্দাগুলি উঠিয়া যাওয়ার পর মোমেনের অন্তরে ঈমানের নূর হাসিল হবে এবং ঈমানের নেয়ামত প্রাপ্ত হবে এবং ঈমানের চক্ষু দ্বারা নিজ প্রতিপালককে আকৃতি-প্রকৃতি রঙ রূপ দিক ব্যতীত দেখিবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত রঙ আকৃতি দিক-এর সঙ্গে নূর পড়িবে যদিও অন্তরের চক্ষু দ্বারা দেখে, ততক্ষণ পর্যন্ত মোশাহেদা হবে না। আর কোন কোন লোকেরা যে বলে থাকে মোশাহেদা হাসিল হওয়া খুবই কঠিন এর চেষ্টা করা বেকার। সুতরাং এই কথা নিরেট ভুল, কেননা এক প্রকারের মোশাহেদা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার হুজুরী প্রত্যেক মোছলমানেরই হাছেল আছে। যদি মোশাহেদা হাসিল না হইত, তবে রমজান মাসের রোজার সময় কঠিন পিপাসার সময় একাঘরে সেখানে ঠাণ্ডা পানি পাওয়া সত্ত্বেও সে পানি পান করে না। এবং অজু নষ্ট হয়ে গেলে কিম্বা গোছলের হাজত হলে অজু ও গোছল না করেও থাকতে পারিত। হাঁ কাহারও কামেল মোশাহেদা হাসিল আছে, কাহারও কম তার ঈমানের যোগ্যতা অনুপাতে। যাহোক জিকির এবং মোরাকাবার মধ্যে এবং কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের মধ্যে লাগিয়া থাকবে এবং সর্বদা মোশাহেদার ইচ্ছা রাখবে। যে পরিমাণ মোশাহেদার ইচ্ছা রাখবে সেই পরিমাণ মোশাহেদা বৃদ্ধি পাইতে থাকবে সৎসঙ্গে ঈমানের নূরও বৃদ্ধি পাইতে থাকবে। এখন মোকাশেফা ও মোশাহেদার কথা শ্রবণ কর।

ফায়দা ঃ মোকাশেফা এই কথাকে বলে যে, কোন কোন সিফত এবং হাকায়েকে এলাহিয়া অর্থাৎ মূলতত্ত্বসমূহ, মনোহরভঙ্গি এবং মাবুদিয়েতের মোআমেলাকে কোন প্রকারে নিজের আশেক (প্রেমিক) এবং নিজের আয়ত্তে ও নিজের দিকে মুখাপেক্ষী করে লয়। কিম্বা সৃষ্টির মূলতত্ত্ব অর্থাৎ সৃষ্টির অবস্থান, জীবিকা দান, জয়-পরাজয় দেয়া, প্রয়োজন পূর্ণ করা ইত্যাদি সৃষ্টিজগতের সিফতসমূহ এবং মূলতত্ত্বসমূহ এবং সমস্ত সৃষ্টির মূলতত্ত্ব সালেককে হালকা ও পরিষ্কার পর্দার আড়াল হতে আল্লাহ তায়ালার নাম হতে কোন নামের বিষয়বস্তু বুঝে আসিতে ও প্রভাববিস্তার করতে ঐ নাম হতে ঐ সিফত এবং মূলতত্ত্বের সম্পর্ক রাখে। আর ঐ নামের মধ্যে ঐ সিফত এবং মূলতত্ত্ব সাব্যস্ত ও বিদ্যমান থাকে। আর ঐ নামের জন্য ঐ সিফত নির্দিষ্ট করা হয়েছে উহা প্রকাশ হয় অর্থাৎ কোন প্রদর্শনশীল স্থানে হালকা পাতলা এবং পরিষ্কার পর্দার আড়াল হতে ঐ প্রদর্শনশীল স্থানে হালকা পাতলা এবং পরিষ্কার পর্দার আড়াল হতে প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হয়, এই প্রকারে সালেক আল্লাহ তায়ালার সিফতের প্রতিবিম্বের

Scanned by CamScanner

প্রদর্শনশীল স্থানে হালকা এবং পরিষ্কার পর্দার আড়াল হতে আকল এবং মারেফাতের দৃষ্টিতে দেখে যেমন আকাশ চন্দ্র-সূর্য কিম্বা গোলাপ ফুল সৃষ্টিকর্তার নাম হতে সৃষ্টির আন্দাজ করতে ও সৃষ্টি করা, রঙ, সৌন্দর্য দানের সিফত ও হাকিকত ইচ্ছা ও হেকমতের মোয়াফেক, চিত্রশিল্পীর নাম হতে সৃষ্টির আকৃতি, শেকেল ঠিক করবার সিফত এবং হাকিকত এবং জীবিকাদাতার নাম হতে জীবিকা সৃষ্টি করতে এবং সৃষ্টজীবকে রিজিক পৌছাবার সিফত এবং হাকিকত এবং পরাক্রমশালীর নাম হতে সিফত ও হাকিকত জয়ী হবার যে, সমস্ত পৃথিবী তাঁর কুদরতের নিকট সহায়হীন ও পরাজিত। আর প্রতিশোধ নেবার নাম হতে প্রতিশোধ নেয়ার সিফত এবং হাকিকত যে কাফেরদের ও অকৃতজ্ঞদের আজাব দিয়ে প্রতিশোধ আদায়কারী প্রকাশ পায় এরূপে ধারণা করে নিবে। সারমর্ম এই যে, সৃষ্টিকর্তা সমস্ত বস্তুকে নিজের নামের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ সেই প্রকারে কারো আকৃতি দেখেই তার পরিচয় পায় এ প্রকারে সৃষ্টি বস্তু দেখে সৃষ্টিকর্তাকে চেনা যায়। আর কোন কোন জিনিস দেখলে সালেকের উপর কোন কোন নামের হাকিকত প্রকাশ হয়ে যায়।

আর হাকায়েকে এলাহি (আল্লাহর মূলতত্ত্ব) অপ্রদর্শনশীল ও সিফাত ব্যতীত প্রকাশ হওয়াকে মোশাহেদা বলা হয়। কিন্তু একটি বিশেষ প্রভেদের সঙ্গে অর্থাৎ সালেকের ঈমান এবং আকলের চক্ষুতে আল্লাহ তায়ালার হুজুরী দৃষ্টিগোচর হবে এবং জাতেপাকের জামাল (সৌন্দর্য) দেখিবে। আর কোন প্রদর্শনশীল এবং কোন সিফতের খেয়াল করবার হুঁশ থাকবে না বরং বিনাবাক্যে তার মত কেহ হতে পারে না কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সালেকের তারতম্য হয়ে থাকে এবং নিজের প্রভুকে চিনিতে পারে। ইহাকেই আইনুল একিন বলা হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আকৃতি, রঙ, দিক-এর সঙ্গে বাধ্যবাধকতার মধ্যে নূর দেখতে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত মোশাহেদা নয়। আর অধিকাংশ সূফী কাশফ বলে সিফত প্রকাশ হওয়াকে আর মোশাহেদা বলে জাত প্রকাশ হওয়াকে। আর কাশ্‌ফ এবং মোশাহেদা উভয় আল্লাহ তায়ালার কার্যাবলীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে কেননা কার্যাবলী হতে সিফত প্রকাশ হয়ে থাকে এবং ইহাই কাশ্‌ফ। আর সিফত খুলে গেলে জাতকে চিনা যায় এবং ইহাই মোশাহেদা। আর কাশ্‌ফ বলে জালাল অর্থাৎ পরাক্রমশালীর সিফত প্রকাশ হওয়াকে। আর মোশাহেদা বলে জামাল অর্থাৎ করুণার সিফত প্রকাশ হওয়াকে, এর কারণ– কাশ্‌ফের মধ্যে সিফতে জালালিয়ার (মহিমা) পর্দা উঠিয়া যায় এই কারণে ভয়-ভীতি বান্দার হালে প্রভাব বিস্তার করে আর মোশাহেদার মধ্যে সিফতে জামালিয়া (করুণা) বান্দার উপর প্রকাশ হয় এই

Scanned by CamScanner

কারণে বান্দর সৃষ্টি হাসিল হয়, এই কারণেই নিজের মহব্বতের চক্ষু খুলে জাতে পাকের জামাল (করুণা)-এর দর্শন করে এবং বান্দার সন্তুষ্টি, শান্তি এবং চক্ষের শান্তি লাভ হয়। আর প্রকৃতপক্ষে কাশ্‌ফ মোকাশেফা, শুহুদে জাতী মোশাহেদা সমস্তই এক। সামান্য সামান্য হাল্কা-পাতলা পার্থক্য আছে। আর ইলমে মোকাশেফা বলে এই কথাকে যে, হক তরীকার সুলুকের পর এবং সত্য কাজ-কর্মের পর অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার মর্জি মোয়াফেক আমল, আখলাক (চরিত্র), আকায়েদ (বিশ্বাস) সমস্ত কিছু দুরস্ত করবার পর একটি নূর সালেকের দেলে পড়ে—এর কারণে সমস্ত বস্তুর হাকিকতসমূহের মারেফাত যেমন আছে তেমনই প্রকাশ পায়। আর মারেফাত জাত, সিফত এবং কার্যবলীর পবিত্র আল্লাহ তায়ালার প্রকাশ হয়। এর গঠনকে ইলমে হাকিকত এবং ইলমে ওয়ারেস বলে। এই কথা বর্ণনা হাদীস শরীফে আছে ঃ

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّٰهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ـ

"যে ব্যক্তি তার ইলমে জাহের মোতাবেক আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন ইলেম দান করেন যে সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না এবং সে উহা পড়েও নাই। আর ইলমে জাহের এবং ইলমে বাতেন যা বলা হয়ে থাকে আসলে উভয় ইলেমের সম্পর্ক দেহ জীবন, চামড়া এবং মগজ-এর মত। যখন এই কথা বুঝে এল, তখন কাশ্‌ফ এবং মোশাহেদার হাকিকতের কথা শোন। মোশাহেদার হাকিকত এই—আউলিয়া, আবদাল মানুষের উপর আল্লাহ তায়ালার কার্যাবলীর মধ্যে ঐ সমস্ত বস্তু প্রকাশ হয় যা আকলের উপর জয়ী হয় এবং সমস্ত অভ্যাস, রুসুম, এবং চাল-চলনের জ্ঞান বাকী থাকে না এবং মাহবুবের জামাল (সৌন্দর্য) দর্শন ব্যতীত কোন কথার খেয়াল এবং হুঁশ থাকে না। অতঃপর ঐ কার্যাবলী দুই প্রকার—জালাল (মহিমা) অর্থাৎ পরাক্রমশালীর অবস্থা এবং জামাল (করুণা) অর্থাৎ বিনয়ী ও করুণার অবস্থা প্রকাশ হওয়া আল্লাহ তায়ালার জালাল এবং আজমত-এর সিফত উহাকেই কাশ্‌ফ বলে। উহা হতেই অশান্তি ভয় এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করে দেয় এবং এমন ভয় সৃষ্টি হয় যে, তার হুঁশ থাকে না। আর সিফাতে জালালের প্রভাব অন্তরের মধ্যে হয় এবং আল্লাহ পাকের জালাল এবং আজমত অন্তরের মধ্যে প্রভাবিত হয় এই প্রকারে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ভয় এবং অস্থিরতা প্রকাশ পায় যেমন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, হযরতের সীনা মোবারক হতে এমন শব্দ শুনা যাইত যেমন ডেগের মধ্যে পানির জোশ হয় ইহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ভয়ের আধিক্যের দরুন। এই কারণেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

Scanned by CamScanner

নামাযের মধ্যে মহান আল্লাহতায়ালার জালাল (মহিমা) দেখতে পাইতেন এবং হযরতের উপর পবিত্র আল্লাহ তায়ালার আজমত (মহত্ত্ব) প্রকাশ পাইত। যেমন শামায়েলে তিরমিজীর মধ্যে 'বাবু মা জায়া ফী বোকায়ে রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে জাবির হতে বর্ণিত আছে ঃ

قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ولجوفه اذير كاذير المرجل من البكاء ـ

অর্থাৎ বর্ণনাকারী বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে মশগুল এবং তাঁর পেট মোবারক হতে এমন কান্নার শব্দ শোনা যেতেছিল যেমন ডেগের মধ্যে গরম পানির জোশ হয়। আর এই অবস্থা ছিল হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহর এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর লোকেরা এরূপই বর্ণনা করেছেন। আর জামালের মোশাহেদা হাকিকত এই–আউলিয়া এবং আবদালগণের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লী ঐ সিফাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় যার দ্বারা দেলের আলো, খুশী, নম্রতা এবং গোনাহ হতে পবিত্র থাকিবার শক্তি হয়। আর আরামদায়ক কথা-বার্তা, গল্প ও ঘটনাসমূহ শান্তিদায়ক হয় উহাকে মোসামেরা বলা হয় যেমন ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। আর ঐ অবস্থায় বড় বড় পুরস্কার ও উপঢৌকন এবং খুব বড় মর্যাদা ও উচ্চ মকাম পাওয়া এবং পবিত্র আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করা যা তার ভাগ্যে আছে উহা সে পাবে। আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লীর সুসংবাদ ঐ বান্দাকে দেয়া হয় শুধু নিজের করুণা এবং দয়া প্রদর্শন করবার জন্য। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে যে তাজাল্লী এবং বাশারাত (সুসংবাদ) দেয়া হয় ইহা এজন্য যে, তাঁরা পৃথিবীতে ঐ পুরস্কার, উপঢৌকন, মকাম (উচ্চস্থান) এবং নৈকট্য লাভ করবার সময় মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার অন্বেষণ এবং তাঁর রাস্তায় পরিশ্রম করতে দৃঢ়পদ ও সন্তুষ্টচিত্ত থাকবে। ইহার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোয়াজ্জিন হযরত বিলালকে বলেছেন ارحنا يا بلال "হে বিলাল আমাকে শ্রান্তি দাও।" অর্থাৎ একামত বল যাতে আমি নামাযে প্রবেশ করতে পারি এবং আল্লাহর মহত্ত্বের সৌন্দর্য দেখিয়া আরাম পাইব। এরূপ বিষয়বস্তুই 'ফাতহুল গায়েব' কিতাবে আছে। আর এই খুশীর বর্ণনা আরেফদের বাদশাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

Scanned by CamScanner

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ ـ

অর্থাৎ, 'নামাযে আমার চক্ষুকে ঠাণ্ডা করা হয়।' অর্থাৎ পবিত্র আল্লাহ তায়ালা শুধু নিজের খাস দয়া ও মেহেরবানীর দ্বারা যে আমাকে হালের উপর রাখিয়াছেন ইহা তাজাল্লী বলেছেন আর আমার চোখের শ্রান্তি ইহা নেয়ামত লাভ নয় নিজের কার্যাবলীর দ্বারা পুরস্কার দেয়া। এই হাদীস মেশকাতে মাছাবীর 'বাবে ফাজলিল ফাকরে'র তৃতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এরশাদ 'নামাযে আমার চোখকে ঠাণ্ডা করা হয়।' এরূপ বলে নাই যে, নামায আমার চক্ষুকে ঠাণ্ডা করে। তবে এই কথার মধ্যে এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে ان تعبد الله كانك تراه অর্থাৎ, 'তুমি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত এইভাবে কর যেমন তুমি আল্লাহ তায়ালাকে দেখতেছ।' খুশী এবং আরাম হযরতের নামাযের মধ্যে পবিত্র আল্লাহ তায়ালার মোশাহেদার দ্বারা লাভ হয়ে থাকে। নামায এবং নামাযের সওয়াব দ্বারা নয় কেননা মোশাহেদার সময় সত্য আল্লাহ ব্যতীত অন্যদিকে দেখা এবং অন্যদিকে দেখিলে আরামও লাভ হয় না। আল্লাহর নেয়ামতের দ্বারা খুশী হওয়াও বড় উচ্চ স্থান যেমন আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের এগার পারায় সূরায়ে ইউনুসের মধ্যে এরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ـ

অর্থাৎ, "বলে দিন খুশী কর আল্লাহর করুণা হতে অর্থাৎ কোরআন হতে আর এর মোহর অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম কালেমায়ে শাহাদত, নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্জ হতে সুতরাং এর উপর মোমেনগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ কর কিন্তু করুণাকারী ও নেয়ামতদাতার মোশাহেদা হতে এবং তাঁর মোশাহেদার খুশীতে এই মকাম সত্য এবং হযরত সাল্লাল্লাহ, আলাইহে ওয়া সাল্লামের মকাম খুব উচ্চ এবং মর্যাদাশীল এজন্য আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন : فَلْيَفْرَحُوْا মোমেনগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এই কথা বলেন নেই فليفرح অতঃপর খুশী হবে, কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার মোশাহেদার সমুদ্রে ডুবেছিলেন, তাঁর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নেয়ামতের দিকে দেখিবার অবকাশ কোথায়! আর সম্ভবতঃ এই মকাম হতে কোন কোন নির্দিষ্ট উম্মতের তাঁদের যোগ্যতা অনুসারে কিছু অংশ মিলিবে, কেননা মাহবুবকে দেখলে চোখ যে ঠাণ্ডা হয় এর অবস্থা হল মাহবুবকে যে পরিমাণ চিনবে সে পরিমাণ তাঁর চোখ ঠাণ্ডা হবে, যেহেতু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মারেফত অর্থাৎ

Scanned by CamScanner

মাহবুবকে জানার অবস্থা আর কাহারও সমান হতে পারে না মোটকথা যে আরেফ হবে সে নামাযের মধ্যে শ্রান্তি পাবে এবং তার অন্তর নামাযের মধ্যে লাগিয়া থাকবে।

ফায়দা ঃ এই তরীকার ইমাম হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রঃ) (আল্লাহ তাঁহাকে পবিত্র করুন) বলেছেন ঃ

اول ما خرهم منتهى است اخر ما جيب تمناتهى است ـ

এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, তালেবের নিজের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা হতে শূন্য হওয়া নিজের দেহকে পাথর এবং কাঠের মত আপন মালিকের হাতে সোপর্দ করা। এই কাজ আনুগত্যের মর্যাদার শেষ সীমার কথা। আর ওবুদিয়েতের (দাসত্বের) সম্পর্ককে শক্তিশালী করবার খুব মজবুত মর্যাদা এবং আল্লাহর মারেফাতের কামাল (সম্পূর্ণতা) অবস্থা। সুতরাং যার দেহ আল্লাহর দান এবং অদৃশ্য চেষ্টায় সমস্ত পর্দা অতিক্রম করে গেছে তিনি ঐ জাতে পাকের মারেফতের মকামে পৌছে গেছেন।

ফায়দা : তাওহীদে সিফতির (সিফাতী একত্ব) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হল–নফী এবং নফীন্নফীর শোগলকারী নিজে নিজে ধারণা করে পৃথিবীতে সমস্ত বস্তু এবং কাজ-কর্ম উহা আমাদের মধ্য হতেই নির্গত হয়েছে। এবং এই কথার চিত্র তার মনে এইভাবে প্রকাশ পায় যে, সে নিজের দেহকে খুব প্রশস্ত মনে করে আর এই প্রশস্ততা এই মর্যাদায় পৌছাইয়া দেয় যে, তার ধারণায় এই কথা আসে যে, আমার দেহের প্রশস্ততা দেহের রাজ্য হতে এমনকি আরশ হতে যা সমস্ত দেহ এবং অন্যান্য বস্তু হতে উর্ধ্বে চতুর্দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং সমস্ত পৃথিবীকে নিজের মধ্যে সামলাইয়া লইয়াছে, আকাশ, পঞ্চভূত, পাহাড়, সমুদ্র, বৃক্ষরাজি, পাথর, পশু-পাখী এবং মানুষ সমস্ত কিছুকে নিজের দেহের অংশ মনে করে। আর এই অবস্থায় কাশফের অনুসারে আকাশসমূহের মকামে যোগাযোগ লাভ হয়। আর যমিনের কোন কোন জায়গা যা তার স্থান হতে অনেক দূরে এর ভ্রমণ লাভ হয়। তার ঐ কাশ্‌ফ ও ঘটনার অনুযায়ী ঠিক ঠিক হয় কিন্তু উপযুক্ত এবং প্রয়োজন এই–নিজের দেহ হাকিকতে সত্য সত্য সমস্ত পৃথিবীর সমষ্টির এবং সমস্ত পৃথিবীকে নিজের অংশ মনে করবে না বরং এরূপ বিশ্বাস করবে যে আমার ধারণা ঘটনার বিপরীত। আর এই শোগল এবং মর্যাদার এই প্রভাব আর এই অবস্থায় থামিয়া থাকবে না যে, ইহা মঞ্জিলে মাকসুদের সোজা রাস্তা নয়, যদিও

Scanned by CamScanner

কোন রাস্তা আছে কিন্তু সোজা রাস্তা হতে বহুত দূরে এবং এই রাস্তায় পথ চলিলে খুবই মুশকিল হবে এবং গন্তব্য স্থানে পৌছতে অনেক সময় লাগিবে যেমন কাজী-যাদার ঘটনার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন একটি কথা জানা দরকার যে, মুর্খ ও অজ্ঞান লোকেরা এই অবস্থাকে বড় কামেল মনে করে কিন্তু এই কথা সম্পূর্ণ ভুল কেননা মানুষের কামেল আল্লাহ তায়ালার মারেফতের দ্বারা হয় আর সালেকের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর মারেফত। যেই রাস্তায় মারেফত হাসিল করতে দেরি হয় সেই রাস্তা হতে পলান জরুরী। আল্লাহর তালেবদের খেল তামাশা দ্বারা কি প্রয়োজন? মোটকথা এ পথ ছাড়িয়া নূরসমূহের দিকে যাইবার ইচ্ছা করবে। আর খুব ধ্যান করবে যে, নূর যা জাতে পাকের পর্দার মধ্যে সুতরাং দৃষ্টি করবে কেননা তালেবের উদ্দেশ্য সফল হবার ইহাই পথ। আর অবশিষ্ট একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, তার কাশফের অনুযায়ী দৃষ্টি পড়ে এর দ্বারা তার অদৃশ্য বিষয় জানার কথা সাব্যস্ত হয় না কেননা গায়ের (অদৃশ্য) উহাকে বলে যা অপ্রকাশ্য বস্তুকে জানতে পারে আর এই কাশ্‌ফ সমস্ত জানে। আর কাশফের অর্থ খুলে যাওয়া এবং পর্দা উঠিয়া যাওয়া। তাহলে ঐ শোগলের প্রভাবে পর্দা খুলে যায় এবং সে সমস্ত কিছু দেখতে আরম্ভ করে গায়ের কোথা হতে হবে?

ফায়দা: এখন মোরাকাবায়ে ছামাদিয়েতের (কাহারও সাহায্যের প্রত্যাশী নহে) বর্ণনা শোন। মোবাকাবায় ছামাদিয়েতের দুইটি অবস্থা, ইবতেদা (প্রাথমিক), এন্তেহা (শেষসীমা)। প্রাথমিক অবস্থা হতে এই অর্থ যে, প্রত্যেক বস্তুর মুখাপেক্ষী হওয়া ঐ পবিত্র আল্লাহ তায়ালার দিকে মোটামুটিভাবে ধারণা করা যে, সমস্ত কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী আর তিনি কাহারো সাহায্য প্রত্যাশী নহেন। অতঃপর যখন এই মোরাকাবা খুব শক্ত ও মজবুত হবে, তখন এর শেষ সীমায় পৌছিবার চেষ্টা করবে। আর এন্তেহার (শেষ সীমা) অর্থ এই—নেহায়েত মহব্বত ও ভালবাসা এবং খুব অনুনয় বিনয়ের সহিত দুনিয়া এবং আখেরাতের কাজে বিস্তারিত ভাবে নিজের মুখাপেক্ষিতে ঐ পবিত্র ও পাক আল্লাহ তায়ালার দিকে ধ্যান করবে অর্থাৎ এমন ধ্যান করবে যে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আমি তার দিকে মুখাপেক্ষী আছি। আর কোন কাজই তাঁর দান ব্যতীত সমাপ্ত হতে পারে না ভাল কাজ হোক কিম্বা দুনিয়া ও আখেরাতের সহজ কাজই হোক। আর এ মোরাকাবার মধ্যে তাঁর এমন ভালবাসা, মহব্বত এবং আল্লাহর সঙ্গে এমন সম্পর্ক সৃষ্টি হবে যে, তার ইচ্ছার মধ্যে নিজের জান-মাল এবং নিজের মান-সম্মান সবকিছু উৎসর্গ করা তার উপর সহজতর হবে বরং এই উৎসর্গ করাকে নিজের মর্যাদা, সমাদর এবং নিজের সম্মান এবং মর্যাদা বেশী হওয়ার কারণ জানতে পারবে। আর এই বিষয় তার বিশ্বাসের মধ্যে যেমন ইচ্ছা মজবুত

Scanned by CamScanner

ও দৃঢ় করবে। এর উদাহরণ এই- এক ব্যক্তি কোন এক বাদশার নিকট হতে পুরস্কারের মধ্যে এবং উত্তরাধিকারী জায়গীরের জন্য বংশানুক্রমে বাপ-দাদার সময় হতে পাইয়া এসেছে এবং তার সমস্ত কায়কারবার এবং তার জীবন যাপন এবং সম্মান ও বিশ্বাস ঐ বাদশার ওছিলায় হয়েছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তিকে বাদশার নিকট হতে কোন কাজের আদেশ দেয়া হলে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ঐ কাজকে সমাপ্ত করতে নিজের জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং এর মধ্যে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করবে। আর এই মোরাকাবার মধ্যে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর অর্থ (তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি) সুন্দরভাবে প্রমাণ ও সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর এই মোরাকাবার ফল এই—আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ (একত্ব) খুলে যাবে কার্যাবলী ও কর্মী থাকা সত্ত্বেও এ মোরাকাবাকারী একই কর্মী একই প্রভাব প্রকাশকারী আর ঐ কর্তা ও প্রকৃত প্রভাবকারী জাতে পাক যিনি প্রত্যেক কাজে এবং প্রত্যেক বস্তুতে নীরবতার প্রকাশ হয়। আর ইহাও এক প্রকার মোশাহেদা আর মোশাহেদা এল্‌মেহার মধ্যে হয়। সুতরাং এই তরীকার সঙ্গে সুলুফ করবার মধ্যে মোশাহেদার প্রভাব প্রথমে বুঝা যাবে। আর এখন এল্‌মেহা অবশিষ্ট আছে। অতএব মোরাকাবাকে আনোয়ারকে অতিক্রম করতে সর্বদা অতিক্রম করতে থাকবে। এখন মোরাকাবার শব্দার্থ শোন। মোরাকাবার অর্থ উভয় দিক হতে দৃষ্টি রাখা অর্থাৎ ঐ দিক হতে বান্দার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আর ইহা গাফেল বান্দাও এর দিকে দৃষ্টি রাখবে। আর হাকিকত এই যে—কাহারও ধ্যান করা উহাকে শরীয়তের পরিভাষায় তাফাক্কুর বলে। আর আহলে সুলুকদের পরিভাষায় মোরাকাবা এবং পর্যবেক্ষণ বলে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দিকে সম্বন্ধ স্থাপন করা। আর মোরাকাবার হাকিকত নবম পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু 'যাদুত্‌ তাকওয়া প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হল যেহেতু এই রেসালা দেখিয়া অনেক লোক আকাঙ্ক্ষী ও তালেব হয়েছে এই জন্য রেসালাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করে দিয়েছি। এখন ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় খণ্ড অতিসত্বর আরম্ভ হবে।

Scanned by CamScanner

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا

পরিশিষ্ট

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করবার পর এই অধম বান্দা মুমেনীনে খালেছুল ঈমান এবং মুসলেমীনে কামেলুল ঈমান ইলাহী বখশ জাহাঙ্গীর নগরীর খেদমতে এ কথা নিবেদন করেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইবাদতের মগজ হল দোয়া, অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার বাণী শুনালেন ঃ

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ـ

(পারা : ২৪, সূরা : মুমেন আয়াত : ৫৯)

উচ্চারণ ঃ আদউনী ইছতাজিব লাকুম, ইন্নাল্লাজিনা ইয়াছতাকবের না আন ইবাদাতিহি ছাইয়াদখুলুনা জাহান্নামা দাখেরিন।

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব এবং তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিব এবং প্রয়োজনসমূহ পূরণ করিব আর যারা অহংকার করে আমার নিকট দোয়া করে অতিসত্বর তারা সকলে দোযখে প্রবেশ করবে। আর ফকিহ আবু লাইছ রাহমাতুল্লাহ আলাইহে এরশাদ করেছেন, সর্বদা পবিত্র আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করা বান্দার জন্য বিশেষ প্রয়োজন এবং প্রত্যেক প্রয়োজনীয় জিনিস আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে, ইহাই দাসত্বের প্রকৃত নিদর্শন। আর আল্লাহ তায়ালার প্রিয় পাত্র ঐ ব্যক্তি যিনি সর্বদা সমস্ত কথায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। আর আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে পবিত্র আল্লাহ তায়ালার নিকট আশা করে না। আর মানুষের প্রিয়পাত্র ঐ ব্যক্তি যে মানুষের নিকট কোন কিছু চায় না। আর মানুষের নিকট ঐ ব্যক্তি মন্দ যে মানুষের নিকট কোন কিছু আশা করে। এখন মুসলমান ভাইদের উপকারের জন্য কিছু দোয়া লিখিয়া দিতেছি রোগ-ব্যাধি বিপদাপদ দূরীভূত হবার জন্য। আর এই সমস্ত দোয়া বিশ্বাসযোগ্য কিতাব হতে অনুসন্ধান করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে

Scanned by CamScanner

দেখা হয়েছে যেমন, মাজমুউল ওযারেফ, কাওলুল জামীল, দাওআতে মাছনুনা, হাসনে হাসীন, এহ্ইয়াউল উলুম এবং বুসতানুল আরেফীন ইত্যাদি কিতাব হতে সংগ্রহ করে সঠিকভাবে লিখে দিয়েছি এই আশায় যে, আমার জন্য নেক দোয়া করবে।

বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের তদবির

নিম্নলিখিত দোয়া হরিণের পাতলা চামড়ার উপর জাফরান ও গোলাপের পানি দ্বারা লিখিয়া গলায় বান্ধিবে।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ـ

(পারা ১৩, সূরা : রাদ আয়াত : ৩০)

আর বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের জন্য নিম্নলিখিত দোয়াও খুব উপকারী, চল্লিশটি লবঙ্গের উপর এই দোয়া সাতবার পড়িবে।

اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ

(পারা : ১৮, সূরা : নূর আয়াত : ৩৯)

আর প্রত্যেক দিন রাত্রে শুইবার সময় একটি করে লবঙ্গ চিবাইয়া খাইবে, পানি পান করবে না এবং ইহা আরম্ভ করবে মাসিক ঋতু হতে গোসল করে পাক হবার পর। এবং ঐ সময় স্বামী সহবাস করবে।

গর্ভপাতের তদবির

যে স্ত্রীলোক গর্ভপাত করে তার শরীরের বরাবর কিছু কুসুম রঙ্গের সূতা লইয়া নিম্নলিখিত দোয়া নয়বার পড়িয়া নয়টি গিরা দিবে।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ

(পারা : ৪১, সূরা : নাহাল আয়াত : ১২৬)

আর قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়িয়া ফুঁক দিবে।

Scanned by CamScanner

প্রসব বেদনার তদবির

যে স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনায় খুব অস্থিরতা দেখা দেয় সে নিম্ন আয়াতটি এক টুকরা কাগজে লিখিয়া পাক কাপড়ের মধ্যে জড়াইয়া প্রসূতির বাম রানের মধ্যে বাঁধিবে ; অতিসত্বর সন্তান প্রসব হবে।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اهْيا اشراهيا ـ

(৩০ পারা সূরায়ে এনশেকাফ)

ছেলে সন্তান হওয়ার তদবির

যে স্ত্রীলোকের শুধু মেয়ে সন্তান হয় তার ছেলে সন্তান হওয়ার জন্য নিম্নের আয়াত গর্ভের তিন মাস অতীত হওয়ার পর হরিণের পাতলা চামড়ার উপর গোলাপ জাফরান দ্বারা লিখিয়া গর্ভধারিণীর গলায় বাঁধিবে।

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ ـ يَا زَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ اِسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ـ

এই আয়াতের নীচে লিখিবে–

بحق مريم وعيسى انبيا صالحا طويل العمر ـ

(পারা : ১৬, সূরা : মরিয়ম, আয়াত : ৬)

بحق محمد صلى الله عليه وسلم

সন্তান জীবিত থাকবার তদবির

যে স্ত্রীলোকের সন্তান জীবিত থাকে না, কিছু কালজিরা ও জৈন একত্রে লইয়া সোমবার দ্বিপ্রহরের সময় চল্লিশবার সূরায়ে والشمس (৩০ পারা) পড়িয়া ফুঁক দিবে। প্রত্যেকবার প্রথমে দরূদ শরীফ পড়িয়া আরম্ভ করবে এবং দরূদ শরীফ পড়িয়া শেষ করবে। তারপর এগুলি গর্ভ ধারণের দিন হতে আরম্ভ করে ছেলে মেয়ের দুধ ছাড়ান পর্যন্ত প্রত্যহ খাইতে থাকবে।

Scanned by CamScanner

ছেলে হওয়ার তদবির

আর যে স্ত্রীলোকের ছেলে সন্তান হয় না তার পেটের মধ্যে একটি গোল বৃত্ত আঁকিবে ৭০ বার। প্রত্যেকবার আঙ্গুল ফিরাইবার সময় يامتين (ইয়ামাতিন্) বলিবে।

বদনজরের তদবির

আর যে ছেলের উপর কাহারো বদনজর লাগেছে এবং বদনজরকারী প্রমাণ পাওয়া যায় তবে বদনজরকারীর মুখ ও উভয় হাত এবং উভয় পা এবং তার লজ্জাস্থান একটি পাত্রের উপর ধুইয়া ঐ পানি তার উপর ছিটাইয়া দিবে। তৎক্ষণাৎ সে ভাল হয়ে যাবে। ইমাম মালেক (রঃ) নিজের কিতাব মোআত্তার মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লুহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বদনজর আক্রান্তের এরূপ ভাবেই আমল করতে আদেশ করেছেন অর্থাৎ লজ্জাস্থান ইত্যাদি ধোয়ার জন্য। আর যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন আজান একামত বলিবে তা হলে ام الصبيان রোগ হতে বাঁচিয়া থাকবে।

দূরারোগ্য ব্যাধি ও যাদু টোনার তদবির

যার উপর যাদুর আছর হয়েছে এবং যার দরুন ডাক্তার কবিরাজ অপারগ হয়েছে চিনির সাদা বাসনে নিম্নের আয়াত লিখিয়া এবং তৎসঙ্গে সূরায়ে ফাতিহা দম করে ঐ পানি চল্লিশ দিন পর্যন্ত রোগীকে পান করাবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে অতি সত্বর আরোগ্য হবে।

ياحى حين لاحى فى و يمومة ملكة وبقائه ياحى -

উচ্চারণ : ইয়া হাইয়্যু হিনা লা হাইয়্যুন ফি ওয়া ইয়ামুমাতুন মালাকাতুন ওয়া বাকায়েহি ইয়া হাইয়্যু।

জিন-ভুত-প্রেতের আছরের তদবির

আর জিন-ভূতের আছর হলে এই আয়াত

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ -

(২৩ পারা, সূরায়ে ছোয়াদ, ২ রুকু)

উচ্চারণ : ওয়ালাকাদ ফাতান্না ছোলায়মানা ওয়ালকাইনা আলা কুরছিয়্যীহি জাছাদান ছুম্মা আনাব।

Scanned by CamScanner

সাতবার তার বাম কানে পড়িবে তা হলে আল্লাহর মেহেরবানীতে অতিসত্বর দূর হয়ে যাবে। আর এরূপ তদবীর আছে যে, জিন-ভূত দূর করবার জন্য রোগীর কানে সাতবার আজান দিবে এবং সূরায়ে ফাতিহা, কুল আউজু বে-রাব্বিল ফালাক্ব, কুল আউজু বে-রাব্বিন্নাছ, আয়তুল কুরছি, সূরায়ে তারেক এবং সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত অর্থাৎ هُوَ হতে শেষ পর্যন্ত এবং সূরায়ে ছাফ্‌ফাত শেষ পর্যন্ত পড়িবে ভূত-প্রেত অতিসত্বর দূর হয়ে যাবে।

আর যে বাড়ীতে জিনের উপদ্রব বোঝা যায় পবিত্র পানির উপর সূরায়ে ফাতিহা; আয়তুল কুরছি এবং সূরায়ে জিনের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়িয়া ফুঁক দিবে। এবং সেই পানি সমস্ত বাড়ীর চতুর্দিকে ছিটাইয়া দিবে। তা হলে সেই জায়গায় জিন আর কখনও আসিবে না।

আগুন হতে রক্ষা পাইবার তদবির

আর যদি কোন বাড়ীতে শয়তান আগুন লাগিয়ে দেয় কিম্বা কাহারও ঘর ও বাড়ীর চতুর্দিকে কিম্বা শহর, গ্রামে ইট পাথর মারে তবে এই আয়াত–

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ـ

(৩০ পারা, সূরায়ে তারেক)

উচ্চারণ : ইন্নাহুম ইয়াকিদুনা কাইদাওঁ ওয়া আকিদু কাইদান ফামাহ্‌ হেলিল কাফেরিনা আমহিল হুমরু-আইদা।

পড়িয়া চারটি লোহার পেরেকের উপর ফুঁক দিবে। পেরেকগুলি ঘরের কিম্বা শহরের কিম্বা গ্রামের চারদিকে গাড়িয়া রাখবে। উহা পড়িবার নিয়ম হযরত মাওলানা মোরশেদেনা জৈনপুরী (রঃ) আমাকে এরূপ বলেছেন– পাঁচবার পড়িয়া ফুঁক দিবে। এই হিসাবে পঁচিশ বারের মধ্যে পাঁচ বার ফুঁক দিতে হবে।

ওটি বসন্তের তদবির

যদি কোথাও ওটি বসন্ত রোগ দেখা যায়, তবে নীল রঙের সূতার তাগা বানিয়ে এর উপর সূরায়ে আর-রহমান পড়িবে আর প্রত্যেক فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ-এ পৌছিলে একটি গিরা দিবে এবং ফুঁক দিবে এবং ঐ তাগা ছেলেদের গালায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে এই রোগ হতে বাঁচাইয়া রাখবেন।

Scanned by CamScanner

আর এই রোগ দেখা দিবার দুই এক দিন পূর্বে টিকা দিলে অনেক কম হয়। প্রত্যেক প্রকার রোগের জন্য ঔষধ-তদবির করা শরীয়তে জায়েজ আছে। এর প্রমাণ ফেকাহর কিতাবে বিদ্যমান আছে যেমন 'ফিল এনেইয়াহ শরহে হেদায়া' এরূপ ভাবে 'তাহজিবে' রোগের জন্য ঔষধস্বরূপ নিজের পেশাব, রক্ত এবং মৃত খাওয়া জায়েজ বলেছেন। এরূপ ভাবে 'ফতোয়ায়ে সেরাজিয়া 'আশবাহ ওয়ান নাজায়ের' এবং 'সফরে সাআদাত'-এর মধ্যে এরূপই লিখেছেন।

ছেলেমেয়ে হেফাজতে থাকার তদবির

সন্তান জন্মগ্রহণ করবার পর নিম্নলিখিত তাবিজ লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিলে আল্লাহ তায়ালা তাকে বালা-মুসিবত হতে হেফাজত রাখবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لَامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحُسْنِ اَلْفِ اَلْفَ لَا حَوْلَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

পাগলা কুকুর কামড়াইবার তদবির

যাকে পাগলা কুকুরে কামড়াইয়াছে এবং রোগীর যদি পাগল হবার সম্ভাবনা থাকে তা হলে নিম্নের দোয়া চল্লিশটি রুটির টুকরার মধ্যে লিখিয়া প্রত্যেক দিন একটি টুকরা করে খাইলে ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ـ

(৩০ পারা, সূরায়ে তারেক)

মৃগী রোগের তদবির

যে ব্যক্তির মৃগী রোগ হয়েছে, একটি তামার পাত লইয়া রবিবার দিন দিনের প্রথমভাগে পাতের এক কিনারায়-এই নকশা করবে يا قها وانت الذى আর দ্বিতীয় কিনারে লিখিবে يامذل كل جبار عنيد لانظاف انتقاله আল্লাহর মেহেরবানীতে দৃঢ় বিশ্বাস রোগ تقهر عزيز ساطا نه يامذل আরোগ্য হবে। নকশাটি এই ঃ

يا قهار انت الذى لا زطاف التقامة

يامذل كل خبار عنيد تقهر عزيز سلطانه يا مذل

Scanned by CamScanner

সমস্ত রোগ উপশমের তদবির

অন্য আরেকটি বিশেষ পরীক্ষিত দোয়া লিখিয়া দিতেছি। হযরত মাওলানা ওস্তাদের সঙ্গে আবদুল ওদুদ সাহেবের সনদের সঙ্গে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন আমাকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) সংবাদ দিয়েছেন কোন ঔষধের প্রয়োজন নেই চিকিৎসকের কোন প্রয়োজন নেই। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) সকলে বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরাতো সকলেই এর মুখাপেক্ষী। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কিছু বাদলের পানি সংগ্রহ কর এবং এর উপর সূরায়ে ফাতিহা, সূরায়ে এখলাছ, সূরায়ে ফালাক, সূরায়ে নাছ এবং আয়তুল কুরছি প্রত্যেকটি ৭০ বার করে পড়িয়া ফুঁক দাও। এবং সাতদিন পর্যন্ত সকাল এবং সন্ধ্যায় উক্ত পানি পান কর। নিঃসন্দেহে শরীরের সমস্ত রোগ আরোগ্য হবে। এই পানি কাশি বুকের ব্যাথা এবং পেশাব বন্দের জন্য মহৌষধ। আর যে স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয় না, সে গর্ভবতী হবে। যৌন শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

সাপের বিষক্রিয়া নষ্ট হবার তদবির

হযরত আবদুল্লাহ এবনে জায়েদ বলেছেন, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদির বিষক্রিয়াকে ধ্বংস করবার জন্য এই তদবীর আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি। এবং আমরা ইহা আমল করবার হুকুম আরজ করলাম। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এজাজত দিলেন। দোয়াটি এই :

بسم الله سخة قرينة ملحة بحر فقطا سلام على نوح فى العالمين -

আগুন লাগিলে উহা নিবাইবার দোয়া বলিবে আল্লাহু আকবার উচ্চ স্বরে বলিবে তবে আগুন নিবিয়া যাবে।

পাগল ভাল হবার দোয়া

পাগল ভাল করবার জন্য আল্‌হামদু লিল্লাহ সাত দিন পর্যন্ত সকাল সন্ধ্যায় পড়িবে। যখন আল্‌হামদু শেষ করবে তখন মুখের মধ্যে থুথু একত্র করবে। অতঃপর পাগলের উপর ঐ থুথু নিক্ষেপ করতে থাকবে আল্লাহর মেহেরবানীতে অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করবে।

Scanned by CamScanner

ফোঁড়া ও জখম ভাল হবার দোয়া

بسم الله قرية ارضنا بريقة بعضنا بشفى سقيكا باذن ربنا ـ

শরহে মেশকাতের মধ্যে লিখেছেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পবিত্র মুখের থুথু নিজের আঙ্গুলের মধ্যে লাগাতেন এবং আঙ্গুলকে মাটিতে রাখতেন। এবং বেদনার জায়গায় নিজ আঙ্গুল ফিরাইতেন।

পলাতক চাকরের তদবির

যার গোলাম বা চাকর পালিয়ে গেছে নিম্নলিখিত আয়াত সূরা কাগজে লিখিয়া কোন কিছু দিয়ে লেপটিয়ে কোন অন্ধকার কোঠায় দুই পাথরের মধ্যে রাখিয়া দিবে। সূরায়ে ফাতিহা, আয়তুল কুরছি অতঃপর يَاارْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ হতে الهم। পর্যন্ত লিখিবে। তারপর এই দোয়া ঃ

اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ـ ظُلُمَاتٌ م بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ـ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهٗ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ـ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ـ

(১৮ পারা, সুরায়ে নূর, ৪ রুকু)

উচ্চারণ : আও কাজুলুমাতিন ফি বাহ্‌রিন লুজ্জিয়্যীন ইয়াগ্‌শা মাউজুন মিন ফাওকিহি মাউজুন মিন ফাওকিহি ছেহাব। জুলুমাতুম বাদুহা ফাতকা বা'দিন। ইজা আখরাজা ইয়াদাহু লাম ইয়াকাদ ইরাহা ওয়া মাললাম ইয়াজআলিল্লাহু লাহু নূরুন ফামা লাহু মিন নূর। ওয়া মেওঁওয়া-রায়িহিম বারযাখুন ইলা ইয়াওমেন ইয়াবআছুন। ওয়া যারাবা লানা মাছালাওঁ ওয়া নাছিয়া খালাকাহু, ওয়াল্লাহু মেওঁ ওয়ারায়িহিম মুহিত। বাল হুয়া কোরআনুম মাজিদুন ফি লাওহিম মাহ্‌ফুয।

অতঃপর اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ হতে শেষ পর্যন্ত পড়িবে। আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে পলাতক গোলাম বা চাকর অতিসত্বর নিজ প্রভুর নিকট ফিরে আসবে।

Scanned by CamScanner

মকছুদ হাসিলের জন্য

যখন কোন মকসুদ বা মনোবাসনা আল্লাহতায়ালার নিকট হতে পূর্ণ করবার ইচ্ছা কর, তবে সূরায়ে ফাতিহা এই নিয়মে পড়িবে অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। এর শেষ মিম الحمد। এর লাম এর সঙ্গে মিলিয়ে রবিবার ফজরের নামাযের ফরজ এবং সুন্নতের মধ্য সময়ে আরম্ভ করবে। প্রথম দিন ৭০ বার পড়িবে, দ্বিতীয় দিন ঐ সময়ই ৬০ বার, তৃতীয় দিন ঐ সময়ই ৫০ বার- এরূপ প্রত্যেক দিন ১০ বার করে কমাইতে থাকবে। সপ্তাহের শেষ দিন ১০ বার হবে। তা হলে তোমার মনোবাসনা নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبَرِ وَعَذَابِ الْقَبَرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقَرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالذِّلَةِ وَالْمَسْئَلَةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِن الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْبَرَصِ وَالْبُكْمِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْاِسْقَامِ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবেকা মিন আযাবিন নারে ওয়া ফেত্না তিন নারে ওয়া ফেত্নাতিল কাব্রে ওয়া আযাবিল কাব্রে ওয়া শার্রে ফেত্নাতিল ফাকরে। ওয়া আউযু বেকা মিনাল কাছওয়াতে ওয়াল গফ্লাতে ওয়ায্যিল্লাতে ওয়াল মাছ্য়ালাতে। ওয়া আউযুবেকা মিনাল ফাকরে ওয়া কুফ্রে ওয়াল ফুছুকে ওয়াছ ছোমআ'তে ওয়ার রিয়ায়ে। ওয়া আউযুবেকা মিনাল হাম্মে ওয়াল বারাছে ওয়াল বুক্মে ওয়াল জুনুনে ওয়াল জোযামে ওয়া ছাইয়ি ওয়াল এতকামে।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট দোযখের আগুন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি এবং অগ্নি পরীক্ষা হতে ও কবরের পরীক্ষা হতে এবং কবরের আজাব হতে এবং ধনের পরীক্ষা ও দরিদ্রতার পরীক্ষা হতে, আর তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি কঠিন অন্তঃকরণ হতে ও কাল দেল হতে এবং গাফলত ও দরিদ্রতা; পরমুখাপেক্ষিতা হতে আরো আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি কুফর, ফেসক এবং নিজের আমল অন্যকে দেখান ও শোগল হতে। আরো আশ্রয় পার্থনা করতেছি বধির, গোঙ্গা হওয়া হতে এবং সাদা কুষ্ঠরোগ ও পাগল হওয়া হতে এবং অতিবৃদ্ধ হওয়া ও খারাপ রোগ হতে। এই দোয়া হেজবুল আজাম-এর মধ্যে লিখিয়াছে।

Scanned by CamScanner

এই দোয়া লিখবার কারণ হল–একদিন এক কুষ্ঠরোগী হযরত মাওলানা মোর্শেদানা শাহ কারামত আলী হানাফী জৈনপুরী (রঃ)-এর নিকট নিজের রোগের অবস্থা আরজ করে জিজ্ঞেস করিলে উক্ত মাওলানা সাহেব এই দোয়া 'হেজবুল আজাম' কিতাবে দেখিয়ে দিলেন এবং বললেন মৌলবী মাহমুদ রসূল এলাহী বখ্শ সাহেবের নিকট লইয়া যাও। তখন ঐ ব্যক্তি আমার নিকট লইয়া এল। আমি তাকে উহা নকল করে দিয়েছি এবং দেখিলাম এর দ্বারা সে নেয়ামত পাইল। তাকে বলে দিলাম, অনুপস্থিত দিগের মধ্যে যাদের প্রয়োজন তাদেরকে লিখিয়া দিবে, তাতে আমারও কিছু সওয়াব হাসিল হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىْ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

www.islamiclife.wapsite.me

Scanned by CamScanner

সূফী সাধনার নামে ভণ্ডামী

মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রায় ঘরে ঘরে আজ পীর-ফকীর ও ব্যবসায়িক দরবার শরীফ বেশ জমে উঠেছে। হাজার হাজার জনতার ভিড় এড়িয়ে পীর-কেবলাদের চেহারাটুকু পর্যতন্ত দেখার সৌভাগ্য কারো কারো হয়ে উঠছে না। এমনই দূর্লভ বাংলার পীর বাবাদের সান্নিধ্য। আত্মনিষ্ঠ-সিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টিতে এদের অধিকাংশই কামেল পীর-দরবেশ কিনা, তা সন্দেহের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এর সত্যতা প্রমাণার্থে পরীক্ষা-নীরিক্ষার প্রয়োজন। কামেল পীর-মুর্শিদগণের যে ১০টি লক্ষণ রয়েছে, এর একটিও এদের চরিত্রে নেই। কামেল পীর হবার স্বপক্ষে প্রথম শর্তই হলো, কুরআন-হাদীস তথা ইসলামে যথোপযুক্ত ইলম ও জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এদের প্রয়োজনই মুর্খ পীর। বাস্তবে এরা মুর্খলোকদেরই পীর। ইসলামের জ্ঞানী-গুণী আলেম ও মাওলানাগণ যাদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন, তাঁরাই কামেল হবার যোগ্য। শিক্ষিত বলতে আধুনিককালের ইংরেজী শিক্ষিত লোকজন নন। কেননা, বস্তুবাদ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা আত্মজগতের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয় কখনও। এজন্য চাই ইসলামের অধ্যাত্মবাদ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। এর জন্য প্রয়োজন ইসলামের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক পূত-পবিত্রতা। এমনকি একজন ইসলামী শিক্ষাবিদ মাওলানা ও এক অর্থে মূর্খ, যতক্ষণ না তিনি ইসলামের সূফীতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে জ্ঞানী হন। যিনি ইসলামের অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে বেখবর, তিনি মাওলানা হলেও পীরের অনুপযুক্ত। কেননা মাওলানা রূম বলেছেন, 'নায়েবে রাসূল ঐ ব্যক্তি, যার অন্তরে আল্লাহপাকের হুকুম আহকাম অবতীর্ণ হয়।"

আজকাল বাংলাদেশের প্রায় ঘরে ঘরে এক শ্রেণীর ভণ্ডপীর-ফকীরের উদ্ভব ঘটেছে। তারা দরবেশদের ভাব-ভঙ্গিমা ও অভিনয় দেখিয়ে মুর্খ জনসাধারণকে প্রতারিত করে তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করে নিচ্ছে। এরা বিভিন্ন রকম প্রতারণার বিনিময়ে নিজেদের জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করে নিচ্ছে এবং এরা নিজেদের যশ, সুখ্যাতি, প্রতিপত্তি, আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা জনসাধারণ্যে বিস্তার করে চলেছে। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় যে, মুর্খ জনসাধারণ এদের প্রতারণায় প্রতারিত হয়ে এবং অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ সবকিছু ভণ্ডদের সেবায় উড়াড় করে দিচ্ছে। অথচ যাদের হৃদয়ে জাগতিক ধন-সম্পদ ও মান -ইজ্জত লাভের বিন্দুমাত্রও মোহ রয়েছে তারা কখনও পীরে কামেল হতে পারে না। কামেল পীরের হৃদয় সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রেমাগ্নিতে দগ্ধিভূত হতে থাকে। তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা ব্যতিরেকে আর কিছুই কামনা করেন না। স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে এই বলে সংবাদ

Scanned by CamScanner

দিয়েছিলেন যে, ওহে রাসূল, আপনি যদি জাগতিক ধন-সম্পদ কামনা করেন, তবে আমি আপনাকে উহুদ পাহাড় পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করব। উত্তরে আল্লাহর রাসূল বললেন, ওহে প্রভু, আমি তা কখনও চাই না। বরং আপনার অনুগ্রস্বরূপ যদি কিছু খেতে পাই, তবে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আর যদি কিছু খেতে না পাই, তবে আমি আপনার নামে ধৈর্যধারণ করব। এতে আমি দুইটি পূণ্যই লাভ করতে পারছি।" সুতরাং হাদীস-কুরআন ও সূফীদের উক্তি দ্বারা জাগতিক ধন-সম্পদ ও মান সম্মানের প্রতি এতই ঘৃণ্যভাব প্রকাশ পেয়েছে যে, আল্লাহর ওলী তো দূরের কথা সাধারণ মুসলমানের পক্ষেও জাগতিক ধন-সম্পদের কামনা তার আত্মন্নোতির অন্তরায় ও ধ্বংস্বরূপ কাজ করে থাকে।

অথচ বর্তমাকালের বহু ভন্ড পীর-ফকীরের হাতে ধনভাণ্ডারের পাহাড় স্তূপীকৃত হয়ে আছে। আধুনিককালের ইংরেজী শিক্ষিত ও বস্তুবাদী লোকজন এবং অনভিজ্ঞ মুর্খ জনসাধারণ যথাক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ ও অর্থসম্পদ হস্তগত করার বাসনায় অর্থলোভী ভণ্ড পীরদের সেবা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ এমন কি ঘরের নারীদেরকে পর্যন্ত প্রতারকদের সেবায় উৎসৃষ্ট করে দিচ্ছে। এইসব প্রতারকদের প্রতারণা বুঝতে না পেরে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে লোকেরা ভাবছে যে, পীর বাবার দোয়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতায় চিরবহাল থাকতে পারব অথচ অজস্র ধনসম্পদ লাভ করতে সমর্থ হব। ভণ্ড পীর-ফকীরের দল শরীয়ত বিরোধী এমন কিছু তন্ত্রমন্ত্র আয়ত্ত করে নিয়েছে, যদ্বারা তারা আকঙ্কিত মানুষদের আকাঙ্কার কিছুটা ফল দেখিয়ে দিতে পারছে। এতে মূর্খ জনসাধারণ আনন্দিত হয়ে ভাবছে পীর বাবার সৌজন্যেই আমার এই সৌভাগ লাভের একমাত্র কারণ। যাদের দরবারে লোকজন জাগতিক কামনা-বাসনা নিয়ে ভিড় জমায়, তারা কখনও পীরে কামেল হতে পারে না। কারণ পীরে কামেলের লক্ষ্যবস্তু এই নয়; বরং কামেল পীর-মুর্শিদের লক্ষ্য হলো, লোকদেরকে খোদাতালার প্রেম লাভের সন্ধান বাতলে দেওয়া এবং নিজেও খোদা তালার প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বক্ষণ তাঁরই প্রেমে নিমগ্ন থাকা, আর তৎসঙ্গে জাগতিক মোহ থেকে অনাসক্ত হয়ে যাওয়াই পীর কামেলের প্রধান লক্ষণ। কামেল পীরের দরবারে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিতের কোন ব্যবধান নেই। কেবল আল্লাহকে পাবার বাসনায় যিনি উদ্বুদ্ধ, কেবল তাঁরই কদর আছে পীর কামেলের দরবারে। এমন খোদা প্রেমিক লোকেরাই বুঝতে সক্ষম যে, কামেল পীরের দরবারে বসামাত্র আল্লাহর প্রেমাগ্নিতে হৃদয় জ্বলতে থাকে এবং ধন-সম্পদের মোহ মন থেকে নিরাসক্ত হয়ে যায়।

অথচ এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভণ্ড পীর-ফকীরদের প্রতারণা বুঝতে না পেরে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে প্রতারকদের সেবায় কোন দানবীর হৃদয়বান মুসলমানকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রোগ-শোক, দুঃখ-যাতনায় ভারাক্রান্ত কত শত ক্ষুধার্ত মানব সন্তান নিরাশ্রয়-নিরুপায় হয়ে সমাজে ধুকে ধুকে মরছে, এদের

Scanned by CamScanner

সেবায় কেউ নেই। অথচ এদের সেবা আল্লাহর সেবা বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। ইসলামের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তৃতিকল্পে কত মহামানব কত মহা মনীষী মুসলমানের দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরছেন, অথচ ধনীদের রুদ্ধদ্বার থেকে তারা রিক্ত হস্তে ফিরে আসছেন। এই বিষয়ে আমার যথেষ্ঠ অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, আমি মুসলমানদের বৃহত্তম জাতীয় স্বার্থে কয়েকবার কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েছি বটে, কিন্তু সাড়া দেবার মত হৃদয়বান মুসলমান খুঁজে পেলাম না। আর্থিক ও মানসিক সাহায্য-সহযোগিতা করার মত কোন ঐশ্বর্যবান মুসলমানকে খুঁজে পাইনি। কিন্তু এরাই পীর-বাবাদের দরবারে আরও অধিক ধন সঞ্চয়ের লোভে ভিড় জমাচ্ছে, হাজার হাজার টাকা পীর-বাবাদের সেবায় উৎকৃষ্ট করছে। অথচ ইসলামের প্রকৃত সেবা কি? এবং কি করে খোদাতায়ার প্রেম-প্রীতি লাভ করা যায়? এই সত্যের ধারে কাছেও কোন ধনী মুসলমানকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ আল্লাহর কত ওলী সমাজে আত্মগোপন করে আছেন, তাঁদের খবর কেউ রাখে না। কেবল আবাকাবা পরিহিত শুভ্রশ্মশ্রুধারী ভন্ড পীর বাবাদের পেছন দৌড়িয়ে কিভাবে যে জীবন বরবাদ করছে, এই খবর কি এদের কেউ রাখে?

বাংলাদেশের মুসলমানরা অলৌকিক শক্তি বা কেরামতে এতই আত্মবিশ্বাসী যে, যদি কারো কাছ থেকে কোন রকম কেরামতী দেখতে পায়, তবে তাকে খোদার চেয়েও মহান মনে করে বসে। অথচ কেরামত একটি নগণ্য বিষয়। কেরামত ঋতুস্রাবের রক্তের চেয়েও অপবিত্র। কেননা, কেরামত খাঁটি ওলী-আল্লাহদের জন্য ধ্রুব সত্য, তবু আল্লাহর ওলীগণ কেরামতের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করেন না। কেরামত যথাতথায় প্রকাশ করলে বেলায় তহারা হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। কেরামত প্রদর্শন ওলীর ইচ্ছাধীন নয়; বরং ইহা সম্পূর্ণভাবে খোদাতায়ালার ইচ্ছাধীন এবং তাঁরই ক্ষমতাধীন নয়; বরং ইহা বিশেষ প্রয়োজনবোধে তাঁর কোন ওলী দ্বারা অলৌকিক ক্ষশতা প্রকাশের ইচ্ছা করেন তখন তিনি তা কেবল তাঁরই একক ক্ষমতায় প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। কেরামত একটি নিরর্থক কাজ। যেহেতু আল্লাহর ওলীগণ সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। তাদের মুহূর্তকালের জন্যও অবকাশ নেই আল্লাহর নাম থেকে বিস্মৃত হয়ে কেরামত প্রদর্শনের। আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকার যে স্বাদ, তা থেকে ক্ষণকালের জন্যও আল্লাহর ওলীগণ বিমুখ হতে চান না। আল্লাহ থেকে বিমুখ হওয়াই কেরামতের কাজ। কেরামত বেঙের গোপন মাণিক-সদৃশ। বেঙ যেমন তার মাণিককে গোপন রাখতে সদা সচেষ্ট, তদ্রুপ আল্লাহর ওলীগণও তাঁদের কেরামত গোপন রাখতে সদা সচেষ্ট। তাঁরা আল্লাহর প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লোকসমাজে আত্মমর্যাদা বাড়িয়ে তোলার জন্য কেরামত দেখানোকে হায়েযের রক্তের চেয়েও তুচ্ছ ও নগণ্য বলে ভেবে থাকেন। কেরামত প্রদর্শন ওলী-আল্লাহদের প্রকৃতি নয়, বরং ইহাকে সযতনে গোপন রাখাই তাঁদের ধর্ম। বেঙ যেমন তার মাণিক হারিয়ে ফেললে সে মৃত্যুবরণ করে থাকে, তদ্রুপ ওলী-আল্লাহগণও তাঁদের কেরামত নিরর্থক বিনষ্ট করে ফেললে তাঁরাও তাঁদের

Scanned by CamScanner

রুহানী শক্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে মৃত্যুবরণ করে থাকেন। সুতরাং কেরামত প্রদর্শন কখনো খাঁটি ওলীর প্রতীক নয়, বরং কেরামতকে সযতনে গোপন রাখাই ওলী বা বেলায়ত প্রাপ্ত লোকের নিদর্শন।

আজকাল যা তা লোককে যখন তখন যেসব সস্তাদামের কেরামত প্রদর্শন করতে দেখা যায়, তা আদৌ কেরামত কিনা বিচার্য বিষয়। কেরামত যেমন একটি অলৌকিক ক্ষমতা বা আত্মশক্তির নাম, বাস্তবে তা স্বয়ং আল্লাহ থেকেই আগত; তদ্রুপ মেসমেরিজম এবং ওইলফোর্স ও একটি অলৌকিক এবং শরীয়তবিচ্যুত পরী-ফকীরদের থেকে উদ্ভুত হয়ে থাকে। তা কেবল আল্লাহর ওলীগণই বুঝতে সক্ষম। তা সাধারণ লোকের বোধগম্যতার বাইরে। যাদুমন্ত্র, তাবীয-কবয, তন্তমন্ত্র এবং ওইলফোর্স দ্বারাও কেরামত-সদৃশ অলৌকিক ক্ষমতা উদ্ভব ঘটানো সম্ভব। আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি এবং জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব ঘটানো হয়ে থাকে! আজকাল বহু পীর-ফকীর সূফী সাধনার নামে জিনের দ্বারা আর্থিক স্বার্থোদ্ধার ও ব্যক্তিমর্যাদা লাভ করে চলছে। জনসাধারণ থেকে অগাধ অর্থ-সম্পদ লুটে নিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক এমন পীরও বাংলাদেশে রয়েছে। অথচ ইহা আল্লাহর ওলীদের জীবন চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ পাকের একনিষ্ঠ ওলী হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), হযরত খাজা মঈন-উদ্দীন চিশতী (রঃ), সিলেটের মাটিতে চির শায়িত খোদা তালার মহান ওলী হযরত শাহ জালাল ইয়ামনী (রঃ) প্রমুখ ওলীদের জীবনে খোদা পাকের প্রেম ছাড়া জাগতিক স্বার্থের লেশ মাত্রও দেখা যায় না। জাগতিক স্বার্থ ও মোহ থেকে আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখাই সূফী সাধনার অভীষ্ট লক্ষ্য। যে পীরের মনে জাগতিক স্বার্থোদ্ধার, আত্মমর্যাদা লাভ এবং অর্থ লোভ বিদ্যমান থাকবে, সে কখনো পীর বা আল্লাহর ওলী হতে পারবে না। কারণ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সব কিছু পরিহার ও পরিত্যাগ করাই ওলী বৈশিষ্ট্য। যেমন বলখের বাদশাহ হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাজ্য ও পরিবার পরিজন পরিহার করে বন থেকে কাঠ কেটে এনে জীবন ধারণ করতেন, আর সর্বক্ষণ আল্লাহর আরাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। তিনি কাবাগৃহে অবস্থানকালে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র এসে দেখতে পেলেন যে, তিনি অরণ্য থেকে কাঠ কেটে বয়ে নিয়ে আসছেন। তখন প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র আপন পিতাকে জড়িয়ে ধরলেন। এতে পিতার মনে পুত্রের প্রতি কিছুটা স্নেহের উদ্রেগ হলো। তখন আল্লাহর দরবার থেকে প্রত্যাদেশ এল, হে ইব্রাহীম, তোমার প্রতিজ্ঞা ছিল, তুমি একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবে না। এখন যে পুত্রে প্রতি তোমার হৃদয়ে ভালবাসার সৃষ্টি হয়ে গেল? তখন হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম খোদার দরবারে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন, ওহে প্রভু, তুমি হয় আমাকে, না হয় আমার পুত্রকে মৃত্যু দাও। এই প্রার্থনার সংগে সংগেই ছেলেটি মৃত্যুবরণ করল।

Scanned by CamScanner

পাঠক, ভেবে দেখুন, পীর বা ওলীগণের হৃদয়ে জাগতিক কোন মোহ থাকতে পারে কি না? আল্লাহর ওলীগণের হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম-প্রীতি ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় কোন কামনা-বাসনা অবশিষ্ট থাকতে পারে না; থাকলে সে পীর নয়, সে ভণ্ড। সে পীরের বেশে লোকদেরকে প্রতারণা করে জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করে নিচ্ছে। এরা যদি আকাশ পথে চলে যায়, তবু এরা পীর বা আল্লাহর ওলী নয়, বরং পীরের বেশে শয়তান সেজে লোকদেরকে প্রতারিত করছে এবং লোকদের অর্থ-সম্পদ সবকিছু লুটে পুটে খাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এদের ভণ্ডামী বুঝতে না পেরে এদেকেই কামেল পীর-দরবেশ মনে করে এদের সেবায় অর্থ-সম্পদ এমনকি জীবনের স্বর্বস্ব উজাড় করে দিচ্ছে। ইহকাল ও পরকাল উভয়ই ধ্বংস করে দিচ্ছে।

অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবার জন্য এমন কিছু জাগতিক উপকরণ ও উপাদান রয়েছে যা রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে আশ্চার্য রকমের অলৌকিক ক্ষমতা দেখানো সম্ভব। যেমন উটের চামড়া দিয়ে জুতা তৈরী করে, যাইতুনের তৈল পায়ে মালিশ করে নিয়ে তৎসংগে আরও কিছু উপাদান ও অনুপম মিশিয়ে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে অনায়াসে পানির উপর দিয়ে হেটে পথ চলা যায়, সাগর-নদী অনায়াসে পার হওয়া যায়। তদ্রুপ অমাবস্যার গভীর রাতে একাকী চিতাশালা যেয়ে মানুষের মাথার খুলি সংগ্রহ করে আনতে পারলে এবং তৎসংগে আরও কিছু উপাদান ও অনুপম মিলিয়ে একটি তাবীয তৈরী করে মুখের অভ্যন্তরে ধারণ করতে পারলে তাকে কেউ দেখতে পাবে না। অথচ সে সবাইকে দেখতে পাবে। আর এই কবযটি ললাট দেশে ধারণ করলে অরণ্যের সব হিংস্রপ্রাণী তার অনুগত হয়ে পড়বে। এমনি ধরনের আরও কিছু উপাদান রয়েছে যা দিয়ে তৈল তৈরী করে দেহে মালিশ করতে পারলে সেই দেহধারী ব্যক্তি জ্বলন্ত অনলকুন্ডের উপর দিয়ে হেটে চলে যেতে পারবে, এতে দেহ ও দেহাবরণ বা পরিহিত কাপড়-চোপড় কিছুতেই আগুন স্পর্শও করতে পারবে না। এমনিভাবে জিনদের দ্বারাও আশ্চার্য রকমের কার্য সাধন করার নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। এমনি ধরনের আরও কিছু তাবীয-কবয রয়েছে যা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে, যেমন গভীর ও নির্জন রাতে উলঙ্গ অবস্থায় সাগর তীরে অথবা অনলকুণ্ডের পাশে বসে গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি অনুযায়ী তাবীয-কবয তৈরী করতে পারলে ঐসব তাবীয-কবয দ্বারা আশ্চার্য রকেমর অলৌকিক ক্ষমতা দেখানো সম্ভব। কারণ সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন রকম গুণ ও প্রক্রিয়া বর্তমান রয়েছে, যার সঠিক প্রয়োগ দ্বারা অথবা রসায়নশাস্ত্রের ন্যায় বিমিশ্রণ প্রক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন রকমের আত্মশক্তির বিকাশ সম্ভব।

অতি প্রাচীনকালে চীনদেশীয় বহু আল-কেমিতিবিদ লিয়েনতান্ছিলেন। যেমন 'সুমপো' নামক জনৈক লিয়েনতান বা আল কেমিতিবিদ হামের রাজত্বকালে হোতুং জেলা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'তাও' ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

Scanned by CamScanner

তিনি এমনই আত্মিক ক্ষমতা লাভ করেছিলেন যে, তিনি কেবল তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারাই ঘাস ও তরুলতায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারতেন। পরিহিত কাপড় চোপড় নিয়েই তিনি পানিতে ডুব দিতেন, অথচ তার পরিহিত কাপড় চোপড় কিছুই ভিজতো না। তিনি যে কোন ধরনের রোগীর দিকে তাকিয়ে যদি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতেন 'সম্পূর্ণ হও' অর্থাৎ সুস্থ হয়ে যাও, তখনই রোগী সুস্থ হয়ে যেতো। তিনি পাহাড়-পর্বত বা পাথরের তৈরী প্রাচীর পাত্রের ভেতর দিয়ে আসা যাওয়া করতে পারতেন। পরিশেষে তিনি লিন-লু-শান নামক পর্বত গাত্রে একজন সিনেন হিসেবে অদৃশ হয়ে যান।'

অনুরুপ 'লাওসু' নামক জনৈক ব্যক্তি (খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০/৬০০ বছরের একজন চীনদেশীয় লোক) ছিলেন। তাঁর ধর্মামতবাদের নাম ছিল 'তাও'। তিনি বহু রকম অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন দেখাতে পারতেন। এছাড়াও সেকালের চীনাদেশীয় জনৈক 'সু-উ-চি' এবং 'সিনেন-জু-কাও' নামক ব্যক্তিদ্বয়কে অমর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেহেতু তাঁরা মানুষকে অমরত্ব দান করতে পারতেন। যেমন 'আন-চি-শোং' নামক জনৈক চীনা ব্যক্তির আয়ুষ্কাল ছিল এক হাজার বৎসর।'

সুতরাং এসব অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বস্তুকেন্দ্রিক তথা রাসয়নিক প্রক্রিয়ার ফল। তা কখনও আল্লাহপ্রদত্ত কেরামত বা অলৌকিক ক্ষমতার প্রতীক নয়, এসব বিভিন্ন ধরনের সাধনা ও দ্রব্যগুণের ফল; অথচ আল্লাহর ওলী ও সূফী-দরবেশদের থেকে যেসব অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটতে দেখা যায়, তা স্বয়ং খোদা তায়ালারই ইচ্ছাশক্তির বহিপ্রকাশ। স্বয়ং খোদা তায়ালা থেকে তা উদ্ভুত হয়ে তাঁর ওলীদের মাধ্যমে বিশ্বজগতে প্রকাশ পেয়ে থাকে। ইহা ওলী-দরবেশদের কোন একক ক্ষমতার ফল নয়।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি আরও জানতে পারছি যে, যেসব বসন্ত রোগীর চোখে গুটী উঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মাত্র, এমন রোগীর গুটীকে জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক তাঁর মন্ত্র বলে অন্যত্র সরিয়ে নিতে সক্ষম। অথচ এই তদবীরটি যদি কোন মুসলমান পীর-ফকীরের দ্বারা সাধিত হয়, তবে ঐ পীর-ফকীরের শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ কথাটি এমনভাবে রটিয়ে দেবে যে, মৃত ব্যক্তিকে পীর সাহে বাঁচিয়ে তুলেছেন।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে আরেকটি ঘটনা বলছি ঃ আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন এক পীরবাবার দরবারে। সেখানে গিয়ে দেখলাম, বাংলাদেশ বেতারের বহু শিল্পী, ব্যবসায়ী, সামরিক অফিসার এবং আরও বহু শ্রেণীর লোকজন পীরবাবার দরবারে ভিড় জমিয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে আমার এক সুপরিচিত মাওলানা সাহেবকেও দেখতে পেলাম। আমি মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি যে এখানে? তিনি উত্তর দিলেন, অমুক শিল্পপতি মেয়েটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, তাছাড়া আব্বাকেও নিয়ে এসেছি, আব্বার একটা পা অবশ হয়ে গেছে। ভাবছি পীর বাবার অসিলায় কিছু হয় কিনা?

Scanned by CamScanner

আমি বেশ কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করছিলাম। বহু লোকজন বহু রকমের মকসুদ নিয়ে পীর বাবার দরবারে আসা-যাওয়া করতেন। পীর বাবা বহু কক্ষ-বিশিষ্ট একটি বিরাট প্রাসাদে বাস করতেন। এক কক্ষে পুরুষ লোক এবং অপর কক্ষে মহিলারা ভিড় জমিয়ে আছেন। পীর বাবা মহিলাদের কক্ষ ছেড়ে পুরুষদের কক্ষে আসবেন, এই প্রতীক্ষায় বহু পুরুষ বসে আছেন। এসময় একজন পুরুষলোক বলে উঠলেন, আর কতক্ষণ বসে থাকব, চলে যাই। অমনি পীর বাবার একজন খাদেম বলে উঠলেন ঃ 'আজ কয়েক বছর ধরে বাবার দরবারে বইতে বইতে গোয়ার ছাল উইঠা গেছে। আর আপনারা আইয়াই চান বাবার কাছ থেকে কিছু নিয়া যাইবার? এত সোজানা বাবার কাছ থেকে কিছু নিয়া যাইবার।" আমি এথেকে সহজেই বুঝতে পারলাম, এই ব্যক্তি একজন পাকা দালাল। বাবার কাছ থেকে কিছুটা ভাগ পেয়ে থাকে অবশ্যই।

যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, তখন বাবার ভক্তবৃন্দ বলে উঠল, এখন বাবা অগ্রিম কথা বলতে থাকবেন, যার যার উদ্দেশ্যের কথা এখন শুনতে পাবেন। বাবাকে তখন মুচ্ছা যাওয়া অবস্থায় আছেন। তিনি যেন মাটিতে ঢলে পড়ে যাচ্ছেন। ভক্তবৃন্দ তাকে ধরে রাখছেন। আর বলতে লাগলেন, বাবার পা দুটো শক্ত করে চেপে ধরুন। এখন বাবার কাছে খবর আসতে থাকবে। তখনই মাওলানা সাহেব বাবার একটি পা খুব শক্ত করে চেপে ধরলেন। পীর বাবা তখন গ্যান গ্যান করে কি যেন বলতে শুরু করলেন। আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ভক্তরা তখন বলতে লাগলেন ঃ মাওলানা সাহেব, বাবার পা দুইটি খুব শক্তভাবে চেপে ধরুন। বাবা এখন আপনার মকসূদ হাসিলের পথ বাতলে দেবেন। মাওলানা সাহেব তখন খুব জোরে জোরে বাবার পা দুইটি চাপতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ পর বাবার জ্ঞান যেন কিছুটা ফিরে আসল। চাপা স্বরে পীর বাবা বলতে শুরু করলেন ঃ 'মকসূদ হাসিল হবে। তুই আমারে কিছু কইমাছ খাওয়া। তর দেশে বহুকই মাছ আছে।' ভক্তরা তখন বলে উঠলেন, দেখছেন মাওলানা সাব, আপনার দেশে যে কইমাছ আছে, তা-ও এখন বাবা দেখতে পাইলেন। কইমাছ আপনার দেশের বাড়ীতে আছে না? মাওলানা সাহেব খানিকটা আমতা আমতা করে বললেন, কইমাছ তো দেশের বাড়ীতে আছেই। মাওলানা সাহেবের বাড়ী ছিল ডেমরা থানার পূর্বঅঞ্চলে। পীর বাবা তো এ সংবাদ আগে থেকেই তাঁর ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়েছেন যে, ডেমরা অঞ্চলের খাল-বিলে প্রচুর কইমাছ পাওয়া যায়। অথচ ভক্তবৃন্দ বুঝাতে চাইলেন, পীর বাবা কেমন করে কইমাছের গায়েবী খবর বলে দিলেন! বাবা যে কত কামেল ব্যক্তি, কথাটা ভক্তরা প্রচার করতে লাগলো।

মাওলানা সাহেব কইমাছ কিনে নিয়ে এলেন বাবার জন্য। বাবা তো কইমাছ দেখে কতই না খুশী! বাবা বলে উঠলেন, মাছগুলো জিয়ে রাখ, দেশের বাড়ীতে নিয়ে যাব। মাওলানা সাহেব তাঁর আব্বাজানের পা সুস্থ হয়ে যাবার আশায় পীর বাবাকে দেশের বাড়ী থেকে বহু জাতের পাখি ও হাঁস মোরগের গোশত পাকিয়ে

Scanned by CamScanner

এনে খাইয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মাওলানা সাহেবের সব আশা ভরসাই গোল্লায় গেল। মাওলানা সাহে শিল্পপতির কন্যাও বিয়ে করতে পারলেন না এবং আব্বাজানকেও সুস্থ করে তুলতে পারলেন না।

পীর বাবা রাতে মহিলাদের কক্ষে শয়ন করতেন। রাতে মহিলাদের কক্ষ থেকে নারী কণ্ঠের কাতরানি শোনা যেত। এক ভক্ত একদিন একজন যুবতীকে দেখিয়ে আমাদেরকে বলল, চেয়ে দেখুন, এই যুবতীটির কোমর বেঁকে গিয়েছিলো, পীর বাবার সাথে রাত যাপনের ফলে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। বহু যুবতী মেয়ে রাতে পীর বাবার কক্ষে শয়ন করতো। পীর বাবা রাতে তাদেরকে নিয়ে কি যে করতেন, তা জানা যায়নি। তবে ঘনিষ্ঠ মহলের একজন আমাকে একদিন বললো, ক্লোরম-ফর্ম জাতীয় দ্রাব্যদি সেন্টের সাথে মিশিয়ে নিয়ে তদ্বারা মেয়েদেরকে বেহুশ ও জ্ঞানহারা করে ফেলে। এমনি ধরনের একটি যুবতী মেয়ে হঠাৎ করে তার জ্ঞান ফিরে পাবার পর সে যা দেখতে পেল তা এখানে বলা সমীচীন নয় ভেবে পরিহার করলাম।

পীর বাবার দরবারে বহু কুমারী মেয়ে ভিড় জমিয়ে রাখতো। যাতে করে বাবার সৌজন্যে তাড়াতাড়ি তাদের বিয়ে শাদী হয়ে যায় এবং বিভিন্ন সমস্যাদি দূরিভূত হয় প্রভৃতি মকসূদ নিয়েই তারা সেখানে সমবেত হতো।

এক ব্যক্তি পীর বাবাকে দুইশত প্যাকেট গোল্ডেন সিগারেট কিনে দিলেন। আমি তাঁর এই ভক্তির কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি আমাকে জানালেন, "আমার স্ত্রী সর্বক্ষণই বাবার খেদমতে হাজির থাকেন। একদিন আমার স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার দরবারে যাত্রা করছেন। কিন্তু ঐ সময় বাবা তাঁর দরবারে উপস্থিত ছিলেন না। এ সময় পীর-বাবা অদৃশ্য থেকে আমার স্ত্রীকে ডেকে বললেন, তুমি এখন যেওনা আমি এখন দরবারে হাজির নেই। এছাড়াও পীর বাবার সৌজণ্যে আমি ব্যবসায় অনেক লাভ করেছি। তাইতো সিগারেটগুলো বাবাকে কিনে দিলাম।"

বৈষ্ণব এবং বাউলদের মধ্যে যে ধরনের রমণক্রিয়া প্রচলিত আছে, তেমন মুসলমান ভণ্ড পীর-ফকীরদের দরবারেও তা আছে। এ ধরনের পীর-ফকীরদের দরবারে মুসলিম নরনারীদের ভিড় জমে আছে এবং এদেরকেই মুসলমানেরা কামেল বলে ভাবছে। এদের সেবায় নিজেদের সবকিছু উজাড় করে দিচ্ছে। অথচ পাশব প্রবৃত্তির তাড়নায় যারা তাড়িত, তারা কি করে আল্লাহর ওলী হতে পারে? পাশব প্রবৃত্তির বিলোপ সাধনই সূফী সাধনার পূর্বশর্ত। তবু মুসলমানেরা ভণ্ড পীর-ফকীরদের পাছ ছাড়ছে না। যাদে হৃদয় থেকে বের করে দেবার নামই ফকীরী বা দরবেশী।

বহু ঘটনা আমার জীবনে জানা আছে। তা কি সব বলা যায়? কিন্তু এইরূপ ভণ্ড পীর-ফকীরেরাই আজ বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। সাধারণ মানুষ এই ভণ্ডদের ভণ্ডামী বুঝতে না পেরে ভণ্ডদেরকেই কামেল পীর-দরবেশ মনে করে

Scanned by CamScanner

তাদের সেবায় জীবনের সব কিছুই উড়াড় করে দিচ্ছে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারছি এবং আমি নিজে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে দেখেছি যে, কোন কোন গাছের ফল-মূল, লতা-পাতা, বীজ এবং ঔষদাদি এমনও রয়েছে, যা বটিকা পরিমাণ খেয়ে নিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না। এমনকি তিনমাস অবদি বিনা আহারেই থাকা যায়। ভণ্ডপীর-ফকীরেরা এই জাতীয় কিছু উপায় অবলম্বন করে বিনা আহারে বেশ দিন কাটিয়ে দিতে পারে। এতে জনসাধারণ বিশ্বাসী হয়ে পড়ে যে, যিনি বিনা আহারে থাকতে পারেন, তিনি কত বড় দরবেশ! তখন তার কাছে লোকের ভিড় জমে উঠে।

আমার নিজে অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ-ও জানতে সক্ষম হয়েছি যে, কেউ যদি তার হৃদয় থেকে কোন আক্ষেপজনক বাক্য উচ্চারণ করে, অথবা কোন বস্তুর প্রতি যদি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে সেই আক্ষেপজনিত বাক্য এবং কোন দৃষ্টির প্রতিক্রিয়া শক্তি এমনই আশ্চার্য জনকভাবে ঘটে থাকে যে, এর কুফল সংগে সংগেই অনুভব করা যায়। যেমন কেউ যদি কোন ফলবান বৃক্ষে অথবা দুগ্ধবতী গাভীর স্তনের প্রতি তাকিয়ে হৃদয় থেকে বলে উঠে যে, "আহা কত বড় ফল, কত অসংখ্য ফল, কীযে সুস্বাদু ফল, অথবা গাভীটির কত বড় স্তন, কত বড় বান এবং গাভীটি কতযে দুধ দেয়! এ জাতীয় আক্ষেপজনিত বাক্য ও দৃষ্টিশক্তির প্রতিক্রিয়া স্বরুপ দেখা যায় যে ফলবান বৃক্ষটি মরে গেছে, অথবা ফল ঝড়ে পড়ছে বা ফলে পোকা ধরে গেছে, ফলের সংখ্যা কমে গেছে, ফলের স্বাদ বিনষ্ট হয়ে পড়েছে এবং গাভীটির স্তন, বা বান ফেটে গেছে, ফলের স্বাদ বিনষ্ট হয়ে পড়েছে এবং গাভীটির স্তন, বা বান ফেটে গেছে, দুধের পরিমাণও কমে গেছে। সুতরাং ইহা কোন কেরামতী বা অলৌকিক ক্ষমতার ফল নয়, বরং ইহা ওইলফোর্স বা মনের খেদ বা আক্ষেপজনিত বাক্যেরই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বাংলার মুসলমানরা যদি কারো কাছ তেকে এই জাতীয় কোনরূপ শক্তির উদ্ভব ঘটতে দেখে, তবে আর রক্ষা নেই, ঐ ব্যক্তির প্রসাব-পায়খানা, থুথু পর্যন্ত খেয়ে ফেলে এবং তা দিয়ে গলায় তাবীয করে নেয়। যেমন, কোন এক পীর সাহেব থুথু ফেলতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যরা সেই থুথু খেয়ে ফেলতো, আর বলতো, কতই না সুগন্ধ ও সুস্বাদু এই থুথু! অথচ সেই ভণ্ড পীর তার মুখে এমনই এক পদার্থ রেখে দিতো, যা থেকে তার থুথুতে সুবাস ও সুস্বাদ বিমিশ্রিত হয়ে থাকতো।

জিনের সাথেও আমার কথাবার্তা হয়েছে। জিন দ্বারাও যে কত কিছু করানো যায়, কত কিছু অবত হওয়া যায়, তা-ও আমার জানা আছে। পাঠক, জেনে রাখুন এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহর ওলীদের নিকট কেরামত বা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ খুবই ঘৃণ্য ও নগণ্য বিষয়। কেননা, তাঁরা আল্লাহর ধ্যান-ধারণায় ও তাঁর প্রেমে সর্বক্ষণ মত্ত থাকেন। তাঁদের মুহূর্তকালের জন্যও সময় নেই যে, তাঁরা আল্লাহর প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাবেন। অথচ কেরামত ওলীদের জন্য ধ্রুব সত্য এবং তা বেঙের মাণিক

Scanned by CamScanner

সদৃশ্য। বেঙ যেমন তার প্রয়োজনবোধে মাণিকটি বের করে নিয়ে আঁধারে আহার যোগায় এবং মাণিকটা হাত ছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে সে তার মাণিকটির উপর সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি ফেলে রাখে। হাত ছাড়া হচ্ছে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্রই বেঙ তার মাণিকটা গলধকরণ করে ফেলে। তদ্রুপ আল্লাহর ওলীগণও তাঁদের কেরামত শক্তিকে সর্বক্ষণ সযতনে সংরক্ষণ করে থাকেন। কেরামত প্রদর্শনক তাঁরা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। কেননা, কেরামত প্রদর্শন দ্বারা বেলায়েত-হারা হয়ে যাবার ভয় আছে সর্বক্ষণ।

প্রকৃত সূফী বা পীর-দরবেশগণ কখনো জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের প্রত্যাশায় এবং আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার মোহে আল্লাহর আরাধনা করেন না। এমনকি তাঁদের আরাধনা-উপাসনার উদ্দেশ্য বেহশত লাভের লোভও নয় এবং দোযখের ভয়-ভীতিও নয়। বরং মাশুকের সহিত মিলন কামনাই প্রকৃত পীর-দরবেশদের আরাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। দীদারে ইলাহী বা খোদাপাকের সুদর্শন লাভ করাই তাঁদের একমাত্র কাম্য। যেমন একনিষ্ঠ তাপসী রাবেয়া বসরী বলতেন ঃ "চাইনা বেহেশত, চাইনা দোযখ, চাই যে কেবল তোমাকে। যদি বেহেশতের লোভে এবং দোযখের ভয়ে তোমার ইবাদত করে থাকি, তবে যেন জাহান্নামের জ্বলন্ত অনলই আমার ভাগ্যে নির্ধারিত হয়।" ফেরেশতারা যখন কবরে তাঁকে জিজ্ঞেসবাদ করতে এসে ছিলেন, তখন তিনি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, "তোমাদের আল্লাহকে যেয়ে বল, আমি কি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে চেয়েছিলাম? তা না হলে আমাকে জিজ্ঞেসাবাদের প্রয়োজন হয়েছে কেন?

মানসুর হাল্লাযকে যখন 'আনাল হক' বলার অপরাধে ফাঁসি কাষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি আনন্দের আতিশয্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন এবং হর্ষোৎফুল্লাচিত্তে ও আনন্দমুখর দৃষ্টিতে লাফিয়ে লাফিয়ে ফাঁসির কাষ্ঠের দিকে এগোতে ছিলেন। তখন তাঁর শিষ্য ও ভক্তজনেরা জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ হযরত, এখন আপনার সুনিশ্চিত মরণ জেনেও যে আপনি আনন্দ করছেন এর কারণ কি? মানসুর হাল্লায তখন হাস্যবদনে কয়েক চরণ কবিতার ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন যে, আমি যাঁর বিরহ ব্যথায় সারাজীবন এত দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তাঁর সংগে এখনই যে আমার মধুর মিলন ঘটতে যাচ্ছে, আমার জন্য এর চেয়ে অধিক আনন্দ আর কি হতে পারে? এই মৃত্যুই ছিল আমার মিলন পথে বাধার কারণ। এই মৃত্যুর পরেই মাশুকের সাথে আমার মিলন ঘটবে। এই মৃত্যু আমার জন্য অতি আনন্দদায়ক!

এই তো হলো প্রকৃত খোদা প্রেমিক সূফী-দরবেশদের অবস্থা। অথচ বর্তমান যুগের ভণ্ড পীর-ফকীরদের কী যে অবস্থা চলছে, তা একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে· নকল আর আসলের ব্যবধান। এইসব ভণ্ডরা প্রকৃত পীর-দরবেশদের বেশ ভূষা ও কথাবার্তার অভিনয় করে কেবল জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও মান-সম্মান লাভ করে চলছে। মরমীবাদের ভাবুকরা যেমন ভাবনার

Scanned by CamScanner

অতল সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে নিজেদের জীবনকে করে তুলেছে বিপন্ন এবং পরিশেষে তারা দেখতে পাবে তাদের জীবন বিপদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। অথচ ইসলামের প্রকৃত পীর-ফকীর ও সূফী-দরবেশদের জীবন হবে সার্থক ও অর্থবহ। কেননা সৃষ্টি জগতের অনন্তক ভাবনা থেকে ইসলামের সূফীবাদ মানুষকে দেয় মুক্তির সন্ধান নাজাতের উপায়। মানুষকে পৌঁছে দেয় তার মকসূদে মঞ্জিলে দীদারের ইলাহিয়াতে। ইসলামের প্রকৃত পীর-দরবেশগণ মানুষের জীবনকে করে তুলছে সার্থক এবং মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যও তাই। অথচ মরমীবাদের ভাবুকরা তাদের অমূল্য জীবনকে নিষ্ফলতায় হারিয়ে দিয়েছে। আর ইসলামের প্রকৃত পীর-ফকীর ও সূফী-সাধকগণ তাঁদের জীবনকে গড়ে তুলেন সফলতার ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ করে। জীবন তাঁদেরই সার্থক যাঁরা আল্লাহর সুদর্শন লাভে নিজেদেরকে ধন্য করে নিয়েছেন। এমন সার্থক পীর-ফকীর ও সূফী দরবেশদেরকে ধন্য করে নিয়েছেন। এমন সার্থক পীর-ফকীর ও সূফী দরবেশদের অন্তরে অবতীর্ণ হয় ইসলাম বা আল্লাহ পাকের প্রত্যাদেশ বাণী। আর ভণ্ড পীর-ফকীর ও ভাবুকদের অন্তরে সৃষ্টি হয় শয়তান থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং পথভ্রষ্টতা। প্রকৃত পীর-ফকীর ও সূফী-দরবেশদের থেকে বিকশিত হয় কেরামত বা অলৌকিক ক্ষমতা। আর ভণ্ড পীর-ফকীর ও ভাবুকদের থেকে বিকশিত হয় ওইলফোর্স বা ভণ্ডামীর ফল। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পৃথিকীরণ ক্ষমতা সাধারণ মানুষদের নেই একমাত্র আল্লাহর ওলীগণ ছাড়া। কেরামত ওলীদের জন্য, আর মুজেযাহ নবীদের জন্য অনিবার্য। কেরামত ও মুজেযাহর পরিপন্থী আরও দুইটি শক্তি রয়েছে। একটি যাদু-মন্ত্র এবং অন্যটি শরীয়ত বিরোধী তাবীয-কবয ও জিন সাধনার ফল। তদানীন্তন ভারত বিখ্যাত সূফী ও প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) এর জীবদ্দশায় উত্তর ভারতের থানেভবন এলাকায় একব্যক্তি অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে বহু লোককে তার ভক্ত বানাতে লাগল। তার অলৌকিক শক্তির কাছে বহু আলেম পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে লাগলেন। সে যে কোন বস্তুকে শূন্যের উপর ভাসিয়ে রাখতে পারত। এইরূপ বহু অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে সে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করতে লাগল।

পরিশেষে মাওলানা থানবী (রঃ) মদ্রাসার দুইজন ছাত্রকে এই বলে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন যে, তাঁদের একজন যেয়ে তাকে বলবে যে, আপনি অমুক অমুক কেরামত দেখান তো? যখন সে কেরামত দেখাবার ইচ্ছায় ধ্যানমগ্ন হবে, অমনি অপর ছাত্রটি পবিত্র কুরআনের অমুক আয়াতটি মনে মনে পাঠ করতে থাকবে। নির্দেশমত ছাত্র দুইজন যেয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়ে একজন তাকে বললেন, আপনি অমুক অমুক কেরামত দেখান তো? লোকটি যেই ধ্যানমগ্ন হলো, অমনি অপর ছাত্রটি মনে মনে ঐ আয়াত খানা পাঠ করতে লাগলেন। লোকটি যতই আপ্রাণ চেষ্টা করছে না কেন, কিন্তু কিছুতেই সে অলৌকিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারছে না। পরিশেষে সে ভণ্ড বলে প্রমাণিত হলো। কেননা ওটা ছিল তার উইলফোর্স।

Scanned by CamScanner

পাঠক, আমাদের বাংলাদেশে যদি এই ঘটনাটি ঘটতো, তাহলে ঐ ব্যক্তি সারা বাংলাদেশের মুসলমানকে তার শিষ্য বানিয়ে নিতে পারতো। সুতরাং কারো কাছ থেকে কোন রকম কেরামত প্রকাশ পায় কিনা, সেটা দেখার নয়; বরং লোকটি সূফী চরিত্রের কিনা, সেটাই দেখার বিষয়। সূফী চরিত্র বললে বুঝতে হবে যে, লোকটির কুরআন, হাদীস ও ফেকাশাস্ত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে কিনা, শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী কিনা, নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তিনি খেলাফত-প্রাপ্ত কিনা, জাগতিক ধন-সম্পদ ও মান সম্মান লাভের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত কিনা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ন্যায় অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত কিনা, দারিদ্রের প্রতি অনুরাগী কিনা, রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট ও উপবাসে ধৈর্যশীল কিনা, গায়ে খেটে খেতে ভালবাসেন কিনা, আরাম প্রিয়তায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন কিনা, তাঁর সান্নিধ্যে না তাকাকালীন সময় অন্তরে ঐশী প্রেমের উদ্বেগ হয় কিনা প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি টিকলে তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করা যায়। বাইয়াত গ্রহণের পর তাকে ধূর্ত বলে প্রমাণিত হলে তার সংশ্রব পরিহার করা অপরিহার্য কর্তব্য।

বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্য জাগতিক ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান লাভ নয়, বরং নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের অনুপ্রাণিত হওয়াই বাইয়াত হওয়ার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য লাভে যেভাবে সফল হওয়া যায়, ঠিক সেইভাবেই পীরে কামেলের নির্দেশমত আমল করা। কেননা, আমল ছাড়া মকসূদের মঞ্জিলে পৌছা সম্ভব নয় কখনো।

তকরীকতের দৃষ্টিতে ইবাদত বন্দেগী

তরীকতের দৃষ্টিতে ইবাদত বন্দেগীর প্রকৃত অর্থ-হলো, মানব সৃষ্টির একমাত্র পরম কাম্য মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি সাধন, তাঁর দর্শন লাখ একং তাঁর সাথে মিলনের বাসনা ছাড়া তরীকত পন্থী ওলীদের জীবনে ইবাদত বন্দেগী করার পেছনে আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নিহিত নেই। কেবল তিনিই জীবনের একমাত্র কাম্য। খোদা প্রেমিক আবেদগণ তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্যই মাবুদের জন্যই তাঁরা দাসত্ব করেন। কেননা, মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যই মহান স্রষ্টার দাসত্ব করা। এই লক্ষ্যেই মানব জাতির আবির্ভাব ঘটেছে। আল্লাহর দাসদের জন্য আল্লাহর দাসত্বে রয়েছে এমনই অনন্ত প্রেমের সম্পর্ক, যেখানে আশেকগণ তাঁদের মাশুক বিনে বাঁচতে পারেন না। আশেক-মাশুকের মিলনের মাধ্যম প্রেমিক বাধ্য। তাই ইবাদত বন্দেগী ছাড়া আশেক বাঁচতে পারেন না; তজ্জন্য প্রেমিক বাধ্য হয়েই প্রেমাস্পদের স্বরণে (যিকরে) সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকেন। এইরূপ নির্ভেজাল নির্মল নিষ্কলুষ ইবাদতে মশগুল থাকার নামই খাঁটি ইবাদত। আশেক মাশূক উভয়েরই কাম্য প্রেম বিমিশ্রিত ইবাদত। প্রেমহীন ইবাদত উদ্দেশ্যহীন জীবন সদৃশ। যে জীবন উদ্দেশ্যহীন, সে জীবন নিষ্ফল-নিরর্থক। যে জীবন আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ, সে জীবন সার্থক–ফলে ফুলে সুশোভিত।

Scanned by CamScanner

তরীকতের দৃষ্টিতে নামায

আল্লাহর প্রেমে নিবিষ্টমনের অভীষ্ট লক্ষ্যই নামায। নিবিষ্ট মনের ধ্যান-ধারণাই প্রকৃত নামায। যেই নামাযে নিষ্ঠা ও নিবিষ্ঠতা নেই, সেই নামাযই নামাযীর মুখে নিক্ষিপ্ত হবে। এমন নামাযীই ওয়ায়েল নামক দোযখে প্রবিষ্ট হবে বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। এমন নামাযই আকাশে ও পৃথিবীর মাঝপথে ঝুলতে থাকবে। উদ্দেশ্যহীন নামাযীর জন্য রয়েছে ধ্বংশের খবর পবিত্র কুরআনে। সুতরাং আন্তরিকতার নামই প্রকৃত নামায। যেখানে কোন আন্তরিকতা নেই, সেখানে কোন নামায নেই। কেননা, আন্তরিকভাবে যদি নামায সম্পন্ন করা না যায়, তবে অঙ্গ-প্রতঙ্গাদির নামায বিনষ্ট হয়ে যাবার ধ্রুব সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন : لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ

"আন্তরিকতাহীন নামায–নামায নয়।" অর্থাৎ নিষ্ঠা ও নিবিষ্টতাহীন নামায, নামাযই নয়। যেই নামাযে আন্তরিকতা নেই, যেই নামাযে হৃদয়ের উপস্থিতি নেই, সেই নামাযে কখনও পরিপূর্ণতা লাভ হয় না। প্রার্থনার স্থূল প্রত্যাঙগদি দ্বারা সুসম্পন্ন নামায অবশ্যই বিনষ্ট হয়ে যায়। অনাবিল হৃদয়ের নামাযই একমাত্র নামায। সনিষ্ঠতাই নামায গৃহীত হবার পূর্বশর্ত। হৃদয় থেকে যা করা হয়, তা-ই গ্রহণযোগ্য হয়। যেখানে আন্তরিকতা নেই, সেখানে কিছুই নেই।

এই অর্থেই রাসুল খোদা (সাঃ) বলেছেন : "মানবদেহে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, তা যদি সুস্থ থাকে, তবে সারা দেহই সুস্থ থাকে; আর তা যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সারা দেহই বিনষ্ট হয়ে যায়। তাহল (কলব) হৃদয় বা অন্তকরণ।"। নামাযে ৪টি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে; যেমন (১) আল্লাহ পাকের গুণকীর্তন ও তাঁর প্রশংসায় নিমগ্ন হওয়া। (২) আল্লাহ পাকের দরবারে আন্তরিকভাবে কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং অনুনয় ও বিনয়ের সঙ্গে মনের আবেগ প্রকাশ করা। (৩) অন্তরে প্রেমময় আল্লাহর প্রেমাগ্নি সৃষ্টি করা এবং (৪) আল্লাহর মিলন কামনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহর প্রেমাগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে নিজেকে আত্মহুতি দেওয়ার নামই প্রকৃত নামায।

এই অর্থেই মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনের সূরায়ে ত্বহার নির্দেশ করেছেন : وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ "আমার স্বরণার্থেই নামাযকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।" অর্থাৎ নামাযের মাধ্যমে হৃদয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি কর যেন সর্বক্ষণ ও সর্বমুহূর্তে আল্লাহ পাকের নাম হৃদয়ে জাগ্রত থাকে। তাফসীরে ইবনুল আরাবীতে বলা হয়েছে যে, অন্তরে আল্লাহর প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার নামই প্রকৃত সালাত বা নামায। কেননা 'সালাত' শব্দটি 'সালয়ুন' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ হলো, চাপা অগ্নি পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করা। খোদা প্রেমিকের অন্তরে সুপ্ত প্রেমাগ্নি পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করে এই প্রেমাগ্নিতে মনে কলুষতা পুড়ে ছাই করে ফেলা এবং

Scanned by CamScanner

আল্লাহ পাকের স্বরণে তাঁরই প্রেমাগ্নিতে নিজেকে আত্মহুতি দেবার নামই সত্যিকার নামায। এই জন্যই আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলেছেন ঃ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

"তোমরা নামাযসমূহকে সংরক্ষণ কর এবং বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাযকে বুঝিয়েছেন, তথাপি এর প্রকৃত অর্থ হলো, শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যবর্তী অবস্থায় সংমিশ্রণে যে নামায সুসম্পন্ন করা হয়, তাকেই মধ্যবর্তী নামায বলা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে নামায দৈনিক পাঁচবার আর তা সমাধা করার স্থান মসজিদ। কিন্তু তরীকতের দৃষ্টিতে নামায সর্বক্ষণের জন্যই আছে এবং সারাজীবন ব্যাপী থাকবে। আর তা সমাধা করার স্থান মসজিদ নামজ কালবে। এইরুপ কালব (আত্মা) মৃত্যু ও নিদ্রা থেকে মুক্ত। এই অর্থেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"নামায খোদ-বিশ্বাসীদের জন্য মেরায-স্বরুপ" অর্থাৎ খোদা পাকের সংগে সাক্ষাৎ লাভের উপায় নামায। এই কারণেই খোদা প্রেমিক সুফিগণ বলে থাকেনঃ "একটি শ্বাস পরিমাণ সময়ও খোদা থেকে ভুলে থাকা কাফের হয়ে যাওয়ার সমতুল্য।" এখানে কাফের হয়ে যাওয়ার অর্থ শরীয়ত ঘোষিত কাফের নয় বরং আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে পড়া।

তরীকতের দৃষ্টিতে রূযাহ

রুযাহ (روضا) শব্দটি 'রামযুন' (رمض) শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যার অর্থ পাপ বিদগ্ধ অবস্থা। শরীয়তের দৃযষ্টিতে রুযা হচ্ছে পানাহার ও যৌনসম্ভোগ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিরত থাকা। আর তরীকতের দৃষ্টিতে রুযাহ হচ্ছে, চক্ষু, কর্ণ, মুখ, হাত, পা এবং মনকে সংযত রাখা। অর্থাৎ আল্লাহপাকে অসন্তুষ্টি জনক ক্রিয়াকলাপ তথা অবৈধ দর্শন, শ্রবণ, কথন, হাত পায়ের অবৈধ ক্রিয়াদি এবং মনের কুচিন্তা, কুভাবনা থেকে বিরত থাকা; প্রভৃতি বিষয়ে আত্মসংযম থাকার নামই প্রকৃত রুযাহ। আল্লাহর ওলীগণ নিজেদের প্রবৃত্তিকেও রুযাদার বানিয়ে ছাড়েন এবং রুযাহর মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রেম অনুভব করে থাকেন। অথচ হাদীস শরীফে আছে ঃ

رب صائم ليس له من غيامه الا بجوع وعطش -

"এমন বহু রোজাদার আছে, যাদের ক্ষুধা-পিপাসার দুঃখ-কষ্ট ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।"

নিয়ত ও আমল অনুযায়ী রোজা তিন প্রকার ঃ যথা–(১) রোজয়ে আম সর্বসাধারণের আনুষ্ঠানিক রুযাহ। (২) রোজায়ে তরীকত, বিশেষ ব্যক্তবর্গের রোজা এবং (৩) রোজায়ে হাকীকত। গায়রুল্লাহর মহব্বত থেকে মনকে মুক্ত

Scanned by CamScanner

রেখে খোদা তায়ালার দর্শন লাভের দৃঢ় আশায় সর্বইন্দ্রিয়ের উপবাসই রোজায়ে হাকীকত। জীবনব্যপী আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন এবং প্রবৃত্তির কামনা থেকে বিরত থাকার নামই তরীকতের রুযাহ। যেমন রাসূল খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ الْإِفْطَارِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ -

"রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রয়েছে; একটি ইফতারের সময় অপরটি ঈদের চাদ দেখার সময়।" কিন্তু তরীকত-পন্থীদের মতে, প্রথম আনন্দ হচ্ছে বেহেশতে প্রবেশ করে সেখানকার যাবতীয় সুখ উপভোগ করা এবং দ্বিতীয় আনন্দটি হচ্ছে, খোদার দর্শন লাভ করা। আল্লাহর পরম প্রেমের বিরহ-অগ্নিতে হৃদয়ের সকল জাগতিক কামনা বাসনা দগ্ধিভুত করার নামই প্রকৃত রোযা।

তরীকতে কুরআন তেলাওয়াত

পবিত্র কুরআন হলো প্রেমাস্পদের বাণী বা কথা। প্রেমিকার পত্র যেমন প্রেমিককে অভূতপূর্ব আনন্দ দান করে থাকে, তদ্রুপ খোদার কালামও খোদা প্রেমিকের হৃদয়ে তদ্রুপ আনন্দের সঞ্চার করে থাকে। খোদা-প্রেমিক খোদার পবিত্র কালাম ভক্তি ভরে চোখে মুখে তুলে নিয়ে চুমু খেতে থাকেন। বুকে জড়িয়ে ধরেন। মাথায় উঠিয়ে অভিনন্দন জানান। পবিত্র কুরআন পাঠের মধ্য দিয়ে তন্ময় হয়ে পড়েন। কেননা, এই কালাম পাঠের মধ্য দিয়েই প্রেমিক তাঁর অন্তরে প্রেমাস্পাদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। প্রেমিকের নিকট প্রেমময়ের বাণী অতুলনীয় সম্পদ। প্রেমিক তাঁর প্রেমময় আল্লাহর প্রেরিত বাণীসমূহের মাধ্যমে সৃষ্টির পরতে পরতে স্রষ্টার নিদর্শন লাভ করে থাকেন। তিনি নিরাকার সত্তা হলেও তাঁর প্রেমিকের নিকট তিনি জ্যোতির্ময় দীপ্তিরুপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন। তাঁর প্রতিটি বাণীতে প্রেমময়ের প্রতিভাস বিরাজমান। এই পবিত্রতম কুরআনের শব্দবিণ্যাস, শব্দযোজনা, ছন্দবিন্যাস, চাতুর্যপুর্ণ বাক্য বিন্যাস এবং অতুলনীয় কাব্যরস পাঠককে ভাবনার সুগভীরে নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। মুত্তাকী বা খোদ ভীরু ছাড়া পবিত্র কুরআনের সম্যক মর্ম উপলব্ধি অন্যের দ্বারা সম্ভব নয় কখনো। পবিত্র কুরআন আশেকের জন্য এশকের মহাসাগর। মাশুক তাঁর নিজের রুপ-সজ্জায় পরিপূর্ণ। কুরআন আশেক মাশুকের মধ্যে মিলন ঘটায়। খোদা-প্রেমিকের জন্য ইহা খোদা-প্রাপ্তির পথ। কেবল খোদা প্রেমিকই জানেন, খোদার কালামে কী যে সুধা লুকিয়ে আছে!

তরীকতে মুরাকাবা-মুশাহিদা

বাহ্যিক শ্রবণ দর্শন থেকে মনকে বিমুক্ত করে নিয়ে নির্জনে আল্লাহ পাকের ধ্যানে নিমগ্ন হওয়াকেই মুরাকাবা বলে। এইরুপ সাধনা দ্বারা আপন অস্তিত্বের বিলোপ ঘটাতে পারলে রুহ বা মানবাত্মা আল্লাহময় জগতে বিরাজ করতে থাকে। ফলে আশেক-মাশুক তথা মানবত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলন ঘটে। এই প্রকার যিকির (স্মরণ) এবং আত্মবিশ্লেষণ ও সৃষ্টি তত্ত্বের চিন্তায় আত্মবিভোর হওয়াকেই মুশাহিদা বলে। এই অর্থেই রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ

Scanned by CamScanner

تفكر ساعة خير من عبادة سنة ـ

'ঘন্টাকাল সৎচিন্তায় আল্লাহর চিন্তায়] ধ্যানমগ্ন থাকা বছর ব্যাপী ইবাদতের চেয়েও উত্তম।' এমনকি কোন কোন বর্ণনায় ৭০ বছর অথবা হাজার বছরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম বলা হইয়াছে। এই অর্থেই শেখ শাদী মুসলেহুদ্দীন সিরাজী (রঃ) বলেছেন ঃ

من تو شودم تو من شودی + من تن شودم تو جدن شودی +
تاکسے فگوید بعد ازایں + من دیگرم تو دیگری ـ

"আমি যখন তোমাতে বিলীন হয়ে যাই, তুমি তখন আমাতে বিরাজমান থাক। আর আমি যখন দেহ হয়ে যাই, তখন তুমি আলাদা হয়ে যাও। কেউ যেন বলতে না পারে আমি ও তুমি পৃথক।" মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনের সূরায়ে আরাফে বলেন ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ـ

"সকাল ও সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রভুকে সবিনয় ও সভয়ে স্মরণ কর এবং বিস্মৃত বা অমনযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

আলমে হাহুতের পরিচিত লাভ

আলমে হাহুতের পরম সত্তা সুমহান আল্লাহর স্বকীয় নির্গুণ সত্তাকে (যাতে কাদীম) বুঝায়। ইহা সমগ্র সৃষ্টি রাজ্যের পরম উৎস ও নির্যাস। ইহা সুমহান আল্লাহর আদিমত্ব ও একত্ব। ইহা সুমহান আল্লাহর নির্গুণ সত্তা। এখানে একত্ব ছাড়া দিত্বের কোন অবকাশ নেই। ইহা স্থান-কাল ও আপেক্ষিকতার উর্ধ্বে। এটা মহান স্রষ্টার আপন স্বকীয়তার ধারণা ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্তাবোধ অনুপস্থিত। এটাকে আরবীতে লা-মোকাম এবং বাংলায় স্থানশূন্য বা শূন্যস্থান বলা যেতে পারে। ইহা নির্গুণ, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবর্ণনীয়, অবিশ্বর, চিরঞ্জীবী পরম সত্তার একক অবস্থিতি। এর অবস্থান মানবের চিন্তা, কল্পনা ও দৃষ্টি শক্তির বাইরে। ইহা একটি একক মহা শূন্যস্থান। ইহা মানবের ইন্দ্রিয়ানুভীতির উর্ধ্বে। এটা বাকাবিল্লাহর স্তর। এই স্তরে উত্তীর্ণ সূফী-সাধকগণ নির্বাক ও নিস্তব্ধ হয়ে যান। বলার কিছুই থাকে না। এটা কেবল উপলব্ধি ও অনুভূতির জগত। এখানে সাধকের সাধনা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

Scanned by CamScanner

আলমে লাহুতের পরিচিতি

ইহা পরম সত্তা সুমহান আল্লাহর একটি সগুন সত্তা। এটা তাঁর গুণবাচক অবস্থানের নাম। একে আরবীতে সিফাতে ইমালী বলা হয়। ইহা তাঁর সামগ্রিক গুণাধার। এটা সুমহান আল্লাহর সমুদয় গুণাবলীর প্রকাশস্থল। আলমে হাহুতের অনুভূত জগত এটা। আলমে হাহুতের অভিব্যক্ত জগত এটা। আলমে লাহুতের অব্যক্ত জগত আলমে হাহুত। আলমে হাহুতের বিকশিত জগত আলমে লাহুত। আলমে রাহুতের স্তরে উত্তীর্ণ সাধক পরম সত্তার অস্তি প্রভায় নিজেকে বিলীন দেখতে পান। কেননা আলমে হাহুতের স্তরে কেবল আল্লাহ পাকের নিগুর্ণ অস্তিত্ব ছাড়া দ্বিতীয় কোন অস্তিত্বের অনুভূতি অনুপস্থিত। এটা ফানাফিল্লাহরও উর্ধ্বস্থিত স্তর। এই জগত অনুভূতিরও উর্ধ্বে। আল্লাহ পাকের নিজ গুণাবলী যে স্তরে প্রকাশ পায় এবং তিনি স্বয়ং যখন আপন গুণাবলী দ্বারা আরোপিত হন, তখন সাধক এক অভূতপূর্ব আনন্দে উদ্বেলিত ও হর্ষোৎপুল্লা হয়ে উঠেন। এই স্তর সাধকের জন্য কেবল বোধ ও উপলব্ধির জগত ছাড়া কিছুই নয়। এই আলমে লাহুতের স্তরে উন্নীত সাধক কলমায়ে তাইয়্যেবার (তাকওয়াহ) গোপন রহস্যভেদ বুঝতে সক্ষম হন। কলমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যেই নিহত রয়েছে সৃষ্টি জগতের সমুদয় গুপ্ত রহস্যভেদ। মহান আল্লাহর একত্ববাদেরই ব্যক্ত জগত আলমে লাহুত।

আলমে জাবারুত

এই জগতকে তাসাউফের ভাষায় সিকাতে তাফসিলী বলা হয়। ইহা আধ্যাত্মিক জগতের দ্বিতীয় স্তর। আলমে জাবারুতে আল্লাহ পাকের গুণাবলী পৃথক পৃথক সত্তায় বিকশিত হয়। যেমন তাঁর অনন্ত শক্তির পরিচায়ক মহাবিশ্বের সবকিছুই। এমনিভাবে তাঁর ঐশ্বর্য, মহাত্ম্য, করুণা প্রভৃতির স্বতন্ত্র বিকাশকেই বলা হয় আলমে জাবারুত। এই জগত মহান আল্লাহ পাকের রুবুবিয়্যাত বা তাঁর প্রভূত্বের স্বীকৃত জগত। এই স্তরে উন্নীত সাধক মহান আল্লাহ পাকের সমুদয় শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি লাভ করে থাকেন এবং নিজেকে খুবই নগণ্য, দুর্বল ও অসহায় বোধ করে থাকেন। নিজের এই দুর্বলতার অনুভূতি থেকেই অনন্ত শক্তিধরের প্রতি সাধক অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং আল্লাহর দাসত্ব করার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেন। এই আলমে জাবারুতের স্তরে উত্তীর্ণ সাধক আল্লাহ পাকের আদিয়াত বা তাঁরই দাসত্ব করার প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হন। আল্লাহর উলুহিয়াত বা তাঁর প্রভূত্ব তথা আলমে হাহুত ও আলমে লাহুতের চিন্তা ভাবনায় সাধক আত্মবিভোর হয়ে পড়েন। আলমে হাহুত, আলমে লাহুত, আলমে

Scanned by CamScanner

জাবারুত অব্যক্ত আত্ম-জগত। এই জগত অনাদি, অনন্ত, আদিম এবং ওয়াজেবুল ওজুদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই স্তরে মহান আল্লাহ পাকের অত্যাবশ্যকীয় অস্তিত্ববোধ ছাড়া দ্বিতীয় কোন অস্তিত্বের অনুভূতি অনুপস্থিত। আলমে জাবারুত আধ্যাত্মিক জগতের অন্তর্ভুক্ত।

আলমে মালাকুত

ইহা অশরীরী আত্মজগত। ফেরেশতা, জ্বিন, মানব প্রভৃতি যে সব আত্মাবিশিষ্ট সৃষ্টি জীব রয়েছে এদেরই অশরীরী আত্মজগতের নাম আলমে মালাকুত। সমুদয় আত্মজগতের সমাবেশ ও অবস্থানকে বলা হয় আলমে মালাকুত। সমগ্র আত্মজতের সমাবেশস্থল এটা। এই অশরীরী আত্মজগতের প্রতিভাস বা প্রতিবিম্ব এই দেহধারী জড়জত। এই স্থূলকায় আলমে মিসালের আত্মজগত আলমে মালাকুত। আলমে মালাকুত আলমে বর্যাখের অন্তর্ভুক্ত জগত। সমুদয় প্রাণিজগতের বিকাশ আলমে মালাকুত থেকেই ঘটছে। মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র প্রাণিজগতের আত্ম এখানেই অবস্থান করবে। আত্মজগত ও দেহজগতের সমন্বয় জগত আলমে মালাকুত। উভয় জগতের উদ্ভব স্থল এই জগত। ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী। তাঁরা তাঁদের নূরের দেহ নিয়েই এই জগতে অবস্থান করছেন। আলমে মালাকুত উন্নীত সাধক আলমে মালাকুতের স্বরূপ ও রহস্যভেদ বুঝতে পেরে মহান আল্লাহ পাকের আরাধনা উপাসনায় অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েন। জাগতিক কামনা বাসনা ও চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে থেকে এই জগতে ধ্যান মগ্ন থাকেন। মুরাকাবা-মুশাহিদায় দিন কাটান।

আলমে নাসুত

ইহা স্থূলকায় বিশিষ্ট জড় ও জৈব জগত বা জীবজগত। শরীরী প্রাণি জগতকেই বলা হয় আলমে নাসুত। রক্ত, মাংস, রস, বীর্য প্রভৃতির সমন্বয়ে যে জৈব জগতের উদ্ভব ঘটেছে, তাকেই বলা হয় আলমে নাসূত। আলমে নাসূতের আবির্ভাব ঘটেছে, তাকেই বলা হয় আলমে নাসূত। আলমে নাসূতের আবির্ভাব ঘটেছে আলমে আজসাম থেকে। আলমে আজসাম হলো, দৈহিক বা শরীরীজগত। আলমে আজসামের উপর নির্ভর করেই আত্মজতের প্রকাশ ঘটেছে। জড় বা বস্তুজগত সৃষ্টি জগতের সর্বনিম্ন স্তর। আল্লাহর দাসত্বের পরিপূর্ণ পরিচয় আলমে নাসূতেই ঘটে থাকে। আলমে নাসূত থেকেই আবেদের ইবাদত বন্দেগী শুরু হয়। সূফীসাধনার অগ্রযাত্রা এখান থেকেই আরম্ভ হয়। ওয়াহদানিয়্যাতে যেয়ে সাধকের সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে। আলমে নাসূত সাধকের সাধনা বা কর্মক্ষেত্র এবং ওয়াহদানিয়াত এর কর্মফল উপভোগের স্থল। এই অর্থেই রাসূল খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَلدُّنْيَا مَزْرَاَتُ الْاٰخِرَاتِ -

Scanned by CamScanner

"ইহজগত পরজগতের কর্মক্ষেত্র বা শস্যক্ষেত্র।" সাধকের সাধনা শুরু হয় দৈহিক জগত থেকেই। এই অর্থেই বলা হয়, দেহতত্ত্বই আত্তত্ত্বের মূল। যেহেতু দেহতত্ত্বের মধ্য দিয়েই সূফী সাধনার যাত্রা শুরু হয়। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে তার নিজেকে জানতে পেরেছে, সে অবশ্যই তাঁর স্রষ্টাকেও জানতে পেরেছে।" কারণ পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঘোষিত হয়েছে যে, "আমি আমার নিদর্শনসমূহ সৃষ্টি জগতে এবং মানবদেহে এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছি, যাতে প্রমাণিত হয় যে, আমিই একমাত্র পরম সত্য।" হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, "আমি মানুষের রহস্যভেদ এবং মানুষও আমার রহস্যভেদ।" মানবদেহ যে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল ও রহস্যভেদ দ্বারা পরিপূর্ণ, এ সম্পর্কে কুরআন হাদীসের বহু বাণীর উদ্ধৃতি দেয়া যায়।

এই কারণেই সূফী সাধনা শুরু হয় দেহতত্ত্বের মধ্য দিয়েই। এই অর্থেই মানবদেহ ও সৃষ্টি জগত আল্লাহর পরিচিতি লাভের উপায় উপকরণে বা নিদর্শনাদিতে পরিপূর্ণ। এজন্যই সৃষ্টি জগতের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা জাগতিক লোভলালসা ও ভালবাসা এবং দৈহিক পাশব প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে আত্মাকে মুক্ত ও পূতপবিত্র রাখতে পারলেই আল্লাহর পরিচিতি লাভ করা যায় এবং আল্লাহ পাকের জ্যোতির্ময় সত্তার প্রতিফলন অন্তরাত্মায় ঘটতে থাকে। আত্মা পবিত্রতা সংরক্ষণই সূফী সাধনার মূলকথা। বিশ্বজগতের মধ্য দিয়েই আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করা যায় বলেই সংসার ধর্ম করার পূণ্য অপরিসীম। এই অর্থেই ঘর-সংসার করার প্রতি মানব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সূফীগণ এই জন্যই সংসার ধর্ম করতেন এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তা করতেন। আল্লাহর প্রেমিকগণ আল্লাহকে পাবার অর্থে ঘর সংসার করেন। আর সাধারণ লোকেরা জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে সংসার ধর্ম করেন।

তরীকত মতে যিকির আযকার

বিভিন্ন তরীকা মতে বিভিন্ন প্রকার যিকির আযকার প্রচলিত রয়েছে। যেমন চিশতীয়া তরীকা মতে, শরীয়তের অনুশাসন অনুযায়ী জীবন যাপন করার পর আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করতে হলে অর্থাৎ বেলায়েতে আম্বা থেকে বেলায়েতে খাসসায় পদাপর্ণ করতে হলে অবশ্যই তাহাজ্জুতের নামায নিয়মিত আদায় করতে হবে। তাহাজ্জুতের পর চারজানু অবস্থায় কেবলা মুখী হয়ে বসবে এবং তাওবাহ আসতাগফার পাঠ করার পর অতীত জীবনের গোনাখাতা স্মরণ করে কিছুক্ষণ কাঁদবে। অতঃপর এইভাবে দশ বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে ঃ

Scanned by CamScanner

(١) اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ (٢) اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ـ (٣) اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ ـ (٤) اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ (٥) اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ ـ اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَام عَلَيْكَ يَا شَافِعَى الْمُذْنِبِيْنَ ـ (٧) اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ـ (٨) اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ ـ (٩) اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُبْشِرِ ـ (١٠) اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَحْبُوْبَ اللّٰهِ ـ

অতঃপর দুহাত উঠিয়ে প্রার্থনা করবে। প্রার্থনায় বলবে ঃ সমস্ত নবী, সিদ্দিক, সালেহ এবং শহীদদের পবিত্র আত্মার উপর সাওয়াব রেসানী করবে এবং তাঁদের মাগফেরাত কামনা করবে। হযরত আদম থেকে নিয়ে কবরে যত মুসলমান নর-নারী আছেন সবার জন্যই মাগফেরাত কামনা করবে। বিশেষ করে আমাদের নবী (সাঃ), তাঁর বিবিগণ, সাহাবাগণ, তাঁর বংশজাত সন্তান-সন্ততি, নিজের পীর, উস্তাদ, মা বাপ, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দোয়া করবে। তাঁদের রুহানী ফুয়ূয কামনা করবে। অতঃপর বলবেঃ আমার কালব আমার পীরে কেবলার কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ আছে। আমার পীর কিবলার কালব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর কালবের দিকে মুতাওয়াজ্জু আছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কালব স্বয়ং আল্লাহ পাকের আরশে মুয়াল্লায় মুতাওয়াজ্জু আছে। আরশে মুয়াল্লাহ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পবিত্র আত্মার সৌজন্যে এবং আমার পীরে কেবলার কালবের মাধ্যমে আমার কালবেও আল্লাহ পাকের নূরে মারফত লাভ হতে থাকুক। এই সংকল্পের পর বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নীচে অবস্থিত কালব থেকে الـه ۱ ۷ এই পবিত্র বাক্যটির যিকির বক্ষস্থলের ভেতর দিয়ে ডান কাঁধ দিয়ে বের করে দেবে এবং পুনরায় الله ۱ ۷। বাক্যটি দ্বারা কালবে আঘাত হানতে থাকবে। এইভাবে দুইশত বার পাঠ করবে। মাঝে মধ্যে محمد الرسول الله বাক্যটিও পাঠ করবে। পাঠ করার সময় একমাত্র আল্লাহ পাকের ধ্যান ধারণা ছাড়া অন্য কোন পায়রুল্লাহর ধ্যান ধারণা উপস্থি হলে এই মিশ্রিত বাক্যটি পরিহার করে কেবল খোদা পাকের ধ্যানেই বাক্যটি দুইশত বার পুরণ করবে। الـه ۱ ۷ বাক্যটি ডান

Scanned by CamScanner

কাঁধ দিয়ে বের করার সময় ডানে কিছুটা হেলবে এবং لا। ۷। বলার সময় বামে এসে পূর্বাস্থায় স্থির হবে। এই ভাবে দুইশত বার পাঠ শেষ হলে কেবল لا। ۷। চারশত বার পাঠ করবে। অতপর لا। لا ছয়শত বার পাঠ করবে। তারপর কেবল لا। শব্দটিই একশত বার পাঠ করবে। সর্বমোট ১৩ শত বার পাঠ করতে হয়। ইহাকেই বার তাযবীহর যিকির বলা হয়।

এইভাবে সনিষ্ঠায় নিত্য তাহাজ্জুতের পর পাঠ করতে থাকলে নিজের ধ্যান ধারণায় ও কালব ঐশীজগতের লক্ষনাদি প্রকাশ পেতে থাকবে এবং তৎসঙ্গে নানা দ্বিধা-দ্বন্দেরও সৃষ্টি হবে। তখন নিজের পীরের নিকট সবকিছু ব্যক্ত করবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে নেবে। আধ্যাত্মিক জগতের যেসব রহস্যভেদ বুঝতে সক্ষম হবে, তা আপন পীর ছাড়া কারো নিকট ব্যক্ত করবে না। ব্যক্ত করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে পড়বে। কারণ আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যভেদ বিশ্বজগতে ব্যক্ত করা নিষেধ। নিজে আধ্যাত্মিক অবস্থার সমোপযোগী পীর ভাইয়ের নিকট তা ব্যক্ত করা যায় এবং মত বিনিময়, আলাপ আলোচনা ও সমালোচনা করা যায়। আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্বশর্তই হল বেলায়তের গোপন রহস্যভেদ ব্যক্ত না করা। কেননা আল্লাহ স্বয়ং যাহের ও বাতেন–এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছেন। তিনি যাহের, অথচ বাতেন, তিনি বাতেন, অথচ যাহের।

পাষাণ-হৃদয়ের জন্য যিকরে জলী তথা উচ্চস্বরের যিকির বিশেষ ফলদায়ক, অথচ তা দ্বারা অপরের ব্যাঘাত সৃষ্টি করা দুরস্ত নয়। কোমল প্রাণের জন্য যিকরে খফী তথা গোপন যিকির বিশেষ ফলদায়ক। প্রাণের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। পীরে কামেলের নির্দেশ অনুযায়ী আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করতে হয়। কারণ আধ্যাত্মিক জগত অনন্ত ও অসীম। বস্তু জগত সসীম। জড়জগতের জ্ঞান নগণ্য। ঐশী জগতের জ্ঞান অপরিসীম।

বাইয়াত গ্রহণ করার আবশ্যকতা মুরীদ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

'বাইয়াত' (بيعت) শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ ক্রয়-বিক্রয় শর্তে অঙ্গিকারবদ্ধ হওয়া। কেননা 'বাইউন' (بيع) শব্দ থেকে 'বাইয়াত' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। 'বাইউন' শব্দের অর্থ ক্রয়-বিক্রয়। ক্রয়-বিক্রয় অর্থে যেমন বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি থাকে, তদ্রুপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিষয়কেই বাইয়াত বলা হয়। ইসলামের পারিভাষিক অর্থে মুসলমানগণ জাগতিক ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত, এমনকি প্রয়োজন বোধে নিজেদের জীবনের বিনিময়ে হলেও ইসলাম রক্ষার্থে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক বা আমীরের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া তথা শপথ গ্রহণ করাকেও বাইয়াত বলা হয়। আবার তাসাউফ শাস্তে বা তরীকতের অর্থে

Scanned by CamScanner

তরীকতের উস্তাদ অথবা আধ্যাত্মিক পীর-মুর্শিদের হাতে হাত রেখে আত্মোৎকর্ষ বা আত্মিক উন্নতিকল্পে তথা আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের দৃঢ় সংকল্পে অঙ্গিকারবদ্ধ হওয়াকেও বাইয়াত বলা হয়।

এইসব বিভিন্ন অর্থেই সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট বিভিন্ন বিষয়ের উপর বাইয়াত গ্রহণ বা অঙ্গিকারবদ্ধ হয়ে থাকতেন। কেননা, যে কোন বিষয়ে অটল-অচল ও দৃঢ়পদ থাকার ওয়াদায় বদ্ধপরিকর না হতে পারলেই সেই বিষয়ে সফলতা লাভ করা সম্ভব নয় কখনও। যে কোন বিষয়ে চারিতার্থ বা কামিয়াবী লাভ করতে হলে সেই বিষয়ে হতে হবে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শারীর পাতন" নতুবা সেই বিষয়ে সফলতা লাভের সম্ভাবনা হয়ে পড়বে সুদূর পরাহত।

কিন্তু বর্তমান যুগে পীর-মুরীদের ক্ষেত্রেই কেবল বাইয়াত গ্রহণের প্রকৃত অর্থ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যেহেতু কামেল পীর বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ না করা পর্যন্ত মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন থেকে যায় অপরিপূর্ণ। অথচ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই ইসলামের এতসব ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কামেল পীর বা মুরীদ ছাড়া আত্মিক উন্নতি তথা তরীকতের পথে একাকী উন্নীত হওয়া সম্ভব নয় কখনো। কেননা, মানবদেহ জড় পদার্থ বা বস্তুজগতের অন্তর্ভুক্ত। আর মানবাত্মার অবস্থান বস্তুজগতের উর্ধ্বে, ইন্দ্রীয়জ্ঞানের অতীত এবং দেশ-কালের চতুর্মাত্রার বাইরে। আত্মার অবস্থান ছিল আলমে আমরের অন্তর্গত আলমে আরওয়ায় বা আধ্যাত্মিক জগত! কিন্তু এই নিষ্কলুষ ও নিষ্পাপ আত্মা জড়পদার্থ বা বস্তুজগতের আবিলতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ায় নিত্য সে কলুষিত হয়ে পড়ছে এবং সে তার আদি সত্তার গুণ হারিয়ে ফেলছে। আদিবাস ও স্বজাত-স্বজনহারা হয়ে পড়ায় সে সদা বিরহব্যথায় বিরহবিলাপ গেয়েই চলছে। আত্মার সেই স্বজাত ও স্বজনহারা বিরহ বিলাপের কথা মাওলানা রূম তাঁর মহা কাব্যগ্রন্থ 'মাসনুবীর প্রথম দুই চরণে তা ব্যক্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ "শোন, মানবাত্মার বিলাপ–

بشنواز نے حون جلکیت میکن + وزحدائها شکابت میکند -

শোন, মানবাত্মা কি অভিযোগ করছে? সে তার স্বজনহারা বিরহব্যথায় বিলাপ করছে।" আত্মার এই বিলাপ কেবল আত্মনিষ্ঠ পুরুষগণই শুনতে পান।

এই মর ও পঙ্কিল জগতের আবিলতা থেকে আত্মাকে নির্মল ও নিষ্পাপ করে তোলা এবং আদিবাসী স্বজনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেবার প্রয়োজনীয়তাবোধ থেকেই কামেল পীর-মুর্শিদের সঙ্গলাভ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই অর্থেই মাওলানা রূমী তাঁর 'মাসনূবীতে' আরও বলেন ঃ

هر که خواهد همنشین باخدا + گو نشند در حضور اولیا - یك
زمانے صحبت با اولیا + بهتر ازصد سال طاعت بے ریا -

Scanned by CamScanner

"যে ব্যক্তি খোদাপাকের সঙ্গ লাব করতে ইচ্ছু, তাকে বল, সে যেন আল্লাহর ওলীর সঙ্গ লাভ করে। কিছুকালের জন্য হলেও আল্লাহর ওলীর সঙ্গ লাভ করা শত বছরের রিয়াহীন আরাধনা ও উপাসানার চেয়েও উত্তম।"

এই জন্যই পবিত কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ মুতাবিক আত্মাকে আল্লাহর রঙে রঞ্জিত করে তোলা, আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত হওয়া এবং আত্মাকে আল্লাহতে সমাহিত করে দেওয়ার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়ে থাকেন কামেল পীর-মুর্শিদগণ। বস্তুজগত থেকে অতীন্দ্রীয় আত্মিক জগতের সাথে মুরীদের আত্মাকে সংযোগ স্থাপন করে দেওয়াই পীরের দায়িত্ব। এই আত্মিক জগতের উন্নত পথে চলার যেসব শর্তসমূহ রয়েছে তা মেনে চলার অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়াই মুরীদের কর্তব্য। পীর ও মুরীদের মধ্যে এই রুপ অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়াই মুরীদের কর্তব্য। পীর ও মুরীদের মধ্যে এরূপ অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়াকেই বাইয়াত বলা হয়। বস্তু জগতের পারি পার্শ্বিকতায় অবস্থান করে অতীন্দ্রীয় আধ্যাত্মিক জগতের সম্যক উপলব্ধি করা মুরীদের পক্ষে সম্ভব নয় কখনো। এই অজানা-অচেনা দুর্গম পথ অতিক্রমার্থে একজন অভিজ্ঞ দিশারী বা মুর্শিদে কামেলের প্রয়োজন রয়েছে। এই অভিজ্ঞ দিশারী বা মুর্শিদকেই সূফী শাস্ত্রে তথা তরীকতের ভাষায় পীরে কামেল, শেখ, রাহবর প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। মুর্শিদে কামেলের প্রয়োজনীয়তা শিষ্যের পক্ষে অনস্বীকার্য। এই অর্থেই বলা হয় মুর্শিদে কামেলের সান্নিধ্য ও সাহচার্য ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক জগতের সর্বোচ্চ মার্গে উন্নীত বা উপনীত হওয়া ভক্তের পক্ষে এওকাকী সম্ভব নয় কখনো। শিষ্যের পক্ষে আত্মনিষ্ঠ সিদ্ধ-পুরুষের সাহচার্য বা সান্নিধ্য লাভ করা অত্যাবশ্যক।

আল্লাহর ওলীদের নৈকট্য লাভ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্যলাভ সম্ভব নয় কখনও

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ভাষায় তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ـ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَ مَنْ أَوْفٰى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهُ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا ـ

"ওহে মুহাম্মদ (সাঃ), আপনি লোকদেরকে জানিয়ে দিন যে, তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা লাভ করতে চাও, তাহলে তোমরা আমার (মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুকরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" এই পবিত্র আয়াতে আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রাসূলের অনুকরণ-অনুসরণ এবং তাঁরই আনুগত্য মেনে চলার জন্য মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই যাঁরা রাসূল (সাঃ) এর

Scanned by CamScanner

অনুকরণ-অনুসরণ ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে চলবেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁরাই আল্লাহর ওলী, সূফী, দরবেশ, পীর, মুর্শিদ প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত বা অভিহিত হয়ে আসছেন। রাসূলের অনুকরণ-অনুসরণ বা তাঁর আনুগত্যের মধ্যে যেমন আল্লাহ পাকের ভালবাসা নিহিত রয়েছে, তদ্রুপ নায়েবে রাসূল বা রাসূলের পদানুসারী সূফী-দরবেশ ও পীর-মুর্শিদের আনুগত্যের মধ্যেও আল্লাহও তাঁর রাসূলের ভালবাসা নিহিত রয়েছে। কেননা, আল্লাহর ওলীগণ রাসূলের অনুকরণ-অনুসরণের মধ্য দিয়েই খোদাপাকের প্রেম-প্রীতি লাভ করতে পেরেছেন। কাজেই ওলীদের অনুসৃত পথই খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভের একমাত্র উপায় ও উপকরণ তথা খোদা সন্তুষ্টির পরিচায়ক। এই অর্থেই আল্লাহর ওলীদের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত আল্লাহ পাকের প্রেম-প্রীতি এবং তাঁর ভালবাসা লাভ করা সম্ভব নয় কখনও, বরং তা সুদূর পরাহত। এই অর্থেই মাওলানা রূম বলেছেন ঃ

خود بخد مولنا روم هرگز نشد + تا غلام شمش تبر یزے نشد ـ

"আমি নিজে নিজে কখনও মাওলানা রূমী হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতাম না, যদি না আমার শামসে তিবরীজের গোলামী করার সৌভাগ্য হতো।"

প্রকৃতপক্ষে নায়েবে রাসূল বা রাসূলের প্রতিনিধগণই ওয়ারেসাতুল আম্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর সত্যিকার অর্থে ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া তাঁরাই, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পক্ষ থেকে ইলমে শরীয়ত ও ইলমে তরীকতের উত্তরাধিকারী লাভ করতে পেরেছেন। এই অর্থেই মাওলানা রূম বলেছেন ঃ

در حقیقت لو لبون نائب رسول + دردنش احکلم حق گرداد نزول ـ

"সত্যিকার অর্থে নায়েবে রাসূল তিনিই যাঁর অন্তরে আল্লাহ পাকের হুকুমসমূহ অবতীর্ণ হয়।"

আল্লাহর ওলীগণ যাহেরী ও বাতেনী তথা শরীয়ত ও তরীকত উভয় বিদ্যায়ই উত্তরাধিকার লাভ করে থাকেন। শরীয়ত বা যাহেরী বিদ্যার অর্থ শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা। আর তরীকত বা বাতেনী বিদ্যার অর্থ–শরীয়তের যাহেরী শিক্ষা ও পরিবেশ ছাড়িয়ে অতীন্দ্রীয় আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করা। অর্থাৎ–আলমে আমর সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানী বিদ্যার অর্থ–শরীয়তের যাহেরী শিক্ষা ও পরিবেশ ছাড়িয়ে অতীন্দ্রীয় আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করা। অর্থাৎ– আলমে আমর সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া। এই গোপন বিদ্যায় চরিতার্থ হবার পূর্বশর্ত হলো তাযকিয়ায়ে নফস বা বা ইসলাহে নফস অথবা আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম তথা আত্মসংগ্রামের মাধ্যমে আত্মার চরম উৎকর্ষ সাধন এবং

Scanned by CamScanner

পরিশেষে আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত, তাঁর রঙে রঞ্জিত হয়ে আল্লাহতে সমাহিত হয়ে যাওয়া। এই আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের সন্ধান একমাত্র আল্লাহর ওলীগণই অবগত আছেন। এই অর্থেই বলা হয়েছে ঃ আল্লাহর ওলীদের নৈকট্য লাভ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব নয় কখনও।

এই জন্যই তরীকত জগতের শিরোমণি হযরত মাওলানা রূমী বলেন ঃ

حون گريدی پير همی تسليم شو + همحون موسیٰ زهر حكم خضر رو -

صبر كن دركار خضرنے نفاق + تا نگويد خضر رو هدا فراق -

يار بايد راه راتنها مرو+ بے قلد وز اندريں صخرا موو -

"তুমি যদি কোন পীর-মুর্শিদ গ্রহণ করে থাক, তাহলে তুমি তোমার নিজেকে তাঁর হাতে সম্পূর্ণরুপে ন্যাস্ত করে দাও। হযরত মূসা (আঃ) এর ন্যায় খিযির (আঃ) এর নির্দেশমত তরীকতের এই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে থাক। পথের দিশারী হযরত খিযির (আঃ) এর কার্যকারণ অনুসন্ধান করো না। যাতে তিনি তোমার পরিশেষে বলে না বসেন ঃ

هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِیْ وَبَيْنِكَ -

(ওহে মূসা , তোমার এইসব জিজ্ঞাসাবাদের দরুণই) আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল।"

সুতরাং তরীকতের এই অজানা অচেনা দুর্গম পথ অতিক্রম করতে যেয়ে নিজের বিবেক বুদ্ধির উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করতে হয়। বস্তুজগতের অভিজ্ঞতাকে বিসর্জন দিতে হয়। কেননা, এই দিশাহীন প্রান্তরে দিশারী ছাড়া একাকী পথ চলতে যেয়ে বিভ্রান্তির অতল সাগরে তলিয়ে যাবার ধ্রুব সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ ইহা বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ পথ এবং সাধ্যাতীত সাধনার বলে বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়। এই পথ দেশ কাল ও পঞ্চ ইন্দ্রীয় লব্ধ পার্থিব পথ নয়, বরং ইহা অতীন্দ্রীয় অজড় আলমে আমরের মহাপথ-মহা আধ্যাত্মিক জগত।

সূফীতত্ত্ব এক মহা রহস্যময় বিশ্ব। এই রহস্যভরা তরীকতের পথে কামিয়াবী হাসিল করতে হলে একজন অভিজ্ঞ দিশারী বা মুর্শিদে কামেলের সাহচার্য লাভ করা অপরিহার্য কতর্ব্য। কামেল পীরের হাতে হাত রেখে তাঁর আরোপিত শর্তবালী মাথা পেতে নিতে হয়। এইরুপ ভক্ত বা অনুগত মনযীল বা অভীষ্ট লক্ষ্যপথে পৌছে দেন। যেমন পীরে কামেলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাওলানা রুমী তাঁর স্বরচিত মহা কাব্যগ্রন্থ মাসনবীতে বলেছেন ঃ

Scanned by CamScanner

گر ھو نے این سفر داوی دلا + دامن راھیر بگیر و بس و بیاہ + بے رفیقے ھرکہ شد در راہ عشق + عمر بگذ شت وتشد اگاہ عشق ۔

"হে আমার অন্ধ হৃদয়, তোমায় যদি আল্লাহকে পাবার একান্ত বাসনা থেকে থাকে, তাহলে তুতমি মুর্শিদে কামেলের সঙ্গ ধর। তরীকতের এই দুর্গম পথে কেবল তাঁরই নির্দেশাবলী মেনে চল। তুমি কেবল নিজে নিজে জীবনভর সাধনা করেও পীরের সাহায্য ছাড়া মকসূদে মনযীলে পৌছতে পারবে না।" পীরে কামেলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাওলানা রূম আরও বলেন ঃ

ھر کہ خوا ھد ھمنشین با خدا + گر نشیند درحضور اولیاہ ۔یك زما نے صمحبت با ولیا + بہتر ازصد سلل طا عت بے ریا ۔

"যে ব্যক্তি খোদা পাকের সঙ্গ লাভে আগ্রহী, বল তাকে, সে যেন ওলীদের সঙ্গ লাভ করে। ওলীদের সঙ্গ লাভ ক্ষণকালের জন্য হলেও শত বছরের নির-অহংকার আরাধনার চেয়েও সর্বোত্তম।"

এই অর্থেই তরীকতের সর্বোচ্চ ওলী হযরত মাওলানা শাহ সূফী শামসুল হক ফরিপুরী (রঃ) তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'তাসাউফ তত্ত্ব'-এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, "চরিত্র গঠন কেবল কেতাবী বিদ্যার দ্বারাই লাভ হয় না। এরজন্য খাসভাবে খাস উস্তাদের সংসর্গে থেকে শুধু আমল করতে হয় না, শুধু অভ্যাস করতে হয় না; বরং আমলকে পরিপক্ক করতে হয়।"

'তাসাউফে ইসলাম' এর গ্রন্থকার মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "প্রকৃতপ্রস্তাবে মানব দেহই আসল কিতাব। তোমার আপন দেহেই আল্লাহপাকের নিদর্শনসমূহ অনুসন্ধান কর।"

বুখারী শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, "ফেরেশতাগণ মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে রাসূলের (সাঃ) চেহারা মুবারক দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে, من ھو الرجل তিনি কে?" সুতরাং যদি মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় কামেল পীরের সাহচর্য লাভ না করে থাকে এবং আপন পীরের সৌজন্যে 'আহদিয়াত' ও 'আহমদিয়াত'এর স্বরূপ উপলব্ধি বা দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য না হয়ে থাকে, তাহলে এহেন অবস্থায় সেই জিজ্ঞেসিত ব্যক্তি কেমন করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর বাস্তব স্বরূপ জানতে ও জিনতে পারবে? কারণ সে জীবদ্দশায় কোন দিন রাসূলের

Scanned by CamScanner

চেহারা মুবারক দেখেনি। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাস্তবরূপ সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে হলে মুর্শিদে কামেলের সাহচার্য লাভ করা অত্যাবশ্যক। কেননা, মানববক্ষেই তাওহীদ রূপ বৃক্ষের মূল বা বীজ নিহিত রয়েছে।

এই অর্থেই তরীকতের একটি অন্তর্নিহিত বিধান রয়েছে যে, আপন পীরের চেহারা মুবারক ধ্যান করার। এই ধ্যানের ভিতর দিয়েই রাসূলের বাস্তবরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং রাসূলেরদ এই স্বরূপতা থেকেই স্বয়ং আল্লাহপাকের স্বরূপ জানার ও দেখার সৌভাগ্য লাভ হবে। অর্থাৎ 'মুহাম্মদ' থেকে "আহমদ' এবং 'আহমদ' থেকে স্বয়ং 'আহাদ' এর পরিচিতি লাভ হবে। এই অর্থেই বলা হয়েছে ঃ

محمد خدا سے جدا نہیں + پھر بھی محمد خدا نہیں -

"মুহাম্মদ খোদা থেকে জোদা নন, তবু মুহাম্মদ খোদা নন।"

এই জন্যই মাওলানা রূমী বলেন ঃ

ملت عشق نز همه دينها خدا است + عاشقان راملت ومذهب خداست -

"প্রেমিকজনের ধর্ম সকল ধর্মানুষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র ও সর্বোচ্চ। খোদা প্রেমিকের ধর্ম হলো স্বয়ং আল্লাহ।" কেননা আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত, আল্লাহর গুণে গুণান্বিত এবং আল্লাহর রূপ ও রঙে রঞ্জিত হয়ে স্বয়ং আল্লাহপাকের মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন এবং পরিশেষে তাঁরা স্বয়ং আল্লাহতেই সমাহিত হয়ে যান। যেমন মাওলানা রূমী আরও বলেন ঃ

حو توذات پيررا كردى قبول + هم خدا درناش امد هم رسول -

"যখন তুমি কোন কামেল পীরের সত্তাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবে, তখন তুমি অবশ্যই আপন পীরের সত্তায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সত্তা বিদ্যমান আছে বলে বিশ্বাস করে নিও।"

সুতরাং তরীকত পন্থী মুরীদ সালেক যদি আপন পীরের অস্তিত্বকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অস্তিত্ব থেকে ভিন্ন মনে করে থাকেন, তবে সেই মুরীদ তরীকতের তত্ত্ব তথ্যজ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকবে সারা জীবন। কাজেই সালেকেব পক্ষে উচিত, ভিন্ন দুইটি সত্তা না ভেবে বরং পীরে কামেলের সত্তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সত্তায় বিলীন বলে গণ্য হবে। যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে এইরূপ মনে করা শেরেক বলে গণ্য হবে, তবু আত্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে তা শেরেক নয়। কেননা, এখানে ভিন্ন দুইটি অস্তিত্বের প্রতি স্বীকৃতি দেওয়া নয়, বরং মহা অস্তিত্বের তুলনায় ক্ষুদ্রতম অস্তিত্বের কোন নিজস্ব সত্তা খুজে পাওয়া যায় না। যেমন এক বিন্দু পানি মহাসাগরের সাথে মিশে গিয়ে তার নিজস্ব অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। তদ্রুপ একটি ক্ষুদ্রতম প্রদীপের আলো যেমন সূর্যের আলোতে বিলীন হয়ে যায়, ঠিক তদ্রুপ অবস্থারই সৃষ্টি হয় খোদা প্রেমিক আশেক মাশুকের

Scanned by CamScanner

ক্ষেত্রে। অন্যকথায়, মহান খোদাপাকের অস্তিত্ব ছাড়া তাঁর ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিরাজ্যে। আর দ্বিতীয় কোন অবিনশ্বর অস্তিত্বও নেই। যেমন, মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্রতম কুরআনের ভাষায় বলেন ঃ

كل من عليها فان + ويبقى وجه ربك ذوا لجلال والاكرام ـ

"সৃষ্টিজগতের সমুদয় অস্তিত্বই বিলোপ ও বিলীন হয়ে যাবে, কেবল মহা প্রতাপশালী ও মহাসম্মানিত খোদা তায়ালার অস্তিত্বই বিদ্যমান থাকবে।" কাজেই একমাত্র মহান আল্লাহর হাস্তী ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন অবিনশ্বর হাস্তী নেই। আমরা এই কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছি একত্ববাদের বাণী 'কালমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে। এ ছাড়াও সৃষ্টিজগতের গভীর মনোনিবেশ করলে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মহাবিশ্বের গ্রহ-উপগ্রহ ও ছায়াপথ সবই একটি মহাশক্তিকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করচে। সৃষ্টিজগতের সবই সেই মহাশক্তির প্রতি ধাবিত ও আকর্ষিত। এই আকর্ষণকেই বলা হয় প্রেম। প্রেমের বন্ধনে সব আবদ্ধ। মহাবিশ্বের উৎস যেখান থেকে সেখানেই সব মিলতে চায়। সেখানেই সব বিলীন হতে চায়। আপন আপরন ক্ষুদ্রতম সত্তাকে হারিয়ে সহাসত্তায় মিলতে চায়। এই অবস্থাকেই তাসাউফ বা তরীকতের ভাষায় 'ফানাফিল্লাহ' বলা হয় এবং বৌদ্ধধর্ম মতে ইহাকেই নির্বাণ বলা হয়।

যেমন রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَنَا مِنَ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّىْ ـ

"আমি মহাপ্রভু আল্লাহ তায়ালার মহাজ্যোতির্ময় সত্তা থেকে সৃষ্ট এবং আমার নূর থেকে খোদা বিশ্বাসী মুমেনগণ সৃষ্ট।" এই বাক্যে ব্যবহৃত 'মুমিন' বা "বিশ্বাসী' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) যেমন খোদা পাকের যাতে কাদীমে' বিশ্বাসী এবং খোদা পাকের তরফ থেকেই তিনি আগত তদ্রুপ তাঁর অনুসারীগণও খোদা এবং রাসূলের সত্তায় বিশ্বাসী এবং রাসূলের বিশ্বাসজনিত নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্ট। ইহা মুমেনদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় এই জন্য যে, তারা রাসূলের জ্যোতির্ময় সত্তা থেকে সৃষ্ট হয়েও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সত্তায় বিশ্বাসী নন। এই হাদীসের বিশদ ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং খোদাপাকের জাতে সিফাত (সগুণ দ্বারা) প্রদীপ্ত হয়ে বিকশিত হয়েছেন এবং মুমেনগণ নবী করীম (সাঃ) এর জাতে হাকীকী (মৌলসত্তা) থেকে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্ব মানবে বিকশিত হয়েছেন। মানবজাতির বাস্তব রূপ মুহাম্মদ (সাঃ) এরই রূপের মাধ্যমে স্বয়ং খোদা তায়ালার জাতে পাকেরই বিকাশমাত্র। এই কারণেই মানব হৃদয়ে জাতে হাকীকীর প্রেমাকর্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। যারা তা অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁরাই কেবল প্রেমাবেশে আসক্ত হয়ে প্রেমাস্পদ বা প্রেমময়ের প্রতি আকৃর্ষিত হয়ে পড়েছেন। আর তাঁরাই হলো প্রকৃত মো'মেন। তাঁদের হৃদয়ই আল্লাহর আরশে পরিণত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

এই অর্থেই আল্লাহর রাসূল বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُوْنَ مَرْاَةُ الْقَلْبِ قَلْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَرْشُ اللّٰهِ -

"মুমেন বা খোদা-বিশ্বাসীদের অন্তকরণ আল্লাহপাকের আরশ সৃদশ।" মুমেন বা বিশ্বাসীর অন্তর্দর্পণে অবস্থিত খোদাপাকের প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয়ে থাকে। খোদাপাকের নূর বা তাঁরই জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় অন্তর্চক্ষু দ্বারা মহাপ্রভুর রূপ অবলোকন করা যায়। এই অর্থেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আরও বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُوْنَ يَنْظُرُوْنَ بِنُوْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

"খোদা বিশ্বাসী মুমেনগণ খোদাপাকের নূর দ্বারা তাঁর স্বরূপ দর্শন করে থাকেন।"

খোদা প্রেমিক মুরীদগণ মুর্শিদে কামেলের প্রেমে আত্মহুতি দিয়ে ফানাফিশ শেখে উপনীত হয়ে থাকেন। এই পর্যায়ের খোদা বিশ্বাসী মুরীদগণকেই তরীকতের ভাষায় 'মুমেন' নাম অভিহিত কহরা হয়। এরূপ মুমেনগণ তাঁদের অন্তকরণ দ্বারা 'হাকীকতে মুহাম্মদ' বা মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাস্তব রূপ অবলোকন করে থাকেন। এই প্রকার আশেকে ফানাফির রাসূল' বা রাসূলের প্রেমে বিলীনপ্রাপ্ত স্তরে উপনীত হয়ে থাকেন। ইহাকেই তরীকতের ভাষায় ফানাফির রাসূল বলা হয়। এই নূরে মুহাম্মদীর মাধ্যমেই খোদা প্রেমিকগণ স্বয়ং খোদাপাকের নূরে তাজাল্লীর দর্শন লাভ করে থাকেন। খোদাপাকের নূরে তাজাল্লী দ্বারাই খোদা প্রেমিকের অন্তকরণ আলোকিত হয়ে উঠে। খোদাতালার আশেকগণ এই আলোতেই ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ববোধ বা অনুভূতি থেকে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েন এবং তাঁরা এইরূপ আত্মহুতির মাধ্যমেই ফানাফিল্লাহর স্তরে উপনীত হয়ে তাঁরা আল্লাহ পাকের নূরে সিফাত দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন। তাঁরা খোদা পাকের নূরের রাজ্যে বিচরণ করতে থাকেন। এই পর্যায়ে উপনীত খোদা প্রেমিকদের বাহ্যিক জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবার ফলে আপন খোদাকেও চিনতে অপারগ হয়ে পড়েন। কারণ খোদা প্রেমিক নিজেদের অস্তিত্ববোধ থেকে আত্মবিস্মৃত হয়ে খোদার অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যান। খোদাতায়ালার অস্তিত্ব ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন অস্তি তাঁরা দেখতে না পেয়ে মানসূর হেল্লাজের ন্যায় নিজেকেও 'আয়নালহক' বলে দাবী করতে থাকেন। 'আনালহক' শব্দের অর্থ আমিই পরম সত্য। এই অবস্থাকেই ফানাফিল্লাহর স্তর বলা হয়।

কিন্তু ফানাফিল্লার স্তরে উপনীত হবার পর আপন অস্তিত্বজ্ঞান হারিয়ে ফেলা, আপনাকেই খোদা বলে দাবী করা এবং জ্ঞানশূন্য বা আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলা উচ্চস্তরে উপনীত সালেকের পরিচয় নয়। বরং এই স্তরের সালেকগণ মধ্যস্তরের সালেক বা সূফী। যেহেতু মারফত জগতের রহস্যভেদ ধারণ করার ক্ষমতা নেই

Scanned by CamScanner

বলেই শরীয়তের সাথে তাঁদের সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। বাক্যবিল্লাহর স্তরে উপনীত সালেক বা সূফীগণই প্রকৃত উচ্চস্তরের খোদা প্রেমিক। তাঁরা এশকের মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়েও ওহ্-আহ্ করছেন না; অথচ অপরিপূর্ণ কলসীর কতই না উত্তুঙ্গ ঘাত-প্রতিঘাত!

এই জন্যই কেউ কেউ মানসূর হেল্লাজকে মধ্যস্তরের সালেক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন হযরত শেখ আবদুল হক রুদৌলবী (রাঃ) বলেছেন ঃ

منصور بحه بود كه ازيك قطره بفرياد امد + اينحا مردانند كه دريا ها فرو برند وا روغ نه زنند ـ

"মানসূর হেল্লায কোন উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন না, বরং তিনি মধ্যস্তরের সালেক ছিলেন। তিনি মারফতের একবিন্দু শারাবান তুহুরা পান করেই অজ্ঞানের মত প্রলাপ বকতে শুরু করলেন! অথচ এই তরীকতের সমুদ্র বহু উচ্চস্তরের সালেক রয়েছেন, যাঁরা শত সমুদ্র সম শরাব পান করেও তাঁদের ঢেকুর (হিক্কা) পর্যন্ত উঠে না।"

পাঠক, এখন মূল বক্তব্যে আসা যাক। তরীকতের পথ যে ভীষণ দুর্বোধ্য ও দুর্গম, এই সম্পর্কে মহাত্মাইরাকী (রাঃ) তাঁর কাব্যিক ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে,

صنما : ره قلندر سز اوار بمن نمائر + دراز و دور ديدم ره و رسم پارسائی ـ

"হে মুর্শিদ, আমায় প্রেমের পথ বাতলিয়ে দিন। কেননা, রিয়াযাত বা সাধনার পথ ভীষণ দুর্গম মনে হচ্ছে।" কারণ মহাত্মা ইরাকী (রঃ) তরীকতের দুর্গম ও দুর্বোধ্য পথ অতিক্রম করতে যে কতশত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বাধা বিপত্তি ও মহাবিভ্রান্তির সাগরে তলিয়ে যেতে হয়, সে কথাই তিনি তাঁর কবিতায় ভাষায় এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে,

بطواف كعبه رفتم بحرم رهم نداد ند + كه برون درحه كردی كه درون خانه ائی ـ بزمين حوں سحدہ كردم ززمين ندا برامد + كه مرا خراب كردی تو بسحده ريائی ـ بقمار خانه رفتم همه پاكباز ديدم + حون بصومعه رسيدم همه يافتم ريائی ـ

"আমি যখন কাবাগৃহ তাওয়াফ করতে গেলাম, তখন আমাকে কাবাঘরের হেরেম দ্বারেই বাধা দিয়ে বলা হলো, তুমি হেরেমের বাইরে এমন কি কাজ করেছ, যা কাবার অভ্যন্তরে এসে তা পূর্ণ করতে চাচ্ছ? আমি যখন যমীনে সেজদা করতে গেলাম, তখন যমীন থেকে শব্দ বেরিয়ে এলো, তুমি রিয়া বা লোক দেখানো সেজদা করে আমায় অপবিত্র করে ফেলেছে। তারপর আমি যখন জোয়ার আড্ডাখানায় গিয়ে দেখতে পেলাম এই কাজে সবাই নিষ্ঠাবান ও খাঁটি; অথচ ইবাদতখানায় গিয়ে দেখতে পেলাম, অধিকাংশ আবেদই লোকদেখানোয় মশগুল।"

সুতরাং তরীকতের এই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে যেয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং মনে ভীষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই জন্যই কামেল পীরের সাহচার্য ও সহযোগীতা ব্যতিরেকে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয় কখনো। এই অর্থেই মুর্শিদে কামেলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তরীকত পন্থী কবি বলেন ঃ

نفس نتوان كشت الا طل پبر + دامن ان نفس كش را مخت گير -

"কামেল পীরের সাহচর্য ব্যতিরেকে প্রবৃত্তিকে বশে আনা সাধনার অতীত। তাই প্রবৃত্তি বিশোধকে পীরে কামেলের আঁচল দৃঢ় হস্তে ধারণ কর।" পীরে কামেলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাওলানা রুমী আর বলেন ঃ

قال رابگزار مرد خاض شو + پيش صاحب دولت پامال

شو - گر تو سنگ صخره مر مر شوى + حوں بصاحب دل

رسى گوهو شوى -

"নিরর্থক কথাবার্তা বন্ধ কর। সত্যিকার মানুষে পরিণত হও। তুমি পীরে কামেলের পদধূলিতে পরিণত হও। তোমার হৃদয় যদি মর্মর পাথর সদৃশও হয়ে থাকে, তবু যদি তুমি পীরে কামেলের সান্নিধ্যলাভ কর, তবে তুমি অবশ্যই রত্নে পরিণত হতে পারবে।"

মরহুম খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ তাঁর স্বরচিত 'আমার শিক্ষা ও দীক্ষা' নামক গ্রন্থে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, "খোদা-প্রেমিকের প্রথম পাঠ স্বীয় অস্তিত্বের বিলোপ সাধন। দ্বিতীয় পাঠ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপন। তৃতীয় পাঠ, কলমায়ে তাকওয়ার প্রতি তন্ময় থাকা। চতুর্থ পাঠ, রেযা ও তাসলীম অবলম্বন করা।"

www.islamiclife.wapsite.me

সমাপ্ত

Scanned by CamScanner